



বাংলা সংস্করণ  
তত্ত্ব-প্রকাশ গ্রন্থমালা—১

---

পবনহংস-পবিত্রাজক  
শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দগিরি-সঙ্কলিতা  
শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী

পণ্ডিত-প্রবর-  
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন শাস্ত্রি  
ডক্-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ  
সম্পাদিতা  
অনুদিতা

আগমাস্ত্রসঙ্কান-সমিতি-সম্পাদক  
শ্রীযুক্ত বিভূপদ ঘোষ  
প্রকাশিতা

প্রাতিস্থান—শ্রীযুক্ত বিভূপদ ঘোষ

৭এ, চানতা বাগান লেন

ও

প্রধান প্রধান সংস্কৃত পুস্তকালয়

[ সর্বস্ব সংরক্ষিত ]

প্রিটার—শ্রীরাধাকান্ত বড়া

মোবাইল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৫, ডি, এল, রাস্ট্রাইট, কলিকাতা।

## নিবেদন

পবমহংস পবিত্রাজক শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ গিৰি-কৃত “শাক্তানন্দতৰঙ্গিণী” প্রাথ এক বৎসরের অধিক কাল যন্ত্ৰস্থ থাকিয়া ভগবৎ কৃপায়, ‘আগমান্নসন্ধান-সমিতি’ব ঐকান্তিক চেষ্টায় ও মহদয় পাঠকবর্গের শুভেচ্ছায় আজ লোকলোচনের গোচরে আসিষাছে। ‘আগমান্নসন্ধান-সমিতি’ এ যাবৎ ২২খানি তন্ত্র গ্রন্থ দেবনাগব অক্ষবে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ কবিষাছেন। কোন গ্রন্থই বঙ্গাক্ষবে মুদ্রিত হয় নাই, বঙ্গান্নবাদও কোন গ্রন্থে প্রদত্ত হয় নাই। আজ হঠাৎ সেই সমিতি হইতে বঙ্গান্নবাদেব সহিত বঙ্গাক্ষবে পুস্তক মুদ্রিত হইল দেখিয়া অনেকেই ইহাব কাবণ জানিতে ইচ্ছুক হইবেন। তাই সৰ্ব্বপ্রথমে ইহাব কাবণ বলা আবশ্যক।

অপ্রকাশিত তন্ত্র গ্রন্থেব প্রকাশ ও প্রচাবেব উদ্দেশ্য লইয়া মহাপ্রাণ স্বর্গীয় সার জনু উডরফ ও স্বর্গীয় অটলবিহাবী ঘোষ মহাশয় এই সমিতিব প্রতিষ্ঠা কবেন। দানবীৰ স্বর্গীয় দ্বাববদ্বেশ্বব বামেশ্বব সিংহ বাহাদুর ইহাব প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহাবই প্রদত্ত অৰ্থে সমিতি হইতে পব পব কয়েকখানি তন্ত্র প্রকাশিত হয়। বহু পাঠক হুৰ্দ্ধোধ সংস্কৃতেব অর্থগ্রহণে অসমর্থ হইয়া বঙ্গান্নবাদেব সহিত বঙ্গাক্ষবে পুস্তক প্রকাশেব অন্নবোধ জানাইয়াছিলেন ; কিন্তু সমিতিব অবৈতনিক সম্পাদক স্বর্গীয় অটলবিহাবী ঘোষ মহাশয়, কর্তৃপক্ষেব সিদ্ধান্তানুসাবে সে অন্নবোধ বক্ষা কবিতে পাবেন নাই। তাহাব প্রধান কাবণ—বঙ্গাক্ষবে মুদ্রিত পুস্তক ভারতেব ও অন্ত দেশেব পাঠকগণেব স্বখপাঠ্য হয় না। দেবনাগব অক্ষবেব সহিত সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগাইবই পবিচিত বলিয়া এ যাবৎ দেবনাগব অক্ষবেই এই সমিতি হইতে তন্ত্র প্রকাশিত হইতেছে।

বিগত সাত বৎসবেব মধ্যে সমিতি হইতে লক্ষণেন্দ্র দেশিক কৃত ‘শারদাতিলক’, শঙ্করাচার্য্য কৃত ‘প্রপঞ্চসাব’, মহাকবি কালিদাস কৃত ‘চিদ্বগ্নগনচক্রিকা’, নবসিংহ ঠকুর কৃত ‘তাবান্তক্তি-সুধার্ণব’, পূৰ্ণানন্দকৃত ‘ষট্চক্রনিরূপণ’, (৩য় সং) ও ‘তত্ত্বাভিধান’ (২য় সং) প্রকাশিত হওয়ায় সমিতিব সক্ষিত অর্থ যখন প্রায় নিঃশেষ হইবাব উপক্রম হয়, ঠিক সেই সময়েই প্রধান পৃষ্ঠপোষক দ্বাববদ্বেশ্বব (‘শারদাতিলক’ ও ‘প্রপঞ্চসাব’ প্রকাশ কবিয়া) স্বর্গত হইলেন। সাব জন উডরফ ও অটলবাবু ‘চিদ্বগ্নগন-চক্রিকা’ প্রেসে দিয়াই মহাপ্রাণ কবিলেন। বৰ্ত্তমান দ্বাববদ্বেশ্বব শ্রীযুক্ত কামেশ্বব সিংহ বাহাদুর অটলবাবুব স্বেযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিভূপদ ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত কবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত বিভূপদ বাবু অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত



হইয়া পূৰ্বসংকীৰ্ত্তিত অৰ্থে শোষোক্ত তিনখানি গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিলেন। এদিকে মহাসমবেব বণদ্বন্দ্বিত বাজিয়া উঠিল। ইউৰোপে পুস্তক বিক্ৰয় বন্ধ হইয়া গেল। সংকীৰ্ত্তিত অৰ্থও পুস্তক প্ৰকাশে নিঃশেষ হইয়া আসিল। তখন সম্পাদক মহাশয় একখানি ক্ষুদ্ৰ-কলেবৰ তন্ত্ৰ প্ৰকাশেব ইচ্ছা কৰিলেন। সেই পুস্তকখানি হইতেছে—উমাপতি শিবাচাৰ্য্য কৃত শৈব দাৰ্শনিক গ্ৰন্থ শতব্ৰহ্ম-সংগ্ৰহ। সমিতিব সংকীৰ্ত্তিত অৰ্থে ২৮ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট দেশী কাগজে এই গ্ৰন্থখানি প্ৰকাশিত হইবে কিনা সন্দেহ ছিল, তৎসত্ত্বেও সম্পাদক মহাশয় সাহস কৰিয়া পুস্তকখানি প্ৰেমে দিলেন। ক্ৰমশঃ কাগজেব মূল্য বাঢ়িবা বাওঁয়ায় পুস্তক প্ৰকাশেৰ আশা নাই দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় হতাশ হইয়া পড়িলেন। তখন সমিতিব কতিপয় স্নহদৰ্বেৰ বদান্ধবাদেব সহিত বদাঙ্কে তন্ত্ৰ প্ৰকাশেব পৰামৰ্শ দিলেন। আশা—বিভাৰুবাগী বাদালী ধনীৰ ও শিক্ষিত সম্প্ৰদায়েব দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা। তাহা হইলে সমিতি পূৰ্বেৰ মতই নূতন নূতন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিবা বিভাৰুবাগী পাঠকগণেব মনোবঞ্জন কৰিতে সমৰ্থ হইবে। সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদেব এই শুভ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিয়া ‘শাক্তানন্দ-তবঙ্গিনী’ সম্পাদনেব ভাব আমাৰ উপৰ অৰ্পণ কৰিলেন। আমি ইহাতে সম্পূৰ্ণ অযোগ্য হইলেও সমিতিব শুভেচ্ছায় অনুপ্ৰাণিত হইয়া ইহাৰ অনুবাদ ও সম্পাদন কাৰ্য্যে নিযুক্ত হই।

এই পুস্তকেব কয়েক ফৰ্মা মুদ্ৰিত হইতে না হইতেই কাগজ দ্ৰুশূল্য ত হইলই, ছপ্পাও হইয়া উঠিল। সম্পাদক মহাশয় মহাচিন্তায় পড়িলেন। বাহা হউক, ১৮ বাজবাজেখবাব অপাব অনুগ্ৰহে সেই সময়ে পুস্তক-বিক্ৰেতৃগণেৰ নিকট হইতে কিছু অৰ্থ সংগৃহীত হয়। সে অৰ্থে কোনৰূপে ‘শাক্তানন্দ-তবঙ্গিনী’ ও ‘শতব্ৰহ্ম-সংগ্ৰহ’ মুদ্ৰিত হয়।

এখন ইহাৰ একটা ভূমিকা আবশ্যক। বৰ্ত্তমানকালে ভূমিকা না হইলে সম্পাদকেব সম্পাদনা পূৰ্ণ হব না। আধুনিক পাঠকগণও মনে কবেন—ভূমিকা না হইলে গ্ৰন্থও পূৰ্ণাঙ্গ হয় না; কিন্তু আধুনিক যুগেব ভূমিকা লেখা এ ক্ৰমে আমাৰ পক্ষে সম্ভব নহে। তাই সংক্ষেপে দুই চাৰিটী কথা বলিবা এবাবেব মত আমাৰ বক্তব্য শেষ কৰিব। আশা কৰি—দেশ, কাল, পাত্ৰ বিবেচনা কৰিয়া সজ্জন পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা কৰিবেন। ইচ্ছা বহিল—যদি কখনও ইহাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ হয়, তবে সেই সময়ে ইহাৰ একটা বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া দিব।

শাস্ত্ৰে ‘তন্ত্ৰ’ শব্দটী বহু অৰ্থে প্ৰযুক্ত হইলেও ‘মন্ত্ৰশাস্ত্ৰ’ অভিপ্ৰায়ে উহা সমধিক প্ৰসিদ্ধ। ‘তন্ত্ৰ’ বলিলে সাধাবণতঃ আগম, নিগম, যামল প্ৰভৃতি শাস্ত্ৰই বুঝায়। পৰবৰ্ত্তী কালোৰ বৰ্দ্ধিত আগমশাস্ত্ৰেব সংগ্ৰহ গ্ৰন্থগুলিও ‘তন্ত্ৰ’ নামে অভিহিত হয়। আধুনিক

গবেষকগণ এই তন্ত্রশাস্ত্রকে অপ্রামাণিক বা আধুনিক বলিয়া প্রচার করিলেও (১) সর্বশাস্ত্রদর্শী প্রখ্যাত পূর্বাচার্যগণ ইহাকে অপ্রামাণিক বা আধুনিক বলিতে সাহস ত করেনই নাই ; পবন বহুভাবে উহা প্রামাণ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন।

(১) উক্ত ব্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় “ছন্দবেশে দেবদেবী” নামক গ্রন্থে (হর-প্রসাদ স্বর্ধন লেখমালার ২য় খণ্ডের ৩য় প্রবন্ধ) কালী, তাবা প্রভৃতিকে বৌদ্ধ দেবতা বলিয়া সমর্থন করিতে যে সমস্ত কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সারাংশ এইরূপ :—

১। হিন্দুতন্ত্রে তারামূর্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাব অভাব। ২। হিন্দুগণ কর্তৃক তাবা-ধ্যানোক্ত ‘পঞ্চমূর্তা’ শব্দের অপব্যাখ্যা ও বৌদ্ধগণের সমীচীন ব্যাখ্যা। ৩। হিন্দুতন্ত্রে একজটা নামের অর্থ নাই। ৪। অক্ষোভা শব্দের অপব্যাখ্যা এবং অক্ষোভের তারাব মন্তকে অবস্থিতির কারণ নির্ণয়ে হিন্দুগণের অসামর্থ্য ও বৌদ্ধগণের সামর্থ্য। ৫। বৌদ্ধ দেবতা একজটার অবান্তর মূর্তি মহাচীনতারাব সহিত হিন্দু তাবাব ঐক্য। ৬। বৌদ্ধ তারার পূর্বে হিন্দুতাবাব অস্তিত্বে প্রমাণাভাব। ৭। বুদ্ধদেবের নিকট বশিষ্ঠের তারামন্ত্র লাভ। ৮। বৌদ্ধ সিদ্ধনাগাজ্জুন কর্তৃক তাবা পূজার প্রচাৰ।

আমরা বিনয়তোষ বাবুর এই যুক্তিগুলিকে অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। তাহার কাৰণ সংক্ষেপে বলিতেছি।

১। কাঃ—তন্ত্রসাধ-কার কৃপানন্দ আগমবাগীশ ‘পঞ্চমূর্তা’ পদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা শঙ্করমাত্র, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নহে। ভগবান্ যাক্ জিবিধ ব্যাখ্যার রীতি দেখাইয়া অযোগ্যের নিকট বিদ্বাদান ও বিদ্বাব রহস্তোদঘাটন নিষেধ করিয়াছেন—“বিদ্বা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় না শেবধিষ্টেহমস্মি। অশ্বকাবাহনৃজবেহযতায় ন মা ক্রযা বীৰ্য্যবতী তথা স্ত্রাম্ ॥” (নিকুল ১১২ পৃঃ) সমস্ত তন্ত্রেও এই বিদ্বাশুষ্টি বিহিত হইয়াছে—“দেবাগ্নিগুপ্তভক্তার নিত্যং ভক্তিযুতায় চ। প্রদাতব্যমিদং শাস্ত্রং নেতরেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ ॥ গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং গুহ্যমুহনীযং প্রযত্নতঃ। নাশিদ্ধাব প্রদাতব্যং নাপুজ্যাব কদাচন ॥” (শতব্রহ্মসংগ্রহোম্বেখনীযুত ‘সর্বজ্ঞানোত্তর’ বচন) তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের গুপ্তগণ উপযুক্ত শিষ্য ব্যতীত অন্তের নিকট কোন রহস্ত প্রকাশ করেন না, ইহা আজও দেখা যায়। যাহা সম্প্রদায় পরম্পরায় রহস্তবিচ্ছাদ্যে প্রচলিত, তাহা তাঁহার প্রহ্ম প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই জন্তই তাঁহার ‘একজটা’ নামের বহস্ত এবং অক্ষোভের তারামন্তকে অবস্থিতির কারণও নির্ণয় করেন নাই। ভোডল তন্ত্রে অক্ষোভের যে অর্থ দেখা যায়, উহা রহস্ত বিদ্বা নহে। হস্তরায় রহস্ত প্রকাশ না কবাটা অজ্ঞতার পবিচারক নহে। বিশেষ ভোডল তন্ত্রে অক্ষোভ এবং তারাব মন্তকস্থিত অক্ষোভ্য কি এক ?

২। কাঃ—মূর্তা শব্দের কপাল অর্থ অন্তত্বে প্রসিদ্ধ না হইলে তন্ত্রে কি উহা প্রযুক্ত হইতে পারে না? বৌদ্ধ শাস্ত্রে যে যে অর্থে যে যে শব্দের ব্যবহার আছে, সে অর্থে সে শব্দের ব্যবহার কি সর্ববাদি-সম্মত? আমরা ত জানি—তন্ত্রের এমন কতকগুলি বিশেষ শব্দ আছে, যাহা অন্তত্বে নাই। অথচ অল্প শাস্ত্রকারগণ তাহার সমর্থন করিয়াছেন। এখানে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ধ্যানোক্ত শব্দের কোন প্রাধান্ত নাই, অর্থেরই প্রাধান্ত। কপাল পঞ্চক ভূমিত তাবাই যখন হিন্দুর উপাস্ত, তখন মূর্তাশব্দের কপাল অর্থ প্রসিদ্ধ না হইলেও

এখানে সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভৃত্তই কৃষ্ণানন্দ আগমবাণীশ 'তত্ত্বচূড়ামণি' ও শঙ্করাচার্যের উক্তি দ্বারা স্বকৃত অর্থের সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ চিহ্নার্থক বা অলঙ্কারার্থক মুদ্রা শব্দের ঐকগণ অর্থ অনস্বীকার্য বলা যায় না। কাষণ কালী, ভাবা প্রভৃতিব মূণ্ডমালা, গুরুমুদ্রা প্রভৃতিই অলঙ্কার।

বৌদ্ধগণ মুদ্রা শব্দের যে ব্যাখ্যা ("কলিক কচকং বজ্রকুণ্ডলং ভদ্রং সূত্রকম্। বহু বৈ গায়মিতা এতা মুদ্রাক্ষেপেণ যোজিতাঃ।"—নাবনমালা) করিয়াছেন, তাহা ভাবাব ধ্যানে বা মূর্ত্তিতে দেখা যায় কি? বিনয়তোষ বাবুর মতে বৌদ্ধ তাহা এবং হিন্দু ভাবাব ধ্যান ও মূর্ত্তি এক। অহিন্দা ধর্ম্মাবলম্বী বৌদ্ধগণের নরাহি দ্বারা মুদ্রা নির্মাণ পবিত্রকরণের পবিচারক নহে কি? দেবদেবীর পূজা—দেবদেবীর মূর্ত্তিতে নরাহির ব্যবহার বেদ ও আগমে দেখা যায়। বুদ্ধের রচিত কোন শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে কি? আমরা জানি বুদ্ধের রচিত কোনমই শাস্ত্র নাই। বুদ্ধের দেহ-ত্যাগের বহুকাল পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবঃপতনের প্রারম্ভে বৌদ্ধগণ কর্তৃক যে কতকগুলি তন্ত্র রচিত হইয়াছিল, তাহা হিন্দুতন্ত্রেরই নকল। বৌদ্ধ তন্ত্রে কি ইহাব প্রমাণ পাওয়া যায় না?

আরও এক কথা—হিন্দুগণ বৌদ্ধের দেবী লইলেন, দেবীর মন্ত্র লইলেন। আসল মূর্ত্তির রহস্যটা কি জানিয়া লইতে ভুলিয়া গেলেন? আর যিনি দিলেন, তিনিও কি তাঁহাদেবী মত বিনয়শীল? আমরা কিন্তু ঐ কথা বিশ্বাসই করি না। বেদবিকল্প শাস্ত্র ও আঁচাব ব্যবহারকে—এমন কি ঋষির নিজস্ব মতকে বাঁহারা অগ্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না, বাঁহারা বৌদ্ধ মতের আচার-ব্যবহারের খণ্ডন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহাদের বৌদ্ধগণের নিকট দেবদেবী ও মন্ত্রের গ্রহণ সম্ভব কিনা, স্ববিগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। ধবিষা নওয়া গেল—বৌদ্ধগণের ব্যাখ্যাই সমীচীন, কিন্তু তাহাতে ভাবা বৌদ্ধ ইহা বাইবেন কেন? একজন কোন বিষয়েব মন্দব ব্যাখ্যা করিলেই কি তাহা তাহার নিজস্ব ইহা বাইবে? আর বৌদ্ধগণ কি তাবার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' দেখাইয়াছেন? বিনয়তোষ বাবু একজুটার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখান নাই।

৩। বাঃ—একজুটা শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ অশ্বেব নিকট অপ্রকাশ্য, সহজ অর্থ কাঁহাবও অজ্ঞাত নহে, স্ততরাং উহার ব্যাখ্যা নিত্যানোজন।

৪। কাঃ—পূর্বেই বলিয়াছি দেবতাব্যবের সন্নিবেশ বহুস্ত সাধাবণেব নিকট প্রকাশ্য নহে। একনাঈ ঔষব নিকটই শিষ্ট ইহার বহুস্ত জানিতে পাবেন। অধিদেব পঙ্কের অব্যাক্সমাজে তাংগর্য্য নিকণিত হইলে অধিদেবে অর্থাৎ দেবোপাসনাদিতে লোকের অপ্রজ্ঞা হইত্বে গারে, এজ্ঞও ইহাব বহুস্ত প্রকাশ অবর্ভব্য। পরস্ত অদ্বোভা শিব যে কেবল ভাবাব মাধাব থাকেন, তাহা নহে, পাবেব তলাবও থাকেন। বৌদ্ধমূর্ত্তি শাস্ত্রে ইহাব বহুস্ত কি? বিনয়তোষ বাবু তাহা দেখান নাই। বৌদ্ধ মূর্ত্তিশাস্ত্রমতে তাবার স্তপ্তকে ধ্যানিবুদ্ধ অক্ষোভোব স্থিতিব ার বৌদ্ধ দেবতা কালী নয়স্তুই প্রভৃতির মূর্ত্তিতেও তাহা দেখা যায় কি? আমরা কিন্তু তাহা দেখি না। হিন্দুগণ তাবার মতকে অদ্বোভাকে বাখিলেন অজ্ঞ কোন মূর্ত্তিতে শাপিলেন না, ইহাবও কোন সন্তোষজনক কাষণ পাওয়া যায় না।

৫। কাঃ—বৌদ্ধ দেবতা একজুটাব সহিত হিন্দু তাবার ঐকা থাকিলেই যে, তাহা বৌদ্ধ ইহবেন, ইহা কোন মূর্ত্তি নহে। হিন্দুব তাবাকে বৌদ্ধগণ নিজের বলিয়া চালাইতে

শৈবাচার্য্য নাবায়ণকণ্ঠ ‘মুগ্ধেন্দ্র সংহিতাব’ টীকাৰ আগমগুলিৰ বেদবৎ প্রামাণ্য স্থাপন কৰিয়াছেন (২)। ‘মল্লসংহিতা’ৰ টীকাৰ কুল্লুক ভট্ট তন্ত্ৰকে শ্রুতি বলিবা সমর্থন কৰিয়াছেন (৩)। প্রসিদ্ধ নৈবাযিক জযন্ত ভট্ট ‘ত্ৰায়মজবী’তে (২৪১ পৃঃ) বহু যুক্তিৰাবা আগমেব প্রামাণ্য স্থাপন কৰিয়াছেন। পৰবৰ্ত্তীকালে কেবল তন্ত্ৰেব প্রামাণ্য স্থাপনেব জন্তুও বহু গ্রন্থ বচিত হইয়াছিল। যাঁহাবা সেই সমস্ত গ্রন্থেব তাৎপৰ্য্য অবগত আছেন,

পাবেন না কি? বৌদ্ধ দেবতা একজটাৰ পূৰ্বে হিন্দু তাবাব অস্তিত্ব প্রমাণিত না হইলে ইহা বলা যায় বটে, কিন্তু অত্ৰাপি তাহা প্রমাণিত হয় নাই।

৬। কাঃ—বিনয়তোষ বাবুব সতে তাবা সঘন্ধীয় তন্ত্ৰগুলি সপ্তম শতাব্দীৰ শেষভাগে বা তাহারপূৰ্বে বচিত। কাৰণ সপ্তম শতাব্দীৰ মধ্যভাগে সিদ্ধনাগাৰ্জ্জুন যখন একজটা পূজাব প্রবৰ্ত্তক, তখন তাবা তাহাব পূৰ্বে হইতে পাবেন না। কিন্তু তিনিই আৰাব ‘ভৈবব-তন্ত্ৰ’কে পূৰ্বাতন বলিবাছেন। অবশু কত পূৰ্বাতন তাহা বলেন নাই। আমবা কিন্তু উহাকে অতি প্রাচীন বলিবা জানি। উমাপতি শিবাচার্য্য যে কামিকাদি ১১ খানি তন্ত্ৰ অবলম্বনে ‘শতরত্ন-সংগ্রহ’ রচনা কবেন, (সত্ৰোজ্যোতিঃপাদ প্রভৃতি এই গ্রন্থেব টীকাৰ) সেই কামিকাগমে উহাব উল্লেখ আছে। ষষ্ঠ শতকেৰ ববাহমিহিৰেব ‘বৃহৎ-সংহিতা’য় কামিক, কিরণ প্রভৃতি আগসেৰ শিল্পবিজ্ঞা গৃহীত হইয়াছে। স্তববাং উহা যে সপ্তম শতাব্দীৰ বহু পূৰ্ববৰ্ত্তী, ইহা নিঃসন্দেহ। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাবা যুক্তিব পূজাপদ্ধতি যখন ভৈববতন্ত্ৰানুসাবে বচনা কৰিয়াছেন, তখন ইহাতে কি তাবাপূজাৰ প্রাচীনত্ব সমর্থিত হয় না? এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিস্ত্রয়োজন।

৭। কাঃ—হিন্দুতন্ত্ৰে বৌদ্ধেৰ নিকট বশিষ্ঠেৰ তাবামন্ত্ৰ গ্রহণেব কথাৰ উল্লেখ থাকিলেও ইহাকে আমবা প্রসিক্ত মনে কবি। ইহা বৌদ্ধগণেব কুর্কীৰ্ত্তি ছাড়া আৰ কিছুই নহে। এইকপ প্রসিক্ততাৰ পরিচয বৌদ্ধগ্রন্থ ‘লঙ্কাবতাবহুদে’ও (দশানন বাবণকে তত্ৰোপদেশ দানেব জন্তু লঙ্কা বুদ্ধেৰ গমন প্রভৃতি) পাওয়া যায়। বামাযণ, মহাভাবত প্রভৃতিতে ভগবান্ বশিষ্ঠেৰ যে পরিচয় পাই, তাহাতে বুদ্ধেৰ নিকট বশিষ্ঠেব মন্ত্ৰগ্রহণ একেবাবে অবিদ্যাত।

৮। কাঃ—বিনয়তোষ বাবু বলিবাছেন—সিদ্ধনাগাৰ্জ্জুন ভোটদেশ হইতে তাবা সাধনা উদ্ধাব কৰিয়াছিলেন। কিন্তু এই অনাৰ্য্য ভোটদেশে প্রথম তাবা পূজাৰ প্রবৰ্ত্তক কে, বিনয়তোষ বাবু তাহা দেখাইতে পারিলে তাহার কথা দৃঢ় হইত। ইহা কি হইতে পারে না যে—হিন্দু তাবাই ভোটদেশে কোন ব্যক্তি কৰ্ত্তৃক প্রচাবিত হইয়াছিল, পবে নাগাৰ্জ্জুন বৌদ্ধগণেৰ মধ্যে তাহা প্রচাব কবেন। আমবা কিন্তু তাহাই বিশ্বাস কৰি। পরবৰ্ত্তী কালে বহু বৌদ্ধ হীনপ্রভ হওয়ায় অস্ত কোন সম্প্রদায়ে প্রবেশ কবিতে না পারিয়া তান্ত্ৰিক সম্প্রদায়ে প্রবেশ কৰিয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয কি একপ কথা বলেন নাই? এই সমস্ত কাবণে বিনয়তোষ বাবু যুক্তিগুলি সন্তোষজনক না হওয়ায় তাহার মত সমর্থন করা যায় না।

(২) মুগ্ধেন্দ্র-সংহিতাব উপোদ্যাত প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

(৩) শ্রুতিষ্ঠ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্ৰিকী চ। —মল্লসংহিতা ২অঃ ১ম শ্লোক টীকা।

তঁাহাদেব নিকট ‘তত্ত্ব’ অপ্রমাণ নহে। বিশেষতঃ তত্ত্বোক্ত কার্যের প্রত্যক্ষ ফল উহাব প্রামাণ্যকে দৃঢ়তর কবিয়াছে। মহর্ষি গৌতমেব ত্রাষ-সূত্রেও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ সেই তত্ত্বোক্ত মন্ত্রের কথা দেখা যায়। এখন সেই কথাই বলিব।

ত্রায-দর্শনের ব্যাখ্যাতা মহর্ষি গৌতম বেদেব প্রামাণ্য সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—  
 “মন্ত্রাযুর্বেদ-প্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাতং” (ত্রাযসূত্র ২ অঃ ১ আঃ ৬৮ শ্লঃ)।  
 যাহাব বেদেব প্রামাণ্য স্বীকার কবিতেন না, তাঁহাবাও কিছ মন্ত্র ও আযুর্বেদেব প্রামাণ্য স্বীকার কবিতেন। তাহা না হইলে মহর্ষি বেদপ্রামাণ্য সমর্থনে মন্ত্র ও আযুর্বেদেব প্রামাণ্যকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ কবিতেন না। বিষ, ভূত ও অনাবৃষ্টির নিবাবক—পশু, পুত্র ও গ্রামাদিব প্রাপ্তিকাবক মন্ত্র দ্বাবা যে বিষাদিব নিবৃদ্ধি হয়, পশু, পুত্র ও গ্রামাদিব প্রাপ্তি হয়, ইহা অস্বীকার কবা যায় না। ‘ত্রাযমঞ্জবী’র ব্যাখ্যাতা জয়ন্তভট্টেব পিতামহ ‘সাংগ্রহণী’ নামক যাগ সমাপ্ত করিয়াই গৌবমূলক নামে এক গ্রাম পাইয়াছিলেন। ইহা জয়ন্তভট্ট কৃত ত্রাযমঞ্জবীতে অবগত হওয়া যায় (চৌথায় মুদ্রিত ত্রাযমঞ্জবী ৩৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যে আযুর্বেদেব ঔষধ সেবনে ছাবাবোগ ব্যাধিব নিবৃদ্ধি হয়, সেই আযুর্বেদ শাস্ত্রেও বহুবিধ মন্ত্রেব প্রয়োগ বিধি দেখা যায়। সূতবাং মন্ত্র ও আযুর্বেদেব অলৌকিক শক্তিব প্রভাব প্রত্যক্ষ নিদ্ধ বলিবা উহাব প্রামাণ্য সকলেবই স্বীকৃত। মন্ত্রেব এই অলৌকিক শক্তিব বহু কথা বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস, পুবাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বহুভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বেদবিবেচী দার্শনিক বৌদ্ধগণেব অসাধাবণ প্রতিভা যখন ধীবে ধীবে গ্লান হইয়া আসিতেছিল, বৌদ্ধধর্মের প্রতি জনসাধাবণেব অনাস্থাব ভাব যখন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন তঁাহাদেবই এক সম্প্রদায় কাঠপাষাণাদি নিম্নিত প্রতিমাব কথোপকথন, পাষাণ বিদাবণ প্রভৃতি নানাবিধ বিশ্বকব কুহক দেখাইয়া অশিক্ষিত জন-সাধাবণকে বৌদ্ধ ধর্মে আকৃষ্ট কবিবাব চেষ্টা কবিয়াছিলেন। ইহা আমবা আচার্য্য উদয়নেব ‘ত্রাযকুসুমাজলি’ গ্রন্থ পাঠে জানিতে পাবি (৪)। আমবা এই বিশ্বকব কার্যগুলিকে আগম নিগমাদি তত্ত্বোক্ত মন্ত্রোপাসনাবই ফল বলিবা মনে কবি। আমাদেব বিশ্বাস—তত্ত্বোক্ত কার্যেব প্রত্যক্ষ ফল দেখিবা পববর্তী বৌদ্ধগণ আত্মবক্ষাব জন্য তত্ত্বোক্ত সাধনায় আত্মনিবোগ কবিয়াছিল এবং পবে তাঁহাবা স্বভাবসিদ্ধ অনুকবণপ্রিযতাব বশে যে সমস্ত তত্ত্ব বচনা কবিয়াছিল, সেগুলি “বৌদ্ধতত্ত্ব” নামে অভিহিত হয়। যাহা হউক, মন্ত্রেব অপপ্রয়োগে তাঁহাব সেই অলৌকিক প্রভাব গ্লান হইবা গেলেও একেবাবে যে লুপ্ত

(৪) “আদিভাস্তম্বনং পাষাণপাটনং শাখাভঙ্গো ভূতাবেশঃ প্রতিমাজলনং ধাতুবাদ ইত্যাদি-  
 খন্দনাং কুহকবক্ষিতাঃ।” —ত্রাযকুসুমাজলিঃ ২ স্তবক ৩ শ্লোক।

হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহ। আজও বহু মন্ত্রসিদ্ধ (৫) যোগী সন্ন্যাসীৰ অলৌকিক ক্ষমতা দেখিবা মানুহ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যায়।

মহর্ষি গৌতম যে বেদোক্ত মন্ত্রকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ কবিষাছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় না। পবন ভাষ্যকাৰ বাৎশায়নেৰ কথা দাবা বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঐ মন্ত্র বেদ হইতে পৃথক্। মন্ত্র প্রামাণ্যেৰ দৃষ্টান্তে সমগ্র বেদেৰ প্রামাণ্য যখন অনুমেয়, তখন বেদবহির্ভূত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ আগম-নিগমোক্ত তান্ত্রিক মন্ত্রই এখানে মহর্ষিৰ অভিপ্ৰেত বলিবা বুঝা যায়। বস্তুতঃ বেদে যেকপ বহুবিধ মন্ত্ৰেৰ প্রয়োগ দেখা যায়; শিবপ্রোক্ত কামিকাদি (৬) অষ্টাবিংশতি আগম এবং নিগমাদিতেও সেইরূপ বহুবিধ মন্ত্ৰেৰ প্রয়োগ দেখা যায়। এই আগম ও নিগমাদি তন্ত্ৰোক্ত মন্ত্র ‘তান্ত্রিক মন্ত্র’ নামে অভিহিত হয়।

(৫) কেবল মন্ত্ৰেৰ দাবা সিদ্ধি লাভেৰ কথা পতঞ্জলিৰ যোগদৰ্শনেও ( “জন্মোবধিসম্ভবতঃ-সমাধিজ্ঞাঃ সিদ্ধয়ঃ”—ঐকম্পাণ্য ১ম সূত্র ) দেখিতে পাওয়া যায়। “স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসংপ্রয়োগঃ” ( সাধনপাদ ৪৪ সূত্র )—এই সূত্ৰেৰ ভাষ্যেও মন্ত্ৰেৰ দাবা ইষ্টদেবতাৰ সাক্ষাৎকাৰ পৰ্য্যন্ত সমর্থিত হইয়াছে।

(৬) (১) কামিক (২) যোগজ (৩) চিত্ত্য (৪) কাৰণ (৫) অজিত (৬) দীপ্ত (৭) হৃদয় (৮) মহত্ব (৯) অংশুৰং (১০) হৃদ্রভেদ (১১) বিজয় (১২) নিখাস (১৩) স্বায়ত্ত্ব (১৪) অনল (১৫) বৌৰব (১৬) বীর (১৭) মুকুট (১৮) বিজয় (১৯) চন্দ্রসংহিত (২০) মুখবিশ্ব (২১) প্রোদগীত (২২) ললিত (২৩) সিদ্ধ (২৪) সন্তান (২৫) শাকোক্ত (২৬) বাতুল (২৭) কিরণ (২৮) পারমেশ্বর—এই আঠাইশ খানি তন্ত্র শিবমুখনিঃসৃত মূল আগম। ‘শৈবাগমাত্মকমণিকা’য় এই অষ্টাবিংশতি আগমেৰ উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে—

কামিকং যোগজং চিত্ত্যং কাৰণং অজিতং তথা। পঞ্চতন্ত্রা ইমে জ্ঞেয়াঃ সত্ত্বোজাতমুখোক্তবাঃ ॥ ১ ॥  
দীপ্তং হৃদয়ং মহত্বং চ হংশুৰং হৃদ্রভেদকম্। পঞ্চ তন্ত্রা ইমে প্রোক্তা বাসদেবমুখোক্তবাঃ ॥ ২ ॥  
বিজয়ং চৈব নিখাসং স্বায়ত্ত্বমখানলম্। বৌৰবঞ্চ দ্বিমে পঞ্চ হৃদোরমুখসংভবাঃ ॥ ৩ ॥ বীৰং চ মুকুটং চৈব বিজয়ং চন্দ্রসংজ্ঞিকাহিতম্। মুখবিশ্বঞ্চ পঞ্চিতে পুঙ্খান্স-সম্ভবাঃ ॥ ৪ ॥ প্রোদগীতং ললিতং চৈব সিদ্ধং সন্তানসংজ্ঞকম্। শাকোক্তং বাতুলং তন্ত্ৰং কিরণং পারমেশ্বরম্। অষ্টৌ তন্ত্রা ইমে জ্ঞেয়া ইশানমুখ-সম্ভবাঃ ॥ ৫ ॥

শিবশক্তি পার্শ্বতীৰ মুখনিঃসৃত তন্ত্রগুলি “নিগম” নামে অভিহিত হয়। কামিকাদি আগমে তন্ত্ৰেৰ বহু প্রকার ভেদ বর্ণিত আছে এবং সেইগুলি যে শিব প্রোক্ত, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। ‘শতবহুসংগ্রহে’ টীকাৰ কামিকাগমেৰ ক্রিয়াপাদেৰ সেই উদ্ধৃত বচনগুলি এই :—

“তথৈব সমস্ততন্ত্রাণ্যে সদাশিবমুখোক্তবন্।

সিদ্ধান্তং গাকড়ং বামং ভূততন্ত্রং চ ভৈরবম্ ॥

উর্দ্ধপূর্বকুবেৰোণা-যাম্যবক্ত্রাণ্ বথাক্রমম্ ॥”

এখানে প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বক্তব্য যে—‘বৈদিক মন্ত্র’ অর্থে মন্ত্র শব্দের বহু প্রয়োগ থাকিলেও ‘তান্ত্রিক মন্ত্র’ অর্থে উহাও প্রয়োগ অপ্রসিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ ‘মন্ত্রশাস্ত্র’ বলিলে একমাত্র তন্ত্রকেই বুঝায়। আবও কথা—তন্ত্রোক্ত বহু দেবদেবীর গায়ত্রী বেদোক্ত দেবদেবীর গায়ত্রী ও মন্ত্রের অনুরূপ (৭)। স্মৃতবাং তান্ত্রিক মন্ত্র অপ্রসিদ্ধ বা অপ্রামাণিক নহে এবং মনুষ্য কর্তৃকও বচিত নহে। উহা অপ্রসিদ্ধ বা অপ্রামাণিক হইলে ‘বিষ্ণুসংহিতা,’ ‘বোধায়ন-সংহিতা’ ও ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ প্রভৃতি পুৰাণে যে আগমোক্ত বিধানের স্ত্রী শূদ্রাদির পূজা বিহিত হইয়াছে, তাহা কোনরূপেই সঙ্গত হইত না (৮) এবং মনুষ্যসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্টও তন্ত্রকে শ্রুতি বলিয়া সমর্থন করিতেন না। আব শিব বা মহাদেব নামক কোন মনুষ্য কর্তৃক পববর্তীকালে উহা বচিত হইলে সমগ্র ভাবভেব বৈদিক ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের আচার্যগণ অতাবধি উহাকে নির্বিরবাদে মন্ত্ররূপে গ্রহণ কবিয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। বিশেষ উহাও সেই বচনিতা মনুষ্যের স্বরণ থাকিত ; কিন্তু অতাপি

(৭) নৃসিংহতাপনী, বামতাপনী, নাৰায়ণোপনিষৎ, মৈত্রায়ণীসংহিতা প্রভৃতিতে যে সমস্ত দেবদেবীর গায়ত্রী ও বীজমন্ত্র দেখা যায়, সেই সমস্ত গায়ত্রী বা মন্ত্র সেই সেই দেবতার উপাসনাতেই আবশ্যক হইত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। ঐ উপাসনা বেদের অন্তর্গত উপাসনা হইতে স্বতন্ত্র হইলেও তান্ত্রিক উপাসনার অনুরূপ। এই জন্ত অনেকে মনে করেন—তান্ত্রিক উপাসনার মূলমন্ত্রগুলি বেদ হইতেও আবিস্কৃত। রাঘবভট্ট, ভাস্কর বার প্রভৃতি প্রখ্যাত তান্ত্রিকচার্যগণ বোধ হয় এই কারণেই মনুষ্য রচিত তন্ত্রকে বেদমূলক স্মৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতেও দেখা যায়—“দানীহারমশাস্ত্রানি যান্ত কশিচিৎ প্রবৃত্তবঃ। তানি বেদং পুরস্কৃত্য প্রবৃত্তানি বখ্যাসম্।” (—অনুশা পৃ ১২২ অঃ ৪ শ্লোকঃ) কামিকাগমেও উক্ত হইয়াছে—“লৌকিকং বৈদিকং চৈব তথাত্মাত্মিকমেব চ। অতিমার্গকং মন্ত্রাখ্যং তন্ত্রভেদমনেকথা। সচ্ছোবামহাভোবপুষ্কবেশানমুর্তযঃ। প্রত্যেকং পঞ্চবক্তাঃ স্থানৈককন্তং লৌকিকাদিকম্।”

—শতরত্নসংগ্রহোক্তেন্দ্রনী হৃত, কামিকাগম বচন

(৮) “আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রৈবাপি পূজনম্।

কর্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিধোঃ সর্বৈষধ্যাপ্রদায়কম্।”

—বীৰমিত্রোদয় পূজাপ্রকাশখৃত বিষ্ণুবচন।

“মুদ্রাণাং চৈব ভবতি বায়া বৈ দেবতার্জনম্।

সর্বৈ চাগমমার্গেণ কুর্য়ুর্বেদানুসারিণা।”

—বীৰমিত্রোদয় পূজাপ্রকাশখৃত বোধায়ন বচন।

এই বচনে ‘বেদানুসারিণা’ এই বিশেষণ প্রদত্ত হওয়ায় বুঝা যায়, তৎকালে বেদ পবিপন্থী আগমোপাসনাও প্রচলিত ছিল, তাহাকে নিবেদন কবিবার জন্ত এই বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে।

“বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে জিবিষো মথঃ।”—ভাগবত ১১।২৭।৭

কেহ উহাব বচনিতাব নাম প্রমাণিত কবেন নাই। পবন স্বয়ং শিব যে কৌশিক কণ্ঠপ, ভবদ্বাজ, অত্রি ও গৌতম—এই পাঁচজন ঋষিকে আগমোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, ইহাব প্রমাণ পাওয়া যায় (৯)। এই পাঁচ জন ঋষিই আদি শৈব নামে প্রসিদ্ধ। বৈদিক ভাবতে তাঁহাবাই তাত্ত্বিক সাধনাব প্রথম প্রবর্তক ও প্রচারক। কালপ্রভাবে বহু ব্যয়সাধ্য কষ্টকব বৈদিক কশ্মে মানুষেব যখন আলস্য দেখা দিল, তখন তাঁহাবাই তাত্ত্বিক সাধনাব বিভিন্ন পথ দেখাইয়া উচ্ছৃঙ্খল মানুষকে স্পৃহাশীল করিবাব চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদেব ঐকান্তিক চেষ্টাব ফলে তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ও পবিপুষ্টি হয়। মানুষেব সামর্থ্য ও অধিকাবেব ভেদে এই সম্প্রদায় কালক্রমে শৈব, শাক্ত, সৌব, গাণপত্যাভিভেদে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবাছে।

সমস্ত সম্প্রদায়ে বিভালাভের প্রথম সোপান দীক্ষা। আয়ুর্বেদে বিভাগ্রহণে দীক্ষাব উপদেশ দিবাছেন। ( সূত্রত ২য় অঃ দ্রষ্টব্য )। গুরুব নিকট দীক্ষিত না হইলে শিষ্য বিভাগ্রহণে ও সাধনায় অধিকাবী হয় না। এই দীক্ষা গ্রহণেব জন্ম শিষ্যকে যে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন কবিতে হয়, তাহাতে গুরু, শিষ্যেব চবিজ সামর্থ্য ও অধিকাব বুঝিতে পারিতেন এবং তদনুসাবে তাহাকে বিভাদান কবিতেন। দীক্ষিত শিষ্য গুরুব অন্তেবাসী হইয়া সাধনাব বীতি-নীতিগুলি শিক্ষা কবিতেন। কিন্তু কালপ্রভাবে গুরুব অন্তেবাসী হইয়া থাকা যখন কষ্টকব হইয়া উঠিল, মানুষেব বুদ্ধি প্রতিভা যখন কমিয়া বাইতে লাগিল, তখন তাঁহাবা গুরু পবম্পবা প্রাপ্ত সাধনাব খুঁটিনাটি বিববগুলিকে স্মরণ বাখিবাব জন্ম গ্রহে লিপিবদ্ধ কবিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই ‘সংগ্রহ’ গ্রন্থেব সৃষ্টি হয়। শ্রৌতসূত্র যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৈদিক কর্মকলাপকে, গৃহসূত্র যেমন স্মার্ত কর্মসমূহকে একত্র কবিবা অনুষ্ঠানেব ক্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহা না হইলে যেমন বৈদিক বা স্মার্ত অনুষ্ঠান চলিতে পাবে না। তদ্রূপ তাত্ত্বিক ‘সংগ্রহ’ গ্রন্থ না হইলে তাত্ত্বিক অনুষ্ঠানও চলিতে পাবে না। সমস্ত আগমেব বহুশক্ত কর্মনিপুণ সাধকেব নিকট ‘সংগ্রহ’ গ্রন্থেব আবশ্যকতা না থাকিলেও অল্পজ্ঞ সাধকেব নিকট উহা মহামূল্যবান। স্মৃতবাব তাত্ত্বিক সাধনাব আরম্ভ হইতেই শ্রৌতসূত্রেব দ্বাষ তাত্ত্বিক ‘সংগ্রহ’ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। পববর্তীকালে মানুষেব বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা যেমন ধীবে ধীবে হ্রাস পাইবাছে, বিভিন্ন তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ে

(৯) কৌশিকঃ কণ্ঠপশ্চৈব ভবদ্বাজোহত্রিরেব চ।

গৌতমশ্চেতি পঞ্চৈতে পঞ্চবক্তে, দীক্ষিতাঃ ॥ —শৈবলক্ষণ।

কিরণতন্ত্রে এবং কামিকাগমেব জিহ্বাপাদে আগম বিভাব বংশপবিচয় অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবাছে। পাঠকগণ শতরত্নসংগ্রহের দশম পৃষ্ঠাব কিরণতন্ত্রেব সেই বচনগুলি দেখিতে পাইবেন



‘সংগ্রহ গ্রন্থ’ও সেইরূপ বহু বচিত হইয়াছে। সেই সমস্ত সংগ্রহগ্রন্থে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অঙ্গবিশ্তব দার্শনিক মতবও আলোচনা আছে। শৈবাগম শাক্তাগম প্রভৃতিতে ঐসমস্ত দার্শনিক মত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বেদেও এই সমস্ত দার্শনিক মতের আলোচনা দেখা যায়।\* “শান্তানন্দ তবদ্বিনী” অন্ততম সংগ্রহ গ্রন্থ হইলেও উহাতে কিন্তু দার্শনিক মতের কোন আলোচনা নাই। গ্রন্থকাব ব্রহ্মানন্দ গিবি কেবল শক্তি সাধনাব খুঁটিনাটি বিষয়গুলি নানাতন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহাতে উপনিষদ কবিবাছেন। এজন্য উহা শাক্ত সম্প্রদায়ে বিশেষ সমাদর লাভ কবিয়াছে।

কালপ্রভাবে আজ তাত্ত্বিক সম্প্রদায় লুপ্তপ্রায়; বিশেষ বাংলাব তাত্ত্বিক সম্প্রদায় নাই বলিলেও চলে। এখনও যে দুই চাবিজন কর্মরত শাস্ত্রদায়িক বহুবিৎ গুরু আছেন, তাঁহাদের অভাবে তন্ত্রের বহু—সাধনাব বহু জ্ঞানিতে হইলে এ জাতীয় সংগ্রহ গ্রন্থই তখন একমাত্র অমূল্য বস্তু হইবে। সম্প্রদায় লুপ্ত হইলে একমাত্র গ্রন্থই সেই লুপ্ত সম্প্রদায় পুনরুদ্ধার কবিতে পাবে। কাম্বীব শৈব সম্প্রদায়েব ‘শিবহৃত’ ইহাব উজ্জল দৃষ্টান্ত। সম্প্রদায় যখন বহিল না, দেশবাসী যখন তাহাব বক্ষ্য উদাসীন; তখন এই গ্রন্থগুলিকে বিস্তৃতভাবে বক্ষা কবা দেশবাসীব অবশ্য কর্তব্য। তাহা না হইলে ভাবতীয় সভ্যতা ও জাতীয়তা ধ্বংস হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

পবিশেষে কৃতজ্ঞতায সহিত জানাইতেছি যে—পবমপূজাপাদ দণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ নির্মলানন্দ তীর্থ মহাবাজ ( ইনি এখন কোলগব ‘ওদ্ধাব মঠে’ অবস্থান করেন )

\* সম্প্রতি আমরা যে সমস্ত বিভিন্ন শাক্ত মত দেখিতে পাই, সে সমস্ত মত বেদেও দেখা যায়। অষ্টোত্তর শতোপনিষদের অন্তর্গত বহু শতোপনিষৎ শাক্তমতের আলোচনায় পরিপূর্ণ। সম্প্রতি মাদ্রাজ এডিয়ার লাইব্রেরী হইতে যে ২৬ খানি শাক্তোপনিষৎ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে বিভিন্ন শাক্ত সিদ্ধান্তের পরিচয় আছে। স্তবাব ঐ সমস্ত মত বৈদিক মত বলিযাও প্রসিদ্ধ। কিন্তু দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত মহানুহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয বেদান্ত সূত্রের প্রবীণ টীকায় লিখিয়াছেন যে, ‘শিষ্টগণের অননুমোদিত শাক্তমত খণ্ডনের (মোটোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস প্রকাশিত বেদান্ত দর্শনের ২৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) অবোধ্য বলিযা ব্যাসদেব উহার খণ্ডন করেন নাই’। শাক্তমত অবৈদিক বলিযা খণ্ডনের অবোধ্য হইলে জৈন, বৌদ্ধদির মতগুলিও খণ্ডনেব অবোধ্য বলিতে হয়। আমরা কিন্তু জানি—বেদে বা উপনিষদে যে মত পূর্বপক্ষ বা সিদ্ধান্তকাপে আলোচিত, তাহাই বৈদিক মত বলিযা প্রসিদ্ধ। এই হিসাবে সমস্ত মতই বেদ হইতে আবিকৃত বলা যায়। মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ১২২ অধ্যায়েও তাহাই বলা হইয়াছে। বিশেষ ব্যাসদেবের খণ্ডিত শৈব মত কি শাক্তমতের সম্পর্ক শূন্য? বাহা হউক, শাস্ত্রী মহাশযেব ঐ কথায মর্মে ঠিক বুঝা গেল না।

এই পুস্তকের মূল্যংশেব আশ্রয় সংশোধন কৰিষা দিবাছেন। তাঁহাব সহায়তা না পাইলে এই পুস্তক সংশোধন কৰা আমাব পক্ষে অসম্ভব হইত।

শাক্তানন্দ-তবঙ্গিনীৰ পাঁচটা সংস্কৰণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কোন সংস্কৰণেই পুস্তকখানি আশানুরূপ সংশোধিত হয় নাই। আমি এই পুস্তকেব সংশোধনে চাৰিখানি পুস্তকেব সহায়তা লইয়াছি। প্রথম—(ক) চিহ্নিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী সম্পাদিত শাক্তানন্দ-তবঙ্গিনী। দ্বিতীয়—(খ) চিহ্নিত সংস্কৃত কলেজেব হস্তলিখিত পুস্তক। তৃতীয় (গ) চিহ্নিত দণ্ডিহামী শ্রীমৎ নিম্বলানন্দ তীৰ্থ মহাবাজেব সংশোধিত পুস্তক। চতুর্থ—আগমান্নসন্ধান সমিতিব সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তক।

পূৰ্বেই বলিয়াছি—আমি ইহাব সম্পাদনে অবোধ্য ও অনধিকাৰী। স্বামীজীৰ সহায়তায় পুস্তকখানিকে বিগুৰু কৰিবাব যথাসাধ্য চেষ্টা কৰিয়াছি। সহদয পাঠকবৰ্গ পূৰ্ব প্রকাশিত যে কোন গ্রন্থেব সহিত মিলাইয়া দেখিলে ইহাব সত্যতা উপলব্ধি কৰিতে পাৰিবেন। তথাপি মনে হইতেছে—ভুল ত্রুটি আছে, স্থলনও হইয়াছে। তাই জগদম্বাব নিকট কবযোডে নিবেদন কৰি—

“দৈবাদ্ যদি কচিদিহ স্থলনং তথাপি  
নিম্বাবকো ভবতু মে জগদম্বাত্মা ॥”

১৩৪২ বঙ্গাব্দ  
জ্যৈষ্ঠমী

}

শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী

# সূচীপত্রম্

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঙ্কঃ	বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঙ্কঃ
মঙ্গলাচরণম্	১	মন্ত্রোচ্চারঃ	৪০
প্রতিশোধার্থঃ	১	মন্ত্রনিখননিয়মঃ	৪১
পরমাস্ত্রশকার্যঃ	৩	অর্ধাঙ্গব্যাস্	৪২
উল্লাসবিষয়-নির্ণয়ঃ	৪	অর্ধাঙ্গানমস্ত্রঃ	৪২
শব্দবোৎপত্তিক্রমঃ	৫	শাক্তী দীক্ষা	৪২
শব্দরত্ন নাজীনির্ণয়ঃ	৬	উপদেশদীক্ষা	৪৫
ভূতভুগাঃ	১০	দীক্ষারায় চক্রাদিবিচারতানাব্যাক্ষণিকম্	৪৫
শব্দবহু বায়ুনির্ণয়ঃ	১১	কালবিণেযে মন্ত্রগ্রহণবিশেষনিয়মঃ	৪৬
শরীরকোষবর্ণনম্	১১	কালবিশেষে বিশেষবিধিঃ	৪৭
শরীরে ভূমিদিলোকবর্ণনম্	১২	মন্ত্রাণাং সংস্কারঃ	৪৮
শরীরত্বসম্বন্ধীপবর্ণনম্	১৩	ইষ্টদেবস্ত নিত্যপূজ্যাক্ষণম্	৫১
শরীরত্বগ্রহমণ্ডলম্	১৪	হুতকিনঃ পূজাবিধিঃ	৫২
গর্ভত্বজীবন্ত পূর্বজন্মস্মৃতিঃ	১৪	গুরুমায়াহাস্যম্	৫৩
দ্রো-পূর্ববাসিতেন্দ্রকারণম্	১৬	যোগনির্ণয়ঃ	৬৫
জীবাবস্থাকথনম্	১৬	বিগ্রহস্থষ্টিকারণম্	৬৫
জীবানাং কর্মফলপ্রকারঃ	১৭	অবোধনালক্ষণম্	৬৮
মন্ত্রত্বজন্মোৎকর্ষকণনম্	১৯	ধ্যানবৈবিধ্যাক্ষণম্	৬৮
মোহপ্রভাবঃ	২০	যোগনিকপণম্	৭০
মোক্ষকারণম্	২১	ধ্যানযোগপ্রশংসা	৭২
সংসারত্ব দুঃখকপকণনম্	২২	জীর্ণপাবতারলক্ষণম্	৭৩
মহামায়াশকার্যঃ	২৪	পূর্বপাবতারলক্ষণম্	৭৪
মহামায়াভেদঃ	২৫	ঈশ্বরনিষ্ঠাকলম্	৭৫
বিভ্রাশ্রংশা	২৬	শতপূজাসনাপ্রশংসা	৭৬
দীক্ষামাহাস্যম্	২৮	প্রাতঃকৃত্যম্	৭৮
আগমশাসনিকপ্তিঃ	২৯	শ্রীশঙ্করানাম্	৭৮
দীক্ষাশকার্যঃ	৩২	শ্রীশঙ্কর-মানসপূজা	৭৯
অদীক্ষিতার্চননিষ্ঠা	৩৩	গুরুমন্ত্রঃ	৭৯
মন্ত্রগ্রহণনিয়মঃ	৩৩	গুরুমন্ত্রিঃ	৮০
গুরুলক্ষণম্	৩৪	বটচক্রনিকপণম্	৮২
ব্রাহ্মণগুরুকরণবিধিঃ	৩৪	কুণ্ডলিনীযোগঃ	৮৯
দীক্ষাফলম্	৩৫	গৃহস্থানাং যোগপ্রদানম্	৯৩
দ্রো-শূদ্রদীক্ষাধিকানবিচানঃ	৩৬	প্রকাবন্তরকুণ্ডলিনীযোগঃ	৯৪
দ্রো-শূদ্রো দীক্ষাগ্রহণফলম্	৩৯	কুণ্ডলিনীপ্রত্যাবর্তনপ্রকাবঃ	৯৭

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঙ্কঃ	বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঙ্কঃ
দত্তধাৰনস্থানবিধিঃ	... ১০১	মালাবিধানম্	... ১৬১
তীৰ্থাবাহনমন্ত্ৰঃ	.. ১০৩	মালাপ্রতিষ্ঠাবিধিঃ	.. ১৬৩
আচমনমন্ত্ৰঃ	. ১০৩	মালাগার জপবিধিঃ	. ১৬৫
শাক্তিতিলকবিধিঃ	. ১০৪	বর্ণমালা	... ১৬৭
তান্ত্রিকসন্ধ্যা	. ১০৬	জপবিধিস্তদন্তেষশ্চ	.. ১৬৯
তর্পণবিধিঃ	১০৭	মন্ত্রজপপদ্ধতিঃ	.. ১৭০
স্বর্ঘ্যার্থাদানম্	১০৮	মন্ত্রপুরাণচরণবিধিঃ	১৭২
কুণ্ডলিনীধ্যানম্	... ১০৯	কালীমন্ত্রাদীনাম দেহক্ৰমঃ	... ১৭৩
গায়ত্রীজপবিধিঃ	১১০	কামিনীতন্ত্রম্	... ১৭৫
আসননির্গমঃ	১১২	কামিনীধ্যানম্	... ১৭৭
পদ্মাসনামিলক্ষণম্	১১৫	নবতন্ত্রনিকাগণম্	১৮০
নিত্যনৈমিত্তিকপূজা	. ১১৬	মন্ত্রার্থঃ	... ১৮২
অন্তর্ধারবিধিঃ	... ১১৮	মন্ত্রচৈতন্যাদিনিকাগণম্	. ১৮৩
গুপ্তভক্তোক্তপূজাবিধিঃ	১২৭	যোনিমুদ্রা	১৮৪
ঔষ্যাসাদনম্	. ১২৮	মন্ত্রশিখা-নিকাগণম্	.. ১৮৭
শান্তিকুস্ত্রপ্রমাণম্	১২৯	অণোচভঙ্গঃ	১৮৮
কুস্তলক্ষণম্	১৩০	স্ত্রী-মুদ্রাণামণোচভঙ্গঃ	.. ১৮৮
অর্ঘ্যাহ্বাপনক্রমঃ	. ১৩১	জপগণনাবিধিঃ	.. ১৮৯
ভূতগুহিঃ	... ১৩৫	মহাসেতুঃ, সেতুঃ	... ১৯০
মাতৃকামণ্ডকস্থাসঃ	.. ১৩৮	সামান্তসেতুঃ	... ১৯২
অন্তর্মাতৃকাস্থাসঃ	.. ১৩৯	বিশেষসেতুঃ	... ১৯২
বিজ্ঞাস্থাসঃ	১৪১	কবচসেতুঃ	১৯৪
অদ্রস্থাসঃ	১৪৩	কুলুকা	.. ১৯৫
ষোড়াস্থাসফলম্	. ১৪৫	মুখশোধনম্	২০০
আঞ্জধানম্	১৪৬	নিদ্রাভঙ্গঃ	. ২০৫
দেবীধ্যানম্	.. ১৪৬	মন্ত্রবিজ্ঞায়োৰ্লক্ষণম্	২০৬
দেবাবাহনম্	... ১৪৭	দীপনীলক্ষণম্	২০৬
ঔষ্যদাননিয়মঃ	. ১৪৮	যোনিমন্ত্ৰঃ	. ২০৭
ষড়ঙ্গাচারবর্ণপূজা	... ১৪৮	পুরাণচরণ-লক্ষণম্	. ২০৮
পূর্বাদিদিগ্-নিকাগণম্	. ১৫১	পুরাণচরণপূর্বদিন-কৃত্যম্	. ২০৯
মন্ত্রজপপ্রকাবঃ	. ১৫২	দীপস্থানম্	২১০
আর্যসমর্পণম্	.. ১৫৩	পুরাণচরণদিনকৃত্যম্	২১২
মালানির্গমঃ	. ১৫৭	পুরাণচরণসঙ্কল্পঃ	... ২১৪
করমালাধার জপপ্রকারঃ	... ১৫৮	ভক্ত্যাদিনিয়মঃ	... ২১৬

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ	বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
হিস্তামলক্ষণম্	... ২১৭	পীঠস্থাননিকপণম্	... ২৭১
হোমাদিনিষয়ঃ	... ২১৮	পীঠস্থানলক্ষণফলম্	... ২৭৩
ভৰ্গপবিধিঃ	... ২১৯	নিত্যসংকেতস্তবঃ	... ২৭৭
অদ্রহীনে জপবিধিঃ	... ২২১	শিবাংবিঃ	... ২৭৯
বীৰকল্পঃ	২২৪	শিবাপূজাদিকলম্	... ২৮১
গ্রহণপুস্তচরণম্	... ২২৭	দেবীপ্রণামফলম্	... ২৮৩
গ্রহণে ভোজনকালঃ	... ২২৯	সংসর্গদোষঃ	... ২৮৫
গ্রহণে জপপ্রাধান্যম্	... ২৩১	প্রাশ্চিত্তলক্ষণম্	... ২৮৯
কবচপুস্তচরণম্	... ২৩৩	ধৃতকবচনাশপ্রাশ্চিত্তম্	... ২৯০
যন্ত্রসংস্কারঃ	... ২৩৪	নষ্টকবচপ্রতিষ্ঠা	... ২৯০
যন্ত্রসংস্কারসঙ্কলঃ	... ২৩৫	যন্ত্রনাশপ্রাশ্চিত্তম্	... ২৯১
পঞ্চগব্যপরিমাণম্	... ২৩৬	পূজাকালেযন্ত্রাদিপতনপ্রাশ্চিত্তম্	... ২৯১
যন্ত্রগায়ত্রী	... ২৩৮	মালাপতনপ্রাশ্চিত্তম্	... ২৯২
আবাহিত্যাদিমুদ্রা	... ২৩৮	মালাবিনাশপ্রাশ্চিত্তম্	... ২৯৩
প্রাণপ্রতিষ্ঠাসম্বন্ধঃ	... ২৩৯	গুরুক্রোধোপশমনপ্রাশ্চিত্তম্	... ২৯৪
বলিদানম্	... ২৪১	অনিবেদিতভোজনপ্রাশ্চিত্তম্	... ২৯৪
বধিরমস্তকস্থাপনক্রমঃ	... ২৪৪	সকামনিকায়কর্মফলম্	... ২৯৯
বলিমস্তকপতনফলম্	... ২৪৫	কুণ্ডবিধিঃ, মণ্ডপনির্মাণম্	... ৩০২
বলিমস্তকে দীপদানম্	... ২৪৫	মানাজ্জলিকক্ষণম্, দিক্গালবর্ণঃ	... ৩০৩
অবৈধহিংসারঃ দোষঃ	... ২৪৬	কুণ্ডশরীরম্, চতুঃশরকুণ্ডলক্ষণম্	... ৩০৪
উপচাবিধিঃ	... ২৪৮	খাতপরিমাণম্	... ৩০৫
পুষ্পাদীনাং পৰ্ধুমিতকালঃ	... ২৫৩	মেথলানিকপণম্	... ৩০৬
তুলসীপত্রৈঃ শক্তিপূজা	... ২৫৭	নালনিকপণম্	... ৩০৮
পুষ্পাদিচয়নকালঃ	... ২৫৮	কুণ্ডদোষাঃ, স্থণ্ডিললক্ষণম্	... ৩০৯
ধূপপ্রকরণম্	... ২৫৯	হোমবিধিঃ, অষ্টাদশকুণ্ডসংস্কারঃ	... ৩১০
দীপপ্রকরণম্	... ২৬০	প্রকাবাস্তবসংস্কারঃ	... ৩১১
নৈবেদ্যপ্রকরণম্	... ২৬১	পঞ্চশক্তিঃ	... ৩১২
প্রদক্ষিণ-প্রণামবিধিঃ	২৬২	অগ্নিপ্রণয়নম্	... ৩১৩
উপচারপ্রকরণম্	... ২৬৪	জিহ্বাসম্বন্ধঃ	... ৩১৪
নৈবেদ্যাদীনামাচ্ছাদনম্	... ২৬৫	জিহ্বাধিপতিদেবতা	... ৩১৫
নৈবেদ্যদানবিধিঃ	... ২৬৬	মুষ্টিভাসঃ	... ৩১৬
প্রাণাদিমুদ্রা	... ২৬৭	বহিঃপ্রস্থালনম্বন্ধঃ	... ৩১৭
অযাণাং নির্দাল্যভাকালঃ	... ২৬৮	পবিত্রিলক্ষণম্, বহিঃস্থানম্	... ৩১৮
শাক্তাচারঃ, কুলবৃদ্ধাঃ	... ২৭০	হোমবিধিঃ	... ৩২০

# শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী

## প্রথমোচ্চাসঃ

মঙ্গলাচরণম্

প্রণম্য প্রকৃতিং নিত্যং পবমান্বশকপিণীম্ ।

তন্মতে ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ॥ ১ ॥

প্রকৃতিশব্দার্থঃ

অথ কা প্রকৃতিঃ ? তথাহি—গুণত্রয়সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ । তথাচোক্তং  
যামলে—

সত্ত্বং বজ্রস্তম ইতি গুণত্রয়মুদাহৃতম্ ।

সাম্যাবস্থিতিমেতেষামব্যক্তং প্রকৃতিং বিদুঃ ॥

সৈব মূলপ্রকৃতিঃ আং প্রধানং পুরুষোহপি চ ।

অন্যত্রাপি—সত্ত্বং বজ্রস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ং প্রিয়ে ॥

যদা সা পরমা শক্তিগুণাধিষ্ঠানমাচবেৎ ।

---

অনুবাদঃ—পবমান্বশরূপা নিত্য প্রকৃতিকে প্রণাম কবিয়া ভোগ ও মোক্ষ  
লাভেব জন্ম শাক্তানন্দতরঙ্গিণী বচিত হইতেছে ॥ ১ ॥

[প্রশ্ন] প্রকৃতি কি? [উত্তর] সত্ত্ব, বজ্রঃ ও তমোগুণেব সাম্যাবস্থা (১)  
প্রকৃতি। যামল তন্ত্রে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা—‘সত্ত্ব, বজ্রঃ ও তমঃ—  
এই গুণত্রয় কথিত হইয়াছে। এই গুণত্রয়েব সাম্যাবস্থাকে (পণ্ডিতগণ) অব্যক্ত  
প্রকৃতি বলিয়া জানেন। উহাই মূল প্রকৃতি, প্রধান এবং পুরুষও’ (২)। অন্য

---

(১) জীবের ভোগাদৃষ্টবশতঃ গুণত্রয়ের বৈষম্য, বা ন্যূনাধিক্যভাব হইতেই জগতের সৃষ্টি  
হয়। ভোগাবস্থানে পুনরায় সৃষ্টি জগৎ নিজের উপাদান প্রকৃতিতে লীন হয়। তখন গুণত্রয়রূপ  
প্রকৃতি বৈষম্যভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবল কারণরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থাই ‘গুণত্রয়েব  
অকার্য্যাবস্থা বা সাম্যাবস্থা।

(২) পরিণামবাদী শাক্ত সম্প্রদায়ের মতে সচ্চিদানন্দরূপ শিবের আনন্দাংশই ‘বিমর্শ-

প্রকৃতিত্ব ভবেৎ তস্তাঃ পুরুষঃ সাদাশিবঃ ॥ ২ ॥

তন্মধ্যেও কথিত হইয়াছে :—‘হে প্রিয়ে! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—ইহা গুণত্রয়। যে কালে সেই পবনা শক্তি গুণত্রয়েব অধিষ্ঠান করেন, তখন তাঁহার প্রকৃতিত্ব হয় এবং পুরুষ ( নিগুণ শিব ) সাদাশিব হন’ । (৩) ॥ ২ ॥

শক্তি নামে অভিহিত হয়। উহা বহির দাহিকাশক্তির ত্রাণ শিবেরই স্বাভাবিক শক্তি বলিয়া শিবের সহিত উহার কোনই ভেদ নাই। শান্ত মতে যে বটুজিংশং তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, উহা এই বিমর্শ শক্তিরই পরিণাম। ‘প্রপঞ্চসার’ তন্ত্রেব চীকার্কার পদ্মপাদাচার্য শান্তসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন :—“এটেক শক্তিঃ অন্তর্মুখতয়া বিকসন্তী বিদ্যাদিতত্ত্বকপিণী বহিমুখতয়া সঙ্কুচন্তী মায়ামিতত্ত্বকপিণী” ( আর্থ্য এভেলন প্রকাশিত প্রপঞ্চসার ২৮ পৃষ্ঠা ) অর্থাৎ একই বিমর্শ শক্তির অন্তর্মুখ ( বৈভেদর অতুরণ প্রযুক্ত স্বাদিষ্ঠান চিত্রণ প্রবণ ) পরিণাম হইতেই বিদ্যা, ঈশ্বর ও সাদাশিব এবং সঙ্কুচিত বহিমুখ পবিণাম হইতে মায়া প্রভৃতি তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এই মতে উপাদান উপাদেয়ও অত্যন্ত অভিন্ন। কিন্তু কোন কোন স্থলে শিবের প্রাধান্য বিবক্ষায় শিবকে এবং কোন স্থলে শক্তির প্রাধান্য বিবক্ষায় শক্তিকে জগৎ কর্তা বলা হইয়াছে। যেখানে কেবল শিবকে বা কেবল শক্তিকে জগৎকর্তা বলা হইয়াছে, সেখানে শক্তিবিশিষ্ট শিবই জগৎকর্তা বুঝিতে হইবে। কারণ কেবল শিব বা কেবল শক্তি কোন কিছুই করিতে পারেন না। ফল কথা—এই শক্তি শিবের সহিত অত্যন্ত অভিন্ন বলিয়া কখনও প্রকৃতিরূপে, কখনও বা পুরুষরূপে কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন। মহাকবি কালিদাস কুমার সম্ভবেব দ্বিতীয় সর্গে শান্তসিদ্ধান্তের এই কথা প্রকাশ কবিত্তে বলিয়াছেন—

‘দ্যামানন্তি প্রকৃতিং পুরুষাঃপ্রবর্তিনীম্।

তদদর্শিনমুদাসীনং ত্যামেব পুরুষং বিদ্বঃ” ॥

( ৩ ) প্রাচীন কোন শৈব সম্প্রদায় পরমশিবের চিহ্নস্তি ও অবিদ্যা শক্তি নামে দুইটি শক্তি স্বীকার করিতেন। চিহ্নস্তি চিন্ময়, শিবস্বরূপ ও পবনার্থসং। অবিদ্যা শক্তি জড় ও অসং। পরম শিবের এই শক্তিদ্বয় পরস্পর মিলিত হইলে তাহা হইতে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকাশ হয়। ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যাশক্তির সহযোগে চিহ্নস্তির যে সৃষ্টি প্রবণতা, তাহাই পরমা শক্তির গুণাবিষ্ঠান। কারণ এই মতে চিহ্নস্তির সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কেবল অবিদ্যা হইতে জগৎভব সৃষ্টি হয় না। সংক্ষেপশারীরককার সর্বজ্ঞান মুনির কথা হইতে ইহা জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন—

চিহ্নস্তিঃ পরমেশ্বরস্ত বিমলা চৈতন্ত্যমবোচ্যতে

সত্যোবাংশ জডঃপরা ভগবতঃ শক্তিস্ববিদ্যোচ্যতে।

সংসর্গাচ্চ মিথস্তয়োর্ভগবতঃ শক্ত্যোর্জগজ্জায়তে

সম্ভ্রুত্যা সবিচারয়া ভগবতশ্চিহ্নস্তিক্রিয়্যতে ॥ —সংক্ষেপশারীরক ৩২২৮

শৈবাচার্য অন্তর্য দীক্ষিত ‘শিবদৈতনির্ণয়ে’ এই মন্তের সূচনা কবিত্তে বলিয়াছেন—  
“এবং পরমেশ্বরস্ত চিহ্নস্তিসম্ভাবঃ তস্তাঃ পবনেশ্ববভিন্নত্বং তথাত্মেংপি তস্তা শুদ্ধদ্বিমিত্তি”  
( শিবদৈতনির্ণয়ঃ ৩১ পৃষ্ঠা )।

### নিত্যাশঙ্কার্থঃ

নিত্যাশঙ্কার্থমাহ শক্তিয়ামলে—

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং ভবো যন্তা নিজেচ্ছয়া ।

পুনঃ প্রলীয়তে যন্তাং নিত্যা সা পবিকীর্তিতা ॥ ৩ ॥

### পরমাত্মশঙ্কার্থঃ

পবমশ্চাসৌ আত্মা চেতি পরমাত্মা, উৎকৃষ্ট আত্মা ইত্যর্থঃ ।  
উৎকৃষ্টত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়া ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদি-শবীবোৎপাদক(নবত্ব)ত্বম্ । অথবা  
তত্ত্বদিত্তির্যবহিতোহপি তত্ত্বদিত্তির্যজ্ঞ-প্রত্যক্ষাশ্রয়ঃ । তথাচ ঋতিঃ  
( স্বেতাঃ ৩।১৯ )—

অপানিপাদো জ্বনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।

স বেত্তি বেদ্যাং ন চ তস্মাস্তি বেত্তা তমাহুবগ্রাং পুরুষং মহান্তম্ ॥

নিত্য-জ্ঞান-কৃত্যাশ্রয়ঃ পবমাত্মা । স চ লাঘবাৎ এক এব । ন চ

শক্তি-মামল তন্নে নিত্যা শব্দেব অর্থ বনিতেন্নেচনঃ—‘ঐহাব নিজেব ইচ্ছায়  
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদিব উৎপত্তি এবং যাহাতে পুনরায় লয় হয়, তিনি নিত্যা  
নামে কীর্তিত হন।’ ॥ ৩ ॥

পবম যে আত্মা, তিনি পরমাত্মা অর্থাৎ পবমাত্ম-শব্দের অর্থ—উৎকৃষ্ট আত্মা ।  
এই উৎকৃষ্ট হইতেছে সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদিব শবীবোৎপাদন কর্তৃত্ব ।  
অথবা ( বিনি ) চক্ষুবাণি ইন্দ্রিয়বহিত হইয়াও ইন্দ্রিয়-জ্ঞাত প্রত্যক্ষেব আশ্রয়, তিনি  
পবমাত্মা । ঋতি সেইরূপই বলিতেছেন :—‘তিনি হস্ত-পদ বহিত হইয়া গমন ও  
গ্রহণ কবেন, চক্ষুবহিত হইয়া দর্শন কবেন, কর্ণবহিত হইয়া শ্রবণ কবেন ।  
তিনি জাতব্য বিষয় জানেন, কিন্তু তাঁহাব কেহ জ্ঞাত নাই । তাঁহাকে আদি ও  
মহান পুরুষ বলে ।’

পবমাত্মা নিত্য জ্ঞান ও নিত্য কৃতিব আশ্রয় । লাঘববশতঃ (৪) তিনি

(৪) শক্তির পরিণাম হইতে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকাশ হইলেও উহা কেবল শক্তির পরিণাম  
নহে, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । বিশেষতঃ শক্তি ধর্মরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহার  
আশ্রয় অবশ্য স্বীকার্য । শক্তির ঐ আশ্রয়ই পরমাত্মা । যে প্রমাণের দ্বারা পরমাত্মার সিদ্ধি হয়,  
লাঘব জ্ঞান থাকিলে ঐ প্রমাণ দ্বারাই তাহার একত্ব সিদ্ধি হইবে । পরমাত্মা দুই বা বহু হইলে  
সকলেরই ইচ্ছাশক্তি তুল্য বলিতে হইবে । অত্যা কাহারও ইচ্ছাশক্তি নানবল হইলে তাহার  
ইচ্ছা ব্যাহত হইবে, অতএব তিনি পরমাত্মা হইতে পারেন না । কারণ পরমাত্মার ইচ্ছা



জ্ঞান-জ্ঞান-কৃত্যশ্রয়ো জীবায়া । স চানন্তঃ, মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদিভেদাৎ ।  
তথা শিব-বিষ্ণু-দুর্গাদীনাং শবীবভেদাৎ পরমায়া নানা এব অস্ত ইতি  
বাচ্যম্ । ঘটাদ্যপাধিভেদেনাকাশস্ত নানাত্তমবৎ মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদি-  
শবীবভেদেনাত্তনো ভিন্নত্বভ্রমাৎ, সুষুপ্তিপ্রলয়াদৌ শরীরনাশে আত্মন  
একত্বদর্শনাৎ । তথা ভক্তানুগ্রহায় গৃহীত-শবীরাণাং শিবাди-দৈবতানাং  
নানাৎনে তত্র নানাত্তমভ্রমাৎ । নহি ভ্রমাদ্ বস্তুসিদ্ধিরিতি ॥ ৪ ॥

### উল্লাস-বিষয়-নির্ণয়ঃ

অথ উল্লাসপ্রতিপাদ্যমাহ—

উল্লাসে প্রথমে বক্ষ্যে শবীবং কৰ্মসম্ভবম্ ।  
দীক্ষাং দ্বিতীয়ে বক্ষ্যামি তৃতীয়ে যোগনির্ণয়ম্ ॥  
প্রাতঃকৃত্যং চতুর্থে তু আসনং পঞ্চমে তথা ।  
অন্তর্যাগবিধিং ষষ্ঠে নিত্যপূজাঞ্চ সপ্তমে ॥  
বসৌ মালাবিধানস্ত নবমে জপলক্ষণম্ ।  
মহাসেতুঞ্চ সেতুঞ্চ কুল্লুকাং দশমে তথা ॥

একই অর্থাৎ বহু নহেন । জীবায়া জ্ঞান জ্ঞান ও জ্ঞান কৃতিব আশ্রয় ।  
মনুষ্য, পশু, পক্ষি-প্রভৃতিব ভেদবশতঃ সেই জীবায়া য়েৰূপ অনন্ত ( অসংখ্য ) ।  
সেইরূপ শিব, বিষ্ণু ও দুর্গাদি বিগ্রহেব ভেদবশতঃ পবমাত্মাও বহু হইবেন,  
ইহা বলা যায় না । কাবণ ঘটাদিকপ উপাধিব ভেদবশতঃ আকাশেব য়েৰূপ ভেদ  
ভ্রম হয়, সেইরূপ মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদিব শবীবেব ভেদপ্রযুক্ত আত্মার নানাত্ত ভ্রম  
হইয়া থাকে । কাবণ সুষুপ্তি বা প্রলয়ে শরীর বিনষ্ট হইলে আত্মাব একত্ব বোধ  
হয় । আব ভক্তগণেব অনুগ্রহেব নিমিত্ত শিবাди দেবতাব গৃহীত-শরীরেব অর্থাৎ  
শিবদুর্গাদি বিগ্রহেব ভেদ-প্রযুক্ত সেই এক পবমাত্মাতে ভেদ ভ্রম হইয়া থাকে ।  
ভ্রম প্রযুক্ত বস্তুব সিদ্ধি হব না ॥ ৪ ॥

১. প্রথম উল্লাসে কৰ্ম ( ধর্মাদ্বয় ) জনিত শবীব, দ্বিতীয় উল্লাসে দীক্ষা, তৃতীয়  
উল্লাসে যোগনির্ণয়, চতুর্থ উল্লাসে প্রাতঃকৃত্য, পঞ্চম উল্লাসে আসন নিয়ম,

অব্যাহত । তুল্য ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট দুই বা বহু পবমাত্মা স্বীকার করিলে যুগপৎ বিবদ্ধ ইচ্ছার উদ্ভব  
হইলে কাহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না । বিশেষতঃ বহু পরমাত্মা স্বীকার কবিলে সংখ্যা-নিয়মের  
কোন কারণ না থাকায় অসংখ্য পবমাত্মাব কল্পনা করিতে হব । তদপেক্ষা এক পরমাত্মার কল্পনায়  
লাঘব । এইরূপ জ্ঞানই লাঘব জ্ঞান । উহা প্রমাণের সহায়তায়, নিজে কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে ।

মুখস্থ শোধনং কজ্রে দ্বাদশে চ পুৰঞ্জিয়াম্ ।  
 সংস্কাৰং যন্ত্ৰবাজ্জস্ত্ৰ বলিদানং ত্ৰয়োদশে ॥  
 ফলং চতুৰ্দশে চৈব উপচাবাদি-দানজম্ ।  
 নামস্মরণ-পূজাদিফলং পঞ্চদশে তথা ॥  
 কলৌ সংসর্গদোষাদি-প্রায়শ্চিত্তস্ত্ৰ ষোড়শে ।  
 কুণ্ডং সপ্তদশে চৈব হোমধ্বজাদশে তথা ॥  
 ততঃ সর্বমঙ্গলাদি-নান্নামর্থো নিকপিতঃ ।  
 দুর্গাদেব্যাশ্চ মাহাত্ম্যং বিশেষেণ প্রদর্শিতম্ ॥  
 গুরুপাদবজ্রো ধ্যাৱ্য কৃত উল্লাসনির্ণয়ঃ ॥ ৫ ॥

### শরীরোৎপত্তিক্রমঃ

জ্ঞানভাষ্যে—

দেব্যাচ—

শবীৰং কীদৃশং নাথ ! মুক্তিৰ্বা কেন কৰ্ম্মণা ।  
 ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ক্রাহি মে শশিশেখৰ ! ॥

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি শবীৰং কৰ্ম্মসম্ভবম্ ।  
 বজ্রস্থলা যদা নাবী বিশুদ্ধা পঞ্চমে দিনে ॥  
 পীড়িতা কামবাণেন ততঃ পুঙ্খমীহতে ।

ষষ্ঠ উল্লাসে অন্তর্থাগবিধি, সপ্তম উল্লাসে নিত্য পূজা, অষ্টম উল্লাসে মালাবিধি, নবম উল্লাসে জপবিধি, দশম উল্লাসে মহাসেতু, সেতু এবং কুল্লকা, একাদশ উল্লাসে মুখশোধন, দ্বাদশ উল্লাসে পূবস্চরণ, ত্রয়োদশ উল্লাসে যন্ত্র সংস্কার ও বলিদান, চতুর্দশ উল্লাসে উপচাব দানেব ফল, পঞ্চদশ উল্লাসে নামস্মরণ ও পূজাদির ফল, ষোড়শ উল্লাসে সংসর্গদোষাদি জনিত পাপেব প্রায়শ্চিত্ত, সপ্তদশ উল্লাসে কুণ্ডবিধান এবং অষ্টাদশ উল্লাসে হোমবিধি এবং সর্বমঙ্গলাদি নামেব অর্থ ও বিশেষতঃ দুর্গাদেবীর মাহাত্ম্য নিরূপিত হইবে। গুরুব পদধূলি ধ্যান কবিত্তা উল্লাস নিরূপণ কবিতাম্ ॥ ৫ ॥

জ্ঞানভাষ্যে দেবী বলিতেছেন :—‘হে নাথ ! হে শশিশেখর ! শবীৰ কিরূপ ? কি কৰ্ম্মের দ্বারা বা মুক্তি হয় ? (তাহা) এখন শুনিতে ইচ্ছা কবি, আমাকে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন :—হে দেবি ! কৰ্ম্ম-সম্ভূত দেহেব বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। বজ্রস্থলা স্ত্রী যখন ঋতুব পঞ্চম দিনে বিশুদ্ধা হয়, তখন সে কামবাণে পীড়িতা

ভগ-লিঙ্গ-সমায়োগান্মৈথুনং শ্রাং তদা তয়োঃ ॥  
 অত্ৰোত্তম্পর্শনাদ্ দেবি ! জায়তে চ মহৎ সূখম্ ।  
 ক্ষবতে চ তদা বেতঃ প্রাণাপানাদিসংশ্রিতং ॥  
 ক্ষিতিবাপস্তথা তেজো বায়ুকাশমেব চ ।  
 সর্বেবাং তত্ত্বং প্রাচ্যঃশ্রাদ্ দেহস্থ-বক্তবীজয়োঃ ॥  
 নাভিবন্ধে তদা দেবি ! ভ্রাম্যতে চ সমীবর্গৈঃ ।  
 কুন্তকাবো যথা চক্রে ঘটতে চ ঘটাদিকম্ ॥  
 তথা সমীরণো গর্ভে ঘটতে প্রাণিনাং তনুম্ ।  
 কললং চৈকবাত্রেণ বৃদ্বৃদং পঞ্চমে দিনে ॥  
 শোণিতং দশবাত্রেণ মাংসপিণ্ডশ্চতুর্দশে ।  
 মাসৈকেহপি চ সম্পূর্ণে মাংসপিণ্ডোহঙ্কুরায়তে  
 আদৌ সংজায়তে পিণ্ডো ব্রহ্মাণ্ডঃ স হি সাঙ্কুবঃ ।

হইবা পুরুষসংসর্গ কামনা করে । হে দেবি । তখন সেই স্ত্রী-পুরুষেব ভগ-লিঙ্গ-সংযোগে মৈথুন নিষ্পন্ন হয় এবং তাহাদেব পবম্পর স্পর্শ জন্ত অত্যন্ত আনন্দও উৎপন্ন হয় । সেই সময় প্রাণ ও অপানাদিব সহযোগে বেতঃ ক্ষবণ হয় এবং দেহস্থ বক্ত ও শুক্রেব মধ্যে ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—সমস্ত ভূতব তত্ত্ব প্রাচ্যভূত হয় । হে দেবি ! সেই সময় ঐ শুক্রেশোণিত বায়ু দ্বাৰা নাভিবন্ধে, সঞ্চালিত হয় । কুন্তকাব যেরূপ চক্রেব উপর ঘটাদি বস্তু নির্মাণ করে, বায়ুও তক্রপ গর্ভে জীবদেহ নির্মাণ কবে । ( ঐ শুক্রে শোণিত ) এক বাত্রে কলল এবং পঞ্চম দিনে বৃদ্বৃদ্ব ইব (৫) । দশম বাত্রিতে (উহা) শোণিত ও চতুর্দশ দিনে মাংসপিণ্ডে পবিণত হব । এক মাস পূর্ণ হইলে মাংসপিণ্ড অঙ্কুরেব অঙ্কুরূপ হব । প্রথমতঃ সেই অঙ্কুরবৃত্ত মাংসপিণ্ড সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডরূপে পবিণত হব ।

( ৫ ) গর্ভাবস্থায় শরীরোৎপত্তিযে ক্রম তত্ত্বে প্রদর্শিত হইযাছে, তাহা গর্ভোপনিষদের বর্ণনার অনুরূপ । স্তত্রায় উহাকে শ্রুতি সম্মত বলা যাইতে পারে । ভগবান যাক্ নিরুক্তে গর্ভাবস্থায় শরীরোৎপত্তির ক্রম অনুরূপ বলিযাছেন । ( নিরুক্ত ১৪ অধ্যায় ৬ খণ্ড দ্রষ্টব্য ) মহামুনি চরকের মতে—প্রথম মাসে কলল, ২য় মাসে বন, পিণ্ড, পেশী ও অৰ্দ্ধদ্ব এবং ৩য় মাসে সমস্ত অঙ্গ, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গাবয়ব উৎপন্ন হয় । স্থলদর্শীর নিকট ইহা বিবক্ত বলিয়া প্রতীত হইলেও সূক্ষ্মদর্শীর নিকট অবিরোধই প্রতীত হইবে । মহর্ষি ব্রহ্মত সূত্রসংহিতার শারীর স্থানের ৩য় অধ্যায়ে এই সমস্ত মতভেদের যে সমাধান করিযাছেন, তাহা এনিধান পূর্বক সকলেরই দেখা কর্তব্য ।

তস্ত্র মধ্যে স্মৃমেকচ্চ কঙ্কালদণ্ডরূপকঃ ॥  
 চবাচবাণাং সর্বেষাং দেবাদীনাং বিশেষতঃ ।  
 আলায়ঃ সর্বভূতানাং মেবোবভ্যস্তবেহপি চ ॥  
 প্রদীপকলিকাকাবো জীবো হৃদি সদা স্থিতঃ ।  
 বজ্রবদ্ধো যথা শ্বেনো গর্তোহপ্যাক্ষ্যতে পুনঃ ॥  
 প্রাণবদ্ধস্তথা জীবঃ প্রাণাপানেন কৃশ্যতে ।  
 জীবস্ত্র পবমেশানি । পবিবাবগণং শৃণু ॥  
 অক্ষিণী নাসিকে কর্ণো জিহ্বা চ কমলাননে ! ।  
 হস্তৌ পাদৌ মহেশানি ! শুভ্রোপস্থৌ ক্রমাৎ প্রিয়ে ! ॥  
 নাভিস্চ পবমেশানি । মনস্চ পবমেশ্ববি ॥  
 জাগ্রৎ-স্বপ্ন-স্মৃশ্চুখ্যাখ্যাশ্চেতি দেহেষু সংস্থিতাঃ ।  
 ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্বেষাং মনঃ পবমসাবধিঃ ॥  
 পাপৈঃ পুণ্যৈর্মহেশানি । বদ্ধঃ স্রাদাশ্রুণঃ প্রিয়ে ! ।  
 সঙ্গত্যা সদসং কর্ম জীবঃ সর্বং কবোতি হি ॥  
 বিমুক্তসাত্ত্বিকো জীবঃ সদসংকর্মবর্জিতঃ ।  
 মনসা জীবসংযোগাৎ সৎ কার্য্যং কুবতে সদা ॥

তাহাব মধ্যে কঙ্কালদণ্ডরূপ স্মৃমেক আছে। সেই মেকব মধ্যে চবাচব সমস্ত ভূতব বিশেষতঃ দেবাদিব আলায় বর্ভমান। প্রদীপ-কলিকাকাব জীব হৃদয়ে সর্বদা অবস্থিত আছে। বজ্রবদ্ধ শ্বেন পক্ষী যেকপ গমন কবিলেও পুনর্বাঘ আকৃষ্ট হয়। সেইকপ প্রাণবদ্ধ জীব প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বাবা (দেহমধ্যে) আকৃষ্ট হব। হে পবমেশ্ববি! জীবব পবিবাববর্গ শ্রবণ কব। হে প্রিয়ে! হে পবমেশ্ববি। দুইটী চক্ষু, দুইটী নাসিকা, দুইটী কর্ণ ও জিহ্বা, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়, শুভ্র, উপস্থ, নাভি, মন, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্মৃশ্চু— ইহাবা প্রাণিবর্গেব দেহে অবস্থান কবে। হে মহেশ্ববি। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণেব মধ্যে মনঃ শ্রেষ্ঠ সাবধি অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়েব পবিচালক। হে প্রিয়ে! পাপ ও পুণ্য সমূহেব দ্বাবা জীব বদ্ধ হয় এবং বুদ্ধিব সংসর্গে সমস্ত সৎ ও অসৎ কর্ম কবিয়া থাকে। সদসংকর্ম বহিত সেই জীব শুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান বুদ্ধিব সহিত অভিন্ন হইয়া মনের সহিত প্রাণেব সম্বন্ধবশতঃ সৎকার্য্য সম্পাদন কবে।

মাসদ্বয়ে তু সম্পূর্ণে মেদস্তত্র প্রজায়তে ।  
 মজ্জাস্থীনি ত্রিভির্মাসৈঃ কেশাঙ্কচ্ চ চতুষ্টিয়ে ॥  
 কর্ণাঙ্গি-নাসিকা-বক্ত্রং কঠোদরঞ্চ পঞ্চমে ।  
 রক্তাভুৎপত্ততে শুক্রং শুক্রাদ্ বিন্দুসমুদ্ভবঃ ॥  
 প্রাণতো বায়ুকৎপন্নঃ কাল্যাগ্নিঃ স্রাদপানতঃ ।  
 শুক্রতো নাড়িকোৎপত্তিঃ শুক্রাদগ্নিসমুদ্ভবঃ ॥  
 মাংসতশ্চ মলোৎপত্তির্মজ্জা চাপি ততো ভবেৎ ।  
 বায়ুনা প্রাণনিষ্পত্তিবপানাদগ্নিসমুদ্ভবঃ ॥  
 শুক্রেণোৎপাদিতা জিহ্বা নাসিকা সর্বদেহিনাম্ ।  
 বক্ত্রাভুৎপত্ততে নেত্রং বামকৈব তু দক্ষিণম্ ॥  
 প্রাণাভুৎপত্ততে শূন্যং ভ্রাণবন্ধদ্বয়ং তথা ।  
 ষষ্ঠে মুখং তথা পাদৌ সর্ববাহুনি চ সপ্তমে ॥  
 সন্ধিঃ সম্পূর্ণতাং যাতি অষ্টমে মাসি বৈ ততঃ ।  
 অণ্ডাধারন্ত কঙ্কাল আবভ্য গুদমূলতঃ ॥

মাসদ্বয় পূর্ণ হইলে সেই মাংসপিণ্ডে মেদ উৎপন্ন হয়। তিন মাসে  
 মজ্জা ও অস্থি; চতুর্থ মাসে কেশবাণি ও ত্বক্, পঞ্চম মাসে কর্ণ, চক্ষুঃ,  
 নাসিকা, বক্ত্র, কঠ ও উদর উৎপন্ন হয়। বক্ত্র হইতে শুক্র, শুক্র হইতে  
 বিন্দু (ওজো ধাতু) উৎপন্ন হয়। প্রাণ হইতে বায়ু, অপান বায়ু হইতে কাল্যাগ্নি  
 (উদবাগ্নি) উৎপন্ন হয় (৬)। শুক্র হইতে নাড়ী ও অগ্নি (ধাতবাগ্নি), মাংস  
 হইতে মল ও মজ্জা উৎপন্ন হয়। বায়ু হইতে প্রাণ, অপান হইতে অগ্নি এবং  
 শুক্র হইতে সমস্ত প্রাণীব জিহ্বা ও নাসিকা, বক্ত্র হইতে বাম ও দক্ষিণ নেত্র  
 এবং প্রাণ হইতে শূন্য ভ্রাণবন্ধ দুই উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠ মাস পূর্ণ হইলে মুখ ও  
 পদদ্বয়, সপ্তম মাসে সর্বদ উৎপন্ন হয়। তাহাব পর অষ্টম মাসে সন্ধি, অণ্ডাধার ও

( ৬ ) গর্ভোপনিষদে শরীর এক্ষের ব্যুৎপত্তি বর্ণন প্রসঙ্গে শরীরে (১) জ্ঞানাগ্নি (২) দর্শনাগ্নি  
 ও কোষ্ঠাগ্নি—এই ত্রিবিধ অগ্নির স্থিতি উক্ত হইয়াছে। শুভাশুভ কর্মের প্রকাশক যে তেজঃ,  
 তাহাকে জ্ঞানাগ্নি বলে। যে তেজের দ্বারা কপাদি গৃহীত হয়, উহাই দর্শনাগ্নি এবং বাহ্য  
 দ্বারা ভুক্ত বস্তু পরিগ্ৰহ হয়, তাহাই কোষ্ঠাগ্নি। তন্মধ্যে কোষ্ঠাগ্নি এবং দোষ-দূরগত কৃত্তকাদি  
 দশ অগ্নি এই উভয়বিধ অগ্নির উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। বাত-পিত্ত-কফকে দোষ এবং সপ্ত  
 ধাতুকে দূর বলে। তন্মধ্যে এই ত্রিবিধ অগ্নি গর্ভোপনিষৎ বর্ণিত অগ্নিভেদ হইতে পৃথক্ নহে।

ছাত্রিংশজ-জ্ঞানবিভেদ-গ্রন্থিকো বর্দ্ধতঃ সদা ।

তস্মা মধ্যে সদা সর্ব্বা নাড্যন্তত্র ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

### শরীরস্থ-নাড়ীনির্ণয়ঃ

ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্ণা চ তৃতীয়িকা ।

গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পূষা চৈব যশস্বিনী ॥

অলম্বুবা কুহুশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী তথা ।

অগ্ন্যাশ্চ নাড়িকাঃ ক্ষুদ্রাঃ সহস্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ ॥

ইড়া চ বামভাগে তু দক্ষিণে পিঙ্গলা তথা ।

ব্রহ্মবন্ধে সুষুম্ণা চ গান্ধারী বামচক্ষুষি ॥

দক্ষিণে হস্তিজিহ্বা চ পূষা কর্ণেহথ দক্ষিণে ।

বামে যশস্বিনী চৈব মুখে চালম্বুবা তথা ॥

কুহুশ্চ লিঙ্গমূলে চ শঙ্খিনী শিবসোপরি ।

এবং দ্বাবং সমাবৃত্য তিষ্ঠন্তি দশ নাড়িকাঃ ॥

বত্রিশটি জ্ঞানগম্য ( সূক্ষ্ম ) গ্রন্থিযুক্ত কঙ্কাল মলদ্বাবেব মূলদেশ হইতে আরম্ভ কবির্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে । তাহাব মধ্যে সমস্ত নাড়ী বর্ত্তমান ॥ ৬ ॥

তন্মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, তৃতীয় সুষুম্ণা এবং গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুবা, কুহু ও শঙ্খিনী নাড়ী প্রধান (১) এবং অগ্না ক্ষুদ্র নাড়ী ৭২০০০ । মেকদণ্ডেব বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা, ব্রহ্মবন্ধে সুষুম্ণা, (২) বাম চক্ষুতে গান্ধারী, দক্ষিণ চক্ষুতে হস্তিজিহ্বা, দক্ষিণ কর্ণে পূষা, বামকর্ণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুবা, লিঙ্গমূলে কুহু এবং মস্তক মধ্যে শঙ্খিনী—এই দশটি নাড়ী এইরূপে

(১) বাজবল্য সংহিতার প্রামাণ্যিত্যাদ্যায় ৭০০ নাড়ীৰ সংখ্যা উল্লিখিত আছে ।

(২) মেকদণ্ডের বামপার্শ্বে ইড়া বামমূক হইতে উখিত হইবা ধনুর আয় বক্রাকারে বাম নাসিকা পর্যন্ত গিয়াছে । পিঙ্গলা মেকদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে দক্ষিণ মূক হইতে উখিত হইয়া দক্ষিণ নাসিকা পর্যন্ত গিয়াছে । সুষুম্ণা নাড়ী কন্দমূল হইতে নিঃসৃত হইবা মস্তকস্থিত অধোমুখ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকাবর্ত্তী দ্বাদশদল পদ্মের অধোদেশ পর্যন্ত গিয়াছে । 'নিগম-তত্ত্বসারে' যে তিনটি নাড়ীর মেক মধ্যে অবস্থিতি উক্ত হইবাছে, উহা সুষুম্ণা, বজ্রা ও চিত্রা মন্থনো বুরিতে হইবে । এ বিষয়ে বিশেষ কথা মৎসম্পাদিত ঘটচক্রনিকপণে দ্রষ্টব্য ।

ক্ষিতিশ্চ বাবি তেজশ্চ বায়ুরাকাশমেব চ ।

স্থৈর্য্যং গতা ইমে পঞ্চ বাহ্যভাস্তর এব চ ॥ ৭ ॥

### ভূতগুণাঃ

অস্থি চৰ্ম্ম তথা নাড়ী লোম মাংসস্তথৈব চ ।

এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তাঃ পৃথিব্যাঞ্চ ব্যবস্থিতাঃ ॥

মলমূত্রং তথা শুক্রং ক্ষেমা শোণিতমেব চ ।

এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা অপ্যন্তত্র ব্যবস্থিতাঃ ॥

ক্লৃধা তৃষ্ণা তথা নিদ্রা প্রমোহঃ কাস্তিরেব চ ।

এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তান্তেজস্তত্র ব্যবস্থিতম্ ॥

বিরোধাক্ষেপণাকুলুঞ্চধারণ তর্পণং তথা ।

এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা মাকুতে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥

বাগো ধ্বেবশ্চ মোহশ্চ ভয়ং লজ্জা তথৈব চ ।

এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা আকাশে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৮ ॥

সদ্যঃ দ্বার আবৃত করিয়া ( দেহমধ্যে ) রাখিয়াছে । পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি ভূত বাহিরে ও দেহাভ্যন্তরে স্থিতি বহিয়া আছে ॥ ৭ ॥

অস্থি, চৰ্ম্ম, নাড়ী, লোম ও মাংস—এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ (অবস্থা বা বিকার) বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং পৃথিবীতেই অবস্থিত আছে । মল, মূত্র, শুক্র, ক্ষেমা ও শোণিত—এই পাঁচটি জলের গুণ; জল এই পাঁচটিতে অবস্থিত অর্থাৎ এই পাঁচটি জলপ্রধান । ক্লৃধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, মোহ ও কাস্তি—এই পাঁচটি তেজের গুণ, তেজ এইগুলিতে বর্তমান আছে । বিরোধ, আক্ষেপণ, আব্রুঞ্চন, ধারণ ও তৃপ্তি—এই পাঁচটি বায়ুর গুণ, বায়ুতেই থাকে । রাগ, বেদ, মোহ, ভয় ও লজ্জা—এই পাঁচটি আকাশের গুণ, আকাশেই থাকে (৩) ॥ ৮ ॥

(৩) ভাস্কর্য্যের অস্থি, নাড়ী, চৰ্ম্ম, বাতু ও লোম—এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ; লাল, মূত্র, শুক্র, শোণিত ও লজ্জা—এই পাঁচটি জলের গুণ; ক্লৃধা, তৃষ্ণা, ভয়, নিদ্রা, আলস্য ও কাস্তি—এই পাঁচটি তেজের গুণ, ইন্দ্রিয়গতি, লব্ধ, তর্কণ, আব্রুঞ্চন ও প্রসারণ—এই পাঁচটি বায়ুর গুণ, রাগ, বেদ, লজ্জা, ভয় ও মোহ—এই পাঁচটি আকাশের গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ব্রহ্মজ্ঞান ভাস্কর্য্যের প্রথম গতিতে পঞ্চভূতের গুণ সমগ্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে । (স্বাধব ভট্ট কৃত শাস্ত্রতিলক দীপিকা প্রভৃতি) ।

### শরীরস্থ-বায়ুনির্গমঃ

প্রাণাপান-সমানাশ্চোদান-ব্যানো চ বায়বঃ ।  
 নাগঃ কূর্মোহথ কুকবো দেবদন্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥  
 এতে দশ গুণাঃ প্রোক্তাঃ সর্বৈ প্রাণসমাত্মকাঃ ।  
 হৃদি প্রাণো বসেন্নিত্যমপানো গুদমণ্ডলে ॥  
 সমানো নাভিদেহে চ উদানঃ কণ্ঠদেশতঃ ।  
 ব্যানঃ সর্ববশবীবে তু প্রধানাঃ পঞ্চ বায়বঃ ॥  
 নাগঃ কূর্মোহথ কুকবো দেবদন্তো ধনঞ্জয়ঃ ।  
 এতে নাড়ীসহস্ৰেষু বৰ্ত্তন্তে জীবকপিণঃ ॥ ৯ ॥

### শরীরকোষ-বর্ণনম্

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে ।  
 পাতালং ভূধবা লোকা আদিত্যাदि-নবগ্রহাঃ ॥

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এবং নাগ, কূর্ম, কুকব, দেবদন্ত ও ধনঞ্জয়—এই দশটি বায়ুর গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সকলেই প্রাণেব তুল্যরূপ অর্থাৎ প্রাণবায়ুর অবস্থাবিশেষ । প্রাণ সর্বদাই হৃদয়ে অবস্থিত, গুহ্যদেশে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান এবং সর্ব শরীরে ব্যান বায়ু বর্ত্তমান (৪)। তন্মধ্যে (প্রাণাদি) পঞ্চ বায়ুই প্রধান । নাগ, কূর্ম, কুকব, দেবদন্ত ও ধনঞ্জয়—জীব (চৈতন্ত) স্বরূপ এই বায়ু পাঁচটি নাড়ী সমূহে অবস্থান করে ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত পদার্থ বর্ত্তমান আছে, সে সমস্ত দেহেব মধ্যেও আছে (৫)। পাতাল, পর্বত, লোক, আদিত্যাदि নবগ্রহ, ভূবাদি সপ্ত স্বর্গ ও নাগগণ—সকলেই

(৪) তন্ত্রান্তরে ললাট, উরঃ, হৃদয়, নাভি, কণ্ঠ ও অস্থিতে নাগাদি পঞ্চ বায়ুর অবস্থিতি উক্ত হইয়াছে। ইহাদের বর্ণ ও কার্য পরস্পর পৃথক পৃথক্। এই সম্বন্ধে বিশেষ কথা আর্থার এভেলন প্রকাশিত শারদাতিলকের রাঘব ভট্ট কৃত টীকার (৪১ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

(৫) পঞ্চদশ প্রকার রাজবোগেব মধ্যে জ্ঞানযোগ দ্বিতীয়। নিজ দেহ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের যে ভাবনা, তাহাই জ্ঞানযোগ। এই ভাবনার জন্মই তত্ত্বে দেহ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা রাজযোগ অভ্যাস করেন, তাহারা ইহার রহস্য ও প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারেন। তাই বোগস্বরোদয়ে কথিত হইয়াছে :—

নবচক্রং ষডধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকম্ ।

স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ ॥



( ভূবাদি-সপ্তস্বর্গাশ্চ নাগাশ্চ সর্বদেহিনাম্ । )

পিণ্ডমধ্যে স্থিতাঃ সর্বৈব স্থানং তেষাং বদামি তে ॥ ১০ ॥

### শরীরে সপ্তপাতাল-বর্ণনম্

পাদাধস্ততলং বিত্যাং তদূর্দ্ধং বিতলং তথা ।

জানুনোঃ সূতলকৈব তলং চ সন্ধিবন্ধকে ॥

তলাতলং গুদ(লুফ)মধ্যে লিঙ্গমূলে বসাতলম্ ।

পাতালং কটিসন্ধৌ চ পাদাদৌ লক্ষয়েদ্ বুধঃ ॥ ১১ ॥

### শরীরে ভূরাদি-লোককথনম্

ভূলোকো নাভিদেশে তু ভুবলোকস্তথা হৃদি ।

স্বলোকঃ কণ্ঠদেশে তু মহলোকশ্চ চক্ষুষি ॥

জনলোকস্তদূর্দ্ধে তপোলোকো ললাটকে ।

সত্যলোকো মহাযোনৌ ভুবনানি চতুর্দশ ॥ ১২ ॥

### শরীরে সপ্তাচলবর্ণনম্

ত্রিকোণে চ স্থিতো মেষ্ককর্দ্বাকোণে চ মন্দবঃ ।

কৈলাসো দক্ষিণে কোণে বামকোণে হিমালয়ঃ ।

সমস্ত প্রাণীব দেহমধ্যে- অবস্থিত বহিরাছেন; তাহাদের স্থান তোমাকে বলিতেছি । ॥ ১০ ॥

পশ্চিভাগ পাদেব অধোভাগকে অতল বলিয়া জানেন। উহাব উর্দ্ধভাগ বিতল, জানুঘরে সূতল, সন্ধিবন্ধে তল, গুদমধ্যে তলাতল, লিঙ্গমূলে বসাতল, পাদেব অগ্রভাগ ও কটিব সন্ধি স্থলে পাতাল দর্শন করেন । ॥ ১১ ॥

নাভিদেশে ভূলোক, হৃদয়ে ভুবলোক, কণ্ঠদেশে স্বলোক, চক্ষুঘরে মহলোক, তাহাব উর্দ্ধভাগে অর্থাৎ ক্রময়ে জনলোক, ললাটে তপোলোক এবং মহাযোনিতে অর্থাৎ মস্তকস্থ মহাযোনিতে সত্যলোক—এই চতুর্দশ ভুবন সমস্ত দেহমধ্যে বিত্তমান বহিয়াছে ॥ ১২ ॥

দেহেব মধ্যে ত্রিকোণে মেষ্ক পর্বত, উর্দ্ধ কোণে মন্দব, দক্ষিণ কোণে কৈলাস,

বিক্রো বিষ্ণুস্তুদুর্দ্ধে চ সঠৈতে কুলপর্বতাঃ ॥ ১৩ ॥

### শরীরস্থ-সপ্তদ্বীপ-বর্ণনম্

অস্থিস্থানে মহেশানি । জম্বুদ্বীপো ব্যবস্থিতঃ ।  
মাংসেষু চ কুশদ্বীপঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ শিবাসু চ ॥  
শাকদ্বীপঃ স্থিতো বক্তে প্রাণিনাং সর্বসন্ধিমু ।  
তদুর্দ্ধং শাল্মলিদ্বীপঃ প্লক্ষশ্চ লোমসঞ্চযে ।  
নাভৌ চ পুষ্কবদ্বীপঃ সাগবাস্তদনন্তবম্ ॥ ১৪ ॥

### শরীরস্থ-সপ্তসাগর-বর্ণনম্

লবণোদন্তথা মূত্রে শুক্রে ক্ষীবোদসাগবঃ ।  
মজ্জা দধিসমুদ্ভূত তদুর্দ্ধং স্নাতসাগবঃ ॥  
বসোদকে বসঃ প্রোক্ত ইতি পুস্তকান্তবে পাঠঃ ।  
বসাপঃ সাগবঃ প্রোক্ত ইক্ষুঃ স্রাং কটিশোণিতম্ ।

বামে হিমালয় এবং তাহাব উর্দ্ধভাগে বিক্রা ও বিষ্ণু—এই সমস্ত কুল পর্বত (৬) বিস্তারিত আছে ॥ ১৩ ॥

প্রাণিগণেব অস্থিস্থানে জম্বুদ্বীপ, মাংস মধ্যে কুশ দ্বীপ, শিবাসমূহে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, বক্তে শাক দ্বীপ, উহাব উর্দ্ধভাগে প্রাণিগণেব সমস্ত সন্ধিতে শাল্মলী দ্বীপ, লোম স্থানে প্লক্ষ দ্বীপ এবং নাভিতে পুষ্কব দ্বীপ বিস্তারিত ॥ ১৪ ॥

ইহার পর সাগব অবস্থিত । মূত্রে লবণ সমুদ্র, শুক্রে ক্ষীবোদসাগব, মজ্জা দধিসাগর, তাহাব উর্দ্ধভাগ অর্থাৎ চর্ম্ম স্নাত সাগব, বসা জলসাগব, কটিরক্ত ইক্ষু

(৬) মূলধার চক্রের মধ্যস্থলে যে ত্রিকোণ আছে । ঐ ত্রিকোণই ত্রিকোণ শব্দের বিবক্ষিত অর্থ বলিয়া বুঝা যায় । কারণ তন্ত্রান্তরে মূলধার চক্রস্থ ত্রিকোণের বর্ণনার উক্ত হইয়াছে :—

ত্রিকোণমধ্যে তদ্বাহে পশ্চাৎ পূর্বং বরাননে ।

স্বাবরং পর্বতং পশ্চ কীটং পশ্চসমুত্তমম্ ॥

তন্ত্রান্তরে দেহ মধ্যে সপ্ত কুলাচল স্থিতির অন্তরূপ বর্ণনাও দেখা যায় :—‘ত্রিকোণবাহে গিরিজে । পর্বতং বহুপাকম্ । নীলাচলং মন্দরাখ্যং পর্বতং চন্দ্রশেখরম্ । হিমালয়ং হ্রবেলক মলয়ং ভৃগুপর্বতম্ । চতুর্ভোণে বসেদ দেবি । এতৎ সপ্ত কুলাচলম্ । (প্রাণতোষণী ধৃত বচন, ৬ষ্ঠ কাণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ ঐষ্টব্য) সংস্রপুত্রাণ ও বিষ্ণুপুত্রাণের মতে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান, ঝঙ্ক, বিক্রা ও পারিষাত্র—এই সাতটা কুল পর্বত । মতান্তরে হিমালয়কে ধরিয়া আটটা কুল পর্বত, কিন্তু এখানে ছয়টা কুল পর্বতের নাম উল্লিখিত হইয়াছে ।

শোণিতেষু স্রবাসিক্কাঃ কথিতাঃ সপ্ত সাগবাঃ ॥ ১৫ ॥

### শরীরস্থ-গ্রহ-মণ্ডলম্

গ্রহাণাং মণ্ডলং চৈব শৃণু বক্ষ্যামি পার্বতি ! ।  
 নাদচক্রে স্থিতঃ সূর্য্যো বিন্দুচক্রে চ চন্দ্রমাঃ ॥  
 লোচনে মঙ্গলঃ প্রোক্তো হৃদি সোমসুতস্তথা ।  
 উদরে চ শুক্রশৈব শুক্রে শুক্রস্তথৈব চ ॥  
 নাভিচক্রে স্থিতো মনো মুখে বাহুঃ স্থিতঃ সদা ।  
 পাদে নাভৌ চ কেতুশ্চ শরীবে গ্রহমণ্ডলম্ ॥ ১৬ ॥

### গর্ভস্থ-জীবস্ত পূর্ব্বজন্মস্মরণম্

নবমে মাসি গর্ভস্থঃ সর্বান সংস্রবতে হৃদা ।  
 নবদ্বাবে পুবে দেহী সময়ান্শচ বিকাবকান্ ॥  
 সূখং হৃৎকং সমং কৃৎ ভুক্তঞ্চ হৃদয়ে নৃণাম্ ।  
 স্নকৃতং তৃক্ষুতঞ্চৈব যৎ কৃতং পূর্ব্বজন্মনি ॥  
 তৎ সর্বং সফলং ভগ্না উর্দ্ধপাদস্ত্রয়োমুখঃ ।  
 গর্ভস্ত্র সংপ্রবিষ্টোহসৌ স্তিমিতে ঘোরদর্শনে ॥  
 যদি মাতা সূখং ভুঙক্তে অন্নপানাদিকং ততঃ ।

সাগব এবং শোণিতে স্রবা সাগর—সপ্ত সাগবেব অবস্থিতি এইরূপই কথিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

হে পার্বতি ! ( দেহমধ্যে ) গ্রহগণেব অবস্থিতি বলিতেছি, শ্রবণ কব ।  
 নাদচক্রে সূর্য্য অবস্থিত আছেন । বিন্দুচক্রে চন্দ্র, চক্ষুতে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ,  
 উদরে বৃহস্পতি, শুক্রে শুক্র, নাভিচক্রে শনি, মুখে বাহু এবং পদ ও নাভিতে  
 কেতু—শরীবে গ্রহমণ্ডল এইরূপ ॥ ১৬ ॥

নবম মাস পূর্ণ হইলে গর্ভস্থ জীব মনে মনে সমস্ত বিষয় স্মরণ কবে ; এবং  
 নবদ্বাবে বিশিষ্ট শরীরেব মধ্যে থাকিয়া আচাৰ ও বিকাব ( পরিণাম ) চিন্তা কবে । এই  
 জীব মানবগণেব অন্তর্ভূত সূখ ও হৃৎক ভূলা মনে কবিতা ও পূর্ব্বজন্মার্জিত সমস্ত পাপ-  
 পুণ্য সফল জানিবা উর্দ্ধপাদ ও অধোমুখ হইবা ঘোরদর্শন অন্ধকাবাস্ত্রম্ গর্ভে প্রবেশ

জনন্য নাভিদেশে তু মুখং দদ্বা পিবত্যসৌ ॥  
 ততো জীবতি গর্ভোহসৌ অন্তথা মবণং ভবেৎ ॥  
 যোনিদ্বারং তু সংকীর্ণং যদি মে নির্গমো ভবেৎ ।  
 অভ্যস্তামি শিবং জ্ঞানং সংসার্বাবতাবণম্ ॥  
 ( দেবদ্বিজগুরুণাং হি পূজনং শঙ্কয়ামিতঃ ।  
 কবিস্ত্যামি যথাভাগ্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ )  
 চিবযোগী ততো ভূত্বা মুক্তো যাস্ত্যামি তৎপদম্ ।  
 এবং গর্ভস্থিতো জীবো গর্ভঘাতনয়াদিতঃ ।  
 নিত্যং ভাবয়তে চিন্তে লব্ধচৈতন্যলক্ষণঃ ।  
 এতন্নিম্নস্তবে দেবি বিশেষাং গর্ভসঙ্কটে ।  
 নবমে দশমে মাসি প্রবলৈঃ স্মৃতিমাকরিতৈঃ ॥  
 নিঃসার্যতে বাণ ইব জন্তুশ্চিদ্বেণ সজ্জবঃ ।  
 পতিতোহপি ন জানাতি মুচ্ছিতোহপি ততশ্চ্যুতিম্ ॥

করিয়াছে। মাতা যদি ( সে সময় ) স্তূখে অন্নপানাদি ভোজন করেন, গর্ভস্থ জীব জননীৰ নাভিদেশে মুখ দিয়া উহা পান কবে। সেই জন্তুই সেই গর্ভ বাঁচিয়া থাকে, তাহা না হইলে তাহাব মৃত্যু হইত।

‘যোনিদ্বার ত অতি সংকীর্ণ। যদি আমি নির্গত হইতে পাবি, সংসার-সাগর-  
 তাবক কল্যাণজনক জ্ঞানেব অভ্যাস কবিব এবং শঙ্কিত হইবা ভাগ্যানুসাবে  
 দেব-দ্বিজ ও গুরুগণেব পূজা কবিব, ইহা নিশ্চয়—ইহাতে সংশয় নাই। তাহাব পব  
 চিবকাল যোগী হইবা থাকিব এবং সংসার-মুক্ত হইয়া সেই পবম পদ মোক্ষলাভ  
 কবিব’—গর্ভস্থ জীব নিজেব চৈতন্য স্বরূপ উপলব্ধি কবিয়া গর্ভঘাতনায় পীড়িত হইয়াও  
 সর্বদাই মনে মনে এইরূপ চিন্তা কবে। হে দেবি—সেই সময় সকলেবই গর্ভপীড়া  
 হয়। তখন সেই বালক নবম বা দশম মাসে ষষ্ঠ্যায় আবুল হইয়া প্রবল স্মৃতিবায়ু  
 দ্বারা তীব্র তায় যোনিদ্বার দিবা গর্ভ হইতে নিঃসৃত হয়। তাহাব পব ভূমিষ্ঠ হইয়াই  
 মুচ্ছিত হওয়াব গর্ভচ্যুতিও জানিতে পাবে না ( ৭ )। জীব গর্ভে থাকিবা

( ৭ ) গর্ভোপনিষদেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। সেখানে উক্ত হইয়াছে যে—‘জাতমাত্রস্ত  
 বৈষ্ণবেন বায়ুনা সম্পৃষ্টতদা ন স্মরতি জন্মমরণানি নচ কৰ্ম গুণভোগভং বিন্দতি’ অর্থাৎ জাতমাত্র  
 বালক বৈষ্ণবীয় বায়ুর ( মায়ী ) সম্পর্শে জন্ম, মরণ ও গুণভোগ কৰ্ম কিছুই স্মরণ করিতে

স্মৃতিবাতস্ত বেগেন যোনিবন্ধস্ত গীড়নাং ।  
 বিশ্বতং সকলং জ্ঞানং গর্ভে যচ্চিস্তিতং হৃদি ॥  
 ( যথা ভবতি তত্ত্বেষু স্মৃতিভূতেশুগীড়নাং । )  
 মাতরং স্মরতি নিত্যং বুভুক্ষাদৃরোদনঃ ॥ ১৭ ॥

### স্ত্রীপুরুষাদি-ভেদকারণম্

রক্তাধিকা ভবেন্নারী ভবেচ্ছুক্ৰোধিকঃ পুমান্ ।  
 নপুংসকং ততো জাতং সাম্যে চ বক্ত-বীজয়োঃ ॥  
 পৃথৈতান্যপি সৃজ্যন্তে গর্ভস্থৈশ্চ দেহিনঃ ।  
 আয়ুঃ কৰ্ম চ বিস্তৃৎ বিত্তা নিধনমেব চ ॥ ১৮ ॥

### জীবাবস্থাকথনম্

বালঃ শিশুশ্চ পোগণ্ডঃ কিশৌবকস্তথৈব চ ।  
 অতঃপরস্ত যুবকঃ প্রৌঢ়শ্চৈব ততঃপবম্ ॥  
 অতিপ্রৌঢ়স্তথা বৃদ্ধশ্চাতিবৃদ্ধস্ততঃ পবম্ ।  
 পলিতং মবণকৈব অবস্থাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥  
 তৎক্ষণাদেব গৃহ্নাতি শবীবমাতিবাহিকম্ ।

তত্ত্ববিষয়ে যেক্ষণে যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছিল, স্মৃতি বায়ুব বেগে এবং যোনিদ্বারের গীড়ায় তাহা ভুলিয়া যায়। সেই স্মৃতি বায়ুরূপ বাণে পীড়িত হইয়া বুভুক্ষাষ রোদন করিতে কবিতে সর্বদাই মাতাকে স্মরণ কবিতে থাকে ॥ ১৭ ॥

বক্তাংশ অধিক হইলে নারী, শুক্রাংশ অধিক হইলে পুরুষ এবং বক্ত ও শুক্রের সাম্যে স্ত্রীই উৎপন্ন হয়। জীবের গর্ভাবস্থাতেই আয়ু, শুভাস্ত কৰ্ম, সম্পদ, বিত্তা ও মরণ—এই পাঁচটা সৃষ্ট হয় অর্থাৎ অদৃষ্টানুসারে আয়ু প্রভৃতি কে কিরূপ লাভ কবিবে, তাহা গর্ভেই নিকপিত হয় ॥ ১৮ ॥

বাল্য, শৈশব, পোগণ্ড, কৈশোব, যৌবন, প্রৌঢ়, অতিপ্রৌঢ়, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, পলিত, মবণ—এইগুলি জীবের অবস্থা বলিয়া কথিত হইয়াছে। জীব মৃত্যুক্ক্ষণেই

পারে না। ভগবান্ বাহু ও বলিয়াছেন—‘জাতশ্চ বায়ুনা স্পৃষ্টো ন স্মরতি জন্মমরণে, অস্তে চ গুভাশ্চৈব কৰ্ম’ ( নিরুক্ত ১৪।৭।৬ )

কেবলং তন্মহুয়াণাং নাশ্বেষাং প্রাণিনাং ক্ৰচিৎ ॥  
 প্রেতদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ ।  
 ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ সংকৃতে নবৈঃ ॥  
 পূর্ণে সংবৎসবে দেহমতোহত্ৰ্যং সংপ্রপণ্ডতে ।  
 ততঃ স নবকে যাতি স্বর্গে বা স্নেন কৰ্ম্মণা ॥  
 তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ ॥ ১৯ ॥

### জীবানাং কৰ্ম্মফলপ্রকারঃ

দেবত্বমথ মানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতাং তথা ।  
 কৃমিত্বং স্থাবরত্বঞ্চ যাতি জন্তুঃ স্বকৰ্ম্মভিঃ ॥  
 স্থাববা জঙ্গমাত্মাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো নবাঃ ।  
 জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ সংসাবে দুঃখসাগবে ॥  
 কৰ্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কৰ্ম্মণৈব প্রলীযতে ।

আতিবাহিক দেহ ধারণ কবে। এই দেহ কেবল কোন কোন স্থলে মনুষ্যগণেই লাভ হয়, (১) অল্প প্রাণীই হয় না। ক্রমে জীব প্রেতদেহ ধারণ কবে বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই। তাহাব পব বন্ধুগণ কর্তৃক পূর্ণ এক বৎসবে সপিণ্ডীকরণে দ্বাবা সংকৃত হইলে জীব ভোগদেহ ধারণ কবে। তাহাব পব সে নিজ কৰ্ম্মেব দ্বাবা স্বর্গে বা নবকে গমন কবে। শ্লোকোক্ত ‘তৎক্ষণাৎ’ পদেব অর্থ হইতেছে—মৃত্যুক্ষণ হইতে ॥ ১৯ ॥

জীব নিজ কৰ্ম্মেব দ্বাবা দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, পক্ষিত্ব, কৃমিত্ব বা স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, জঙ্গমাদি—সকলেই এই দুঃখময় সংসাবে

(১) যে সমস্ত মানব নিজকৰ্ম্মানুসারে বা আশ্রমবর্ণ প্রভাবে উত্তরাধিক বা দক্ষিণাধিক পথে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে (পিতৃলোক বা দেবলোকে) গমন করেন, কেবল তাহাদেরই আতিবাহিক দেহ লাভ হয়। অর্চিরাশ্রমভিসানী দেবগণ তাহাদিগের লিঙ্গ-শরীর বহন করিয়া লইয়া যান বলিয়া তাহারা ‘আতিবাহিক’ নামে উপনিষদে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ঐহাদেব দাহাদি হয় না, তাহাদের আতিবাহিক দেহ হয় না। বিহিত দাহাদি ক্রিয়া হইতেই আতিবাহিক দেহ সৃষ্ট হয়। তাহার পর পূবকপিণ্ডের দ্বারা প্রেতদেহ প্রাপ্তি হয়। সপিণ্ডীকরণে দ্বারা প্রেতদেহ নিবৃত্ত হইলে মানব নিজ কৰ্ম্মানুসারে ভোগদেহ লাভ করে।

দেহে বিনষ্টে তৎ কৰ্ম পুনর্দেহং প্রপদ্যতে ॥

যথা ধেনুসহশ্ৰেষু বৎসো বিন্দতি মাতবম্ ।

তথা শুভাশুভং কৰ্ম কৰ্ত্তাবমনুগচ্ছতি ॥

প্রাক্তনং বলবৎ কৰ্ম কোহন্থথা তৎ কবিষ্যতি ।

দেহঃ কৰ্ম্মাত্মকঃ প্রোক্তস্তৎ দেহে । \* প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

কৰ্ম্মযোগানুকপেণ নিৰ্ম্মাণং † বিধিবাदिशेৎ ।

চবাচবমিদং দেবি ! সৰ্ব্বং কৰ্ম্মাত্মকং প্রিয়ে ! ॥

পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ কবে ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কৰ্ম্মেব দ্বাবাই জীব উৎপন্ন হয় অর্থাৎ দেহান্তব গ্রহণ কবে এবং কৰ্ম্মেব দ্বাবাই বিনষ্ট হয়। দেহ বিনষ্ট হইলে ভোগদানোন্মুখ সেই কৰ্ম্ম পুনৰায় আব একটা ভোগ-দেহ লাভ কবে। সহস্র ধেনুব মধ্যে বৎস যেকণ নিজ মাতার অবেষণ কবিয়া অনুগমন কবে, তদ্রূপ শুভাশুভ কৰ্ম্ম কৰ্ম্মানুষ্ঠাভাব অনুগমন কবে। বলবৎ সেই প্রাক্তন (প্রারব্ধ) কৰ্ম্মকে কে অন্থথা কবিতো পাবে (২) ? হে দেবি ! দেহ কৰ্ম্মাত্মক বলিয়া কথিত হইবাছে এবং সেই কৰ্ম্মসকল দেহেই সুপ্রতিষ্ঠিত। বিধাতা কৰ্ম্মানুসাবে দেহ নিৰ্ম্মাণেব আদেশ কবেন (৩)। হে প্রিয়ে ! চবাচব সকলেই কৰ্ম্মাত্মক।

(২) সঙ্কিত কৰ্ম্ম জ্ঞানাদির দ্বাবা বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কৰ্ম্ম জ্ঞানাদির দ্বারা নষ্ট হয় না। ইহা দার্শনিক সিদ্ধান্ত। শৈব সিদ্ধান্তেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। শৈবাচার্য্য ভোজরাজ ভৃগুশ্রকাশে বলিয়াছেন —

কৰ্ম্মবিপাচনহেতোঃ পশুদয়যা পুনরগীহ পরমেশঃ ।

হৃষ্টং বিধায় কৰ্ম্মাণ্যেব পাচয়তি দেহজ্ঞতান্ ।

ভোগেন কৰ্ম্মণ্যকং বিধায় দীক্ষাং শিবঃ শক্ত্য ।

মোচয়তি পশুনখিলান্ কৰ্ম্মণৈকনিধিঃ সদা শঙ্কুঃ ॥ (৬১-২)

(৩) যেয যেকণ বিবিধ বৃক্ষ, জন্তু, পত্র পুষ্পাদির হৃষ্টিতে সাধারণ কারণ, ঈশ্বরও সেইরূপ বিচিত্র জগতের হৃষ্টিতে সাধারণ কারণ। তিনি ইচ্ছা কবিয়া বিবস হৃষ্ট করেন না। জীব নিজ কৰ্ম্মানুসারেই বিচিত্র ভোগ ও ভোগোপযোগী বিচিত্র দেহ লাভ কবিয়া থাকে। এইজন্য ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে (৩৮) এই কথাই উক্ত হইবাছে :—“এব হেব সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তৎ বসমন্তো লোকেন্তা উন্নীষত এব উ এবাসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তৎ বসমো নিনীষতে”। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (৩২১৩) উক্ত হইয়াছে :—“পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন”। নকুলীশ পাণ্ডপত মতে কৰ্ম্ম নিরপেক্ষ ঈশ্বর জগৎ কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও শৈবমতে তাহা স্বীকৃত হয় নাই।

মাতা কৰ্ম ঃ পিতা কৰ্ম কৰ্মৈব পবমো গুণকঃ ।  
 স্বৰ্গং বা নবকং বাপি কৰ্মণৈব লভেন্নবঃ ॥  
 স্মৃৎস্থঃখময়ৈঃ স্বীয়ৈঃ পুণ্য-পাপৈর্নিয়ন্ত্রিতঃ ।  
 তত্তজ্জাতিযুতং † দেহং সন্তোগঞ্চ স্বকৰ্মজন্ম ॥ ২০ ॥

### মহাত্মজন্মোৎকর্ষকখনম্

অত্র জন্মসহশ্ৰৈস্ত সহশ্ৰৈবপি পার্বেতি । ।  
 কদাচিল্লভতে জন্তুমানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ ॥  
 নিদ্রা চ মৈথুনাহাবাঃ সর্ববিষাং প্রাণিনাং সমাঃ ।  
 জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ প্রিয়ে । ।  
 সম্পদঃ স্বপ্নসঙ্কশা যৌবনং কুসুমোপমম্ ।  
 তড়িদবৎ পবমায়ুশ্চ যস্য জ্ঞানবতো ধৃতিঃ ॥  
 চতুবলীতিলক্ষেষু শবীবেষু শবীবিভিঃ ।  
 ন মানুষ্যং বিনাহন্ত্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্ত লভ্যতে ॥  
 ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশাদি-দেবতা-ভূতজাতয়ঃ ।  
 নাশমেবানুধাবন্তি তস্মাচ্ছেয়ঃ সমাচবেৎ ॥ ২১ ॥

মাতা কৰ্ম, পিতা কৰ্ম এবং পবম গুণক ও কৰ্ম অর্থাৎ জীবই জীবের কর্ম্মানুসারে মাতা, পিতা বা গুরুরূপে জন্মগ্রহণ কবে। মানুষ কর্ম্মের দ্বাবাই স্বর্গ বা নবক লাভ কবে। জীব স্মৃৎস্থঃখময় স্বীয় পাপ-পুণ্যের দ্বাবা প্রেবিত হইয়া নিজ কর্ম্মানুসারে সেই সেই জাতিবিশিষ্ট দেহ ও কর্ম্মানুসারে ভোগ লাভ কবে ॥ ২০ ॥

হে পার্বেতি । এই সংসারে জীব সহস্র সহস্র জন্মের মধ্যে পুণ্যসঞ্চয় প্রযুক্ত কোনও সময়ে মহাত্ম্যদেহ লাভ কবে। নিদ্রা, মৈথুন ও আহাব—সকল প্রাণীরই সমান, কিন্তু হে প্রিয়ে। মহাত্ম্য জ্ঞানবান্ আব পশু জ্ঞানহীন। যে জ্ঞানবান্ পুরুষের চিন্তা-স্বার্থ লাভ হইয়াছে, তাঁহাব নিকট সম্পদ স্বপ্নের তুল্য অলীক, যৌবন পুষ্পের মত ক্ষণস্থায়ী এবং পরমাণু বিভ্রান্তের জায় ক্ষণভঙ্গুর। চতুবলীতি লক্ষ দেহের মধ্যে জীব মহাত্ম্যদেহ ব্যতীত অন্য কোন দেহে তত্ত্বজ্ঞান লাভ কবে না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতা ও ভূতবর্গ বিনাশেরই অনুধাবন করেন অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হন, অতএব শ্রেয়ঃ আচরণই কর্তব্য ॥ ২১ ॥



## মোহপ্রভাবঃ

স্বদেহ-ধন-দাবাদি-নিবতাঃ সর্বজন্তবঃ ।  
 জায়ন্তে চ ত্রিয়ন্তে চ হাহতাহজ্ঞানমোহিতাঃ ॥  
 প্রভবং সর্বদুঃখানা-মাশ্রয়ং সকলাপদাম্ ।  
 আলয়ং সর্বপাপানাং সংসাং বর্জয়েৎ প্রিয়ে ॥  
 প্রতিক্ষণময়ং কায়ঃ ক্ষীয়মাণো ন লক্ষ্যতে ।  
 আমকুন্ত ইবাস্তৃষ্ণো বিশীর্ণো নৈব ভাব্যতে ॥  
 অপত্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বান্ধবাস্চ মে ।  
 লপন্তমিতি মর্ত্যং তমন্তি কালবুকো বলাৎ ॥  
 পৃথিবী দহতে যেন মেক্ষচাপি বিদার্যতে ।  
 শোণ্ডতে সাংগবজলং শবীবেষপি কা কথা ॥ ২২ ॥

## মোহস্য সংসারকারণত্ব-কথনম্

লৌহপাশময়ৈঃ পার্শৈর্নবো বন্ধোহপি মুচ্যতে ।  
 স্ত্রীধনাদিষু সংসক্তো মুচ্যতে ন কদাচন ॥  
 অসকৃদ্ দেহকর্মানি সূতদুঃখানি ভুঞ্জতে ।

অজ্ঞানাজ্ঞর মৃতপ্রায় প্রাণী সকল নিজেব দেহ, মন ও স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া  
 পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কবে এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয । হে প্রিবে ! সমস্ত দুঃখের কাবণ,  
 সমস্ত আপদেব আশ্রয় এবং সমস্ত পাপেব আলয় এই সংসারকে পবিত্যাগ করিবে ।  
 জলমধ্যবর্তী অপক (কাঁচা) কুস্তেব জায় এই দেহ প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হইতেছে,  
 প্রতিক্ষণেই বিশীর্ণ হইয়া বাইতেছে, কিন্তু কেহ লক্ষ্য কবে না । আমাব পুত্র,  
 আমাব স্ত্রী, আমাব ধন, আমার বান্ধব—এইকণ প্রলাপকাবী মানবকে কাল-বুক  
 বলপূর্বক ভক্ষণ করিতেছে । যে কাল কর্তৃক পৃথিবী দহ হইতেছে, স্নমেক পর্বত  
 বিদৌর্ণ হইতেছে এবং সমুদ্র শুষ্ক হইয়া বাইতেছে, শবীবের সম্বন্ধে আব কথা কি ?  
 অর্থাৎ সে শবীরকেও বিনাশ কবিবে ॥ ২২ ॥

জীব লৌহনির্মিত বা রজ্জুনির্মিত পাশে আবদ্ধ হইয়াও মুক্ত হইতে পাবে কিন্তু  
 স্ত্রীপুত্রাদি ঐশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়া কখনও মুক্ত হইতে পাবে না, বাব বাব

পবত্ৰাহজ্ঞানিনো দেবি । যান্ত্যায়ান্তি পুনঃ পুনঃ ॥  
 অবজ্জুবন্ধনং সঙ্গো ছষ্টসঙ্গো মহাবিষঃ ।  
 সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নিৰ্ম্মলং নয়নদ্বয়ম্ ॥  
 যন্ত নাস্তি নবঃ সোহন্ধঃ কথং ন শ্ৰাদমার্গগঃ ॥ ২৩ ॥

### মোক্ষকায়গম্

দে পদে মোক্ষবন্ধায় নমমেতি মমেতি চ ।  
 মমেতি বধ্যতে জন্তুৰ্নমমেতি চ মুচ্যতে ॥  
 মমেত্যধ্যাসনাদ্ বন্ধো বিমুক্তিৰ্নমমেতি চ ॥  
 মাংসলুক্কো যথা মৎস্তো লৌহশঙ্কুং ন পশ্চতি ।  
 স্তুথলুক্কস্তথা দেহী যমবাধাং ন পশ্চতি ॥  
 পাপশূলবিনিৰ্ভিন্নং সিন্ধুং বিষয়সৰ্পিষা ।  
 বাগ্ধেবানলৈঃ পৰং মৃত্যুবশ্চাতি মানবম্ ॥  
 স্বদেহমপি জীবোহয়ং ত্যক্ত্বা যাতি কুলেশ্ববি । ।  
 স্ত্রী-মাতৃ-ধন-পুত্ৰাদি-সম্বন্ধঃ কেন হেতুনা ॥ ২৪ ॥

দেহকৃত কৰ্ম ও স্তুথ-দুঃখাদি ভোগ কৰে। হে দেবি। অজ্ঞানী জীব এইকপে  
 ইহলোক ও পবলোকে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন কৰিয়া থাকে। বিষয়াসক্তি  
 বজ্জু না হইলেও বজ্জুব ত্ৰায বন্ধজনক, ছষ্ট সংসৰ্গ মহাবিষস্বরূপ অৰ্থাৎ মহাবিষেব  
 মত সংহাবক। সৎসঙ্গ ও বিবেক রূপ নিৰ্ম্মল নয়নদ্বয় যাহাব নাই, সে ব্যক্তি  
 অন্ধ ; সে কুমাৰ্গগামী কেন হইবে না ? ২৩ ॥

মমতাবাহিত্য ও মমতা—এই দুইটী মোক্ষ ও বন্ধেব আশ্পদ (কাৰণ)। জীব ‘মমত্ব’  
 বুদ্ধি দ্বাৰা বদ্ধ হয় এবং নিৰ্ম্মমতা দ্বাৰা মুক্ত হয়। কাৰণ মমত্ব-নিশ্চয়েব দ্বাৰা  
 বদ্ধ এবং নিৰ্ম্মমতা দ্বাৰা মুক্তি কথিত হইয়াছে। মাংসলুক্ক মৎস্ত যেকপ  
 লৌহশঙ্কু ( বড়শীৰ কাঁটা ) দেখিতে পায় না। সেইকপ স্তুথলুক্ক জীব যমবাধা অৰ্থাৎ  
 মৃত্যু দেখিতে পায় না। হে কুলেশ্ববি ! মৃত্যু মানবকে পাপরূপ শূলে বদ্ধ কৰিয়া  
 বিষয়কপ ঘূতে সিন্ধু কৰিয়া এবং বাগ্ধেয়রূপ অগ্নিতে পক কৰিয়া ভক্ষণ কৰে।  
 হে কুলেশ্ববি ! এই জীব যখন নিজেব দেহকেও পবিত্যাগ কৰিয়া চলিয়া যায়। তখন  
 তাহাব কি কাৰণেই বা স্ত্রী, মাতা, পুত্ৰ ও ধনেব সহিত সম্বন্ধ থাকিবে (৪) ? ॥ ২৪ ॥

(৪) আত্মাই সৰ্ব্বাপেক্ষা প্ৰিয়তম। ঐ আত্মা সহিত অন্তৰঙ্গকপে দেহেন্দ্ৰিয়াদি মিলিত

## সংসারস্ত্র দুঃখরূপত্ববর্ণনম্

শতং জীবনমত্যন্তং নিদ্রা তস্তাদ্বিহারিণী ।  
 বাল্য-রোগ-জবা-দুঃখেবন্ধং তদপি নিষ্ফলম্ ॥  
 দুঃখমূলো হি সংসারঃ স যস্তাস্তি স দুঃখিতঃ ।  
 তস্ত ত্যাগঃ কৃতো যেন স সুখী নাপরঃ প্রিয়ে ! ॥  
 প্রভাতে মলমূত্রাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসয়া ।  
 বাত্রৌ মদন-নিদ্রাভ্যাং বাধ্যস্তে মানবাঃ সদা ॥  
 দিব্যোষধং ন সেবন্তে মহাব্যাধিবিনাশনম্ ।  
 তদ্ব্যাধিবর্দ্ধনাপথ্যং কুর্বন্তি বহুশো জনাঃ ॥  
 সুকর্ম ফলদং হিত্বা দুঃকর্মাণি কবোতি যঃ ।  
 কামধেনুং সমাগ(ক্রে)ম্য হর্কস্মীবং স মার্গতি ॥ ২৫ ॥

শতবৎসর জীবন অতি অল্প ( দেখা যায় ), নিদ্রা তাহাব অর্দ্ধেক আয়ু  
 হরণ কবে অর্থাৎ নিদ্রাব অর্দ্ধেক আয়ু অতিবাহিত হয়। সেই অবশিষ্ট  
 অর্দ্ধেকও বাল্য, বোগ, জবা ও দুঃখেব দ্বাবা নিষ্ফল হয়। সংসারই  
 দুঃখেব মূল ; বাহাব এই সংসার আছে, সেই দুঃখী। হে প্রিয়ে! যিনি  
 এই সংসার ত্যাগ কবিয়াছেন, তিনিই সুখী, অপব কেহ সুখী নহে।  
 মানবগণ প্রাতঃকালে মল-মূত্রেব দ্বাবা, মধ্যাহ্নে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বারা এবং বাত্রিতে  
 কাম ও নিদ্রা দ্বাবা সর্বদাই পীড়িত হইতেছে, তথাপি মহাব্যাধি-( সংসার ) নাশক  
 দিব্যোষধ পান করে না। প্রায়শঃ লোকসকল সংসার-ব্যাধিব বৃদ্ধিকাবক বহু কুপথ্য  
 সেবন করে। যে ব্যক্তি গুতকলপ্রদ সুকর্ম পবিত্যাগ কবিয়া দুঃকর্ম কবে,  
 সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই কামধেনুকে লাভ কবিবাও অর্কবৃক্ষেব স্কীব অন্তসন্ধান  
 করে ॥ ২৫ ॥

হইয়াছে বলিয়া তাহারা আশ্রয় প্রিয়তব। স্বভাবতঃ তাহারা প্রিয়ও নহে, প্রিয়তরও  
 নহে। বাহু স্ত্রীপুত্রাদি ঐ দেহেন্দ্রিয়াদিরই পরিপোষক বলিয়া তাহারাও আশ্রয় প্রিয় হইয়াছে।  
 কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াদির মত তাহাবা আশ্রাব প্রিয় নহে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ( ১।৩।৮ ) এই  
 কথাই উক্ত হইয়াছে :—‘তদেতৎ প্রেমঃ পুত্রাং প্রেয়ো বিত্তাং প্রেয়োহন্ত্রাং সর্বসাদন্তরং  
 যদয়মাত্রা’। সুতবাং দেহেন্দ্রিয়াদিব সহিত আশ্রাব সৎক বিচ্যুত হইলে আন্তের সহিত সৎক  
 থাকে না।

অনিত্যানি শবীবাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ ।  
 নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্তব্যো ধর্মসঞ্চয়ঃ ॥  
 অঞ্জেবো শবীবেণ প্রতিক্ষণবিনাশিনা ।  
 যো ঞ্জং নার্জয়েদ্ ধর্মং স মর্ন্তো মূঢ়চেতনঃ ॥  
 নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ গচ্ছতি ।  
 নাপি পুত্রো নবা জ্ঞাতির্ধর্মস্তিষ্ঠতি কেবলম্ ॥  
 পুত্রদাবর্মণৈঃ পার্শৈঃ পুমান্ বন্ধো ন মুচ্যতে ॥ ২৬ ॥  
 পণ্ডিতে চৈব মূর্খে চ বলিন্ধ্যপাথ দুর্বলে ।  
 ঈশ্বরে চ দবিজে চ মৃত্যোঃ সর্বত্র তুল্যতা ॥  
 বাজতঃ সলিলাদগ্নেশ্চৌবতঃ স্বজনাদপি ।  
 ভয়মর্থবতাং নিত্যং মৃত্যোঃ প্রাণভূতামিব ॥  
 শ্বঃকার্যমমু কুর্বাণীত পূর্বাহ্নে চাপবাহ্নিকম্ ।  
 নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্যা নবা কৃতম্ ॥  
 কর্মণা মনসা বাচা যঃ কর্মনিবতঃ সদা ।  
 অফলাকাজিষ্টিচিন্তো যঃ স মোক্ষমধিগচ্ছতি ॥

অফলাকাজিষ্টি স্বকীয়ভোগজনকাকাঙ্ক্ষাবহিতমিত্যর্থঃ ।

শরীর সকল অনিত্য, সম্পদও চিবস্তন নহে এবং মৃত্যুও সর্বদাই নিকটবর্তী ।  
 অতএব ধর্মসঞ্চয় কর্তব্য । যে মানব ক্ষণস্থায়ী অনিত্য শরীরেব দ্বাৰা নিত্য ধর্মের  
 উপার্জন না কবে, সে মানব মূঢ় । পবলোকে সহায়তা কবিবাব জন্ত মাতা  
 বা পিতা, পুত্র বা জ্ঞাতি—কেহই গমন কবে না, কেবল ধর্মই সঙ্গে থাকেন ।  
 স্ত্রী-পুত্ররূপ পাশে আবদ্ধ হইয়া মানব মুক্তিলাভ কবিতে পাবে না । পণ্ডিত,  
 মূর্খ; বলবান্ দুর্বল; সম্রাট ও দবিজ—সকলের নিকট মৃত্যু তুল্য ।  
 ধনী ব্যক্তির ঘেরূপ বাজা, জল, অগ্নি, চৌব এবং স্বজনের নিকট হইতে সর্বদা ভয়  
 হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণিমান্রই সর্বদা মৃত্যুকে ভয় কবে । আগামী দিনের  
 কর্তব্য কর্ম আজই করা উচিত, অপরাহ্নকৃত্য পূর্বাহ্নেই কর্তব্য; কাবণ মৃত্যু  
 মানবের কৃতাকৃত প্রতীক্ষা কবে না অর্থাৎ যে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কবিয়াছে,  
 তাহাকে মৃত্যুগ্রাস কবিলেও যে কবে নাই, তাহাব জন্ত অপেক্ষা করিবে, এমন  
 নহে । যে ব্যক্তি শরীর, মন ও বাক্যেব দ্বারা সর্বদাই কর্মানুষ্ঠান কবেন এবং  
 যাহাব চিন্তা ভোগজনক আকাঙ্ক্ষা বহিত, তিনিই মুক্তিলাভ কবেন । শ্লোকোক্ত

অহো মোহন্ত্র মহাত্ম্যং তন্মায়াজনিতস্ত চ ।

কিমন্তুমপি দেবেশি ! মোহয়েদমবানপি ॥

ইতি যামলবচনাৎ । মার্কণ্ডেয়—

মহামায়া হবৈশ্চৈতৎ তয়া সংমোহতে জগৎ ।

তয়া মহামায়য়া জগৎ সংসাবঃ মোহতে । ন কেবলং জগৎ  
সংমোহতে, দেবানামপি চেতাংসি ।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা ।

বলাদাকুষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

জ্ঞানিনামিতি প্রশংসায়ামিন্ নিত্যজ্ঞানিনামিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

মহামায়াশব্দার্থঃ

মহতী চাসৌ মায়া চেতি মহামায়া । ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং  
মোহজনকত্বাৎ মহামায়া । তথাচোক্তং যামলে—

সৈব মায়া প্রকৃতির্যা সংমোহয়তি শঙ্কবম্ ।

হবিং তথা বিবিক্ষিঞ্চ তথৈবাত্মাংস্চ নির্জ্ববান্ ॥

কালিকাপুবাণে ( ৬৬১-৬৩ )—

‘অফলাকাজ্জি’ শব্দের অর্থ—ভোগজনক আকাজ্জা বহিত । কারণ যামল তন্ত্রে  
কথিত হইয়াছে যে, ‘হে দেবেশি ! সেই মাযাজনিত মোহেব কি মহাত্ম্য !  
অধিক কি, উহা দেবতাদিগকেও মুগ্ধ কবিয়া থাকে’ । মার্কণ্ডেয় পুবাণে কথিত  
হইয়াছে যে, ‘যোগনিদ্রা ভগবানেব শক্তি মহামায়া । সেই মহামায়া কর্তৃক এই  
জগৎ মোহিত হইতেছে’ । উক্ত শ্লোকেব তাৎপর্য এই যে, সেই মহামায়া কর্তৃক  
যে কেবল জগৎ সংসাব মুগ্ধ হইতেছে, তাহা নয় ; দেবভাগণেবও চিত্ত মুগ্ধ  
হইতেছে । সেই অবটন-বটনপটীষসী ঐশ্বর্যময়ী মহামায়া নিত্যজ্ঞান-বিশিষ্ট  
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির চিত্তও বলপূর্বক আকর্ষণ কবিয়া মোহে নিক্ষেপ করেন ।  
শ্লোকোক্ত ‘জ্ঞানিনাং’ পদটি প্রশংসার্থে ইন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হওয়ায উহাব  
অর্থ হইতেছে—নিত্যজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণেব ॥ ২৭ ॥

মহতী যে মায়া—উহাই মহামায়া । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদিও মোহজনক  
বলিয়া উনি মহামায়া । যামল তন্ত্রে সেইরূপ কথিত হইয়াছে । যথা—‘যে প্রকৃতি  
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবভাগণকে মোহিত কবেন, তিনিই মায়া’ ।

গর্ভান্তর্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেবিতং স্মৃতিমাকরৈঃ ।  
 উৎপন্নং জ্ঞানবহিতং কুকতে যা নিবন্তবম্ ॥  
 পূর্ব্বাতিপূর্ব্বসংস্কার-সম্মোহং সংনিযোজ্য চ \* ।  
 আহাবাদৌ ততো মোহং মমত্বং জ্ঞানসংশয়ম্ ॥  
 ক্রোধোপবোধনাদিষু ক্ষিপ্তা ক্ষিপ্তা পুনঃ পুনঃ ।  
 পশ্চাৎ কামে নিযোজ্যান্তু চিন্তায়ুক্তমহর্নিশম্ ॥ ২৮ ॥

### মহামায়াত্তেদঃ

সা মহামায়া দ্বিবিধা বিজ্ঞাহবিজ্ঞা চ । যা মহামায়া মুক্ত্যেহেতুভূতা  
 সা বিজ্ঞা । যা মহামায়া সংসাববন্ধনহেতুভূতা সাহবিজ্ঞা । মার্কণ্ডেয়ে—  
 সা বিজ্ঞা পবমা মুক্ত্যেহেতুভূতা সনাতনী ।  
 সংসাববন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্ববেশ্বরী ॥ ২৯ ॥

কালিকাপুরাণে কথিত হইয়াছে—‘গর্ভ মধ্যে জীবের জ্ঞান নিবন্তব থাকে, স্মৃতিবায়ু  
 বাবা প্রেবিত হইয়া জীব বধন ভূমিষ্ট হব, তখন যিনি তাহাকে জ্ঞানবহিত কবেন  
 এবং নিবন্তব পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রম সংস্কাররূপ মোহে ও আহাবাদিতে নিয়োগ কবিয়া মোহ,  
 মমতা ও জ্ঞানসংশয় উৎপাদন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ক্রোধ ও উপবোধাদিতে নিক্ষেপ  
 কবিয়া কামে নিয়োগ কবতঃ সর্ব্বদাই চিন্তায়ুক্ত কবেন, তিনি মহামায়া ॥ ২৮ ॥

সেই মহামায়া দ্বিবিধা :—বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা । যে মহামায়া মুক্তিব জননী,  
 তিনি বিজ্ঞা । আব যে মহামায়া সংসাব বন্ধের কাবণ-স্বরূপা, তিনি অবিজ্ঞা (২) ।  
 মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে—‘যিনি মুক্তিব জননী, তিনিই সনাতনী পবমা  
 বিজ্ঞা, তিনিই সংসাব-বন্ধের কাবণ-স্বরূপা এবং তিনিই ব্রহ্মাদিব নিয়ন্ত্রী’ ॥ ২৯ ॥

(১) দেহান্তর্গত বায়ু স্থানভেদে বিভিন্ন কার্যের জনক হইয়া প্রাণ, অপানাদিকপে  
 ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও যেমন প্রাণাদির বাস্তব ভেদ নাই । তদ্রূপ একই শক্তি কার্যভেদে  
 ভিন্ন হইলেও উহাদের বাস্তব ভেদ নাই । এই জন্ত মহামায়া কোন স্থলে বিজ্ঞা, এবং  
 কোন স্থলে অবিজ্ঞা নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥

\* মুদ্রিত কালিকাপুরাণে ‘পূর্ব্বাতিপূর্ব্বং সন্ধাতুং সংস্কারেণ’ এইরূপ পাঠ আছে ।  
 অসঙ্গতবোধে তাহা পরিত্যক্ত হইল । \* পুস্তকে “পূর্ব্বাতিপূর্ব্বসংস্কারসম্মোহেন” এই পাঠ আছে ।  
 সম্মোহেন—পূর্ব্বাতিপূর্ব্বসংস্কার জন্তমৃত্যুপাদন হেতুন—এইরূপ অর্থও লিখিত আছে ।

অন্তত্রাপি—বিজ্ঞা বাহ্যপাথবাহবিজ্ঞা য়ে এতে মায়য়াবুতে ।

তৎ কৰ্ম যচ্চ বন্ধায় সাহবিজ্ঞা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥

যন্ন বন্ধায় তৎ কৰ্ম সা বিজ্ঞা সমুদাহৃত্য ।

বিজ্ঞা তু সৰ্বদা সেব্য্য নাপ্যবিজ্ঞা কথঞ্চন ॥

অবিজ্ঞা কৰ্ম্মবন্ধঃ স্তাদ্ তয়া জ্ঞানং প্রণশ্চতি ।

জ্ঞাননাশাদ্ ভবেদ্ধানির্হানৌ সংসবণং পুনঃ ॥

সংসাৰাৎ তু ভবেদ্ যোবাদ্ যোবাং নবকমেব চ ।

তস্মাদবিজ্ঞা কুত্রাপি ন সেব্য্যপি কদাচন ॥ ৩০ ॥

### বিজ্ঞাপ্রশংসা

যা বিজ্ঞা সা মহামায়া সা তু সেব্য্য সদা বুদ্ধেঃ ।

“অন্ধা তমঃ প্রবিশস্তি যেহবিজ্ঞানুপাসতে” ( ঈশ ৯ ) ইতি শ্রুতেঃ ।

অন্তত্রাপি—“সংসারৈকনিয়তিকপাহবিজ্ঞা” ইতি । কদ্র্যামলে—

সুখদা মোক্ষদা নিত্য্য সৰ্ব্বভূতেষু সংস্থিতা ।

যদা তুষ্টি ভবেন্মায়া তদা সিদ্ধিমুপালভেৎ ॥

অন্তত্রও কথিত হইয়াছে—বিজ্ঞা ( জ্ঞান ) ও অবিজ্ঞা ( কৰ্ম্ম )—এই দুইই মায়ায় আবৃত। যে কৰ্ম্ম বন্ধেব হেতু, উহা অবিজ্ঞা নামে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। আর যে কৰ্ম্ম বন্ধেব জনক নহে, উহা বিজ্ঞা নামে কথিত হইয়াছে। বিজ্ঞা সৰ্ব্বদাই সেব্য্য। কোন প্রকাৰে অবিজ্ঞাব সেবা কর্তব্য নহে। কাৰণ অবিজ্ঞা কৰ্ম্মবন্ধ স্বরূপ। সেই অবিজ্ঞা হইতে জ্ঞান নাশ অর্থাৎ আত্মবিশ্বাসি উৎপন্ন হয়। জ্ঞান নাশ হইতে হানি অর্থাৎ স্বরূপানুভূতির বিলোপ হয়। হানি হইতে সংসার হয় এবং যোব সংসার হইতে তীষণ নবক হয়। অতএব কোন অবস্থায় অবিজ্ঞাব সেবা করিবে না ॥ ৩০ ॥

যিনি বিজ্ঞা, তিনি মহামায়া। পণ্ডিতগণ কর্তৃক সৰ্ব্বদা সেই বিজ্ঞাই সেব্য্য। কাৰণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে:—“বাহাব্য অবিজ্ঞাব উপাসনা কবে, তাহার ‘অন্ধতমঃ’ নবকে প্রবেশ কবে’। অন্তত্রও উক্ত হইয়াছে—“সংসারৈকনিয়তিকপা অবিজ্ঞা” অর্থাৎ কেবল সংসারই বাহাব উক্তর ফল, উহা অবিজ্ঞা। কদ্র্যামলে তন্নে উক্ত হইয়াছে যে, ‘সুখমোক্ষদাবিনী সনাতনী মহামায়া সমস্ত ভূতে অবস্থিত আছেন। সেই মায়া যখন সন্তুষ্ট হন, তখন জীব সিদ্ধিলাভ কবে। সেই

বন্দনীয়া সদা স্তুত্যা পূজনীয়া চ সর্বদা ।  
 শ্রোতব্যা কীর্তিতব্যা চ মায়া নিত্যা নগাভ্রজা ॥ ৩১ ॥  
 বৃথা ন কালং গময়েদ্ দ্যুতক্রীড়াদিনা সুধীঃ ।  
 গময়েদ্ দেবতাপূজা-জপযোগস্তবাদিনা ॥  
 কিমন্ত্বেবসদালাপৈঃ যদাযুর্ব্যযতামিযাং ॥  
 তস্মান্নান্নাদিকং সর্বং বিজ্ঞায় শ্রীগুবোমুখাং ।  
 স্নুথেন মুচ্যতে দেবি ! ঘোবসংসাংবন্ধনাং ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীপবিত্রাজকাচার্য্য-পবনহংস তীর্থাবধূত-শ্রীমদ্-ব্রহ্মানন্দ-গিবি-কৃত্যায়  
 শান্তানন্দ-তবঙ্গিণ্যং শবীবনির্ণয়ো নাম প্রথমোক্তাঃ

পর্বতনন্দিনী সনাতনী মহামায়া সর্বদা সকলেবই বন্দনীয়া ও পূজনীয়া । সকল  
 সমবেই তাঁহার মহিমাং শ্রবণ ও কীর্তন কবিবে ॥ ৩১ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি দ্যুতক্রীড়াদি দ্বাং বৃথা সময় নষ্ট কবিবেন না ; দেবতাং পূজা  
 জপ, যোগ ও স্তবাদি দ্বাং কাল অতিবাহিত কবিবেন । হে দেবি ! অল্প অসং  
 আলাপেং আব ফল কি ? ইহা দ্বাং যখন আয়ু নষ্ট হয় । তখন সাধক গুরুং  
 মুখ হইতে মজাদি সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ঘোং সংসাং বন্ধন হইতে অনায়াসে  
 মুক্ত হইতে পারে ।

শান্তানন্দ তরঙ্গিণীর প্রথম উক্তাংসের অনুবাদ সমাপ্ত ।



# দ্বিতীয়াঙ্কাসঃ

## দীক্ষামাহাত্ম্যম্

শুণু দেবি । প্রবক্ষ্যামি যন্মাং জ্ঞ পবিপৃচ্ছসি ।  
বিনা দীক্ষাং ন মোক্ষঃ স্মাৎ প্রাপিনাং শিবশাসনে ॥  
ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্ৰেণ বিনা হি সঃ ।  
দ্ব্যোবভ্যাসযোগশ্চ ব্রহ্ম-সংসিদ্ধিকাবকঃ ॥  
তমঃ-পবিত্রতে গেহে ঘটৌ দীপেন দৃশ্যতে ।  
এবং মায়াবৃত্তো হ্যাত্মা মনুনা গোচবীকৃতঃ ॥  
সংপ্রাপ্তে ষোড়শে বর্ষে দীক্ষাং কুর্যাৎ সমাহিতঃ ।

অনুবাদ—হে দেবি ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা কবিতেন, তাহা শ্রবণ কব । ‘আগম মতে—দীক্ষা ব্যতীত মুক্তি হইতে পাবে না (২) । যম, নিয়মাদি ক্রিয়া-যোগ ব্যতীত মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না এবং মন্ত্র ব্যতীত যোগও সিদ্ধ হয় না । এই উভয়েব অভ্যাসই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাবেব জনক । অন্ধকাবাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপেব দ্বাৰা যেমন ঘট দৃষ্ট হয় ; তদ্রূপ মায়াবৃত্ত আত্মা মন্ত্ৰেব দ্বাৰা প্রকটীকৃত হইয়া থাকেন । ষোড়শবর্ষ পূর্ণ হইলে সমাহিত হইবা দীক্ষা গ্রহণ

(২) অজ্ঞান বিবিধ আত্মগত ও বুদ্ধিগত । দীক্ষা দ্বাৰা আত্মগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু বুদ্ধিগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না । উহা তত্ত্বজ্ঞানেব দ্বাৰা নিবৃত্ত হয় । তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রকৃত দীক্ষিত ব্যক্তিব দ্বিবিধ অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়ার সম্ভব : শিবত্ব প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হয় । তত্ত্বজ্ঞান না হইলে দেহান্তে মুক্তি হয় । অভিনব গুপ্তপাদ ‘তত্ত্বালোকে’ এই মত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন :—‘দীক্ষয়া গলিতেহপান্তরজ্ঞানে পৌৰুষান্বিনি । ধীগতত্ত্বানিবৃত্তদ্বাদ্ বিকলোহপি হি সমবেৎ । দেহান্ত এব মোক্ষঃ স্মাৎ পৌৰুষজ্ঞানহানিতঃ । বৌদ্ধজ্ঞাননিবৃত্তৌ তু বিকলোন্মূলনাদ্ ধ্রুবম্ । তদৈব মোক্ষ ইত্যুক্তং ধাত্রী শ্রীমন্নিশাটনে ॥ ( তত্ত্বালোক ) ।

ক্রিয়ার সমধর্মী বলিয়া দীক্ষা কোন কোন স্থলে ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইলেও ইহা জ্ঞানবরূপ । উমাপতি শিবাচার্য ‘শতরত্ন-সংগ্রহে’ এই কথা বলিয়াছেন । ( আর্বার এভেনস প্রকাশিত ‘শতরত্ন সংগ্রহে’ ৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) এই জন্তই উহা অজ্ঞানের নিবর্তক হয় । শাক্তী ও মাত্রী দীক্ষা ক্রিয়াবরূপ কিন্তু শাক্তবী তাহা নহে । এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা ‘পরশুরাম-কল্পলতায়’ ও ‘শতরত্ন সংগ্রহে’ দ্রষ্টব্য ।

বসৈর্মহৈর্যথা বিক্রমযঃ সুবর্ণতাং ব্রজেৎ ।

দীক্ষাবিক্রমস্তথা হ্যাত্মা শিবত্বং লভতে ঐবম্ ॥

ইতি কুলার্ণবাৎ । মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্ —

জপো দেবার্চনবিধিঃ কার্যো দীক্ষাষিঠৈর্নবৈঃ ।

( নাস্তি পাপং যতস্তেবাং সূতকঞ্চ যতান্ননাম্ ) ॥\*

কদ্ৰ্যামলে—আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সূধীঃ ।

নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চাত্তবিধানতঃ ॥ ১ ॥

### আগমলক্ষণম্

আগমশব্দব্যুৎপত্তিমাংহ কদ্ৰ্যামলে—

আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিবিজামুখে † ।

মতঃ শ্রীবাসুদেবস্ত তস্মাদাগম উচ্যতে ॥

বক্ত্রেভ্য ইতি বহুবচনং পঞ্চান্নাযলাভার্থম্ । তথাচ কুলার্ণবে—

কর্তব্য । কাৰণ কুলার্ণব তস্তে উক্ত হইয়াছে যে, লৌহ যেমন বস (পাবদ) ও মস্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত হইবা সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আত্মা দীক্ষা দ্বারা সংস্কৃত হইলে নিশ্চয়ই শিবত্বলাভ করেন' । মন্ত্রমুক্তাবলীতে উক্ত হইয়াছে,—‘জপ ও দেবপূজা দীক্ষিত ব্যক্তির কর্তব্য । (কাৰণ তাঁহাদেব চিত্ত সংযত হওয়ায় পাপ ও সূতক (অশৌচ) হয় না ।) কদ্ৰ্যামলতস্তে উক্ত হইয়াছে—‘সূধী ব্যক্তি কলিকালে আগমোক্ত বিধানে দেবতার অর্চনা কবিবেন । কাৰণ কলিকালে অস্ত্রবিধানে দেবতার অর্চনা কবিলে দেবতা প্রসন্ন হন না’ (৩) ॥ ১ ॥

কদ্ৰ্যামল তস্তে আগমশব্দেব ব্যুৎপত্তি বলিবাছেন—আগম শিবের মুখসমূহ হইতে নির্গত, পার্শ্ববর্তী মুখবিববে প্রবিষ্ট এবং বাহুদেবেব মত অর্থাৎ সম্মত, এই হেতু ইহা আগম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । শ্লোকোক্ত

(৩) উক্ত বচন তাত্ত্বিক কর্ণের প্রশংসা দ্বারা যেমন প্রবর্তক, তদ্রূপ বেদে অনধিকারীর প্রতি বৈদিক কর্ণে নিবর্তকও হয় । সর্বথা বৈদিক কর্ণের নিষেধ উহাব প্রতিপাদ্য নহে, কারণ তস্তেও বহুস্থলে বৈদিক ক্রিয়াব পরে তাত্ত্বিক ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে । ভাস্কর রায় বামকেশ্বর তস্তেব টীকায এই কথা প্রকাশ করিতে বলিবাছেন :—‘এবঞ্চ বানি তত্ত্বদ্বিজ্ঞা-প্রশংসকানি বচনানি, তানি তদধিকারিণং প্রত্যেব প্রবর্তকানি । বানি চ তন্নিবদকানি তানি তদনধিকারিণং প্রতি নিবর্তকানি । ন পুনর্ব—নহি নিন্দান্ত্রায়েন বিবেকস্তাবকানি’ ।

\* খ পুস্তকে বন্ধনীমধ্যাগতপাঠো নাস্তি

† খ গিবিজা শ্রুতে

মম পঞ্চমুখেভ্যশ্চ পঞ্চান্নায়াঃ সমুদগতাঃ ।  
 পূর্বপশ্চিমতশ্চৈব দক্ষিণোত্তবতস্তথা ॥  
 উর্দ্ধং নয়তাধঃসংস্থমূর্দ্ধান্নায় ইতীবিতঃ ।  
 যাবন্তঃ পাংশবো ভূমেস্তাবন্তঃ সমুদীরিতাঃ ॥  
 একৈকান্নায়জা মন্ত্রা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাঃ ।  
 সর্বেষামেব মন্ত্রাণাং দেবতা তৎফলপ্রদা ॥

ইতি বচনেভ্যঃ । বাস্তুদেবস্ত মতঃ সম্বত ইত্যর্থঃ । তেন বেদাবিকঙ্কত-  
 লাভান্নাগমব্যুদাসঃ, সদাগম এবাগমশব্দস্য মুখ্যত্বাৎ । অত  
 এবাগন্ত্যসংহিতাযামসদাগমস্য নিন্দামাহ শিবঃ -

কলৌ প্রোষণে দেবেশি ! বাজসান্তামসান্তথা ।  
 নিষিদ্ধাচরণাঃ সন্তো মোহয়ন্ত্যপবান্ বহুন্ ॥  
 আবাত্যাং পিশিতং বক্তং সুবাক্ষৈব সুবেশ্ববি ! ।  
 বর্ণাশ্রমোচিতং ধর্মমবিচার্যাপর্যস্তি যে ।

‘বক্তেভ্যঃ’ এই পদে বহুবচন ‘পঞ্চান্নায’ লাভেব জ্ঞাত প্রযুক্ত হইয়াছে ।  
 কাবণ কুলার্ণব তন্ত্রেব বচনগুলি দ্বাৰা সেইরূপই উক্ত হইয়াছে । যথা—“আমার পঞ্চমুখ  
 হইতে পাঁচটা আন্নায আবির্ভূত হইয়াছে । পূর্ব ও পশ্চিম মুখ হইতে  
 পূর্বাশ্নায় ও পশ্চিমাশ্নায়; দক্ষিণ ও উত্তর মুখ হইতে দক্ষিণাশ্নায় ও  
 উত্তরাশ্নায় প্রকাশিত হইয়াছে । বাহা অধঃপতিত ব্যক্তিকে উর্দ্ধে লইয়া যাব;  
 উহা ‘উর্দ্ধাশ্নায়’ নামে কথিত । পৃথিবীতে বস সংখ্যক ধূলিকণা আছে,  
 এক একটা আন্নায়েব মন্ত্রও তত সংখ্যক এবং উহাবা ভোগ ও মোক্ষ প্রদান  
 কবে । সকল মন্ত্রেব দেবতাই মন্ত্রেব ফলদাতা” । ‘বাস্তুদেবস্ত মতঃ’ ইহাব অর্থ  
 হইতেছে—বাস্তুদেবেব সম্বত । ইহা দ্বাৰা বেদের অবিকঙ্কত লাভ হওয়ায় অর্থাৎ  
 বেদেব সহিত (সং) আগমেব বিবোধ না থাকায় (সং) আগম বর্জনীয় নহে ।  
 কাবণ সং আগমই আগম শব্দেব মুখ্য অর্থ । এই জ্ঞাই শিব ‘অগন্ত্যসংহিতায’  
 অসং আগমেব নিন্দা কবিষাছেন । ‘হে দেবেশি ! কলিকালে প্রায়শই সমস্ত লোক  
 বাজস ও তামসভাবাপন্ন হইয়া নিষিদ্ধ কর্মেব অন্তর্ধান কবিষা অত্র বহু মাত্তিক  
 লোককে মোহিত কবিতেছে । হে সুবেশ্ববি ! বাহাবা বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মবিচাব

ভূতপ্ৰেতপিশাচাস্তে ভবন্তি ব্রহ্মবান্ধবাসাঃ ॥

ইতি বচনাৎ । শ্ৰীক্ৰমেহপি—

ন দত্বাদ্ ব্রাহ্মণো মত্তং মহাদেবৈ কথঞ্চ(দাচ)ন ।

ব্রাহ্মণো বামকামোহপি মত্তং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ॥

দেব্যাশ্চ পশ্চিমে ভাগে চক্ৰপার্শ্বে নিবেদয়েৎ ।

তৎ তদ্ দ্রব্যস্ত শূদ্রস্ত নাশ্বেযাঞ্চ কদাচন ॥

বৈশ্যস্ত মাক্ষিকং শুক্লং ক্ষত্ৰিয়স্ত তু সাজ্যকম ।

ব্রাহ্মণশ্চ গবাং ক্ষীৰং তাত্ৰে বা বিম্ভজেন্ মধু ।

নাবিকেলোদকং কাংস্তে সৰ্ব্বেষাং দ্রব্যশোধানম্ ॥ ইতি ।

অন্যত্রাপি—গোক্ষীৰং ব্রাহ্মণো দত্বাদ্ গব্যমাজ্যঞ্চ বাহুজঃ ।

বৈশ্যশ্চ মাক্ষিকং দেয়ং শূদ্রঃ পৈষ্ট্যাদিকং চবেৎ ॥

পৈষ্ট্যাদিকমিত্যত্র পৌষ্পাদিকমিতি পাঠো দৃশ্যতে, তথাহে শূদ্রস্তা-  
প্যনুকল্পঃ । তথাচ পূৰ্ব্বত্র—

নাবিকেলোদকং কাংস্যে সৰ্ব্বেষাং দ্রব্যশোধানম্ । ইত্যুক্তেঃ ॥২॥

না কবিষা আমাদেব দুই জনেব উদ্দেশ্যে মাংস, বক্ত ও মত্ত অৰ্পণ কবে, তাহাবা ভূত, প্ৰেত, পিশাচ বা ব্রহ্ম-বান্ধবস হইয়া থাকে। এই সকল বচন হইতে অসৎ আগমেব নিন্দা বুঝা যায়। শ্ৰীক্ৰম তন্নেও উক্ত হইয়াছে যে, 'ব্রাহ্মণ কখনই মহাদেবীকে মত্ত নিবেদন কবিবে না। ব্রাহ্মণ বামাচাবী হইলেও মত্ত ও মাংস ভক্ষণ কবিবে না। দেবীৰ পশ্চিমদিকে চক্ৰ (যজ্ঞ) পার্শ্বে মত্ত নিবেদন কবিবে। মত্ত-মাংসাদি সেই সেই দ্রব্য শূদ্রের পক্ষে বিহিত, অন্য কাহাবও কখনও দাতব্য নহে। (মত্তেব পবিবৰ্ত্তে) বৈশ্যগণের পক্ষে মধু ও ক্ষত্ৰিযেব পক্ষে সঘৃত জল শুক্ল (প্রশস্ত), ব্রাহ্মণ (মত্তেব পবিবৰ্ত্তে) গোহুগ্ধ অথবা তাত্ৰপাত্ৰে মধু নিবেদন কবিবে। কাংস্তপাত্ৰে নাবিকেলোদক সকলেব পক্ষে প্রশস্ত। দ্রব্যশোধান সকলেবই কৰ্ত্তব্য। অন্তত্ৰও উক্ত হইয়াছে :—'ব্রাহ্মণ (মত্তেব পবিবৰ্ত্তে মহাদেবীকে) গোহুগ্ধ, ক্ষত্ৰিয গব্য সঘৃত, বৈশ্য মধু এবং শূদ্র পৈষ্টী প্রভৃতি জুবা নিবেদন কবিবে'। 'পৈষ্ট্যাদি' স্থলে পৌষ্পাদি পাঠও দেখা যায়। ঐ পাঠ প্রকৃত হইলে শূদ্রেবও (মত্তেব পবিবৰ্ত্তে) অনুকল্প বিহিত হইয়াছে। এই কাৰণেই পূৰ্বে 'কাংস্তপাত্ৰে নাবিকেলোদক সকলেব পক্ষে প্রশস্ত। সকলেবই দ্রব্য-শোধান কৰ্ত্তব্য'—এইকপ উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

দেব্যাশ্চ পশ্চিমে ভাগে চক্রপার্শ্বে নিবেদয়েৎ ।

তৎ তদ্ দ্রব্যন্ত শূদ্রস্য নাগ্নেযান্ত কদাচন ॥

ইতি বচনাৎ, তথাচাত্তত্র বহু তত্ত্ববচনেষুঃ শূদ্রস্য মুখ্যদ্রব্যাদিদানস্য বিহিতত্বাৎ পবস্পাববিবোধে বিকল্পাশ্রয়ণম্, অতস্তেষাং ( শূদ্রাণাং ) স্বেদ-দানস্য ঐচ্ছিকত্বমাত্ম । ন কেবলং দ্রব্যভাব এব শূদ্রস্যান্নকল্পো বিধীয়তে । অপি তু দ্রব্যাদিসত্ত্বেপি স্বেচ্ছয়া শূদ্রোহ্নুকল্পেনাপি পূজাং কর্তু মর্হতীতি সর্বমনবদ্যমিতি ॥ ৩ ॥

তথা গুরুণা দীক্ষিতঃ শিব-শক্তিভ্যাং প্রোক্তমন্ত্রযোগসমাত্রায়েণ সাধকঃ কৃতার্থো ভবত্যেব । তথাচাগমসাবে—

শিবেন পবয়া শক্ত্যা দ্বাভ্যাং কুৎসং সমুদ্রতম্ ।

বাচ্যবাচকভাবেন দ্বাভ্যাং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্ ॥ ইতি ॥ ৪ ॥

দীক্ষাশব্দার্থঃ

দীক্ষাশব্দার্থমাহ যামলে—

দেবীৰ পশ্চিমদিকে চক্রপার্শ্বে মণ্ড নিবেদন কবিবে । মণ্ড-মাংসাদি সেই সেই দ্রব্যগুলি শূদ্রেৰ পক্ষে বিহিত, অগ্ন কাহাবও কখনও দাতব্য নহে—এই বচন থাকায় এবং অগ্ন স্থলে বহু তত্ত্ববচনে শূদ্রেৰ মুখ্যদ্রব্য ( মদ্য ) দান বিহিত হওয়ায় পবস্পাব বিবোধ প্রযুক্ত বিকল্পেব ( মুখ্য বা অনুকল্প যে কোন একটীৰ ) আশ্রয় কবিতে হইবে । অতএব শূদ্রগণেব স্বেদাদান ঐচ্ছিক বলিয়া প্রতীত হইতেছে । দ্রব্যেব অভাবেই যে শূদ্রেব অনুকল্প বিহিত হইয়াছে, তাহা নহে । পবস্ত দ্রব্যাদি থাকিলেও শূদ্র ইচ্ছানুসাবে অনুকল্পেব দ্বাবাও পূজা কবিতে পাবে । স্ততবাং সমস্তই সূক্ষ্মত ॥ ৩ ॥

অতএব গুরু কর্তৃক দীক্ষিত সাধক গুরুদত্ত মন্ত্র ও যোগেব সাহায্যে শিব ও শক্তিব রূপাং নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইবে । ‘আগমসাব’ তন্ত্রে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে । যথা :—শিব ও পবশক্তি—এই উভব কর্তৃক সমগ্র শাস্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বাচ্যবাচকরূপে এই উভয় কর্তৃক ব্রহ্ম প্রকাশিত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

\* তত্ত্বান্তবে মুখ্য দ্রব্যদানেব বিধানে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

বিপ্রাঃ কৌণ্ডিনীভূজো বিশস্তদিতরে ক্ষীৰাক্ষ্যমধাসবৈ-  
ষাং বেবি । ত্রিপুরে । পবাং পরমবীং সন্তপ্য পূজাবিধৌ ।  
যাং যাং প্রার্থযতে মনঃস্থিবিধাং তেবাং ত এব ধ্রুবম্ ।  
তাং তাং সিদ্ধিমবাপ্নু বন্তি তবসা বিবৈববিত্তীকৃত্যঃ ।

দীপ্তজ্ঞানং তু যা দত্বাৎ কুর্যাৎ পাপক্ষয়ং তথা ।  
তেন দীক্ষ্যেতি লোকেহস্মিন্ কীর্তিতং তত্ত্বপাবগৈঃ ॥ ৫ ॥

অদীক্ষিতার্চননিষেধঃ

উপচাবসহস্রৈশ্চ পূজিতাঃ\* ভক্তিসংযুতৈঃ ।  
অদীক্ষিতার্চনং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কদাচন ।  
তস্য কৰ্ম্মাহখিলং ব্যর্থং † তস্মাদদীক্ষিতঃ পশুঃ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রগ্রহণ-নিষেধঃ

ক্রিয়াসাবে—কল্পে দৃষ্ট। তু যো মন্ত্রং জপেদ্ গুণকমনাশ্রিতঃ ।  
সূতনাশো ভবেৎ তস্য ফলং কিঞ্চিদ বিদ্যতে ॥  
যামলে— গুবোমুখান্ মহাবিভাং গৃহীয়াৎ পাপনাশিনীম্ ।  
তস্মাদ্ যজ্ঞাদ্ গুণং কুৰ্ব্বা মন্ত্রসাধনমাচবেৎ ॥ ৭ ॥

গুরু-শব্দার্থঃ

গুরুশব্দার্থমাহ যামলে—

গুকারঃ (১) সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্ত দাহকঃ ।

যামল তন্ত্রে দীক্ষা শব্দেব অর্থ বলিতেছেন—‘বাহা দীপ্ত ( দিব্য ) জ্ঞান দান কবে, এবং পাপক্ষয় কবে, সেই হেতু উহা ইহলোকে ‘দীক্ষা’ বলিয়া তত্ত্ববিদগণ কর্তৃক অভিহিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

ভক্তিমান্ সাধক কর্তৃক সহস্র উপচাবেব দ্বাবা অর্চিত ( হইলেও ) দেবতাগণ অদীক্ষিত ব্যক্তিব ( সেই ) অর্চনা কখনও গ্রহণ কবেন না । অদীক্ষিত ব্যক্তির সমস্ত কৰ্ম্ম বৃথা, এইজন্ত অদীক্ষিত ব্যক্তি পশু বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

‘ক্রিয়াসাব’তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—‘যে ব্যক্তি গুকে আশ্রয় না কবিতা গ্রন্থ দেখিয়া মন্ত্র জপ কবে, তাহাব পুত্রনাশ হয় এবং তাহাব কোন ফল হয় না’ । যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—‘গুরুব মুখ হইতে পাপ-ধ্বংসকরী বিদ্যা ( শক্তিদেবতার মন্ত্র ) গ্রহণ করিতে হয় । অতএব যত্নপূর্বক গুরু গ্রহণ করিয়া মন্ত্রসাধনেব অন্তর্ধান কবিতবে’ ॥ ৭ ॥

যামল তন্ত্রে গুরুশব্দেব অর্থ বলিতেছেন—‘গুরুশব্দেব গুকাব সিদ্ধি-প্রদ

(১) মুদ্রিত শালানন্দতরঙ্গিনী ও ভট্টসারাদিতে “গুকারঃ” পাঠ আছে । ঐ পাঠে গুকার ও রকারের পরবর্তী উকার এক বর্ণই গ্রহণ করিতে হইবে । কারণ গুক শব্দে চারিটা বর্ণ গ্রহণ করিলে তদনুসারে উক্তরূপ অর্থে গুরু ‘ত্রিতয়াস্মা’—ইহা বলা সংগত হয় না ।

\* খ বোজিতাং.. ভক্তিসংযুতাং

† ক যজ্ঞাৎ

উকাবঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্তিতয়াত্মা গুণকঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥

### গুরুলক্ষণম্

সাবসংগ্রহে—

বিশুদ্ধ-মাতাপিতৃকো জিতেন্দ্রিয়ঃ সৰ্ব্বাগমস্তঃ পবহুঃখকাতরঃ ।

যথার্থবাগ্ বেদবিদঙ্গপাবগঃ শান্তঃ কুলীনো গুরুরীরিতো দ্বিজঃ ॥ ৯ ॥

### ব্রাহ্মণ-গুরুকরণ-বিধিঃ

দ্বিজ ইতুপাদানাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো মন্ত্রগ্রহণম্ । তন্ত্রে—

সদাচারো দ্বিজো যন্ত বর্ণানাং গুরুরেব সঃ ।

বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বকাব পাণেব নাশক, উকাব শম্ভুরূপ—এইজন্য গুরু এই তিনটীৰ স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

সারসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে :—‘বিশুদ্ধ মাতা-পিতা হইতে উৎপন্ন, (১) জিতেন্দ্রিয়, সমস্ত আগমার্থবিৎ, পবহুঃখকাতর, সত্যবাদী, বেদজ্ঞ, বেদাদর্শবিৎ, শান্ত ও কুলীন (২) দ্বিজ গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন’ ॥ ৯ ॥

এই বচনে ‘দ্বিজঃ’ এই পদেব উল্লেখ হওয়ায় ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ কর্তব্য (৩)। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—‘যে দ্বিজ সদাচারপবাবগ, তিনিই সমস্ত বর্ণেব গুরু

(১) ব্যবহার ও লোক প্রসিদ্ধি দ্বারা মাতা পিতার বিশুদ্ধি জানা যায়। সন্তানের মনোভাব পিতামাতার মনোভাবের অনুরূপ বলিয়া তদ্বারাও পিতা মাতার বিশুদ্ধি বুঝা যায়। রাঘবভট্ট ‘শারদাতিলকে’ব টীকায় (১১৯ পৃঃ) প্রাচীন উক্তিব দ্বারা এই কথা প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—‘বদকারি কর্তৃ গুণ্ত যৌবনসময়ে যবাক্ষযা মাজা। তৎ প্রকটয়ন্তি তনয়া বিগতনয়াঃ স্বধর্ম্মমুংস্থজা’। “কার্য্যামুগতং লীলং লীলামুগতং নুণাং ভবতি চিত্তম্। চিত্তামুগতং ক্ষণং ক্ষণামুগতা গুণাঃ প্রাযঃ ॥” (‘শারদাতিলক’ ১২০ পৃঃ) ।

(২) কেহ কেহ “আচারো বিনয়ো বিভা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥” এই বচনানুসারে আচারাদি নবগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে কুলীন বলেন। সাবসংগ্রহ-বচনে এবং অন্ত্যাহ অনেক বচনে কুলীন পদের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এবং কামাখ্যা, কুলার্ণব ও কদ্রবামলাদি তন্ত্রে বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকেরও কুলার্চার বিহিত হওয়ায় কুলীন শব্দের কোল অর্থও কেহ কেহ গ্রহণ করেন। কোল শব্দের বিকৃতিগ্রহণ না করিলে কুলীন শব্দের কোল অর্থ গ্রহণে কাহারও আপত্তি হইবে না।

(৩) অবশ্য দ্বিজ শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও বুঝা যায়। কিন্তু “সদাচারো দ্বিজো যন্ত বর্ণানাং গুরুরেব সঃ”—এই বচনে ‘বর্ণানাং’ এইকণ বহুবচনান্ত পদেব দ্বারা সর্ববর্ণের গ্রহণ হওয়ায় উক্ত বচনে দ্বিজ শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মণই বুঝিতে হইবে। কারণ ব্রাহ্মণ গুরুর অভাবে

অন্ত্রাপি— স্বধর্মনিবতো ভূত্বা শ্রদ্ধা দ্বিজগুবোমুখাৎ ।  
 সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি শীঘ্রং দেবত্বমাপ্নুয়াৎ ॥  
 শূদ্রঃ শূদ্রমুখাচ্ছূত্বা বিত্তাং বা মন্ত্রমেব বা ।  
 গৃহীত্বা নবকং য়াতি দ্বঃখং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ১০ ॥

### দীক্ষাফলম্

নববল্লেশ্ববে—সর্বাসামেব দীক্ষাণাং মুক্তিঃ ফলমথপ্তিতম্ ।  
 , অবিশেষাদ্ ভবতোযা প্রাসঙ্গিক্যস্ত তুভ্যম্ ॥  
 যামলে— দীক্ষিতো ব্রাহ্মণো য়াতি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ।  
 ঐন্দ্রলোকং ক্ষত্রিয়স্ত প্রাজাপত্যং তথা বিশঃ ।  
 য়াতি গন্ধর্ব্বনগবং শূদ্রো দীক্ষাপ্রভাবতঃ ॥ ১১ ॥

হইবেন'। অন্ত্রও কথিত হইয়াছে :—‘মানব স্বধর্ম্মপবায়ণ হইয়া দ্বিজ গুবব মুখ হইতে মন্ত্র শ্রবণ কবিন্না সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শীঘ্র দেবত্বও প্রাপ্ত হয়। শূদ্র-শূদ্র গুবব মুখ হইতে বিত্তা বা মন্ত্র গ্রহণ কবিন্না নবকেই গমন কবে’ এবং দ্বঃখ অবশ্য প্রাপ্ত হয়’ ॥ ১০ ॥

নববল্লেশ্ববে উক্ত হইয়াছে :—‘সমস্ত দীক্ষার পূর্ণ ফল হইতেছে মুক্তি ; অবিশেষে সকলেবই ইহা হইতে পাবে। পবস্ত্র অবাস্তবরূপে ভোগও হইয়া থাকে’। যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—‘ব্রাহ্মণ দীক্ষিত হইয়া দ্বঃখশূন্য আনন্দময় ব্রহ্মলোকে গমন কবেন, ক্ষত্রিয় দীক্ষিত হইয়া ঐন্দ্রলোকে এবং বৈশ্য প্রজাপতি লোকে গমন করে। শূদ্র দীক্ষাপ্রভাবে গন্ধর্ব্বনগর প্রাপ্ত হয়’ ॥ ১১ ॥

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্থলবিশেষে দীক্ষাদানের অধিকারী হইলেও ব্রাহ্মণের দীক্ষা দানে তাহাদের অধিকার নাই, ইহা ‘নারদ পঞ্চরাত্র’ও কথিত হইয়াছে। যথা—বিত্তমানে তু যঃ কুর্ধ্যাদ্ যত্র তত্র বিপর্যায়ম্ । তত্তেহামন্ত্রনাশঃ স্তাৎ তস্মাচ্ছাত্তোক্তম্ভাচরেৎ ॥ ( তারাত্তি-স্বধার্বব ধৃত নারদ-পঞ্চরাত্র বচন ) কল্পধামলতন্ত্রে এবং হরিতত্তিবিলাসে উক্ত বচনও কথিত হইয়াছে—‘প্রাতিলোমাং ন দীক্ষয়েৎ’ অর্থাৎ প্রাতিলোমবর্ণের দীক্ষাদান কর্তব্য নহে। সুতরাং ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের দীক্ষাদাতা—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। তদনুসারেই গ্রন্থকার এখানে সর্ববর্ণের দীক্ষাদাতা অভিপ্রায়ে লিখিয়াছেন—‘ব্রাহ্মণেষ্যো মন্ত্রগ্রহণম্’ ।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বক্তব্য এই যে—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র, শৈবাগম, শিব-সম্ভাব, যোগিনীতন্ত্র ও রত্নযামল প্রভৃতি তন্ত্রে সম্রাসীর নিকট গৃহস্থের দীক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং সম্রাসীর নিকট গৃহস্থের দীক্ষা গ্রহণ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নহে ।



### শূদ্র-দীক্ষাধিকার-বিচারঃ

অত্র শূদ্রদীক্ষাধিকারশ্রুতঃ—“ন শূদ্রায় মনুং দত্বাদি”তি বচনং বেদমন্ত্রপৰং দেবতাবিশেষপৰং মন্ত্রবিশেষপৰং চ । বাবাহীতন্ত্ৰে—

গোপালন্ত মনুর্দেয়ো মহেশশ্রাপি পাদজে ।

তৎপত্ন্যাশ্রাপি সূর্য্যন্ত গণেশন্ত মনুস্তথা ॥

এষু দীক্ষাধিকারী স্যাদন্থথা পাপভাগু ভবেৎ ।

ইতি বচনাদ্ দেবতান্তরস্য মন্ত্রে শূদ্রাণামনধিকারঃ । নৃসিংহতাপনীরে—  
শ্রুতিঃ—“সাবিত্রীং প্রণবং যজুলক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তী”তি । “সাবিত্রীং  
লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ স্ত্রীশূদ্রঃ স মৃতোহধোগচ্ছতী” (১৩)  
তি চ । লক্ষ্মীং স্ত্রীবীজম্ । লক্ষ্মীমন্ত্রমিত্যপি কশিৎ ॥ ১২ ॥

গোপালন্ত দশাঙ্কবঃ শ্রামায়া দ্বাবিংশত্যক্ষরশ্চ মন্ত্রঃ স্বাহাগর্ভোহপি  
শূদ্রায় দেয়ঃ ; “সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু” (১৪) ইতি ক্রমদীপিকায়াম-  
ভিধানাৎ,—নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নচাহমিত্রাদিদূষণম্ ।

এই বচনে শূদ্রের দীক্ষার অধিকার উক্ত হওয়ায় ‘ন শূদ্রায় মনুং দত্বাৎ’ অর্থাৎ  
শূদ্রকে মন্ত্রদান করিবে না—শূদ্রের দীক্ষা নিষেধ প্রতিপাদক এই বচন বেদমন্ত্র-বিষয়ক,  
দেবতা-বিশেষ-বিষয়ক এবং মন্ত্রবিশেষ-বিষয়ক বুঝিতে হইবে । কাবণ ‘শূদ্রকে  
গোপালের মন্ত্র দেওয়া যাইতে পারে ; মহেশ্ববেবও মন্ত্র দেওয়া যায় এবং  
মহেশ্ব-পত্নী পার্বতী, সূর্য্য ও গণেশের মন্ত্র দেওয়া যায় । এই সকল মন্ত্রেব  
দীক্ষার ইহাদের অধিকার আছে । অত্র মন্ত্র গ্রহণ করিলে শূদ্র পাপভাগী হইবে’—  
বাবাহীতন্ত্ৰেব এই বচন অনুসারে জানা যায় যে, দেবতান্তর্ব্বৎ মন্ত্র-গ্রহণে  
শূদ্রের অধিকার নাই । নৃসিংহ-তাপনীর শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, ‘সাবিত্রী  
(বেদোক্ত গাবত্ৰী), প্রণব ( ঙ্কাব ), যজুঃ ( বৈদিক মন্ত্রবিশেষ ) ও স্ত্রীবীজ  
উচ্চারণে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই’ । ‘স্ত্রী ও শূদ্র যদি সাবিত্রী, প্রণব, যজুঃ ও  
লক্ষ্মীমন্ত্র গ্রহণ করে, তবে সে মরণান্তে অধোগতি প্রাপ্ত হয়’ । নৃসিংহতাপনীর শ্রুতি-  
বাক্যোক্ত লক্ষ্মীশব্দের অর্থ হইতেছে—স্ত্রীবীজ । কেহ কেহ বলেন—লক্ষ্মীমন্ত্র ॥ ১২ ॥

গোপালের দশাঙ্কব, শ্রামার দ্বাবিংশতি অক্ষর মন্ত্র স্বাহা-গর্ভিত ( যুক্ত )  
হইলেও শূদ্রকে দেওয়া যায় । কাবণ ‘সমস্ত বর্ণে এবং সমস্ত আশ্রমে’ ইহা  
ক্রমদীপিকায় উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ক্রমদীপিকায় গোপালের দশাঙ্কব মন্ত্রে সমস্ত  
বর্ণের ও সমস্ত আশ্রমের লোককে অধিকার দেওয়া হইয়াছে ॥ ‘কালিকাব মন্ত্র

নচাধিকাবচিস্তাহত্র গ্রহণে কালিকামনোঃ ॥

ইতি কালীকুলসর্বস্ববচনাচ্চ । তস্মাদ্ গোপালদশাক্ষর-শ্রামাদ্বাবিংশত্যক্ষর-মন্ত্রগ্রহণে শূদ্রস্তাধিকাং ॥ ১৩ ॥\*

নহু স্বাহা-প্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্বিজঃ ।

শূদ্রো নিবয়গামী স্যাদ্ ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্ ॥

ইতি দেবীযামলবচনাৎ স্বাহা-প্রণবায়িতমন্ত্রেষু শূদ্রস্তানধিকারপ্রতীতেঃ প্রণবায়িত-গোপালমন্ত্রে স্বাহাগতিত-দ্বাবিংশত্যক্ষর-শ্রামা-মন্ত্রে চ কথং তস্তাধিকার ইতি চেন্ন ।

তন্ত্রোক্তং প্রণবং দেবি ! বহ্নিজায়াক্ষ স্তুন্দবি ! ।

প্রজপেৎ সততং শূদ্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

ইতি ভূতগুণ্ণিবচনেন তন্ত্রোক্ত-প্রণব-বহ্নিজায়কোঃ শূদ্রোচ্চাৰ্য্যতা-প্রতি-গ্রহণে সিদ্ধাদি বিচারেব অপেক্ষা নাই; অমিত্রাদি দোষও নাই এবং মন্ত্রগ্রহণে অধিকার চিন্তাও কর্তব্য নহে—কালীকুলসর্বস্ব তন্ত্ৰেব এই বচনেও তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব গোপালের দশাক্ষর এবং শ্রামাব দ্বাবিংশতি অক্ষর মন্ত্র গ্রহণে শূদ্রেবও অধিকার আছে ॥ ১৩ ॥

[ প্রশ্ন ] 'যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে স্বাহা ও প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র দান কবে, সে অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং শূদ্রও নবকগামী হইয়া থাকে'—দেবীযামল তন্ত্ৰেব এই বচনের দ্বারা স্বাহা ও প্রণবযুক্ত মন্ত্রে শূদ্রের অনধিকার প্রতীত হওয়ার স্বাহাযুক্ত মন্ত্রে শূদ্রেব অধিকার কিরূপে হইতে পারে ? এই যদি বলি, [উত্তর] না—ইহা বলিতে পার না । কারণ—'হে দেবি ! হে স্তুন্দরি ! শূদ্র সর্বদাই তন্ত্রোক্ত প্রণব ও তন্ত্রোক্ত বহ্নিজয়া (৪) জপ করিতে পারে, ইহাতে বিচার কর্তব্য নহে'—ভূতগুণ্ণি তন্ত্ৰেব এই বচনের দ্বারা তন্ত্রোক্ত প্রণব ও বহ্নিজয়া শূদ্রের উচ্চাৰ্য্য বলিয়া প্রতিপাদিত হওয়ার উক্ত বচনের

(৪) তন্ত্রোক্ত প্রণব ও কায় নহে—ওঁ কায় । কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

শ্রুত্যাণাং প্রণবং দেবি । চতুর্দশব্রহ্মণাং প্রিয়ৈঃ । নাদবিন্দুসমায়ুক্তং ব্রীণাং চৈব বরাননে ॥

এইকপ তন্ত্রোক্ত বহ্নিজয়া ( স্বাহা ) হইতেছে নমঃ । তারারহস্তধৃত দেবীযামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈজ্ঞানানাং হরহস্তরি ! । বোধিতামপি শূদ্রাণাং চাবিকারোহত্র সন্নিবিধো । সর্বত্র হোমপূজার্দো সংস্কারে বালকস্ত চ । প্রয়োগে যত্রমণ্ডলো ব্রজঃসংস্কার-কর্ণগি । শবানাক চিত্তানাক লতানাং চৈব সাধনে । লজ্জা তু প্রণবস্থানে হৃদয়ং বহ্নিযলভা সেতুস্থানে কুর্জবীজং বোচনাং কামবীজকম্ । স্বর্গমোকপ্রদং বিদ্ধি সর্বত্র শূদ্রবোধিতোঃ ॥

\* কথং পুস্তকে নথিতাদি সর্বমবদাতমিত্যন্তপাঠ্যানে ভূতগুণ্ণো—তন্ত্রোক্তঃ...বিচারণা । স্বাহা...খোগতিমিতিশ্লোকদ্বয়াদি-ইতি তু বৈদিকমন্ত্রপরমিত্যন্তসেব পাঠঃ ।

পাদনাং তদেকবাক্যতয়া তন্ত্রোক্ত-স্বাহা-প্রণবাবিভেদেষু মন্ত্রেষু তন্ত্রাধিকাবকল্পনাং । এবং যত্র যত্র স্বাহা-প্রণবালীচে মন্ত্রে শূদ্রস্তাধিকারোক্তি-দৃশ্যতে, তত্র ন স্বরূপতঃ, অপি তু বহিজায়াদিস্থলে মায়াবীজাদিপ্রক্ষেপেণ । তথাচোক্তম্—ত্রীবিধেঃ কোটিমন্ত্রে চ কোটিমন্ত্রে শিবস্যা চ ।

শূদ্রাণামধিকারবাহন্তি স্বাহাপ্রণববর্জিতে ॥

বহিজায়াস্থলে মায়াং দত্ত্বা শূদ্রো জপেদ যদি ।

জপাং সিদ্ধীশ্ববো ভূত্বা পবং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥

তস্মাৎ তন্ত্রোক্ত-প্রণবাত্মনিতেষু গোপালাদিমন্ত্রেষু শূদ্রাণামধিকার ইতি সর্বমবদাতম্ (৫) ॥ ১৪ ॥

সহিত একবাক্যতাপ্রযুক্ত তন্ত্রোক্ত প্রণব ও তন্ত্রোক্ত বহিজায়াযুক্ত মন্ত্রেই শূদ্রের অধিকার করনা কবিত হইবে । এইরূপ যেখানে যেখানে স্বাহা ও প্রণবযুক্ত মন্ত্রে শূদ্রের অধিকার উক্ত হইয়াছে । সেখানে স্বরূপতঃ অর্থাৎ বৈদিক প্রণব ও স্বাহাযুক্ত মন্ত্রে অধিকার নাই । পবন্ত বহিজায়া স্থলে মায়াবীজ ( হ্রীং ), প্রণবস্থলে ‘নমঃ’ বা ‘ওঁ’ যোগে অধিকার বুঝিতে হইবে । তন্ত্রে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে । যথা—‘স্বাহা ও প্রণব বহিত শিবের কোটি মন্ত্রে এবং বিষ্ণু কোটিমন্ত্রে শূদ্রের অধিকার আছে । ‘শূদ্র যদি বহিজায়া স্থলে মায়া বীজ যোগ কবিয়া জপ করে, তবে সে জপে দ্বাবা সিদ্ধিপতি হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়’ । অতএব তন্ত্রোক্ত প্রণবাদিযুক্ত গোপালাদি মন্ত্রেই শূদ্রের অধিকার ; ( বৈদিক প্রণবাদিযুক্ত মন্ত্রে অধিকার নাই ) । সুতরাং সমস্ত সূক্ষ্মত ॥ ১৪ ॥

(৫) .বেদ ও তন্ত্রে সামান্তভাবে ব্রাহ্মণাদি সর্ব বর্ণের স্ত্রীর এবং শূদ্রের প্রণব উচ্চারণ নিষিদ্ধ হওয়ায় স্বাহা ও প্রণবযুক্ত মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণে তাহাদের অধিকার নাই বুঝা যায় । শ্রীমদ্ভট্টাচার্য্য বহুনন্দনও ‘মলমাসতর্কে’ তাত্ত্বিক দীক্ষা প্রকরণে তাহাই বলিয়াছেন এবং শিষ্ট ব্যবহারও সেইরূপ প্রচলিত আছে । কিন্তু বচনান্তরে স্বাহাযুক্ত কতকগুলি বিশেষ মন্ত্রে স্ত্রীশূদ্রের অধিকার প্রদত্ত হওয়ার সামান্ত নিষেধবিধির সংকোচ করিয়া সেই বিশেষ মন্ত্রগুলি ব্যতীত অন্ত কোন প্রণবাদিযুক্ত মন্ত্রে তাহাদের অধিকার নাই—ইহাই বুঝিতে হইবে । পবন্ত বচনান্তরে সর্বত্র বৈদিক প্রণবাদিস্থলে তাত্ত্বিক প্রণবাদিবোলে মন্ত্রজপ বিহিত হওয়ার উক্ত গোপালাদি মন্ত্রে সামান্ত নিষেধ-বিধির প্রাপ্তি নাই বলিয়া পূর্বোক্ত ক্রমদীপিকাভবন বা কালীকুলসর্বস্ব বচন প্রতিপ্রসব হয় না । শ্রীমদ্ভট্টাচার্য্য বহুনন্দনও উক্ত স্থলে কোন প্রতিপ্রসব বচন বলেন নাই । শাক্তানন্দতরঙ্গিনীকারের মতে উক্ত বচনগুলি মন্ত্রবিশেষের প্রশংসাবোধক অর্থবাদমাত্রও বলা যায় ।

শ্রীশুরোদ্দীক্ষাগ্রহণ-কলম্

স্বিয়ো দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতৃশাষ্টগুণা স্মৃতা ।

স্বপ্নলব্ধা চ যা দীক্ষা তত্র নাস্তি বিচাৰণা ॥

স্বিয় ইতি পদং ন সৰ্ব্বশ্রীপবম্ । বিধবায়া ন গুরুত্বম্ । তদুক্তং  
তদুসাবে—সাধ্বী চৈব সদাচাৰা গুরুভক্তা জিতেন্দ্ৰিয়া ।

সৰ্ব্বতত্ত্বার্থসাবজ্ঞা সধবা পূজনে রতা ॥

গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবাঃ পবিবৰ্জয়েৎ ॥ ১৫ ॥

যৎ তু—বিধবায়াঃ স্মৃতাদেশাৎ কন্যায়াঃ পিতৃবাক্তর্যা ।

নাধিকাবো যতো ( বিনা ) নার্যা ভার্যায়া ভর্তু রাজ্ঞয়া ॥

শ্রী গুরুব নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ শুভ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । মাতার নিকট  
হইতে দীক্ষা গ্রহণ তদপেক্ষা আটগুণ অধিক শুভ বলিয়া কথিত হইয়াছে ।  
স্বপ্নলব্ধ মন্ত্ৰেব দীক্ষায কোন বিচাব নাই । ‘স্বিয়ো দীক্ষা’ এই বচনে ‘স্বিয়ঃ’  
এই পদটী স্ত্রীমাত্রের বোধক নহে । কাৰণ বিধবা স্ত্রীলোকের গুরুতা অর্থাৎ  
গুরুকার্যে অধিকার নাই । তদুসাবে গ্রন্থে তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা—‘যে সধবা  
শ্রী সাধ্বী, সদাচাৰ-পবায়ণা, জিতেন্দ্ৰিয়া, সমস্ত তত্ত্বার্থে অভিজ্ঞা, পূজাকার্যে  
নিবতা, তিনিই গুরুব যোগ্যা । বিধবাকে ( গুরুকার্যে ) পবিত্যাগ করিবে’ ॥ ১৫ ॥  
‘যেহেতু স্ত্রীলোকের দীক্ষাদানে ( স্বাধীনভাবে ) অধিকার নাই । সেইজন্য পুত্রের  
আদেশে বিধবা স্ত্রী, পিতার আদেশে কন্যা এবং ভর্তার আদেশে ভার্যার

তত্ত্বদীপিকাকার বলেন—উক্ত ক্রমদীপিকা বচনের অনুরোধে “স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং” ইত্যাদি  
বচন উভয়পক্ষ অর্থাৎ স্বাহা ও প্রণব—উভয়যুক্ত মন্ত্রে স্ত্রীপুত্রাদির অনধিকার বুঝিতে হইবে ।  
পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ভায়পঞ্চানন মহাশয় ‘মলমাস-ভঙ্কর’ টীকায় উক্ত  
মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন—‘তদসৎ । প্রণবসম্বন্ধেই তদ্রিষেধসিদ্ধে স্বাহোপাদানবৈযর্থ্যাৎ ।  
অতএব “যদি কর্মী ভগ্নেচ্চৈব শূদ্রোহপি হোমকর্ণণি । বহ্নিজায়াঃ পরিত্যজ্য হৃদস্তেনৈব  
হোময়েৎ ॥” ইতি তত্ত্বান্তরবচনে স্বাহোচ্চারণমপি নিষিদ্ধমবগম্যতে ।

কেহ কেহ বাজসনৈয় সংহিতায় যথেষ্ট বাচ্য কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ । ব্রহ্মরাজস্রাভ্যাং  
শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় । ( ২৬২ ) এই বাক্যের দ্বারা শূদ্রেরও বেদমন্ত্রে অধিকার সমর্থন  
করেন । কিন্তু উহা একেবারেই অসঙ্গত । কারণ উক্ত বাক্য বজ্রান্তে ঋত্বিকগণের  
আগ্নীর্বাদ প্রার্থনাব বোধক ; কাহারও কোন বিষয়ে অধিকার বোধক নহে । অনুসন্ধিৎসু  
পাঠকের বেদের উক্ত স্থান দ্রষ্টব্য ।

ইতি বিধবায়ী গুরুত্ববোধকং বচনম্, তদমূলম্ । সমূলত্বেহপি —

সিদ্ধমন্ত্রো নরং সর্বমযোগ্যং যোগ্যতাং নয়েৎ ।

ইতি বচনৈকবাক্যতয়া সাধিতমন্ত্রবিষয়ম্ ॥ ১৬ ॥

মন্ত্রোদ্ধারঃ

গুপ্তদীক্ষাতন্ত্রে—মৃতমপ্যনুগচ্ছেৎ তু বিদ্যা মন্ত্রো বিশেষতঃ ।

মন এব § মনুষ্যস্য পূর্বকর্মাণি শংসতি ॥ ‡

যদি ন স্যান্নহেশানি । মনুষ্যত্বং কথং ভবেৎ ।

দীক্ষায়াঞ্চ কথং তস্য মনো ভবতি পার্বতি । ॥

তস্মাৎ তু যত্নতো দেবি ! পূর্ববিভাগং সমুদ্বরেৎ ॥ ১৭ ॥

দীক্ষাদানে অধিকার হয়—বিধবার গুরুত্ববোধক এই যে বচন, তাহা অমূলক অর্থাৎ নিশ্চরণ। সমূলক (সপ্রমাণ) হইলেও উহা—‘সিদ্ধমন্ত্র সমস্ত অযোগ্য ব্যক্তির যোগ্যতা প্রদান করে’—এই বচনের সহিত একবাক্যতা প্রযুক্ত সাধিত মন্ত্র-বিষয়ক বৃত্তিতে হইবে অর্থাৎ সিদ্ধমন্ত্র বিধবাব সেই মন্ত্রে, দীক্ষাদানে অধিকার আছে, অন্য বিধবার দীক্ষাদানে অধিকার নাই ॥ ১৬ ॥

গুপ্তদীক্ষা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—‘বিশেষতঃ বিদ্যা ও মন্ত্র মৃত ব্যক্তিরও অঙ্গগমন করে। মনই মনুষ্যের পূর্বকর্মের অর্থাৎ পূর্ব-জন্মার্জিত জ্ঞানকর্মাদির স্মরণ করে। যদি তাহার পূর্বজন্মার্জিত জ্ঞানাদি স্মরণ না হইত, তবে সে কিরূপে মনুষ্যত্ব লাভ কবিত (৬)? এবং দীক্ষাতেই বা কেন তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত? অতএব হে দেবি! সর্বাগ্রে যত্নপূর্বক পূর্বজন্মে গৃহীত বিভাগ উদ্ধার কবিলে ॥ ১৭ ॥

(৬) জীব নিজকর্ম্মানুসারে নানা দেহ লাভ করে এবং সেই দেহে সে যে সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম উপার্জন করে, সে সমস্ত সংস্কাররূপে (স্মরণরূপে) তাহার বুদ্ধিতে অবস্থান কবে। মৃত্যুর সময় তাহাই সঙ্গে যায় এবং ধাবৎ ভোগ বা জ্ঞানের দ্বারা ক্ষয় না হয়, তাবৎ কালই তাহার সঙ্গে থাকে। মৃত্যুর পব যখন সে নূতন দেহলাভ কবে, তখন তাহার সেই দেহোচিত জ্ঞান ও কর্ম উদ্ভূত হইয়া তাহার দেহদ্বারা নির্বাহ করে। মনুষ্য জন্মের পর বহুজন্মোত্তে—পুনরায় মনুষ্যদেহ লাভ করিলে অদৃষ্ট প্রভাবে সেই বহুজন্ম ব্যবহৃত মনুষ্যজন্মেরই সঞ্চিত সংস্কার উদ্ভূত হইবে, অন্য কোন জন্মের সংস্কার উদ্ভূত হইবে না। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—“জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োবেককপক্ষাৎ” ।

§ ব অনেনৈব। মন এব পাঠে ‘অজ্ঞজ্ঞাপি চেতি বচনাৎ কর্ত্তরি বতি, তেন স্মারক ইত্যর্থঃ (খ ট) ‡ ঞ সংস্মৃতিঃ ।

মল্ললিখননিয়মঃ

গুপ্তদীক্ষাতন্ত্রে—বকুলাশ্বখবটকং পত্রবদ্ভং শৃণু প্রিয়ে ।।

বটপত্রে মহেশানি ! শক্তিমন্ত্রং লিখেৎ প্রিয়ে !।

অশ্বখে বিষ্ণুমন্ত্রঞ্চ বকুলে শিবমন্ত্রকম্ ।

বক্তগন্ধেন দেবেশি ! কাম্মীবৈবী মহেশ্ববি ।।

শক্তিমন্ত্রং লিখেদ্ দেবি ! চন্দনৈর্বিষ্ণুমন্ত্রকম্ ।

ভস্মনা শিবমন্ত্রঞ্চ বলিখেৎ পবমেশ্ববি !।

বলিখেদিতি—সপ্ত সপ্তসু পত্রেষু তৎতদদেবতায়া মন্ত্রং লিখেদিত্যর্থঃ ।

প্রাণপ্রতিষ্ঠাং তন্মন্ত্রে কাববেদ যজ্ঞতঃ স্মৃধীঃ ।

তত্তদদেবতায়াঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্যাদিত্যর্থঃ ।

যথাশক্ত্যুপচাবেণ সম্পূজ্য পবমেশ্ববি !।

ততঃ শিষ্যচার্ঘ্যপাত্রং হস্তে কৃৎবা মহেশ্ববি !।

অনেন মনুনা মন্ত্রী ভাস্কবায় নিবেদয়েৎ ॥ ১৮ ॥

অর্ঘ্যব্রব্যম্

অর্ঘ্যব্রব্যমাহ—আপঃ ক্ষীবাং কুশাগ্রাণি ঘৃতং দধি তথা মধু ।

বক্তানি কববীবাণি তথা বক্তঞ্চ চন্দনম্ ॥

অষ্টাঙ্গ এষকোহর্ঘ্যো বৈ ভানবে পবিকীর্তিতঃ ।

গুপ্তদীক্ষা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—‘হে প্রিয়ে । বকুল, অশ্বখ ও বটের পত্রকে ‘পত্রবদ্ভং’ (শ্রেষ্ঠ পত্র) বলে । হে মহেশানি ! বটপত্রে শক্তিমন্ত্র, অশ্বখপত্রে বিষ্ণুমন্ত্র এবং বকুলপত্রে শিবমন্ত্র লিখিবে । হে মহেশ্ববি ! বক্তচন্দন বা কুঙ্কুমের দ্বারা শক্তিমন্ত্র, শ্বেত চন্দন দ্বারা বিষ্ণুমন্ত্র এবং ভস্ম দ্বারা শিবমন্ত্র লিখিবে । গ্লোকোক্ত ‘বলিখেৎ’ পদের অর্থ হইতেছে—সেই সেই ইষ্টদেবতাব প্রত্যেক মন্ত্র সাত সাতটি পত্রে লিখিবে । স্মৃধী শিষ্য সেই মন্ত্রে যত্নপূর্বক প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কবিবে । ইহাব অর্থ—সেই সেই দেবতাব প্রাণপ্রতিষ্ঠা কবিবে । হে দেবি ! তাহাব পব শিষ্য সামর্থ্যানুসারে উপচাবেব দ্বারা দেবতাব পূজা কবিন্মা অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া এই ( নিম্নোক্ত ) মন্ত্র পাঠপূর্বক সূর্য্যকে অর্ঘদান কবিবে ॥ ১৮ ॥

অর্ঘ্যব্রব্য বলিতেছেন :—জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, ঘৃত, দধি ও মধু এবং বক্ত-কববীবা ও বক্তচন্দন—এই আটটি—সূর্য্যেব অর্ঘ্যব্রব্য বলিয়া কথিত

গান্ধর্ব—ন দত্তাদ্ ভাস্কবাহ্যহং শঙ্খতোয়ৈর্মহেশ্ববি ! ॥ ১৯ ॥

অর্থদানমন্ত্রঃ

অর্থদানমন্ত্রো যথা—ও ভো দেব ! পৃথিবীপাল ! সর্বশক্তিসমম্বিত ! ।

মমার্হঞ্চ গৃহাণ ত্বং পূর্ববিভাং প্রকাশয় ॥

অর্থং দত্ত্বা নমস্কৃত্য কৃতাজ্জলিঃ পঠেৎ ততঃ ॥

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ বৈ ।

এতে শুভাশুভসোহ কৰ্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ ॥

সৰ্বৈ দেবাঃ শরীবস্থা মম মন্তস্য সাক্ষিণঃ ।

পূর্বজন্মার্জিতাং বিদ্যাং মম হস্তে প্রদীয়তাং দাপয় ॥ ২০ ॥

শান্তিকী দীক্ষা

পাঠিত্বৈদং মহেশানি ! সত্বং পত্রমুদ্ধবেৎ ।

উদ্ধৃত্য পত্রমেকং তু গুবোহিস্তে প্রদাপয়েৎ ॥

শুকস্ত অক্ষবশ্রেণীমধীত্য পবমেশ্ববি ! ।

সেতুং দত্ত্বা মহেশানি ! তন্মন্ত্রাষ্ট্রশতং জপেৎ ॥

শিষ্যস্য মন্তকে হস্তং দত্ত্বা চাষ্ট্রশতং জপেৎ ।

শুকস্ত প্রাঙ্ মুখো ভূত্বা শিষ্যঃ প্রত্যঙ্ মুখস্থিতঃ ॥

হইয়াছে । গন্ধর্ব্বতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—“হে মহেশ্ববি ! শঙ্খজলেব দ্বাৰা সূর্য্যকে অর্থদান কবিবে না” ॥ ১৯ ॥ অর্থদানেব মন্ত্র যথা :—

“ভো দেব ! পৃথিবীপাল ! সর্বশক্তিসমম্বিত ! ।

মমার্হঞ্চ গৃহাণ ত্বং পূর্ববিদ্যাং প্রকাশয় ॥

উহাব অর্থ—হে দেব । হে সর্বশক্তিমন্ ! হে পৃথিবীপালক ! তুমি আমাব এই অর্থ গ্রহণ কব এবং পূর্বজন্ম গৃহীত বিদ্যা আমাব নিকট প্রকাশ কব । তাহাব পব অর্থদান ও নমস্কাব কবিবা কৃতাজ্জলি হইবা “ওঁ সূর্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ কবিবে । ( মন্ত্ৰেব অর্থঃ—“সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল, পঞ্চ মহাভূত—এই নয়জন ইহলোকে শুভাশুভ কৰ্ম্মেব সাক্ষী । শরীবস্থা সমস্ত দেবভাগণ আমাব মন্ত্ৰেব সাক্ষী । ( হে দেব ! ) পূর্বজন্মার্জিত বিদ্যা আমাব হস্তে প্রদান কবন’ ) ॥ ২০ ॥ এই মন্ত্র পাঠ কবিয়া সত্বব একটা পত্র উত্তোলন কবিবে এবং একটা পত্র তুলিয়া শুকব হস্তে দান কবিবে । হে পবমেশ্ববি ! শুক অক্ষর সমুদয় অর্থাৎ সেই পত্রলিখিত মন্ত্র পাঠ কবিবা সেতুবোণে ১৭৮ বার সেই মন্ত্র জপ কৰিবেন এবং শিষ্যব মন্তকে হস্ত বাধিয়া ১০৮ বাব

( অত্র—প্রাঙমুখো গুরুবাসীনঃ শিষ্যঃ প্রত্যঙমুখস্থিতঃ ) ।†

ত্রিবাং দক্ষিণে কর্ণে বামকর্ণে তথা সকুৎ ।

স্ত্রীশূদ্রবিষয়ে কুর্যাদ্ বৈপবীত্যেন চিন্তনম্ ॥

এতচ্চ বিষ্ণুদিবিষয়ম্ । শক্তৌ চ—

আচম্য সংযতো ভূত্বা প্রাণায়ামং বিধায় চ ।

অষ্টোত্তবশতং জপ্ত্বা ঋগ্য়াদিকসমন্বিতম্ ॥

অষ্টকুঙ্কো বদেৎ ‡ মন্ত্রং বামকর্ণে সুবেশ্ববি ।।

ইযং দীক্ষা সর্ববতন্ত্রে শক্তিকৌ § পবিকীর্তিতা ॥ ২১ ॥

গুবোল্লব্ধা মহাবিভামষ্টোত্তবশতং জপেৎ ॥

গুববে দক্ষিণাং দত্তাদ্ বিস্তৃশাঠ্যং ন কাব্যেৎ ।

গুববে গুরুপুত্রায় তৎপঠ্যৈ বা প্রদাপ্যেৎ ॥

কুলার্ণবে—শ্রীগুবৌ শ্রীতিমাপনৈ দেবতাপ্রীতিমাপু যাৎ ।

দেবে চ শ্রীতিমাপনৈ মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২২ ॥

পত্রবত্প্রদানেন দীক্ষাং কুর্য্যাৎ কলৌ যুগে ।

জপ কবিবেন । গুরু পূর্বমুখ হইয়া এবং শিষ্য পশ্চিমমুখ হইয়া অবস্থান কবিবেন । গুরু শিষ্যেব দক্ষিণকর্ণে তিনবাব এবং বামকর্ণে একবাব মন্ত্রপাঠ কবিবেন । স্ত্রী ও শূদ্রবিষয়ে বিপবীতভাবে মন্ত্রচিন্তা কর্তব্য অর্থাৎ বামকর্ণে তিনবাব এবং দক্ষিণকর্ণে একবাব পাঠ কবিবেন । এই কার্য্যগুলি বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাব মন্ত্রগ্রহণে বৃষিতে হইবে । কিন্তু শক্তি দেবতাব মন্ত্রগ্রহণ স্থলে—( গুরু ) সংযত হইয়া আচমন কবিয়া ও প্রাণায়াম কবিয়া ১০৮ বাব মন্ত্র জপ কবিয়া ( শিষ্যেব ) বামকর্ণে ঋগ্য়াদি সহকাবে আটবাব ঐ মন্ত্র বলিবেন । এই দীক্ষা সমস্ত তন্ত্রে ‘শাক্তী দীক্ষা’ নামে অভিহিত হইয়াছে ॥২১॥

শিষ্য গুরুব নিকট মহাবিদ্যা গ্রহণ কবিয়া ১০৮ বাব জপ কবিবে । গুরুকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিবে, বিস্তৃশাঠ্য কবিবে না । গুরু, গুরুপুত্র বা গুরুপত্নীকেও দক্ষিণা দেওয়া যায় । কুলার্ণব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—‘গুরুব প্রীতি উৎপন্ন হইলে দেবতা প্রীত হন । দেবতাব প্রীতি উৎপন্ন হইলে অবগুই মন্ত্রসিদ্ধি হয়’ ॥ ২২



ততঃ সিদ্ধো ভবেন্দ্রী নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥  
 এতজ্জ্ঞানং বিনা দেবি ! দীক্ষাং কুর্য্যাস্ত যো নবঃ ।  
 দীক্ষা তু বিফলা তস্য চাস্তে হি নরকং ব্রজেৎ ॥  
 ততঃ শিষ্যো মহেশানি ! প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূবি ॥  
 স্বপ্রসাদাদহং দেব ! কৃতকৃত্যোহস্মি সৰ্ব্বতঃ ।  
 মায়া-মৃত্যু-মহাপাশাদ্ বিমুক্তোহস্মি শিবোহস্মি চ ॥  
 এবমভাষ্য দেবেশি ! শ্রীগুবোশ্চবশান্তিকৈ ।  
 পতিতস্তম্ভনাঃ শিষ্যস্তিষ্ঠেদ্ ভূমৌ তু বাগ্‌যতঃ ॥  
 অমুক্তাং শ্রীগুবোৰ্যাবন্ন লভেতোথিতুং শ্রিয়ে । ।  
 উত্থাপয়েদ্ গুরুঃ শিষ্যং মন্ত্রমেতং সমুচ্চবন্ ॥ \*  
 উত্তিষ্ঠ বৎস ! মুক্তোহসি সম্যগাচাববান্ ভব ।  
 কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ কান্তিঃ-মেধা (পুত্রা) যুৰ্বলাবোগ্যং সদাস্ত তে ॥ ২৩ ॥

যোগিনীতন্ত্রে—মন্ত্রং দত্ত্বা চোপবাসং গুরুর্নৈব সমাচরেৎ ।

কলিযুগে পত্র (যান বাহন) ও বস্ত্র (মণিমাণিক্যাদি) প্রদানের দ্বারা দীক্ষা গ্রহণ করিবে। তাহা হইলেই শিষ্য মন্ত্রসিদ্ধ হইবে। ইহাতে বিচার কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি এই জ্ঞান ব্যতিবেকে দীক্ষাগ্রহণ কবে, তাহাব দীক্ষা নিষ্ফল হয় এবং সে মৃত্যুব পব নবকে গমন কবে। হে মহেশানি ! তাহাব পব শিষ্য দণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুকে প্রণাম কবিবে এবং ‘স্বং প্রসাদাদহং দেব’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ কবিবে। (এই মন্ত্রেব অর্থ—হে দেব ! আমি তোমাব কৃপায় সৰ্ব্বতোভাবে কৃতকৃত্য হইলাম এবং মায়া ও মৃত্যুরূপ মহাপাশ হইতে মুক্ত হইলাম এবং শিবত্ব লাভ কবিলাম।) এইরূপ মন্ত্র পাঠ কবিয়া শ্রীগুরুব নিকট হইতে যতক্ষণ উত্থানেব অমুক্তা না পাওযা যায়, ততক্ষণ বাগ্‌যত হইয়া শ্রীগুরুব চরণে সমীপে ভূমিতে তদগতচিহ্ন হইয়া পড়িয়াই থাকিবে। গুরু এই (নিম্নোক্ত) মন্ত্র উচ্চারণ কবিয়া শিষ্যকে উঠাইবেন (গুরু বলিবেন)—বৎস ! উত্তিষ্ঠ হও, তুমি পাণ্ডুরক্ত হইযাছ ; যথাবিধি আচার প্রতীপালন কব। তোমাব কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, কান্তি, মেধা, বল ও আবোগ্য সৰ্ব্বদা বর্ধিত হউক ॥ ২৩ ॥

মহান্ধকাব-নবকে কুমির্ভবতি চান্ধথা ॥  
 দীক্ষাং লব্ধ্বা যদা মন্ত্রী চোপবাসং সমাচবেৎ ।  
 তস্মৈ দেবঃ সদা কষ্টঃ শাপং দত্ত্বা ব্রজেৎ পুংসু ॥ ২৪ ॥

### উপদেশদীক্ষা

তত্বেসাবে— চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে ।  
 মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥  
 কদ্দয়ামলে—শ্যামায়াং ভৈববী-তাবা-চ্ছিন্নমস্তাসু ভৈববে ।  
 মঞ্জুষোষে তথা বোদ্রে পঞ্চাঙ্গং নেষ্যতে বুধৈঃ ॥  
 তত্রাপি গুহ্যকালীবিষয়ে পঞ্চায়তনী দীক্ষাহস্ত্যেব । যথা বিশ্বসাবে—  
 ভূপুবেষু চতুষ্কোণে পূজয়েৎ ক্রমশঃ সূর্য্যীঃ ।  
 বিষ্ণুং শিবং গণেশঞ্চ সূর্য্যং শক্তিং যথাক্রমাৎ ।  
 পূজয়েচ্চ মহেশানি । প্রধানং মধ্যতো হ্রস্বং ॥ ২৫ ॥

### দীক্ষায়াং চক্রাদিবিচারস্থানাবশ্যকত্বম্

দীক্ষায়াং চক্রবিচাবে দোষমাহ গুপ্তদীক্ষাতন্ত্রে—

‘যোগিনী তন্ত্রে কথিত হইয়াছে :—‘গুরু মন্ত্রদান কবিষা উপবাস কবিবেন না, অগ্ৰথা অর্থাৎ উপবাস কবিলে যোব অন্ধকাবাচ্ছন্ন নবকে কুমি হইবা জন্মগ্রহণ কবিবেন’ । কদ্দয়ামলে তন্ত্রে কথিত হইয়াছে :—শিষ্য যদি দীক্ষা গ্রহণ কবিষা উপবাস কবে, তবে দেবতা তাহাব প্রতি কষ্ট হইয়া তাহাকে শাপ দিয়া নিজপুবে গমন কবেন’ ॥ ২৪ ॥ তত্বেসাব তন্ত্রে কথিত হইয়াছে :—‘চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণে, তীর্থে, সিদ্ধক্ষেত্রে ও শিবালয়ে কেবল মন্ত্রেব বে কথন, উহা ‘উপদেশ’ নামে কথিত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থানে কেবল মন্ত্রদানেই দীক্ষা সিদ্ধ হয়, অগ্ৰ অন্তর্ধানেব আবশ্যকতা নাই’ । কদ্দয়ামলে তন্ত্রে কথিত হইয়াছে :—‘কালী, ভৈববী, তারা, ছিন্নমস্তা, ভৈবব, মঞ্জুষোষ ও বৃদ্ধেব মন্ত্রগ্রহণে পণ্ডিতগণ পঞ্চাঙ্গেব অন্তর্ধান ইচ্ছা কবেন না । তন্মধ্যে গুহ্যকালীব মন্ত্রগ্রহণে পঞ্চায়তনী দীক্ষা আছেই । যথা— বিশ্বসাব তন্ত্রে (গুহ্যকালী প্রকবণে) উক্ত হইয়াছে :—‘ধীমান্ সাধক ভূপুংসু চতুষ্কোণে যথাক্রমে বিষ্ণু, শিব, গণেশ, সূর্য্য ও শক্তিব পূজা কবিবে এবং মধ্যস্থলে প্রধান দেবতা (যে দেবতাব মন্ত্র গ্রাহ্য, সেই দেবতা) স্থাপন কবিয়া পূজা কবিবে’ ॥২৫॥

গুপ্তদীক্ষা তন্ত্রে দীক্ষায চক্রবিচাবেব দোষ বলিতেছেন :—‘যে পামব দীক্ষায়

যঃ কুর্য্যাক্রমগণনাং দীক্ষায়াম্ পশুপামবঃ ।

স ভ্রষ্টঃ সচ পাপিষ্ঠো বিষ্ঠায়াম্ জায়তে কৃমিঃ ॥

কিং ঋণৈঃ কিং ধনৈর্বাপি বাশ্চাদিকবিচারণৈঃ ।

সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধাবি-বিচারণ পবিবর্জয়েৎ ॥

নাস্তি সত্যং মহেশানি ! নক্ষত্রাদিবিচারণা ।

বাশ্চাদিগণনা নাস্তি শঙ্কবেণেতি ভাষিতম্ ॥ ২৬ ॥

আগমকল্পক্রেমে—ববিসংক্রমণে চৈব সূর্য্যস্ত গ্রহণে তথা ।

তত্র লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্য কথঞ্চন ॥

যামলে— শবৎকালে যুগাভ্যাং গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।

বোধনে চৈব দুর্গায়াঃ কালাকালং ন শোধয়েৎ ॥ ২৭ ॥

কালবিশেষে—মন্ত্রবিশেষগ্রহণনিয়মঃ

মংস্ত্রসূক্তে— গ্রহণে চ মহাতীর্থে নাস্তি কালস্ত্র নির্ণয়ঃ ।

সোমগ্রহে বিষ্ণুমন্ত্রং সূর্য্যে শক্তিং ন চাচবেৎ ॥

চক্রবিচার কবে, সে ভ্রষ্ট ও পাপিষ্ঠ বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ কবে । ঋণী-ধনী চক্র বা বাশ্যাদি চক্রের বিচারের ফল কি ? অর্থাৎ উহাব বিচার নিষ্পল । সিদ্ধ, সাধ্য ও সুসিদ্ধাবি বিচারও পবিত্যাগ কবিবে । হে মহেশানি ! নক্ষত্রাদি বিচারও নাই এবং বাশিগণনাও নাই—ইহা শঙ্কর কর্তৃক উক্ত হইয়াছে’ ॥ ২৬ ॥ আগম কল্পক্রেমে কথিত হইয়াছে :—‘ববি-সংক্রমণে ( সংক্রান্তিতে ) এবং সূর্য্যগ্রহণ কালে দীক্ষা কখনকপে লগ্নাদিবিচার কবিবে না’ । যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—‘শবৎকালে, যুগাদ্যায়, সূর্য্য ও চন্দ্রেব গ্রহণে এবং দুর্গাব বোধন দিবসে দীক্ষার কালাকাল বিচার কবিবে না’ (১) ॥ ২৭ ॥ মংস্ত্রসূক্তে কথিত হইয়াছে :—‘গ্রহণকালে ও মহাতীর্থে কাল-শুদ্ধি আবশ্যিকতা নাই । চন্দ্রগ্রহণ কালে বিষ্ণুমন্ত্র এবং সূর্য্যগ্রহণ কালে

(১) বস্তুতঃ এই সমস্ত বচন ঐ সমস্ত মন্ত্রবিশেষের প্রশংসার্থ । উহাতে বিচারের নিবেদ্য প্রতিপাদ্য নহে । সন্ন্যাসীর চক্রাদি বিচার কর্তব্য না হইলেও গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য । কাবণ কদ্র্যামলভঙ্গের উত্তর খণ্ডের চতুর্থ পটলে চক্রাদিবিচারের কর্তব্যতা উক্ত হইয়াছে । যথা—“কালীভারাদিমন্ত্রস্ত সিদ্ধাদীন্মৈব শোধয়েৎ । তথাপি শোধয়েন্নম্নং প্রশংসাপবমেব তৎ ॥” কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশও তন্ত্রসারে বলিয়াছেন—“বস্তুতস্ত ইদং প্রশংসাপবম্ । সর্বত্র বিচারস্তাবশ্যকত্বাৎ, দূরদৃষ্টবশাৎ কথ্যচিৎ বৈরিমন্ত্রস্ত স্বপ্নাদৌ প্রাপ্ত্য তদোবস্ত দৃষ্টত্বাৎ” (তন্ত্রসাব দীক্ষাপ্রকরণ) ।

যামলে— সূর্যাগ্রহে শক্তিমন্ত্রং ন প্রদত্বাজ্জীবীবিষুঃ ।  
ন গৃহীয়াদপি তথা যদিচ্ছেদান্ননো হিতম্ ॥ ২৮ ॥

### তত্র বিশেষবিধিঃ

অত্র শক্তিপদং পঞ্চমীপবং, প্রকবণাদিত্যাদয়কবঃ । অতএব—

শ্রীকামকালীবীজানি লোপাদৌর্গশ্চ যো মনুঃ ।

সূর্য্যস্তোপগ্রহে লব্ধো নৃণাং শীঘ্রফলপ্রদঃ ॥

ইতি যামলবচনমপি সংগচ্ছতে । পবাস্রীকামবীজানীতি কুলমূলা-  
বতাবে পাঠঃ । পূর্ববচনে শক্তিমন্ত্রপদং শ্রীবীজাতিবিভক্তমন্ত্রপবমিতি  
তু শিবদীক্ষাটীকাকৃতঃ । যামলে—

লগ্নে বাপ্যথবা হলগ্নে যত্র কুত্র তিথাবপি ।

শুবোবাজ্ঞানুসাবেণ দীক্ষা কার্য্যা বিশেষতঃ ॥

ন তিথি ন ব্রতং পূজা ন স্নানং ন জপক্রিয়া ।

দীক্ষায়াঃ কাবণং কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে চ সদৃশবো ॥

সর্ব্বে বাবা গ্রহাঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি চ বাশ্যয়ঃ ।

শক্তিমন্ত্র গ্রহণ কবিবে না' । যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—‘জীবন ধাপেচ্ছ শুব  
সূর্যাগ্রহণকালে শিষ্যকে শক্তিমন্ত্র দান কবিবেন না এবং শিষ্য যদি নিজেব মঙ্গল  
আকাঙ্ক্ষা কবে, তবে সেও উহা গ্রহণ কবিবে না’ ॥ ২৮ ॥ এই বচনে শক্তিমন্ত্র  
‘পঞ্চমীপব’ অর্থাৎ ( ১ কালী ২ তাবা ৩ বোডনী ৪ ভুবনেশ্বরী ৫ ভৈববী ) ভৈববী  
তাৎপর্য্যে কথিত, কাবণ ভৈববীব প্রকবণেই ইহা উক্ত হইয়াছে—ইহা উদযকব  
বলেন । স্মৃতবাং ‘শ্রীবীজ, কামবীজ, কালীবীজ, লোপা হুর্গাব মন্ত্র সূর্যাগ্রহণকালে  
গৃহীত হইলে উহা মানুষ্যেব শীঘ্র ফলপ্রদ হইষা থাকে’—এইরূপ যামলতন্ত্রেব বচনও  
সঙ্গত হয় । কুলমূলাবতাব গ্রহে ( ‘শ্রীকামকালীবীজানি’ স্থলে ) ‘পবাস্রীকামবীজানি’  
এইরূপ পাঠ আছে । শিবদীক্ষাটীকাকাব কিন্তু বলেন—পূর্ববচনে শক্তিমন্ত্রপদটি  
শ্রীবীজাদি ভিন্ন মন্ত্রবিষয়ক বৃত্তিতে হইবে । যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—‘শুব লগ্নে  
বা অশুব লগ্নে, যে কোন তিথিতে শুবর আজ্ঞানুসাবে বিশেষভাবে দীক্ষা গ্রহণ  
কর্তব্য । সিদ্ধমন্ত্র শুবর স্বেচ্ছাষ উপস্থিত হইলে তিথি, ব্রত, পূজা, স্নান বা জপ—  
ইহাব কোনটিই দীক্ষাব কাবণ নহে অর্থাৎ তিথি বাবাদিব বিচাব না কবিষা দীক্ষা  
গ্রহণ কর্তব্য । শুব যেদিন সন্তুষ্ট হন, সমস্ত বাব, সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্রগণ ও

যশ্গ্নহনি সন্তুষ্টো গুণকঃ সর্বৈ শুভাবহাঃ ।

যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুবোবাজ্জানুসারতঃ ॥ ২৯ ॥

### মন্ত্রাণাং দশসংস্কারঃ

অথ দশসংস্কারমাহ শাবদারাম্ ( ২।১১২ )—

জননং জীবনং পশ্চাৎ তাড়নং বোধনং তথা ॥

অথাভিষেকো বিমলীকবণাপ্যায়নে পুনঃ ॥

তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংক্রিয়াঃ ॥ ৩০ ॥

মন্ত্রাণাং মাতৃকায়ন্তা † ( মধ্য ) ছন্দাবো জননং স্মৃতম্ ॥

মাতৃকাবর্ণান্ত অকাবাদিক্ষকাবান্তাঃ।—অকাবাদি-ক্ষকাবান্তা মাতৃকার্ণাঃ প্রকীর্তিতাঃ । ইতি তন্ত্রগন্ধর্ববচনাৎ । মাতৃকাবন্ত্রলিখনমাহ—

ভূমৌ গোময়লিগুয়াং বিলিখ্যাহষ্টদলাদ্বিতম্ ।

চন্দনাদ্যৈঃ কঠিনা বা তান্ত্রীয়ং কর্ণিকাগতম্ ॥

দ্বিধিঃ স্ববান্ কেশবেষু বর্ণানষ্টদলেষু চ ।

তান্ত্রীয়ং হেসোঃ ।

কাদি-মাস্তাঃ পঞ্চবর্ণা মাতৃকাঃ ক্রমশোদিতাঃ ॥

বাশি সমুদয় শুভফল দান কবেন । স্মৃতবাং যখন গুণব ইচ্ছা হইবে, তখনই তাঁহার আঞ্জাছুসাবে দীক্ষা গ্রহণ কবিবে ॥ ২৯ ॥

অনন্তব ‘শাবদাতিলকে’ মন্ত্রেব দশ সংস্কার বলিতেছেন । জনন, জীবন, অনন্তব তাড়ন ও বোধন, অনন্তব অভিষেক, বিমলীকবণ ও আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি—এই দশটি মন্ত্রেব সংস্কার । মাতৃকাবন্ত্রেব মধ্য হইতে দেব মন্ত্র সমূহেব এক একটি অক্ষব উদ্ধাবেব নাম ১ জনন । অকাব হইতে ক্ষকাব পর্য্যন্ত বর্ণগুলিকে মাতৃকাবর্ণ বলে । কাবণ গন্ধর্ববচন্রেব উক্তি হইতে জানা যায় যে—“অকাব হইতে ক্ষকাব পর্য্যন্ত বর্ণগুলি মাতৃকা বর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে ।” মাতৃকাবন্ত্রেব লিখন প্রণালী বলিতেছেন।—‘গোময়লিগু ভূমিতে একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত কবিয়া চন্দনাদি দ্বাৰা বা কঠিনী ( খড়্গমাটি ) দ্বাৰা কর্ণিকা মধ্যে তান্ত্রীয় বীজ ( হেসোঃ ) লিখিবে । কেশব সমূহে দুই টাইটি স্বব এবং অষ্টদলে বর্ণ সমূহ লিখিবে । ‘তান্ত্রীয়’ শব্দেব অর্থ—হেসোঃ । তাহার পব বথাক্রমে পূর্বোক্ত ককাবাদি মকাবান্ত পঞ্চবর্ণ,

যাদি-বাস্তাঃ শাদি-হাস্তা লক্ষার্ণো বিলিখেৎ ততঃ § ।

ইতি মাতৃকাযন্ত্রম্ ।

তন্মাত্র গন্ধপঙ্কেন ভূজাদৌ মন্ত্ৰমুদ্রবেৎ ।

প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্ৰবর্ণান্ জপেৎ সূধীঃ ।

এতজ্ জীবনমিত্যাহ মন্ত্ৰতত্ত্ববিশাবদাঃ ॥

দশধা শতধা বা জপঃ । যথা বিশ্বসাবে—

পৃথক্ শতং বা দশধা মন্ত্ৰবর্ণান্ জপেৎ সূধীঃ ।

মন্ত্ৰবর্ণান্ সমালিখ্য তাডযেচ্চন্দনাস্তসা ।

প্রত্যেকং বায়ুনা মন্ত্ৰী তাড়নং তদুদাহৃতম্ ॥

তত্ত্বান্তবে—তাড়নং তাডয়েদ্ বর্ণানখিলাংশ্চন্দনাস্তসা ।

শতং বা দশধা বাপি বোধয়েৎ তু মনুং ততঃ ॥ ইতি ॥

বিলিখ্য মন্ত্ৰং তন্মন্ত্ৰী প্রসূনৈঃ কববীৰ্জৈঃ ।

তন্মন্ত্ৰাক্ষবসংখ্যাতৈর্হিত্বাদ্ যাস্তেন বোধনম্ ॥

যাস্তেন বমিতি বীজেন ।

যকাবাদি বকাবাস্ত, শকাবাদি হকাবাস্ত এবং ল ও ক্ষরূপ মাতৃকা বর্ণ সমূহ লিখিবে—  
ইহাই মাতৃকাযন্ত্র। সেই মাতৃকাযন্ত্র হইতে চন্দনের দ্বারা ভূজাদি পত্রে মন্ত্ৰ উদ্ধাব  
কবিবে। (ইহাই মন্ত্ৰের জনন।) সূধী ব্যক্তি মন্ত্ৰবর্ণগুলিকে প্রণবের দ্বারা ব্যবহিত  
কবিয়া অর্থাৎ মন্ত্ৰবর্ণের আদিতে প্রণব দিয়া জপ কবিবেন। মন্ত্ৰ-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ  
ইহাকে ২ জীবন বলেন। উক্ত জপ দশবার অথবা শতবার কর্তব্য। বিশ্বসাব  
তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—‘সূধী ব্যক্তি মন্ত্ৰবর্ণগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ৰূপে দশবার বা  
শতবার জপ কবিবেন’। (ভূজপত্রাদিতে কুঙ্কমাди দ্বারা) মন্ত্ৰবর্ণগুলি লিখিয়া  
মন্ত্ৰদাতা গুরু বায়ুবীজের (যং) দ্বারা প্রত্যেক মন্ত্ৰবর্ণকে চন্দন জল দ্বারা তাড়ন  
কবিবেন। উহা ৩ তাড়ন বলিয়া কথিত হইয়াছে।

তত্ত্বান্তবে উক্ত হইয়াছে :—‘মন্ত্ৰবর্ণগুলিকে চন্দন জলের দ্বারা দশবার বা শতবার  
তাড়ন কবিবে। উহাই তাড়ন। তাহাব পব মন্ত্ৰের বোধন কবিবে।’ মন্ত্ৰদাতা  
গুরু সেই দেহ মন্ত্ৰকে লিখিয়া যান্ত্র (বং) বীজের দ্বারা মন্ত্ৰবর্ণের সমসংখ্যক কববীৰ  
পুষ্পের (এক একটা) দ্বারা হনন কবিবেন। উহাই ৪ বোধন। ‘যাস্তেন’ এই পদেব

§ ৭ পুস্তকে তজ্ ইত্যনন্তরং তন্ত্রে—যোঃ মন্দাবিতাদি প্রোকেহবিকঃ ।

স্বতন্ত্রোক্তবিধানেন মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া ।  
 অশ্বখপল্লবৈর্মন্ত্রমভিষেক্তে বিমুক্তয়ে ॥  
 তন্ত্রান্তবে—মন্ত্রস্য চামুকং বর্ণমভিষিঞ্চামি হৃদযুতম্ ।  
 অভিষিঞ্চদষ্টধা বা প্রত্যেকমভিষেচনম্ ॥  
 কুশোদকেন ছুঞ্জেনাভিষেচনমুদাহৃতম্ ॥ ইতি ।  
 সঞ্চিন্ত্য মনসা মন্ত্রং জ্যোতির্মন্ত্রেণ নির্দহেৎ ।  
 মন্ত্রে মলত্রয়ং মন্ত্রী বিমলীকরণং ত্বিদম্ ॥  
 তাবং ব্যোমাগ্নি-মন্ত্রযুক্ত দণ্ডী জ্যোতির্মন্ত্রমতঃ ।  
 মন্ত্রচতুর্দশস্ববো দণ্ডী অনুস্বাবঃ । তেন ও হ্রৌং ইতি ।  
 কুশোদকেন জপ্তেন প্রত্যং প্রোক্ষণং মনোঃ ।  
 তেন মন্ত্রেণ বিধিবদেতদাপ্যায়নং গতম্ ॥  
 অতঃ—অমুকমন্ত্রং তর্পয়ামি নম ইত্যন্তসা চ তম্ ।  
 মধুনা শক্তিমন্ত্রেষু বৈষ্ণবে চেন্দুমজ্জলৈঃ ।

অর্থ—‘বং’ এই বীজেব দ্বাবা । মন্ত্রদাতা গুরু স্বতন্ত্রোক্তবিধানে অর্থাৎ শিব মন্ত্রে  
 শিবতন্ত্রানুসাবে, শক্তিমন্ত্রে শক্তিতন্ত্রানুসাবে এবং বিষ্ণুমন্ত্রে বৈষ্ণবতন্ত্রানুসাবে মন্ত্রেব  
 বিমুক্তিব জগ্ন মন্ত্রবর্ণের সমসংখ্যক অশ্বখ পত্রের দ্বাবা মন্ত্রকে অভিষিক্ত কবিবেন ।  
 তন্ত্রান্তবে অভিষেকের প্রয়োগ উক্ত হইয়াছে—‘মন্ত্রস্যামুকবর্ণমভিষিঞ্চামি নমঃ’ ।  
 এই মন্ত্রেব দ্বাবা প্রত্যেক বর্ণকে আটবার অভিষিক্ত কবিবে । ( ইহাব নাম  
 ৫ অভিষেক ) কুশোদকেব সহিত ছুঞ্জেব দ্বাবা অভিষেক কর্তব্য বলিয়া কথিত  
 হইয়াছে । মন্ত্রদাতা মনে মনে মন্ত্র চিন্তা কবিয়া জ্যোতির্মন্ত্রেব দ্বাবা মন্ত্রগত ত্রিবিধ মল  
 ( সহজ, আগন্তক ও মায়ীষ ) দগ্ন করিবেন (১) । ইহাই (মন্ত্রেব) ৬ বিমলীকরণ ।  
 তার ( প্রণব ) এবং ব্যোম ( হকাব ), অগ্নি ( বেফ ) ও মনু ( ও ) যুক্ত দণ্ডীকে  
 ( অনুস্বাবে ) জ্যোতির্মন্ত্র বলে । মনু শব্দের অর্থ—চতুর্দশ স্বব ( ও ) এবং দণ্ডী  
 শব্দের অর্থ—অনুস্বাব । সুতবাং মন্ত্র হইল—ও হ্রৌং । দেব মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক  
 মূল মন্ত্র-জপ্ত কুশোদকেব দ্বারা ষথাবিধি মন্ত্রেব প্রত্যেক বর্ণের যে প্রোক্ষণ, ইহাই  
 ৭ আপ্যায়ন । অতঃ উক্ত হইয়াছে—‘অমুকমন্ত্রং তর্পয়ামি নমঃ’ বলিয়া জলেব

(১) ছিন্ন কঙ্কাদি দোষই মন্ত্রের সহজ মল । গুরুব প্রতি অনাদর প্রযুক্ত যে দোষ উৎপন্ন হয়,  
 উহাই মন্ত্রের আগন্তক মল । কাম-ক্রোধাদির অবস্থায় জপ কবিলে যে দোষ, উহাই মায়ীষ মল ।

শৈবে ঘৃতেন দুগ্ধেন তর্পণং সমুদীবিতম্ ॥

দশধা তর্পয়েৎ তাবদিতি তর্পণম্ ।

তাবমায়া-বমায়োগে মনোদীপনমুচ্যতে ।

বিশ্বসাবে— তাবমায়াবমাবীজপুটিতেন জপশ্রুতম্ ।

শতমষ্টোত্তবধৈব দীপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ইতি ।

তন্ত্রান্তবে— সপ্তধা দীপনমিতি ।

জপ্যমানস্ত মন্ত্রস্ত গোপনং ত্তপ্রকাশনম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি মন্ত্রাণাং দশসংস্কাবঃ ।

ঈষ্টদেবস্ত নিত্যপূজ্যত্বকথনম্

বিশ্বসাবে— গৃহীত্বা চ মহাবিভাং জপেজ্ জীবাবধি প্রিয়ে ।

মহাশুকনিপাতাদো ন পূজায়াং বিকল্পনা ॥

মোহাদ্বা যদি বা দৈবাৎ পূজয়েন্ ন চ সাধকঃ ।

তস্ত সর্ববিনাশঃ স্যান্মাবয়েৎ তং সদাশিবঃ ॥

অশুচৌ বা শুচৌ বাপি সর্বদেবেহপি সর্বদা ।

পূজয়েৎ পবযা ভক্ত্যা নাত্র কার্য্যা বিচাবণা ॥

দ্বাবা মূলমন্ত্রেব তর্পণ কর্তব্য । শক্তিমন্ত্রে মধু দ্বাবা, বৈষ্ণবমন্ত্রে কপূর্বমিশ্রিত জলেব দ্বাবা, শৈবমন্ত্রে দুগ্ধ ও ঘৃতেব দ্বাবা তর্পণ কথিত হইয়াছে । দশধাব তর্পণ কর্তব্য । ইহাই চ তর্পণ । মন্ত্রে তাব ( প্রণব ), মায়া ( হ্রীং ) ও বমা ( ত্রীং ) যোগ হইলে মন্ত্রেব দীপন অর্থাৎ মন্ত্রেব আদিতৈ এই তিনটী বীজযোগে মন্ত্রেব সাতধাব জপে ৯ দীপন হয় । বিশ্বসাব তন্ত্রে কথিত হইয়াছে :—‘সাধকশ্রেষ্ঠ তাব, মায়া ও বমা—এই বীজ তিনটীব দ্বাবা পুটিত কবিয়া ১০৮ বাব দেয় মন্ত্র জপ করিতে কবিতৈ মন্ত্রেব দীপন কবিবেন । তন্ত্রান্তরে সাতধাব দীপন কথিত হইয়াছে । যে মন্ত্র জপ কবা হয়, তাহাব গোপনকে ১০ অপ্রকাশ বলে । ইহাই মন্ত্রেব দশ সংস্কাব ॥ ৩১

বিশ্বসার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে :—‘হে প্রিয়ে । মহাবিভা গ্রহণ কবিয়া জীবনেব শেষ পর্যন্ত জপ কবিবে । মহাশুক নিপাতাদিতে অর্থাৎ পিতা, মাতা গুরু প্রভৃতিব মবণাদি জন্ত অশৌচেও পূজায় বিচাব নাই অর্থাৎ পূজা কর্তব্য । সাধক দৈবাৎ বা মোহবশতঃ যদি পূজা না কবে, তবে তাহাব সমস্তই বিনষ্ট হয়, শিব তাহাকে বিনাশ করেন । অশুচি বা শুচি অবস্থার সমস্ত দেশে ও সমস্তকালে ভক্তির



কদ্র্যামলে—পূজয়েন্ মৃতকে বাহপি জননে সকজোহপি বা ।

सर्वत्रैव विधिः प्रोक्तः सर्वकामफलप्रदः ॥ ७२ ॥

ਸ੍ਰੁਤਕਿਨ: ਪੂਜਾਵਿਧਿ:

अथ सूतकिनः पूजां वक्ष्याम्यागमचोदिताम् ।

স্নাত্তা নিত্যঞ্চ নিবৰ্জ্য মানস্তা ত্রিযয়া তু বৈ ।

বাহ্যপূজাক্রমেণৈব ধ্যানযোগেন পূজয়েৎ ॥

দেবীবিষয়ে বাহ্যপূজা কর্তব্য, বিশেষবিধানাৎ । তথাচোক্তং ববাহীতন্তে—

তাবায়শ্চৈব কান্যাশ্চ ত্রিপুরায়াশ্চ শূব্রতে ! ।

স্মৃতকে মৃতকে চৈব ন ত্যজেষুৰ্জপাৰ্চনম্ ॥ \*

যামলে—অশুচিৰ্বা। শুচিৰ্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি ।

न दोषो मानसे जाण्ये सर्वदेशेऽपि सर्वदा ॥

বিশ্বসাবে— জাগ্রৎ শয়ান উত্তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ ভুঞ্জান এব বা ।

सिद्धमन्त्रे न दोषः स्यादर्शोच्चेऽपि ज्ञप्तेऽसदा ।

সহিত দেবীৰ পূজা কৰিবে। ইহাতে বিচাৰ কৰ্ত্তব্য নহে। কল্পধামল তন্ত্ৰে কথিত হইয়াছে :—‘জনন্যশৌচে বা মৰণ্যশৌচেও পূজা কৰিবে এবং কল্প ব্যক্তিও পূজা কৰিবে। সকল স্থলেই সমস্ত কাৰ্য্য-ফলপ্ৰদ এই বিধি কথিত হইয়াছে ॥ ৩২

অনন্তর আগমাবহিত জননাশৌচীষ পূজা বলিব। (জননাশৌচী ব্যক্তি) জ্ঞান কবিতা ও নিত্য কর্ম শেষ কবিতা মানস ক্রিয়া দ্বাৰা অৰ্থাৎ মনে মনে বাহুপূজাক্রমানুসাৰেই (ইষ্টদেবেৰ) ধ্যান দ্বাৰা পূজা কৰিব। দেবীবিষয়ে বাহুপূজাও কৰ্তব্য; কাৰণ (এবিষয়ে) বিশেষ বিধান আছে। বাবাহী তন্ত্ৰে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—‘হে সূত্ৰতে। জননাশৌচ ও মৰণাশৌচে কালী, তাৰা ও ত্ৰিগুৰাৰ জপ পূজা পৰিত্যাগ কৰিবে না’। বামলতন্ত্ৰে কথিত হইয়াছে—‘অশুচি বা শুচি ব্যক্তি গমন কালে, অবস্থান কালে বা শয়ন কালেও সৰ্বদেহে ও সৰ্বদা জপ কৰিবে। কাৰণ মানস জপে কোন দোষ নাই’। বিশ্বসায় তন্ত্ৰে কথিত হইয়াছে—‘জাগ্ৰৎ অবস্থায়, শায়িত বা উপবিষ্ট হইয়া, গমন কালে বা ভোজন কালেও এবং অশৌচেও সৰ্বদা জপ কৰিবে। সিদ্ধমন্ত্ৰেৰ জপে দোষ হয় না।

\* ଏ ପୁରୁଷେନ୍ଦ୍ର ଅତିବିକଳ ପାଠେ ଥିବା—“ପିଞ୍ଜିରାତସ୍ତେହିମି—କାଳିକାମାନ୍ଦ ତାରାସାନ୍ତ୍ରୀପୁରାଣାନ୍ଦ ହୁନାବି । ବାହୁପୂଜାର୍ପଣେ କାର୍ଯ୍ୟେ ହୃତକେ ହୃତକେହିମି ଚ । ଅଜ୍ଞାପି ନାଚରେ ସକ୍ତାବିଧାନ ହରବନ୍ଦେ ।”

ন কল্পনা দিবা বাত্রৌ নচ সন্ধ্যাবসানকে ॥ ৩৩ ॥

অথ গুরুমাহাত্ম্যম্

গুরুঃ সর্বস্ববাধীশো গুরুঃ সাক্ষী কৃতাকৃতে ।

সম্পূজ্য সকলং কৰ্ম কুর্যাৎ তস্যাজ্ঞয়া সদা ॥

গমনং পূজনং জাপং ভোজনং মননং † তথা ।

গৃহীত্বাজ্ঞাং গুবোঃ কুর্যাৎ তস্য সিদ্ধির্বিনা জপাৎ ॥

তন্ত্রে\*—ত্রিসন্ধ্যং শ্রীগুবোধ্যানং ত্রিসন্ধ্যং পূজনং গুবোঃ ।

ত্রিসন্ধ্যং ভাবয়েন্নিত্যং গুরুং পরমকাবণম্ ॥

স্বগুরুং হি বিনা দেবি ! নাত্মকং গুরুমর্চয়েৎ ।

প্রত্যক্ষো বা পবোক্ষো বা প্রত্যহং প্রণমেদ্ গুরুম্ ॥

একগ্রামে স্থিতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং প্রণমেদ্ গুরুম্ ।

ক্রোশমাত্রস্থিতো ভক্ত্যা গুরুং প্রতিদিনং নমেৎ ॥

অর্দ্ধযোজনতঃ শিষ্যঃ প্রণমেৎ পঞ্চপর্ববসু ।

একযোজনমাবভ্য যোজনদ্বাদশাবধি ।

উহাতে দিবসে, বাত্রিতে বা সন্ধ্যাব অবসানেও কোন বিচার নাই ॥ ৩৩ ॥

গুরু সমস্ত দেবতাব অধিপতি । গুরু সমস্ত কৃত ও অকৃত কর্মের সাক্ষী । গুরুব পূজা কবিতা তাঁহাব আজ্ঞানুসাবে সর্বদা সকল কর্ম কবিবে । যে ব্যক্তি গুরুব আজ্ঞা লইয়া গমন, পূজা, জপ, ভোজন ও মনন ( চিন্তা ) কবে, তাহাব বিনা জপেই সিদ্ধিলাভ হয় ।

তন্ত্রে কথিত হইয়াছে:—“ত্রিসন্ধ্যায় ( প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে ) শ্রীগুরুন ধ্যান ও ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীগুরুব পূজা কর্তব্য । ত্রিসন্ধ্যাব গুরুকে পবম কারণ বলিয়া ভাবনা ( চিন্তা ) কবিবে । হে দেবি ! স্বগুরু ব্যতীত অন্য গুরুব অর্চনা কবিবে না । শিষ্য ( গুরুব ) প্রত্যক্ষ হউক বা পবোক্ষ হউক—গুরুকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে । শিষ্য ( গুরুব সহিত ) এক গ্রামে অবস্থিত হইলে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় গুরুকে প্রণাম কবিবে । ( গুরু গৃহ হইতে ) এক ক্রোশ দূবে বাস কবিলে প্রতিদিন ভক্তিপূর্বক একবার গুরুকে প্রণাম কবিবে । শিষ্য অর্দ্ধযোজন মধ্যে থাকিলে পঞ্চপর্বে অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে

তত্ত্বসংখ্যাগর্ভৈর্মসিঃ প্রণমেদ্ শ্রীগুরুং প্রিয়ে ! ॥  
 যদি দুবে চ চার্বজি ! শ্রীগুরুর্নগনন্দিনি ! ।  
 সংবৎসবস্য মধ্যে তু দ্বিবারং পূজয়েদ্ গুরুম্ ॥  
 দ্বিবাবমিতি একদ্ব্যয়প্রাণে একথা দক্ষিণায়ণে ইত্যর্থঃ ।  
 এবং যো নাচবেদ্ দেবি ! স ভবেদ্ ব্রহ্মবান্ধবঃ ॥  
 একত্র গুরুণ সার্কং স্বপিতৃপরিষেচ যঃ ।  
 স যাতি নবকং ঘোবং যাবদিশ্রাশ্চতুর্দশ ॥  
 তত্ত্ব — গুরুমালোকয়ন্ শিষ্য উত্তিষ্ঠান্নাসনং ত্যজ্যেৎ ।  
 জাতিবিজ্ঞানাঢ্যোহপি দুবে দৃষ্ট্বা গুরুং মুদা ।  
 প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমৌ প্রদক্ষিণমথাচবেৎ ॥  
 আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদ্ গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ ।  
 প্রণম্য প্রবসেৎ পার্শ্বে তদা গচ্ছেদনুজয়া ॥  
 মুখাবলোকী সেবেত কুর্যাদাজ্ঞাদিমাধবাৎ ।  
 অসত্যং ন বদেদগ্রে ন বহু প্রলপেদপি ॥

গুরুদেবকে প্রণাম করিবে। এক যোজন হইতে দ্বাদশ যোজনেব মধ্যে অবস্থিত হইলে যোজন সংখ্যক মাসে ( গুরুব নিকট গমন করিয়া ) তাঁহাকে প্রণাম করিবে। হে চার্বজি নগনন্দিনি। যদি ইহাবও দুবে গুরুদেব অবস্থিত হন, তবে বৎসবেব মধ্যে দুইবার গুরুদেবকে প্রণাম করিবে। শ্লোকোক্ত ‘দ্বিবাব’ শব্দের অর্থ—একবার উত্তরায়ণে এবং একবার দক্ষিণায়ণে। হে দেবি। যে ব্যক্তি ( গুরুব প্রতি ) এইরূপ আচরণ না কবে, সে ব্রহ্মবান্ধব হব। যে ব্যক্তি গুরুব সহিত একত্র শয়ন ও উপবেশন কবে, সে চতুর্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ঘোব নবকে গমন কবে। ‘তত্ত্ব কথিত হইবাছে :—‘শিষ্য গুরুকে দেখিয়াই উত্তিত হইবা আসন পবিত্যাগ করিবে। বংশে, বিজ্ঞাষ এবং ঐশ্বৰ্য্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও শিষ্য গুরুদেবকে দুবে দেখিবা আনন্দেব সহিত দণ্ডবৎ ভূমিতে প্রণাম করিবে এবং তাহাব পব প্রদক্ষিণ করিবে। গুরু যখন আগমন কবেন, তখন অগ্রসব হইবা যাইবে ; যখন গমন করেন, তখন তাঁহাব অনুবর্তন করিবে। গুরুদেবকে প্রণাম করিবা তাঁহাব পার্শ্বে উপবেশন করিবে এবং তাঁহাব আজ্ঞানুসাবে তখন ( অন্তত্ৰ ) গমন করিবে। তাঁহাব মুখেব দিকে দৃষ্টি রাখিবা অর্থাৎ তাঁহাব অভিপ্রায়ানুসাবে সেবা করিবে এবং আদরের সহিত

ঋণদানং তথা দানং বস্তুনাং ক্রয়বিক্রয়ম্ ।  
 ন কুর্যাদ্ গুরুণা সার্কিং শিষ্যো ভূষা \* কথঞ্চন ॥  
 গুরুমাতা পিতা স্বামী বান্ধবাস্চ সূহৃদ গুরুঃ ।  
 ইত্যাদ্য মনো নিত্যং যজ্ঞে সর্বদা স্মৃনা গুরুম্ ॥  
 গুবোবগ্রে পৃথক্ পূজা-মৌদ্ধত্যঞ্চ বিবর্জয়েৎ ।  
 দীক্ষা-ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুবোবগ্রে পবিত্র্যজ্ঞে ॥  
 আসনং শযনং বস্ত্রং ভূষণং পাছুকাং তথা ।  
 ছায়াং কলত্রমগ্ৰদ বা † যদৃষ্টং তৎ সূপূজয়েৎ ॥  
 যথা দেবে তথা মন্ত্রে যথা মন্ত্রে তথা গুবৌ ।  
 যথা গুবৌ তথা স্বাস্থ্যন্তেবং ভক্তিক্রমঃ স্মৃতঃ ॥  
 গুরোঃ শয্যাসনং যানং পাছুকোপানহৌ তথা ।  
 স্নানোদকং তথা ছায়াং লজ্জযেন্ন কদাচন ॥ ৩৪ ॥

অন্তত্ৰাপি—দেবচ্ছায়াং গুরুচ্ছায়াং শক্তিচ্ছায়াং ন লজ্জয়েৎ ।

‡ প্রমাদতোহপি চেদ্ দেবি ! গুবোবগ্রে প্রপূজয়েৎ ॥

তাঁহাব আজ্ঞা প্রতিপালন কবিবে । গুরুব অগ্রে মিথ্যা কথা বলিবে না এবং বহু  
 কথাও বলিবে না । হে দেবি ! শিষ্য হইয়া গুরুব সহিত কখনও ঋণ দান ও  
 ঋণ গ্রহণ এবং বস্তুব ক্রয় বিক্রয় কবিবে না । গুরু মাতা, গুরু পিতা, গুরু স্বামী,  
 গুরু বান্ধব এবং গুরু সূহৃৎ—এইরূপে মনকে সর্বদা একাগ্র কবিয়া সর্বরূপে প্রত্যহ  
 গুরুকে পূজা কবিবে । গুরুব সম্মুখে পৃথক্ পূজা অর্থাৎ গুরুপূজা ব্যতীত অন্য  
 পূজা ও ঐক্যতা বর্জন কবিবে । গুরুব অগ্রে দীক্ষাব্যাখ্যা ( অধ্যাপনা ) ও  
 প্রভুত্ব পবিত্র্যাগ কবিবে । ( গুরুব ) আসন, শয্যা, বস্ত্র, ভূষণ, পাছুকা, প্রতিকৃতি,  
 পত্নী এবং অন্য যাহা কিছু দৃষ্ট হইবে, তাঁহাব পূজা কবিবে । দেবতাব যেরূপ ভক্তি, মন্ত্রে  
 তদ্রূপ ভক্তি কর্তব্য । মন্ত্রে যাদৃশ ভক্তি, গুরুতে তাদৃশ ভক্তি কবিবে । গুরুতে  
 যেরূপ ভক্তি, নিজেব আত্মাতেও সেরূপ ভক্তি কর্তব্য—ভক্তিব এইরূপ ক্রম কথিত  
 হইয়াছে । কখনও গুরুব শয্যা, আসন, যান, পাছুকা, চর্মপাছুকা, স্নানীয় জল ও  
 ছায়া লজ্জন কবিবে না ॥ ৪৩

অন্তত্ৰও কথিত হইয়াছে—দেবতাব ছায়া, গুরুব ছায়া ও শক্তির  
 ( গুরু-পত্নীর ) ছায়া লজ্জন কবিবে না । হে দেবি ! যদি প্রমাদবশতঃও কেহ গুরুব

\* ক থ দেবি ।

† ক থ অন্তত্ৰ

‡ ক যদি প্রমাদতো

স যাতি নবকং ঘোবং সা পূজা নিম্নলা ভবেৎ ॥  
 বিকৃতহস্তেন নোপোয়াৎ বাজানং দেবতাং গুরুম্ ।  
 ফল-পুষ্পাস্থবাদীনি যথাশক্ত্যা সমর্পয়েৎ ॥  
 ভক্ত্যা শক্ত্যানুসাবেণ গুরুমুদ্दिश्य यं कृतम् ।  
 স্বল্পং বা বহুলং তুল্যং ফলমাঢ্যদবিদ্রয়োঃ ॥  
 গুরুবর্থে কৃপাণো দেবি ! বৌবং নবকং ব্রজেৎ ।  
 গুরুবাক্যং মৃষা কুৰ্ব্বা আত্মবাক্যন্ত স্থাপয়েৎ ॥  
 গুরুং জেতুমনা যঃ সঃ পচ্যাতে নবকার্গবে ।  
 গুরোর্নাম ন ভাষেত জপকালাদৃতে কুচিং ॥  
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ নগনন্দিনি ! ।  
 ভূঞ্জতে বিবুধা ভক্ত্যা গুবোকচ্ছিষ্টমুক্তমম্ ॥  
 আগচ্ছেৎ যদি চার্বঙ্গি । গুরুঃ শিষ্যস্ত মন্দিবে ।  
 শিষ্যস্ত মন্দিবং দেবি ! কোটিসূর্যাগ্রহৈঃ সমম্ ॥  
 চন্দ্রগ্রহণকালো হি তদ্ দিনং বরবর্ণিনি ! ।  
 গুবোর্দর্শনমাত্রেন সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যাতে ॥

অগ্রে পূজা কবে, সে নবকে গমন কবে এবং সেই পূজা নিম্নল হয় । বিকৃতহস্তে  
 বাজা, দেবতা ও গুরুর নিকট গমন কবিবে না । সামর্থ্যানুসাবে ফল, পুষ্প ও বস্তাদি  
 প্রদান কবিবে । গুরুব উদ্দেশ্যে সামর্থ্যানুসাবে ভক্তিপূর্বক অল্প বা অধিক—যাহা  
 কবা হয় ; ধনী ও দরিদ্র—উভয়েই ফল তুল্য অর্থাৎ ধনী ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক  
 প্রচুর দিয়া যে ফল পাইবেন ; দরিদ্র ভক্তিপূর্বক অল্প দিয়া সেই ফলই পাইবেন ।  
 হে দেবি ! গুরুর উদ্দেশ্যে যাহাবা কৃপণ অর্থাৎ গুরুকে দিতে যাহাবা কৃপণতা  
 কবে ; তাহাবা ‘বৌব’ নবকে প্রবেশ কবে । যে ব্যক্তি গুরুবাক্যকে মিথ্যা  
 প্রতিপাদন করিয়া নিজের বাক্যকে যথার্থ প্রতিপাদন কবে এবং যিনি গুরুকে জয়  
 কবিত্তে অভিলষী, সে নবক-সমুদ্রে পতিতে থাকে । জপকাল ভিন্ন অন্য কোন সময়ে  
 গুরুব নাম উচ্চারণ কবিবে না । হে নগনন্দিনি ! জ্ঞানী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য  
 এবং শূদ্রগণও ভক্তির সহিত গুরুব উচ্ছিষ্ট ভোজন কবেন । হে চার্বঙ্গি ! যদি  
 গুরুদেব শিষ্যেব গৃহে আগমন কবেন, হে দেবি । হে বরবর্ণিনি ! শিষ্যেব সেই  
 গৃহ কোটি সূর্যাগ্রহণেব তুল্য পবিত্র ক্ষেত্র এবং সেই দিন চন্দ্রগ্রহণেব তুল্য পুণ্য ।  
 গুরুর দর্শনমাত্রাই সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয় । হে বরবর্ণিনি ! হে চার্বঙ্গি ! গুরু,

গুৰুং বা গুৰুপুত্ৰং বা গুৰীং বা বববৰ্ণিনি ! !

বিলজ্য যদি চাৰ্ব্বজি ! গচ্ছেৎ সাধকসন্তমঃ ।

তৎক্ষণাচ্চক্ৰলাপাজি ! নবকং চোত্তবোত্তবম্ ॥ ৩৫ ॥

উত্তবকল্পে—সাক্ষাদ্বাপি পবোক্ষে বা গুবোবাজ্জাং সমাচবেৎ ।

( পবোক্ষে তদনুজ্ঞান-বিধানং শৃণু শঙ্কবি ! ॥ )\*

পূজাকালে চ চাৰ্ব্বজি ! আগচ্ছেচ্ছিম্যমন্দিবম্ ।

গুৰুবা তৎস্মতো বাপি তৎপত্নী বা মহেশ্ববি ! ।

তদা পূজাং পবিত্যজ্য পূজবেৎ স্বগুৰুং প্ৰিয়ে ॥

যত্নলং হি গুবোৰ্দ্ৰব্যমদন্তং স্বীকবোত্যপি ।

তিবশ্চাং যোনিমাগচ্ছেৎ ক্ৰব্যাদৈৰ্ভক্ষ্যতে সদা ॥

সহস্ৰাবে গুবোঃ পাদপদ্মং ধ্যাৱা প্ৰপূজ্য চ ।

জুহা কবপুটং কুহা মনসা ধ্যানতৎপবঃ ॥

“বিহিতং বিদধে নাথ ! বিধেয়ং যৎ কৃপাং কুক ।

অবিকল্পং ভবত্বত্ৰ তত্ত্বদীয়প্ৰসাদতঃ ॥”

ইতি মন্ত্ৰেণ সংপ্ৰাৰ্থ্য তদাদিষ্টং সমাচবেৎ ॥ ৩৬ ॥

গুৰুপুত্ৰ বা গুৰুপত্নীকে লজ্জন কবিষা ( নমস্কাবাদি না কবিষা ) [ যদি কেহ ]  
গমন কবে ; হে চক্ৰলাপাজি চাৰ্ব্বজি ! তবে তিনি তৎক্ষণাৎ সাধকশ্ৰেষ্ঠ হইবাও  
উত্তবোত্তব নবকে গমন কবেন’ ॥ ৩৫

উত্তবকল্পে কথিত হইয়াছে :—‘সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে গুৰুৰ আজ্ঞা প্ৰতিপালন  
কবিবে । ( হে শঙ্কবি ! অসাক্ষাতে—গুৰুৰ আজ্ঞা প্ৰতিপালনেব বিধি বলিতেছি,  
শুন । ) হে চাৰ্ব্বজি ! হে মহেশ্ববি ! যদি পূজাকালে শিষ্যেব গৃহে গুৰু, গুৰুপুত্ৰ বা  
গুৰুপত্নী আগমন কবেন, তবে সে সময় পূজা পবিত্যাগ কবিষা নিজগুৰুকে ( গুৰুপুত্ৰ ও  
গুৰুপত্নীকে ) পূজা কবিবে । গুৰুকৰ্ত্তৃক অদন্ত অন্নমাত্ৰ দ্ৰব্যও যদি শিষ্য গ্ৰহণ কবে,  
তবে সে পশুদিগেব যোনি প্ৰাপ্ত হব এবং বাক্ষসগণ কৰ্ত্তৃক সৰ্বদা ভক্ষিত হব । সহস্ৰাৱ  
পদে গুৰুৰ পাদপদ্ম ধ্যান কবিষা ও পূজা কবিষা, স্তব কবিষা এবং কবপুট কবিষা  
মনেব ধাৱা ধ্যানতৎপব হইবা ‘বিহিতং বিদধে নাথ’ ইত্যাদি “ত্বদীয়প্ৰসাদতঃ”  
ইত্যন্ত মন্ত্ৰেব ধাৱা প্ৰাৰ্থনা কবিষা তাঁহাৰ আদিষ্ট কৰ্ম্মেব অনুষ্ঠান কবিবে’ ॥ ৩৬ ॥

মহিষমর্দিনীতন্ত্রে— শ্রীদেব্যাচ—

দেবদেব ! মহাদেব ! কৃপয়া পবমেশ্বৰ ! ।

গুৰুপূজাবিধানং মে বিস্তৃবাদ্ বদ শঙ্কৰ ! ॥

ঈশ্বৰ উবাচ—

দিব্যং বীৰঞ্চ চার্বঙ্গি ! পূৰ্বোক্তং বহুশঃ শ্রিয়ে ! ।

মানবস্ত ক্রমং দেবি ! সংক্ষেপান্নিগদামি তে ॥

গুৰুঃ পবগুৰুশ্চৈব পবাপবগুৰুস্তথা ।

স্বগুৰুঃ পবমেশানি ! সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম ন সংশয়ঃ ॥

তদ্-গুৰুঃ স্যাৎ পবগুৰুঃ স্বয়ং বিষ্ণুঃ ক্ষিতৌ সদা ।

পবাপবগুৰুস্তস্ত গুৰুঃ সাক্ষান্মহেশ্বৰঃ ॥

গুৰুব্রহ্মা গুৰুবিষ্ণুগুৰুদেবো মহেশ্বৰঃ ।

অতএব মহেশানি ! সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো গুৰুঃ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকাং সৰ্বব্যাপিনমীশ্বৰম্ ।

সৰ্বেশং সৰ্বদং দেবং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥

পূবস্তাৎ পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥

ত্রিসন্ধ্যং শ্রীগুবোধ্যানং ত্রিসন্ধ্যং পূজনং গুবোঃ ।

মহিষমর্দিনীতন্ত্রে শ্রীদেবী বলিতেছেন—হে দেবদেব মহাদেব ! হে পরমেশ্বৰ শঙ্কৰ ! কৃপাপূৰ্ব্বক আমাকে গুৰুপূজাব বিধি বিস্তৃতভাবে বলুন । ঈশ্বৰ বলিলেন—‘হে চার্বঙ্গি ! হে শ্রিয়ে ! পূৰ্বে অতিবিস্তৃতভাবে দিব্য ও বীৰক্রম কথিত হইয়াছে । হে দেবি ! সংক্ষেপে মানবক্রমেব কথা তোমাকে বলিতেছি । (মানবক্রমে) গুৰু, পবম গুৰু ও পবাপব গুৰু—(এই ত্রিবিধ গুৰু) ।

হে পবমেশ্বৰি ! নিজের গুৰু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, ইহাতে সন্দেহ নাই । তাঁহার গুৰু পরম গুৰু হন, তিনি পৃথিবীতে সৰ্বদা স্বয়ং বিষ্ণু স্বরূপ । তাঁহার গুৰু পবাপব গুৰু ; তিনি সাক্ষাৎ মহেশ্বৰ । গুৰুই ব্রহ্মা, গুৰুই বিষ্ণু এবং গুৰুদেবই মহেশ্বৰ । অতএব হে মহেশ্বৰি ! গুৰুদেব সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম-স্বরূপ । অখণ্ডমণ্ডলাকাং সৰ্বব্যাপী ষড়ৈশ্বৰ্য্যশালী সৰ্বেশ্বৰ সৰ্বদাতা গুৰুদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম কবি । সম্মুখে, পার্শ্বদেবে ও পৃষ্ঠে নমস্কাৰ । তোমাকে নমস্কাৰ নমস্কাৰ—এইরূপে শিষ্য নিত্য ত্রিসন্ধ্যাং শ্রীগুৰুৰ ধ্যান

ত্রিসন্ধ্যাং ভাবয়েন্নিত্যং গুণং পবমকাবণম্ ॥  
 গুণং বিনা ববাবোহে । নাস্তি সিদ্ধিঃ কদাচন ॥ ৩৭ ॥  
 গুণং স্মৃদ্ধা মহেশানি । দিবসে দিবসে প্রিয়ে । ॥  
 পূজয়েন্মানসৈর্গন্ধৈধু পৈর্দীপৈস্তথোত্তমৈঃ ।  
 ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈস্তথা পেষৈর্দধিভুক্ষৈবনেকধা ॥  
 পনসৈর্নাবিকৈলৈশ্চ তথা বস্তাকলৈঃ প্রিয়ে । ॥  
 অন্নৈর্নানাবিধৈর্দেবি ! পূজয়েৎ স্বগুণং প্রিয়ে ! ॥  
 স্বগুণং হি বিনা দেবি ! নান্যথা গুণমর্চয়েৎ ।  
 ( মৎসৈশ্বর্যমসৈর্মহেশানি ! পূজয়েদ্ ভক্তিতঃ প্রিয়ে । ) \* ॥  
 গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ চার্ব্বজি ! পূজয়েদ্ ভক্তিতঃ সদা ।  
 স্বর্ণৈশ্চ পট্টবস্ত্রৈশ্চ তথা কার্পাসসম্ভবৈঃ ॥  
 অবিচিত্রৈর্বিচিত্রৈশ্চ অতিসূক্ষ্মৈর্মনোহরৈঃ ।  
 আসনৈর্বিবিধৈর্দেবি ! বক্তকম্বলসংযুক্তৈঃ ॥  
 তথা নানাবিধৈর্দ্রব্যৈঃ পূজয়েৎ স্বগুণং সদা ।  
 অলঙ্কারৈবস্তথা দেবি । বিবিধৈঃ স্বর্ণনির্মিতৈঃ ॥  
 বাজতৈশ্চৈব চার্ব্বজি ! স্বগুণং পূজয়েৎ সদা ॥

ও ত্রিসন্ধ্যায় ত্রীগুরুব পূজা কবিবে এবং ত্রিসন্ধ্যায় গুণকে পবম কাবণ বলিয়া চিন্তা কবিবে । হে ববাবোহে । গুণ ব্যতীত কখনও সিদ্ধি নাই ॥ ৩৭ ॥

হে প্রিয়ে ! হে মহেশানি ! প্রত্যহ গুণকে স্মরণ কবিত্তা মানস গন্ধসমূহেব দ্বাবা এবং মানস উত্তম ধূপসমূহ ও দীপসমূহেব দ্বাবা পূজা কবিবে । হে প্রিয়ে ! হে দেবি ! সেইরূপ অর্থাৎ মানস অনেক প্রকাব ভক্ষ্য, ভোজ্য দ্বাবা এবং পেষ দধি-দুগ্ধ দ্বাবা এবং পনস ( কাঁঠাল ), নাবিকেল ও বস্তা ফলেব দ্বাবা এবং নানাবিধ অন্ন দ্বাবা নিজ গুণকে পূজা কবিবে । হে দেবি ! স্বগুণ ব্যতীত অন্য গুণকে অর্চনা কবিবে না । হে চার্ব্বজি ! গন্ধ ও মাল্য দ্বাবা ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা গুণকে পূজা কবিবে । হে দেবি । স্বর্ণের দ্বাবা, পট্টবস্ত্রের দ্বাবা, বিচিত্র বা অবিচিত্র অতি সূক্ষ্ম মনোহর কার্পাস বস্ত্রের দ্বাবা, বক্তকম্বলসংযুক্ত বিবিধ আসনেব দ্বাবা এবং অত্যন্ত নানাবিধ দ্রব্যের দ্বাবা সর্ব্বদা নিজগুণকে পূজা কবিবে । হে চার্ব্বজি । স্বর্ণনির্মিত ও



গুবোর্মন্ত্ৰং মহেশানি । প্রজপেৎ স্তববন্দিতে ! ।  
 গুবোঃ পত্নীং মহেশানি । পূজয়েদ্ বিধিনাহমুনা ! ॥ ৩৮ ॥  
 গুৰুবদ্ গুৰুপুত্রেষু গুৰুবৎ তৎসুতাদিষু ।  
 প্রত্যহং § পূজনং কার্য্যং চামুনা বিধিনা প্রিয়ে ! ॥  
 গুবোবভাবে চার্ব্বঙ্গি ! গুৰুপত্নীং পূজয়েৎ ।  
 তদভাবে চ চার্ব্বঙ্গি ! গুৰুপুত্রং স্বয়ং শিবম্ ।  
 তদভাবে ববাবোহে ! গুৰুকন্তাং পূজয়েৎ ॥  
 তদভাবে মহেশানি ! গুৰুস্মৃৎ প্রপূজয়েৎ ।  
 এষামভাবে চার্ব্বঙ্গি ! গুবোর্গোত্রং প্রপূজয়েৎ ॥  
 গোত্রাভাবে ববারোহে । তথা মাতামহং গুবোঃ ।  
 মাতুলং মাতুলানীং বা পূজয়েদ্ বিধিনাহমুনা ॥ \*  
 যদি নো পূজয়েদ্ দেবি । অনেন বিধিনা প্রিয়ে ! ।  
 প্রায়শ্চিত্তী ভবেদ্ দেবি । তৎক্ষণাৎ স চ সাধকঃ ॥  
 সংবৎসবস্ত্র মধ্যে তু ন গচ্ছেদ্ যদি সাধকঃ ।

বজতর্নিস্থিত বিবিধ অলঙ্কারে দ্বাবা নিজগুৰুকে পূজা করিবে । হে মহেশ্বরি ! হে স্তববন্দিতে ! গুৰুমন্ত্ৰ জপ করিবে এবং এই বিধি দ্বাবা গুৰুপত্নীকে পূজা করিবে ॥ ৩৮ ॥

হে প্রিয়ে ! এই বিধি অনুসারে গুৰুপুত্রগণকে গুৰুব ভ্রাতৃ এবং গুৰুব হ্রিহিতাদি আত্মীয়গণকে গুৰুব ভ্রাতৃ প্রত্যহ পূজা করিবে । হে চার্ব্বঙ্গি ! গুৰুব অভাবে (অনুপস্থিতিতে) গুৰুপত্নীকে পূজা করিবে । গুৰুপত্নীৰ অভাবে স্বয়ং শিবস্বরূপ গুৰুপুত্রকে পূজা করিবে এবং গুৰুপুত্রের অভাবে গুৰু-কন্তাকে পূজা করিবে । হে মহেশ্বরি ! গুৰুকন্তার অভাবে গুৰুব ভগিনীকে পূজা করিবে । ইহাদেব অভাবে গুৰুব সগোত্রকে পূজা করিবে । হে ববারোহে । সগোত্রের অভাবে গুৰুব মাতামহকে, মাতুলকে কিম্বা মাতুলানীকে এই বিধানে পূজা করিবে । হে দেবি ! যে সাধক এই বিধি অনুসারে পূজা না কবে, হে প্রিয়ে ! সে তৎক্ষণাৎ প্রায়শ্চিত্তার্থ হয় এবং যে সাধক সর্বদা কাশী পুৰী তুল্য গুৰুদেবের মন্দিরে সংবৎসবের মধ্যে গমন না কবে,

§ ৩ পুস্তকে 'পূজয়েৎ প্রত্যহং ভক্ত্যা' ইতি পাঠঃ ।

\* ক পুস্তকেহত্র শ্লোকদ্বয়—“যদি দূবে চ চার্ব্বঙ্গি । স্বগুরুর্নগনন্দিনি ! ॥ সংবৎসরস্ত্র মধ্যে তু পূজয়েদ্ বিধিনাহমুনা ॥ একবোস্তরায়ণে কালে একবা দক্ষিণায়নে । পূজয়েদ্ গুৰুদেবক বিধিনা চামুনা প্রিয়ে । ॥”

মন্দিবং গুণদেবস্ত্য সদা কালীপূবীসমম্ ॥  
 কালীসমং মহেশানি । যঃ পশ্যেদ্ গুণমন্দিবম্ ।  
 শিবতুল্যো ভবেদ্ দেবি । তৎক্ষণাৎ স চ সাধকঃ ॥  
 গুবোর্গেহং সমাসাত্ত উচ্ছিষ্টভক্ষণং চবেৎ  
 তদৈব সহসা সিদ্ধিঃ সাধকস্ত্য ভবেৎ প্রিয়ে ॥  
 অভুক্তা গুণদেবস্ত্য চোচ্ছিষ্টং বববর্ণিনি ! ।  
 বিত্যাং বা পবমেশানি । মন্ত্রং বা নগনন্দিনি । ॥  
 ন জপেৎ তু কদাচিৎ তু কুত্রচিৎ কচিদেব হি ।  
 তন্মুখং চঞ্চলাপাজি । বিষ্ঠাকূপসমং প্রিয়ে । ॥  
 উচ্ছিষ্টভক্ষণাদ্ দেবি । মুখস্ত্য শোধনং প্রিয়ে । ॥  
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ নগনন্দিনি ! ॥  
 ভুঞ্জতে বিবিধং ভক্ত্যা গুবোকচ্ছিষ্টমুত্তমম্ ।  
 গুবোকচ্ছিষ্টমন্নঞ্চ সদানন্দময়ং প্রিয়ে । ॥  
 গুবং বা গুবপুত্রং বা পল্লীং বা বববর্ণিনি ! ।  
 বিলজ্য যদি চার্বকজি । গচ্ছেৎ সাধকসত্তমঃ ।  
 তৎক্ষণাচ্চঞ্চলাপাজি ! নবকং চোত্তবোত্তবম্ ॥

সেও প্রাশ্চিত্তার্থ হব। হে মহেশানি ! যে সাধক গুবগৃহকে কালীতুল্য দর্শন  
 কবে, হে দেবি । সে সাধক তৎক্ষণাৎ শিবতুল্য হব। গুবদেবেব গৃহে গমন  
 কবিয়া উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ কবিবে ; হে প্রিয়ে ! সাধকেব সেই কালেই সহসা সিদ্ধিলাভ  
 হইবে। হে বববর্ণিনি । হে পবমেশবি নগনন্দিনি । গুবদেবেব উচ্ছিষ্ট  
 ভোজন না কবিয়া কোনও সময়ে কোনও স্থানে কোনও কালে বিত্যা বা মন্ত্র জপ  
 কবিবে না । যেহেতু হে প্রিয়ে । হে চঞ্চলাপাজি ! সেই সাধকেব মুখ বিষ্ঠাকূপেব  
 তুল্য ( অপবিত্র ) হব। হে দেবি । হে প্রিয়ে ! ( গুব ) উচ্ছিষ্ট  
 ভক্ষণের দ্বারা মুখেব শুদ্ধি হব। হে নগনন্দিনি ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও  
 শূদ্রগণ ভক্তিপূর্বক গুব বহবিধ উচ্ছিষ্ট উত্তমরূপে ভোজন কবেন ।  
 হে প্রিয়ে ! গুব উচ্ছিষ্ট অন্ন সকল সময়েই আনন্দময় । হে বববর্ণিনি !  
 গুবকে বা গুবপুত্রকে বা গুবপল্লীকে লজ্বন কবিয়া ( নমস্কাবাদি না কবিয়া ) যদি  
 কেহ গমন কবে, হে চঞ্চলাপাজি চার্বকজি । তিনি সাধকশ্রেষ্ঠ হইয়াও  
 তৎক্ষণাৎ উত্তবোত্তর নবকে গমন করেন অর্থাৎ তাহাব উক্ত নবক-জনক অদৃষ্ট

মন্দিবং গুৰুদেবস্ত কুটিবং যদি পার্বতি ! ।

কৈলাসসদৃশাকাবং তদেব নগনন্দিনি ! ॥ ৩৯ ॥

যদ্ যদিষ্টতমং লোকে সাধকস্ত শুচিস্মিতে ! ।

তৎ সৰ্ববং গুববে দত্তাৎ ভক্ত্যা পবমবল্লভঃ ॥

তদৈব সহসা দেবি ! মন্ত্ৰসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।

গুবোবাজ্ঞাং সমাদায় প্রজপেদনিশং যদি ॥

তদৈব সহসা সিদ্ধিবর্ষ্টসিদ্ধীশ্ববো ভবেৎ ।

পূজাকালে চ চার্বজি ! আগচ্ছেচ্ছিষ্যমন্দিবম্ ॥

গুরুৰ্বা গুরুপুত্রো বা পত্নী বা বববৰ্ণিনি ! ।

তদা পূজাং পবিত্র্যজ্য পূজয়েৎ স্বগুরুং প্রিয়ে ! ॥

দেবতাপূজনার্থঞ্চ গন্ধপুষ্পাদিকং প্রিয়ে ! ।

তৎসৰ্ববং গুববে দত্তা পূজয়েন্নগনন্দিনি ! ॥

তদৈব সহসা দেবি ! দেবতা প্রীতিমাংস্ন য়াং ॥ ৪০ ॥

কদ্ৰয়ামলে—গুরুৰ্বা গুরুপত্নী বা পুত্রো বাপি সমাগতঃ ।

জ্যেষ্ঠো বাপ্যর্চনামধ্যে শিষ্যঃ সৰ্ব্বাৰ্চনাং ত্যজেৎ ।

আজ্ঞয়া পূজয়েচ্ছিষ্য ইতি শাস্ত্রস্ত নিৰ্ণয়ঃ ॥

উৎপন্ন হব । হে নগনন্দিনি পার্বতি ! গুরুদেবেব মন্দিব যদি কুটিব হব, তাহা হইলেও উহা কৈলাসেব তুল্য ( জানিবে ) ॥ ৩৯ ॥

হে শুচিস্মিতে । ইহলোকে সাধকেব বাহা বাহা প্রিষতম বস্ত, সে সমস্তই যত্নপূৰ্ব্বক ভক্তি সহকাৰে গুরুদেবকে দান কৰিবে, হে দেবি । তৎকালেই সহসা ( তাহাব ) মন্ত্ৰ সিদ্ধি উৎপন্ন হব । যদি গুরুব আজ্ঞা গ্রহণ কৰিয়া সৰ্বদা ( মন্ত্ৰ ) জপ কৰে ( তাহা হইলে ) তৎকালেই সহসা সিদ্ধি হয় এবং সে অষ্টসিদ্ধিব অধীশ্বব হইতে পাবে । হে চার্বজি ! হে বববৰ্ণিনি ! যদি পূজাকালে শিষ্যেব গৃহে গুরু, গুরুপুত্র বা গুরুপত্নী আগমন কবেন ; তখন পূজা পবিত্র্যাগ কৰিবা নিজগুরুকে ( তৎপুত্র ও তৎপত্নীকে ) পূজা কৰিবে । হে নগনন্দিনি ! হে প্রিয়ে ! দেবতা পূজাব জ্ঞাত যে সমস্ত গন্ধপুষ্পাদি ( সংগৃহীত হইয়াছে ) । সে সমস্ত গুরুদেবকে প্রদান কৰিয়া পূজা কৰিবে, সেই সময়ে সগৃহীত দেবতা প্রীতিলাভ কবেন ॥ ৪০ ॥

কদ্ৰয়ামল তন্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে, গুরু বা গুরুপত্নী অথবা ( গুরুব ) জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি পূজাকালে উপস্থিত হন, শিষ্য সমস্ত অৰ্চনা ত্যাগ কৰিবে । কিন্তু ( গুরুব ) আজ্ঞানুসাৰে

গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথা ধূপৈস্তথা নৈবেদ্যৈকৈবপি ।  
 পূজয়েদ্ বিবিধৈর্ভক্ত্যা শুক্লকং তৎসুতঞ্চ বা ॥  
 ( শুক্লদেবো হবঃ সাক্ষাৎ তৎপত্নী হববল্লভা ।  
 শুক্লপুত্রো গণেশঃ স্যাদ্ বিভাব্য পূজনং চবেৎ ॥ ) \*  
 শুক্লপত্নী মহেশানি ! সাক্ষাদ্ দেবীস্বকপিণী ।  
 গণেশসদৃশং দেবি ! শুক্লপুত্রং বিভাবয়েৎ ॥  
 শিষ্যস্য তদ্ দিনং দেবি ! কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমম্ ॥  
 চন্দ্রগ্রহণকালং হি তদ্ দিনং বববর্ণিনি । ॥ ৪১ ॥  
 শুবোদর্শনমাত্রেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।  
 তৎক্ষণাচ্চঞ্চলাপাদ্ধি ! দানং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥  
 স্বর্ণ-গো-তিল-বস্ত্রাণাং বজ্রতন্ত্র বিশেষতঃ । †  
 শুবোঃ প্রীতিং সমুদ্दिশ্য দানং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ ।  
 শ্রীশুবো প্রীতিমাপন্যে দেবতা প্রীতিমাপ্নুয়াৎ ।  
 প্রীত্যাং দেবতায়াং তু মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥  
 শুবোঃ সমীপে চার্কজি । ন মিথ্যা চোচ্চবেৎ কচিৎ ।

শিষ্য পূজা কবিতে পাবিবে—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত । বিবিধ গন্ধপুষ্প এবং ধূপ ও দীপ এবং নৈবেদ্যেব দ্বাবা নিজশুক্লকে অথবা শুক্লপুত্রকে পূজা কবিবে । ( শুক্লদেব সাক্ষাৎ মহেশ্বব, শুক্লপত্নী পার্কভী এবং শুক্লপুত্র গণেশস্বকপ হন—ইহা চিন্তা কবিবা পূজা কবিবে ) । হে মহেশানি ! শুক্লপত্নী সাক্ষাৎ দেবীস্বকপিণী । হে দেবি ! শুক্লপুত্রকে গণেশতুল্য চিন্তা কবিবে । হে দেবি ! শিষ্যেব সেইদিন ( শুক্ল উপস্থিতি দিন ) কোটি সূর্য্যগ্রহেব তুল্য । হে বববর্ণিনি ! সেদিনকে চন্দ্রগ্রহণেব কাল ( জানিবে ) ॥ ৪১ ॥

হে চঞ্চলাপাদ্ধি ! শুক্লব দর্শন মাত্রেই সর্ব্বপাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয । তখন বিচক্ষণ শিষ্য দান ( দেয বস্ত্র ) দিবে । বিচক্ষণ শিষ্য শুক্লব প্রীতিকে উদ্দেশ্য কবিয়া বিশেষতঃ স্বর্ণ, গো, তিল ও বস্ত্রেব এবং বজ্রতেব দান কবিবে । শ্রীশুক্ল প্রীতি প্রাপ্ত হইলে দেবতা ( ইষ্ট দেবতা ) প্রীতিপ্রাপ্ত হন । দেবতা প্রীত হইলেই নিশ্চিত মন্ত্র-সিদ্ধি হয় । হে চার্কজি । শুক্লব নিকটে কখনও মিথ্যা উচ্চাবণ কবিবে না ।

\* খ পুস্তকেহয় ব্রোকে নাহি । † (খ) চিহ্নিত পুস্তকেহত্ৰাং পাঠো দৃথতে—“স্বর্ণদানঞ্চ গোদানং তিলদানং তৈবে চ । বস্ত্রস্ত বজ্রতন্ত্রেব দানং কুর্য্যাদ্ স্তভক্তিতঃ । শ্রোঃ প্রীতিং সমুদ্दिশ্য দানং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ ।”

গুবোবঙ্গে মহেশানি ! দেবতাকাবমুত্তমম্ ॥  
 গুবোঃ কৃপা মহেশানি ! পূজা-মূলং মহৎ পদম্ ।  
 গুবোৰ্বাক্যং মত্তমূলং পবং ব্রহ্ম স্বয়ং গুবঃ ॥  
 অনেন বিধিনা দেবি ! প্রত্যহং ভাবয়েদ্ গুবম্ ।  
 তদৈব সহসা সিদ্ধির্জায়তে কমলাননে ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীপবিত্রাজকাচার্য্য পবমহংসতীর্থাবধূত শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দগিবি-  
 কৃতায়াং শান্তানন্দতবঙ্গিন্যাং দীক্ষানির্ণয়ো  
 নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ ।

হে মহেশানি ! গুবব অঙ্গে দেবতাব মনোহব আকাব (মূর্ত্তি) (চিত্তা কবিবে) ।  
 হে মহেশ্বরি ! গুবব কৃপা পূজাব মূল এবং মহাপদ । গুবব বাক্যই মত্তের মূল ।  
 গুবদেবই স্বয়ং পবব্রহ্ম । হে দেবি । প্রত্যহ এই বিধি অনুসাবে গুবকে চিত্তা  
 কবিবে । হে কমলাননে । তাহা হইলেই সহসা সিদ্ধি জন্মে ॥ ৪২ ॥

শান্তানন্দতবঙ্গিনী ব দীক্ষানির্ণয় নামক দ্বিতীয় উল্লাসেব অনুবাদ সমাপ্ত ।

# হুতীশোল্লাসঃ

## যোগনির্ণয়ঃ

বিনা চোপাসনাং দেবী ন দদাতি ফলং নৃণাম্ ।

তস্মৈ—ধ্যাতঃ স্মৃতঃ পূজিতো বা স্তুতো বা নমিতোহপি বা ।

জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি পূজকানাং বিমুক্তিদঃ ॥

ইত্যাদিষু পূজাদিকং বিনা চতুর্বর্গফলং ন সম্ভবতীতি জ্ঞায়তে ।

## বিগ্রহস্ফুটি-কারণম্

নিগুণস্য ব্রহ্মণঃ কেন প্রকাষণে পূজাদিকং কার্য্যং, শবীৰ-বহিতত্বাৎ ।

কেন প্রকাষণে বা তন্মুক্ত্যাদিকং দাতুং শক্যতে ? অত এব সাধকানাং হিতার্থায় সগুণ-নিগুণভেদাদ্ ব্রহ্মণো দ্বৈবিধ্যমাহ—শ্রীবামতাপনীয়-শ্রুতৌ কুলার্ণবে চ—

চিন্ময়স্তাহদ্বিতীয়স্তা নিষ্কলস্তাহশবীৰিণঃ ।

উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো কপকল্পনা ॥ ১ ॥

অস্তার্থঃ—চিন্ময়স্তা জ্ঞানময়স্তা । মার্কণ্ডেয়-পুবাণে—

চিত্তিকাপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ ।

উপাসনা ব্যতীত দেবতা মনুষ্যগণেব ( অভিলষিত ) ফল দেন না । “জ্ঞানপূর্বক বা অজ্ঞান পূর্বক, ( সাধক কর্তৃক ) ধ্যাত, স্মৃত, পূজিত, স্তুত বা নমিত হইলেই দেবতা সাধকগণেব মুক্তিপ্রদ হন”—তস্মৈ এই সমস্ত বচনে জানা যায় যে, পূজাদি ব্যতীত চতুর্বর্গ ফল ( ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ) সম্ভব নহে ।

নিগুণ ব্রহ্মেব কিরূপে পূজাদি কর্তব্য ? অর্থাৎ পূজা সম্ভব নহে । কাবণ তাঁহাব শবীৰ নাই । আব কি প্রকাষেই বা তিনি মুক্তি প্রভৃতি ফল দিতে পাবেন ; অর্থাৎ শবীৰ শূন্য বলিয়া তিনি কোন ফল দিতে পাবেন না । এই জন্ত অর্থাৎ উপাসনাদিব জন্ত শ্রীবামতাপনীয় শ্রুতিতে এবং কুলার্ণবে তস্মৈ সাধকেব হিতেব নিমিত্ত সগুণ ও নিগুণ ভেদে ব্রহ্মেব দ্বিবিধ রূপ বলিতেছেন—“উপাসকেব উপাসনা কার্য্যেব নিমিত্ত চিন্ময়, অদ্বিতীয়, মায়াতীত, অশবীৰী ব্রহ্ম কর্তৃক রূপ ( বিগ্রহ ) কল্পিত হইয়াছে” ॥১॥

এই শ্লোকেব চিন্ময়স্তা পদেব অর্থ—“জ্ঞানময়স্তা” অর্থাৎ জ্ঞানময়েব । মার্কণ্ডেয় পুবাণে কথিত হইয়াছে :—“যিনি চৈতন্যরূপে এই পবিত্রদৃশ্যমান সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া

অদ্বিতীয়শ্চ একশ্চ । তথাচোক্তং যোগিনীহৃদয়ে—

একং হি পবনং ব্রহ্ম নানাত্বেন নিকপ্যতে ।

স্থূল-সূক্ষ্মবিভেদেন পবনব্রহ্ম-স্বরূপিণী ॥ #

গোপালতাপনীয়শ্রুতিবর্ণি—

একমেব পবনং ব্রহ্ম মায়ায়া তু চতুষ্টয়ম্ ॥ ২ ॥

তস্মাদ্ ব্রহ্মৈব পুংসুপেণ স্ত্রীকপেণ চ মায়ায়ৈব নটবদ্ বহুধা ভবতি ।

“বহুকপ ইবাভাতি মায়ায়া বহুকপয়া” ।

ইতি শ্রুতেঃ । নিষ্কলশ্চ কলা মায়া তয়া বহিতশ্চ । আগ্নেয়পুবাণে—

সকলো নিষ্কলো জ্ঞেয়ঃ সর্ববজ্রঃ পবনো হবিঃ ।

দেহস্থঃ সকলো জ্ঞেয়ো নিষ্কলো দেহবর্জিতঃ ॥

হবিবিত্ত্বাপলক্ষণম্ । যামলে—

সগুণা নিগুণা চেতি মহামায়া দ্বিধা মতা ।

সগুণা মায়ায়া যুক্তা তয়া হীনা তু নিগুণা ॥ ৩ ॥

অবস্থিত আছেন’ । অদ্বিতীয়শ্চ পদেব অর্থ—‘একশ্চ’ অর্থাৎ একেব । যোগিনী-  
হৃদয়তন্ত্রে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে । যথা—‘একই পবনব্রহ্ম নানাকপে নিকপিত হন  
এবং পবনব্রহ্মস্বরূপিণী ব্রহ্ম শক্তি ও স্থূল-সূক্ষ্মভেদে নানাকপে প্রতিভাত হন’ । গোপাল-  
তাপনীয় শ্রুতিও বলিতেছেন—‘একই পবনব্রহ্ম মায়াদ্বারা চারিভাগে বিভক্ত হন ॥২॥

অতএব ব্রহ্মই মায়া দ্বাবাই পুংসুপে ও স্ত্রীকপে নটবদ্ ত্রায বহুকপ হন । কাবণ  
শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—‘ব্রহ্ম ( বহুকপ না হইলেও ) বহুকপা মায়াদ্বারা বহুকপেব  
ত্রায প্রতিভাত হন ।’

নিষ্কলশ্চ পদেব অন্তর্গত কলা শব্দেব অর্থ—মায়া । সূত্রবাং “নিষ্কলশ্চ”  
পদেব অর্থ—মায়া শূন্যেব । আগ্নেয় পুবাণে কথিত হইয়াছে—“সর্ববজ্র পবনম্শ্বব  
সকল ( সগুণ ) ও নিষ্কল ( নিগুণ ) জানিবে । দেহমধ্যবর্তী পবনম্শ্বব সকল  
এবং দেহবহিত পবনম্শ্বব নিষ্কল জানিবে” । “হবি” এই পদটী উপলক্ষণ অর্থাৎ  
হবিপদেব দ্বারা পবনম্শ্বব ও মহামায়া উভয়ই সকল-নিষ্কলকপে লক্ষিত হইতেছে ।  
যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—“সগুণ ও নিগুণ—এইরূপে মহামায়া দ্বিবিধা বলিয়া  
নিশ্চিত হইয়াছে । মায়াযুক্ত মহামায়া সগুণা আব মায়াহীন মহামায়াই নিগুণা ॥৩॥

\* মুদ্রিতে যোগিনীহৃদয়ে শ্লোকোহং নোপলভ্যতে ।

অশরীৰিণঃ মুখ-হস্ত-পাদাশ্রয়বাবচ্ছিন্ন-শৰীৰ-বহিতস্ত । ভূতশুদ্ধৌ—

নিষ্কলং পবমং ব্রহ্ম কুতঃ শ্রীতিঃ কুতঃ স্মৃতম্ ।

নিবাকাং নিবীহঞ্চ বহিতং ত্ৰিদ্ৰিষণে চ ।

জন্ম-কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বাণি ব্রহ্মণো নাস্তি ভামিনি । ॥

প্রকৃতেঃ সন্তি ভাবিনীতি পাঠশ্চ । উপাসকানাং সভক্তিব-  
জ্ঞানকৰ্ম্মযোগবতামিত্যর্থঃ । \* লৈঙ্গে—

সৰ্ব্বেষামেব মৰ্ত্ত্যানাং বিভোদিব্যবপুঃ শুভম্ ।

সকলং ভাবনাযোগ্যং যোগিনামপি নিষ্কলম্ ॥ ৪ ॥

যোগিনাং কৰ্ম্মযোগ-জ্ঞানযোগ-ভক্তিযোগবতামিত্যর্থঃ । আগ্নেয়-

পুৰাণে—সাধুনাংপ্রমত্তানাং ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ ।

উপকৰ্ত্তা নিবাকাবস্তদাকাৰেণ জায়তে ॥

অশরীৰিণঃ পদেব অর্থ—মুখ হস্ত পাদাদি অবয়ববিশিষ্ট শৰীৰ বহিতেব ।  
ভূতশুদ্ধি তন্ত্ৰে কথিত হইয়াছে—“পবম ব্রহ্ম নিষ্কল ( মাৰাতীত ), নিবাকাব, নিবীহ  
( চেষ্টাবহিত ) ও ইন্দ্রিষ বহিত , স্মৃতবাং তাঁহাব শ্রীতি কোথা হইতে হইবে ?  
আব স্মৃধই বা কোথা হইতে হইবে ? হে ভামিনি । ব্রহ্মেব জন্ম কৰ্ম্ম কিছুই  
নাই ।” কোন কোন ভূতশুদ্ধি তন্ত্ৰে—“জন্মকৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বাণি প্রকৃতেঃ সন্তি ভাবিনি”  
এইরূপ পাঠ আছে । উহাব অর্থ—হে ভাবিনি ! প্রকৃতিব জন্ম-কৰ্ম্ম সকলই  
আছে ।

উপাসকানাং পদেব অর্থ—ভক্তিমান্ জ্ঞান-যোগী ও কৰ্ম্মযোগীগণেব ।  
লিঙ্গপুৰাণে কথিত হইয়াছে—“পবমেশ্বৰেব দিব্য দেহ সকল মানবগণেবই শুভজনক ।  
পবমেশ্বৰেব সকল দেহ ( মাৰাকল্পিত বিগ্রহ ) ভাবনাব যোগ্য আব যোগীগণেব  
নিষ্কলদেহও ভাবনাব যোগ্য ॥৪॥

যোগিনাং পদেব অর্থ হইতেছে—কৰ্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগীগণেব  
অৰ্থাৎ এই ত্ৰিবিধ যোগবিশিষ্ট ব্যক্তিই এস্থলে “যোগিন” শব্দেব অর্থ । আগ্নেয়  
পুৰাণে কথিত হইয়াছে—“ভক্তবৎসল ভগবান্ অপ্রমত্ত সাধু ভক্ত সাধকগণেব  
উপাসনা কার্যেব নিমিত্ত নিবাকাব হইয়াও সেই সেই আকাৰে ( সাধক-  
গণেব ইষ্টদেবরূপে ) আবির্ভূত হন এবং তাহাদেব উপকাৰক হইয়া চতুর্বর্গ

\* ক পুস্তকে জ্ঞানযোগভক্তিযোগবতাম্ খ পুস্তকে জ্ঞানযোগ-ভক্তিযোগবহিতভক্তানাং ।



কার্যার্থ সাধকানাঞ্চ চতুর্বর্গফলপ্রদঃ ॥

তথাচোক্তং মার্কণ্ডেয়পুবাণে—

আবাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ।

বৃহন্মাবদীয়ে—ভক্তানাং মোক্ষদানায় ভবতো মূর্ত্তিকল্পনা ॥ ৫ ॥

আরাধনা-লক্ষণম্

আবাধনা তু ধ্যানং পূজা চ । তে চ ভেদজ্ঞানপূর্ব্বিকে ভোগ-  
স্বর্গপ্রদে । অভেদজ্ঞানপূর্ব্বিকে তু মুক্তিপ্রদে । তদর্থঞ্চ ব্রহ্মকর্তৃককপ-  
কল্পনা ইত্যর্থঃ । ধ্যানস্ত তৎতদেবতায়াস্তত্তত্তন্ত্র-ঘটকীভূত-তত্তদ্বর্ণোৎ-  
পন্ন-মুখহস্তপাদাত্তবয়বাবচ্ছিন্ন-শবীববিষয়কজ্ঞানমিতি তু নিষ্কর্ষার্থঃ ।  
তথাচোক্তং গারুড়োহপি—

অমূর্ত্তশ্চেৎ স্থিবো ন শ্রাৎ ততো মূর্ত্তিং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৬ ॥

ধ্যানদ্বৈবিধ্য-কথনম্

যামলেহপি—স্থূলসূক্ষ্ম-বিভেদেন ধ্যানস্ত দ্বিবিধং ভবেৎ ।

সূক্ষ্মং মন্ত্রবপুর্জ্ঞানং স্থূলং বিগ্রহচিন্তনম্ ॥

ফল প্রদান কবেন ।” মার্কণ্ডেয় পুবাণেও সেইরূপ কথিত হইয়াছে । যথা—“সেই মহামায়াই আবাধিতা হইয়া মানবগণের ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গ ( মুক্তি ) প্রদা হইয়া থাকেন ।” বৃহন্মাবদীয়-পুবাণে কথিত হইয়াছে—“ভক্তগণের মোক্ষদানের নিমিত্ত ভগবান্ কর্তৃক মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে” ॥৫॥

আবাধনা কিন্তু ধ্যান ও পূজা । সেই ধ্যান ও পূজা ( পূজ্য ও পূজকের ) ভেদজ্ঞান পূর্ব্বক হইলে ভোগ ও স্বর্গপ্রদ হইয়া থাকে ; অভেদজ্ঞান পূর্ব্বক হইলে মুক্তিপ্রদ হয় । এই জ্ঞানই অর্থাৎ আবাধনাব জ্ঞানই ব্রহ্মকর্তৃক কপ কল্পিত হইয়াছে—ইহাই উক্ত শ্লোকের অর্থ । ধ্যান কিন্তু সেই সেই দেবতাব অর্থাৎ সাধকগণের নিজ নিজ ইষ্টদেবতাব সেই সেই মন্ত্রের ( ইষ্টমন্ত্রের ) স্বকপ-নির্বাহক প্রত্যেক বর্ণ হইতে উৎপন্ন মুখ, হস্ত ও পাদাদি অবয়ববিশিষ্ট যে শবীব, সেই শবীব বিষয়ক জ্ঞান—ইহাই “ধ্যান” শব্দের নিষ্কট অর্থ । গরুড় পুবাণেও তাহাই কথিত হইয়াছে । যথা—“যদি পবমেশ্বর মূর্ত্তিবহিত হন, তবে তিনি স্থিব অর্থাৎ ধ্যানের বিষয় হইতে পাবেন না । সেই জ্ঞানই পবমেশ্বরের মূর্ত্তি চিন্তা করিবেন” ॥৬॥

যামলতন্ত্রেও কথিত হইয়াছে—“স্থূল সূক্ষ্মভেদে ধ্যান দ্বিবিধ । মন্ত্রাত্মক বিগ্রহেব চিন্তাই সূক্ষ্ম ধ্যান । আব স্থূল ধ্যান হইতেছে স্থূল বিগ্রহের চিন্তা । হস্ত, পদ,

কবপাদোদবাস্তাদি কপং যৎ স্থলবিগ্রহম্ ।

সুস্পন্দং প্রকৃতে কপং পবং জ্ঞানময়ং স্মৃতম্ ॥

সুস্পন্দ্যানং মহেশানি ! কদাচিন্ন হি জাযতে ।

স্থলধ্যানং মহেশানি । কৃত্বা মোক্ষমবাপ্ন যাৎ ॥ ৭ ॥

যামলে—দেবতায়াঃ শবীবন্ত বীজাহুৎপত্ততে ধ্রুবম্ ।

তত্তদবীজাত্মকং মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥

তদিষ্টং ভাবয়েদ্ দেবি ! যথোক্তধ্যানযোগতঃ ।

বর্ণরূপেণ সা দেবী জগদাধাবকপিণী ॥

বীজাৎ বর্ণাৎ । বীজপবিভাষামাহ কুলচূডামণৌ -

একাক্ষবং সমুদ্রত্যা পূর্ববীজং পবং শক্তিবিত্তি ।

পূর্বকং কমিত্তি । পবমীকাবঃ । বেফঃ কীলকম্ । গান্ধৰ্বে -

নিত্যমেকাক্ষবং ব্রহ্ম অক্ষবং পবমং পদম্ ।

সবুজ্ জপ্ত্বাহক্ষবং মন্ত্রং ব্রহ্মভূষাষ কল্পতে ॥

জপ্ত্বা তং সাধয়েৎ সৰ্ব্বং বহুজাপেন কিং ফলম্ ॥ ৮ ॥

উদব ও মুখ প্রভৃতি যে কপ ( আকাব ), তাহাই স্থলবিগ্রহ এবং প্রকৃতিব অতাত ( অত্রিগুণাত্মক ) জ্ঞানময় রূপই সুস্প বিগ্রহ বলিয়া কথিত হইয়াছে । হে মহেশানি । ( স্থল ধ্যান ব্যতীত ) সুস্পন্দ্যান কখনও উৎপন্ন হয় না । হে মহেশ্ববি । ( সাধক ) স্থল ধ্যান কবিয়া সালোক্যাদি মুক্তি প্রাপ্ত হয়” ॥৭॥

যামল তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—“দেবতাব বীজ হইতেই দেবতাব শবীব উৎপন্ন হয় । ( সাধক ) সেই সেই বীজরূপ মন্ত্র জপ কবিয়া ব্রহ্মময় হন । অতএব হে দেবি ! যথোক্ত ধ্যানযোগেব দ্বাবা ইষ্টমন্ত্রেব ভাবনা কবিবে । পবমেশ্বর-শক্তি সেই মহামায়াই বর্ণরূপে জগতের আধাব-স্বকপা হইয়াছেন । শ্লোকোক্ত ‘বীজাৎ’ এই পদেব অর্থ—বর্ণাৎ অর্থাৎ বর্ণ হইতে । কুলচূডামণি তন্ত্রে বীজ শব্দেব পবিভাষা বলিতেছেন—“পূর্বক অর্থাৎ ককাবরূপ একাক্ষব বীজ উদ্ধাব কবিয়া পব অর্থাৎ জৈকাবকপ শক্তি উদ্ধাব কবিবে” । পূর্ব শব্দেব অর্থ—ককাব । পব শব্দেব অর্থ—জৈকাব । বেফ হইতেছে কীলক । গান্ধৰ্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—“একাক্ষব মন্ত্র নিত্য ব্রহ্ম স্বরূপ আব ঐ অক্ষবই পবমপদ ( মোক্ষ ) । ( সাধক ) সেই একাক্ষব মন্ত্র একবাব জপ কবিয়া ব্রহ্মভূত্যা হন । স্মৃতবাং সেই একাক্ষব মন্ত্র জপ কবিয়া সকলই সিদ্ধ কব । বহু জপেব ফল কি ? ॥৮॥

স্থূলঃ সূক্ষ্ম এক এব । তথাচোক্তং যামলে—

স্বতন্ত্র্য দ্বিবিধং কপং কাঠিষ্ঠং স্বচ্ছতা তথা ।

কাঠিষ্ঠে স্বচ্ছতায়ান্ত্ব স্বতমেব ন সংশয়ঃ ॥

পাদ্বেহপি—দীপাচ্ছংপত্ততে দীপো যথা তদ্বদ্ ভবিষ্যতি ।

ইতি বচনাৎ । অথবা পূজ্য-পূজকয়োবভেদজ্ঞানার্থং ব্রহ্মণো কপ-কল্পনা ।

তথাচোক্তং কোশ্মে—

মন্তান্তে যে তু চাত্মানং বিভিন্নং পবমেশ্ববাং ।

ন তে পশুন্তি তং দেবং বৃথা তেবাং পবিশ্রমঃ ॥

ঈশ্বব ইতুপলক্ষণম্ । তথাচোক্তং কদ্ৰ্যামলে—

সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্বমন্ত্রময়ীং পবাম্ ।

আত্মানং চিন্তয়েদ্ দেবি ! পবমানন্দকপিণীম্ ॥ ৯ ॥

যোগনিরূপণম্

অথ প্রসঙ্গাদ্ যোগজ্ঞানং লিখ্যতে ।

অথাহপবং প্রবক্ষ্যামি সমাধিং ভবনাশনম্ ।

ভবনাশনং জন্মনাশনমিত্যর্থঃ ।

স্থূল ও সূক্ষ্ম একই অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মের কোন ভেদ নাই । যামলতন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা—“স্বতেব হইট কপ—কাঠিষ্ঠ ও স্বচ্ছতা, কিন্তু কাঠিষ্ঠ ও স্বচ্ছতা, এই উভয় অবস্থাতেই তাহা স্বতই থাকে—ইহাতে সংশয় নাই” । “দীপ হইতে যেমন দীপ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ( সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের ) উৎপত্তি হইবে”—পদ্মপুবাণেব এই বচন হইতেও তাহাই জানা যায় অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম এক । অথবা পূজ্য ও পূজকের অভেদ জ্ঞানের জন্তই ব্রহ্ম কর্তৃক কপ ( বিগ্রহ ) কল্পিত হইয়াছে । কুশ্মপুবাণেও তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা—“যাহাবা নিজেব আত্মাকে পবমেশ্বব হইতে বিভিন্ন মনে কবে, তাহাবা সেই পবমেশ্ববকে দর্শন কবে না । তাহাদেব ( আবাধনা কার্যে ) পবিশ্রম বৃথা ।” “ঈশ্বব” এই শব্দটী উপলক্ষণ অর্থাৎ পূর্বোক্ত বচনে ঈশ্বব শব্দটী ইষ্টদেব তাৎপর্যে প্রযুক্ত হওয়ায় ‘পবমেশ্ববাং’ পদেব অর্থ হইবে—ইষ্টদেব হইতে । কদ্ৰ্যামলে তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা—“হে দেবি । পবমানন্দ-কপিণী সর্বমন্ত্রময়ী ও সর্বদেবময়ী পবা দেবীকে নিজেব আত্মা বলিবা ভাবনা করিবে” ॥৯॥

অনন্তর প্রসঙ্গক্রমে যোগজ্ঞান লিখিত হইতেছে । অনন্তব “ভবনাশন” অপব সমাধি বলিব । “ভবনাশন” অর্থাৎ—জন্মনাশক । হৃৎপদ্মেব কর্ণিকামধ্যে মনোহব

হুংপদ্মকর্ণিকামধ্যে ধ্যায়েৎ সিংহং মনোহবম্ ।  
সিংহোপবি স্থিতং পদ্মং বক্তং তন্ত্ৰোদ্ধিগং শিবম্ ॥  
তন্ত্ৰোপবি মহাদেবী বমতে কামকপিণী ॥  
সিতপ্ৰেতো মহাদেবো বক্তপ্ৰেতোহপি পদ্মজঃ ।

ব্রহ্মা লোহিতপঙ্কজ ইতি বা পাঠঃ ।

হবির্হবস্তু বিজ্ঞেয়ো বাহনানি মহোজসঃ ॥  
ধ্যায়েচ্চ পবমেশানি । যথোক্ত-ধ্যানযোগতঃ ।  
দেব্যাশ্বকং স্বমাত্মানং ভাবয়েদ্ যতমানসঃ ॥  
তন্ত্ৰান্ধ্র(লু)কপং যদ্ যৎ তৎ স্বকীয়মিতি ভাবয়েৎ ।  
ঐক্যং সংভাবয়েন্নিত্যং স্বগুণদেবতাশ্চানাম্ ॥ ১০

শ্রীক্ৰমেশপি—আত্মানং চিন্তয়েদ্ দেবি । শক্তিমাত্মাস্বকপিণীম্ ।

মনসা বচসা চৈব কাযিকেন চ চিন্তয়েৎ ॥

অন্তত্রাপি—আত্মাহভেদেন সঞ্চিন্ত্য যাতি তন্মযতাং নবঃ ।

সোহহমিত্যস্ত সততং চিন্তনাং তন্মযো ভবেৎ ॥

সিংহ চিন্তা কবিবে । সিংহেব উপবিভাগে অবস্থিত বক্তপদ্ম ও উহাব উপবিভাগে স্থিত শিবকে ধ্যান কবিবে । উহাব উপবিভাগে কামকপিণী মহাদেবী বিবাজমানা আছেন । গুণবর্ণ প্রেতকপ মহাদেব ও বক্তবর্ণ প্রেতরূপ পদ্মোদ্ভব ( ব্রহ্মা )—হবি ও হব—ইহঁাবা মহাশক্তিব বাহন । অথবা ( উক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণে ) “ব্রহ্মা লোহিত-পঙ্কজঃ” এইরূপ পাঠ আছে । হে মহেশ্ববি ! যথোক্ত-ধ্যান-যোগানুসাবে ধ্যান কবিবে, সংযতচিত্ত হইবা নিজের আত্মাকে দেবীস্বকপ চিন্তা কবিবে এবং তাঁহাব অন্বকপ যে যে দেবতা, তাহাদিগকেও আত্মীব অর্থাৎ আত্মস্বকপ চিন্তা কবিবে । সর্বদাই নিজ গুণ, দেবতা ও আত্মাব ঐক্য ভাবনা কবিবে ॥১০॥

শ্রীক্ৰমতন্ত্ৰে কথিত হইয়াছে—“হে দেবি ! মনেব দ্বাবা আত্মাস্বকপিণী শক্তিকে আত্মা বলিয়া চিন্তা কবিবে । বাক্যেব দ্বাবা এবং শবীবের দ্বাবা শক্তিব উপাসনা কর্তব্য ।” অন্তত্রও কথিত হইয়াছে—“আত্মাব সহিত অভেদে ( ইষ্টদেবকে ) চিন্তা কবিয়া সাধক নব তৎস্বকপতা প্রাপ্ত হয় । “সোহহম্” অর্থাৎ সেই পবমেশ্ববিই আমি—উহার সর্বদা চিন্তায় সাধক তৎস্বকপ হইয়া যায় । আমি দেবী—অন্ত নহি এবং

অহং দেবী ন চাত্তোহস্মি মুক্তোহহমিতি ভাবয়েৎ ।  
 বদ্ভস্ম চিন্তনাদ্ কদ্ভো বিষ্ণুঃ স্মাদ্ বিষ্ণুচিন্তনাৎ ॥  
 দুর্গায়াস্চিন্তনাদ্ দুর্গা ভবত্যেব ন চাত্তথা ।  
 এবমভ্যাস্তমানস্ত অহন্তহনি পার্বতি ! ॥  
 জ্বামবগ্নঃখাঠৈমুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ।

### ধ্যানযোগ-প্রশংসা

ধ্যানযোগপবস্তাহস্ত পূজা নাস্তি কথঞ্চন ॥  
 বিনা স্মার্বিনা পূজাং বিনা জাপ্য-পুবক্ষিয়াম্ ।  
 ধ্যানযোগাদ্ ভবেৎ সিদ্ধির্নাত্তথা খলু পার্বতি ! ॥  
 এতৎ তে কথিতং দেবি ! ব্রহ্মজ্ঞানমিদং মহৎ ।  
 বিজ্ঞায গুরুতো দেবি ! সংসার-সাগবৎ তবেৎ ॥  
 অহং ব্রহ্মাস্মি বিজ্ঞানাদজ্ঞানবিলয়ো ভবেৎ ।  
 সোহহমিত্যেব সঙ্কিন্ত্য বিহবেৎ সর্বদা প্রিয়ে ! ॥  
 যথা ফেন-তবঙ্গাদি সমুদ্রাচ্ছিতং মূনে ! ।  
 সমুদ্রে লীয়তে তদ্বদ্ জগদাত্মনি লীয়তে ॥  
 ইতি গন্ধর্ববতস্তোত্র-বোগঃ ॥ ১১ ॥

আমি মুক্ত—উহা ভাবনা কবিবে। (সাধক) কড়ের ভাবনার বদ্ভস্মকপ এবং বিষ্ণুর ভাবনার বিষ্ণুস্বরূপ হয়। দুর্গার চিন্তাও দুর্গা হয়; অত্ৰ কোন প্রকারে (তাহা) হয় না। হে পার্বতি। প্রত্যহ এইকপ অভ্যাস করিলে জরা, মৃত্যু ও দুঃখ হইতে এবং সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। এই ধ্যানযোগপব্যয়ণ ব্যক্তির পূজা নাই অর্থাৎ এইকপ যোগীব বাহ পূজা অনাবশ্যক।

হে পার্বতি। স্মার ব্যতীত, পূজা ব্যতীত, জপ ও পূবশ্চরণ ব্যতীত ধ্যানযোগ দ্বারা নিশ্চয়ই সিদ্ধি হয়; অত্ৰ কোন প্রকারে সিদ্ধি হয় না। হে দেবি! ইহা তোমাকে বলিলাম। এই মহৎ ব্রহ্মজ্ঞান গুরুব নিকট অবগত হইবা (শিষ্য) সংসার-সাগব হইতে উত্তীর্ণ হইবে। আমি ব্রহ্ম—এইকপ জ্ঞান হইতে অজ্ঞানেব লয় হয়। হে প্রিয়ে। সেই (পরমেশ্বর) আমিই—এই চিন্তা কবিবা—সর্বদা বিচরণ কবিবে অর্থাৎ সকল সময়ে সকল কার্যেব মধ্যে ‘সোহহং’ চিন্তা কবিবে। হে মূনে! ফেন, তরঙ্গ, বদ্বদ্ব ধমন সমুদ্রে হইতেই উত্থিত হয় এবং সমুদ্রেই

তস্মাৎ সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্ম স্ত্রীপুংকপং ধত্তে । বিষ্ণুযামলে  
দেবীং প্রতি বিষ্ণুবচনম্—

মাতস্ত্বং-পবমং রূপং তন্ন জানাতি কশ্চন ।  
কাল্যাদি স্থূলং যদ্রূপং তদর্চন্তি দিবৌকসঃ ॥  
স্ত্রীকপাং বা স্ববেদ দেবীং পুংকপাং বা স্ববেৎ প্রিয়ে ।।  
স্ববেদ বা নিম্নলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দকপি যৎ ॥

### স্ত্রীরূপাবতার-লক্ষণম্

স্তন-যোত্নাশ্রবয়বাবচ্ছিন্ন-শবীবাঃ স্ত্রীরূপাবতাবাঃ । তদ্ যথা—  
কালী নীলা মহাভূগা স্ববিতা ছিন্নমস্তকা ।  
বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিবা পুনঃ ॥  
কামাখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী ।  
ইত্যাত্মাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ॥ ১২ ॥  
অন্ত্রাঙ্গি—উমেতি কেচিদাহুস্ত্বাং শক্তিং লক্ষ্মীতি চাপবে ।  
ভাবভীত্যপবে চৈনাং গিবিজ্যেত্যঙ্গিকৈতি চ ॥

গয় হয়, তদ্রূপ এই জগৎ ( ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইবা ) ব্রহ্মেই লয় হয় । ইহাই  
গন্ধর্বভক্তোক্ত যোগ ॥ ১১ ॥

অতএব সাধকেব কল্যাণেব জন্মই ব্রহ্ম স্ত্রীরূপ ( স্ত্রী মূর্ত্তি—কালী ভূগা  
প্রভৃতি ) ও পুরুষরূপ ( পুরুষ মূর্ত্তি—শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি ) ধারণ কবেন । বিষ্ণু-যামল  
তন্ত্রে দেবীং প্রতি বিষ্ণুব উক্তি হইতেছে—“হে মাতঃ ! তোমাব সেই পরম  
( ব্রহ্ম ) রূপ কেহ জানে না । কালী, তাবা প্রভৃতি যে সমস্ত স্থূল রূপ, তাহা  
দেবভাগণ অর্চনা কবেন । হে প্রিয়ে ! সেই দেবীকে স্ত্রীরূপা চিন্তা কবিবে  
অথবা পুরুষরূপা চিন্তা কবিবে । অথবা দেবীকে—সচ্চিদানন্দরূপ যে নিম্নল  
ব্রহ্ম, তৎস্বরূপা চিন্তা কবিবে ।” স্তন, যোনি প্রভৃতি অবয়ববিশিষ্ট বিগ্রহ স্ত্রীরূপ  
অবতাব । তাহা এইরূপ :—কালী, নীলা ( তাবা ), মহাভূগা, স্ববিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্-  
বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিবা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা ( ভৈববী ), মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী  
( মহিষমর্দিনী )—প্রভৃতি এই সমস্ত বিদ্যা ( শক্তি ) কলিকালে পূর্ণ ফলদাত্রী ॥ ১২ ॥

অন্ত্রাঙ উক্ত হইয়াছে—“কেহ তোমাকে উমা বলে, কেহ শক্তি বলে, অপর  
কেহ লক্ষ্মী বলে ; অপব কেহ ইহাকে ভাবভী বলিবা মনে করে । কেহ বা গিবিজা,

দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডীং মাহেশ্বরীং তথা ।  
কোমারীং বৈষ্ণবীং বাবাহীতি চৈন্দ্রীতি চাপবে ॥  
ব্রাহ্মীতি বিত্ৰাবিত্তেতি মায়েরি চ তথা পবে ।  
প্রকৃতিং চাপবাং চৈব বদন্তি পবমর্ষণঃ ॥ ১৩ ॥

### পুরুষাবতার-লক্ষণম্

শিশ্নাত্তবয়বাবচ্ছিন্নশবীবাবচ্ছিন্নাবতাবাঃ পুংসকাঃ । যথা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-  
শিবাদয়ঃ । এবং—

মৎস্যঃ কুর্শ্মো ববাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা ।  
রামো বামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধ-কঙ্কী চ তে দশ ॥  
ইত্যাদি । নপুংসকং গৃহস্থৈবনুপাস্যমেব, ফলাজনকত্বাৎ ।  
গৃহস্থানাঞ্চ সর্বৈ স্ত্র্যত্র ব্রহ্মা বৈ ব্রহ্মচাৰিণাম্ ।

“গৃহস্থানাঞ্চ সর্বৈ স্ত্র্য”বিত্যুপাদানাং শিব-দুর্গা-বিষ্ণুপূজাবেষণ  
উপাসনা কার্য্যা । তথাচ বিমলানন্দভাষ্যে কুর্শ্মপূবাণম্—

মহুগ্ৰাণামুমা দেবী তথা বিষ্ণুঃ সদাশিবঃ ।  
যা যস্যাহভিমতা পুংসঃ সা হি তস্যৈব দেবতা ।

কেহ বা অম্বিকা, কেহ বা দুর্গা, কেহ বা ভদ্রকালী, কেহ চণ্ডী, কেহ বা মহেশ্বরী,  
সেইরূপ কেহ কোমারী, কেহ বৈষ্ণবী, কেহ বাবাহী, কেহ ঐন্দ্রী, কেহ ব্রাহ্মী, কেহ  
বিত্তা, কেহ অবিত্তা, কেহ বা মায়ী বলে । পবমর্ষণগণ তোমাকে পবা প্রকৃতি  
বলিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

উপস্থাদি অববববিশিষ্ট বিগ্রহবুদ্ধ অবতার পুরুষরূপ । যেমন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু,  
শিবাদি । এইরূপ :—মৎস্ত, কুর্শ্ম, ববাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পবশুবাম,  
বলরাম ও কঙ্কী—এই দশ অবতার ও অন্যান্য দেবতাগণ । নপুংসক অবতার  
গৃহস্থেব উপাস্তই নহে, কাবণ তাঁহাবা ফলজনক হন না । “গৃহস্থেব সকলেই  
উপাস্ত, কিন্তু ব্রহ্মচাৰী ব্রহ্মই উপাস্ত”—এই বচনে ‘গৃহস্থেব সকলেই উপাস্ত’  
এইরূপ কথিত হওয়ায় শিব, দুর্গা বিষ্ণুরূপেই গৃহস্থেব পরমেশ্ববেব উপাসনা  
কর্তব্য । ‘বিমলানন্দভাষ্যে’ক্ত কুর্শ্মপূবাণ বচনে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে । যথা—  
“মহুগ্ৰগণেব উমাদেবী, বিষ্ণু ও সদাশিব উপাস্ত । যে মানবেব যে দেবতা অভিমত  
অর্থাৎ যিনি যাঁহাব উপাসনা করিতে ইচ্ছুক, তিনিই তাঁহাব ঈষ্ট দেবতা । কিন্তু

কিন্তু কার্য্যাবিশেষেণ পূজিতা স্বেষ্টদা নৃণাম্ ॥

নৃণাং মনুষ্যাণামভেদেন পূজা কার্য্য। শৈবে দেবীং প্রতি ঈশ্বব-  
বাক্যম্—একং প্রশংসতি যন্ত সর্বানুব প্রশংসতি ।

একং নিন্দতি যন্তেষাং সর্বানুব বিনিন্দতি ॥ ১৪ ॥

### ঈশ্বরনিন্দা-ফলম্

ঈশ্ববস্য প্রশংসায়্য ন স্তুং নিন্দায়াং বা ন হুংখং, স্তুত্ৰুংখ-  
রহিতহ্যং । কিন্তু নিন্দকস্য নবকমেব । তথাচোক্তং ভাষ্যে—

দেবী-বিষ্ণু-শিবাদীনামেকস্তং পবিচিন্তয়েৎ ।

ভেদকল্পবকং যাতি যাবদাহুতসংপ্রবম্ ॥

আহুতসংপ্রবং প্রলয়কাল-পর্য্যন্তমিত্যর্থঃ । বাবাহে—

যথা হুর্গা তথা বিষ্ণুর্ঘথা বিষ্ণুস্তথা শিবঃ ।

এতৎত্রয়মেব ন পৃথগ্ ভাবয়েৎ স্তুধীঃ ॥

যোহন্থথা ভাবয়েদেতান্ পক্ষপাতেন মূঢ়ধীঃ ।

স যাতি নবকং ঘোবং বৌরবং পাপপুঙ্খঃ ॥ ১৫ ॥

মনুষ্যাগণেব অবিশেষেই পূজা কর্তব্য । অভেদে পূজিত হইলেই তিনি স্বাভিমত  
ফল প্রদান কবেন । উক্ত শ্লোকের “কিন্তু কার্য্যাবিশেষেণ” এই অংশের অর্থ—  
মনুষ্যাগণেব অবিশেষে অর্থাৎ অভেদে পূজা কর্তব্য । শিবপূবাণে দেবীর প্রতি ঈশ্ববের  
বাক্য হইতেছে—“যিনি এককে প্রশংসা কবেন, তিনি সকলকেই প্রশংসা কবেন ।  
যিনি তাঁহাদেব একজনের নিন্দা কবেন, তিনি সকলকেই নিন্দা কবেন” ॥ ১৪ ॥

ঈশ্ববের প্রশংসায় স্তুত্ৰ হয় না এবং নিন্দায় হুংখ হয় না । কারণ তাঁহার স্তুত্ৰ হুংখ  
নাই । কিন্তু নিন্দাকারীর নবকই হইয়া থাকে । তাহাই ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে ।  
যথা—“দেবী, বিষ্ণু ও শিবাদি ঐক্যই ( অভেদই ) ভাবনা কবিবে । যাহারা  
ভেদ কল্পনা করে, তাহাবা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নবকে গমন করে” ? ‘আহুত-সংপ্রব’  
শব্দেব অর্থ হইতেছে—প্রলয়কাল পর্য্যন্ত । ববাহ পূবাণে উক্ত হইয়াছে “যেহুগ হুর্গা,  
সেইহুগ বিষ্ণু, সেইহুগ শিব—স্তুধী ব্যক্তি এই তিন জনকে একই চিন্তা  
করিবে, কখনও পৃথক্ চিন্তা কবিবে না । যে মূঢ় পক্ষপাত-প্রযুক্ত ইহাদিগকে  
পৃথক্ বলিয়া ভাবনা করে, সেই পাপাত্মা বৌরব নামক ঘোর নরকে  
গমন কবে ।” ॥ ১৫ ॥



যামলে—ধ্যানগম্যং প্রপঞ্চস্তি রুচিভেদাং পৃথগ্বিধম্ ।

তন্ত্বে—একৈব হি মহামায়া নামভেদং সমাশ্রিতা ।

বিমোহনায় লোকানাং তস্মাৎ সমমনা ভবেৎ ॥

প্রবৃত্তিমার্গসঙ্গস্ত দীক্ষাভেদেন পূজয়েৎ ।

নিবৃত্তিং মার্গমাণস্ত ভেদবাদং বিবৰ্জয়েৎ ॥ ১৬ ॥

### শক্ত্যুপাসনা-প্রশংসা

শিববিষেণকপাসনাং ত্যক্ত্৷ দেব্যা উপাসনা কর্তব্য৷, কোমলান্তঃ-  
কবগত্৷ ভুক্তিমুক্তিদাতৃহাচ । শিব-বিষেণকপাসনায়াং কায়ক্লেশেন  
মুক্তিমাভ্রম্ । তথাচ শাবদায়াং ভুবনেশ্বরীং প্রতি শিববাক্যম্—

আদ্যাপ্যশেষজগতাং নবযৌবনাসি

শৈলাধিবাজতনয়্যাপ্যতিকোমলাসি ।

সময়াতন্ত্বে—কদাচিৎ কস্ত মুক্তিঃ স্তাৎ কস্তচিদ ভুক্তিবেব চ ।

এতস্তাঃ সাধকস্তাথ ভুক্তিমুক্তিঃ কবে স্থিতা ॥

কদ্র্যামলে—যত্রাস্তি ভোগো নচ তত্র মোক্ষো

যামলতন্ত্বে উক্ত হইয়াছে—“সাধক আপনাব কচি অমুসারে ধ্যানগম্য  
পবমেশ্বকে নানাকপ দেখে” । তন্ত্বে কথিত হইয়াছে—“একই মহামায়া  
সাধারণ জনগণেব মোহেব নিমিত্ত নামভেদ আশ্রয় কবিয়াছেন অর্থাৎ শিব দুর্গাদি  
নানা মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন । অতএব তুল্যমনা হইবে অর্থাৎ ভেদ দৃষ্টি  
বর্জন কবিবে । ঝাঁহাবা প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিত, তাঁহাবা বিবিধ দীক্ষাব দ্বারা দেবীব  
অর্চনা কবিবেন । নিবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা কবিলে ভেদবাদ পবিত্যাগ কবিবে” ॥ ১৬ ॥

শিব ও বিষ্ণুব উপাসনা পবিত্যাগ কবিয়া দেবীব উপাসনা কর্তব্য, কারণ তাঁহাব  
অন্তঃকবণ কোমল এবং তিনি ভোগ ও মোক্ষদাত্রী । কিন্তু শিব ও বিষ্ণুব উপাসনাব  
বহু কষ্টে মুক্তিমাভ্র হয় । শারদাতিলক তন্ত্বে ভুবনেশ্বরীব প্রতি শিবব উক্তিভে  
সেইরূপই কথিত হইয়াছে । যথা :—“সমস্ত জগতেব আত্মা ( আদি জননী ) হইয়াও  
তুমি নবযৌবনা এবং পর্বতবাজ হিমালয়েব কন্তা হইয়াও তুমি অতি কোমলা ।”  
সমযাতন্ত্বে উক্ত হইয়াছে :—“( শিব ও বিষ্ণুব উপাসকগণেব ) কখনও কাহাবও মুক্তি  
হয় এবং কাহাবও বা ভোগ হয় ; কিন্তু দেবীব উপাসকগণেব ভুক্তি মুক্তি দুইই  
করতলগত হয় ।” কদ্র্যামল তন্ত্বে উক্ত হইয়াছে :—“যেখানে ভোগ আছে, সেখানে

যত্রাস্তি মোক্ষো নচ তত্র ভোগঃ ।

শিবাশ্রয়াদ্ভোগ্যুগার্চ্চকানাং

ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ কবন্ত্ এব ॥

যোহন্তেভ্যো দর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাক্ষতি ।

স্বপ্নলব্ধ-ধনেনৈব ধনবান্ কিং ভবেন্নবঃ ॥

শুক্লো রজতবিভ্রাস্তির্ঘৃথা জাযেত পার্বতি !

তথাত্মদর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাক্ষতঃ \* ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীপবিত্রাজকাচার্য্য-পবনহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ-ব্রহ্মানন্দগিবি-

কৃতাত্মাং শান্তানন্দ-তত্ত্বজিগ্যামভেদযোগনির্ণয়ো

নাম তৃতীয়োন্মাসঃ ।

মোক্ষ নাই। যেখানে মোক্ষ আছে, সেখানে ভোগ নাই। যাহাবা মহাদেবীর পাদপদ্ম যুগল অর্চনা কবে। তাহাদের ভোগ ও মোক্ষ কবন্তলেই অবস্থান করে। যে ব্যক্তি অস্ত্র দেবতাব দর্শন (সাক্ষাৎকাব) হইতে ভোগ ও মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করে, সে কি স্বপ্নলব্ধ ধনের দাবাও ধনবান্ হইতে পাবে? হে পার্বতি! শুক্লিতে যেরূপ রজতপ্রম উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অস্ত্র দেবতাব দর্শন হইতে ভোগ ও মোক্ষ আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তির ভ্রাস্তিই জন্মে ॥ ১৭ ॥

শান্তানন্দ তত্ত্বজিগীর অভেদযোগ নামক তৃতীয় উন্মাসের

অনুবাদ সমাপ্ত ।

\* বস্তুতস্ত গর্ষণোপাসকানায়েব প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদেনোপাসনয়া ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিরিতি শাস্তিসিদ্ধান্তঃ ।

## চতুর্থোক্তাসঃ

### অথ প্রাতঃকৃত্যম্

যামলে— প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো দেবীং ভক্তিতোহর্চয়েৎ ।  
তস্ম পূজা চ বিফলা শৌচহীনা যথা ক্রিয়া ॥  
ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে চোখায় চিন্তয়েদ্ গুরুদেবতম্ ।  
স্বমূৰ্দ্ধনি সহস্রাবে শিবাখ্য-পববিন্দুকে ॥  
ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তস্ত বাত্রেকপান্ত্যো মুহূর্ত্তঃ । তথাচ যামলে—  
দ্বৌ দণ্ডৌ বাত্রিশেষে তু ব্রাহ্ম্যং মুহূর্ত্তকং বিহুঃ ॥ ১

### শ্রীগুরু-ধ্যানম্

গুরুর্দেবো যথা—শশাঙ্কাসুতসঙ্কশং ববাভয়লসংকবম্ ।  
গুরুস্বপবীধানং § গুরুমালাভুলেপনম্ ॥  
বামোরৌ বক্তশক্ত্যা চ যুতং দেবাখ্যমব্যয়ম্ ।  
শিবেনৈক্যং সমুন্নীয় ধ্যায়েৎ পবগুরুং ধিয়া ॥  
এবং ধ্যানা পূর্বশ্চৈব পঞ্চভূতময়ৈর্যজ্ঞেৎ ॥ ২

---

অনন্তর প্রাতঃকৃত্য । যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“যে ব্যক্তি প্রাতঃকৃত্য না করিয়াই দেবীকে ভক্তি পূর্বক অর্চনা কবে, তাহাব ঐ পূজা শৌচহীন ক্রিয়ার স্থায় নিষ্ফল । ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে উখিত হইবা ( শয্যাব উপবে থাকিয়াই ) নিজেব মস্তকস্থিত সহস্রাব পদ্মের সমীপবর্তী ( দ্বাদশদল পদ্মে ) শিব নামক পরবিন্দুতে গুরুদেবের ধ্যান করিবে । ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত কিন্তু বাত্রিব উপান্ত্য ( বাত্রি শেষের পূর্ব ) মুহূর্ত্ত । যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—“বাত্রি শেষেব দুই দণ্ডকে ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত বলে” ॥১॥

গুরুদেবের ধ্যান এইরূপ :—অযুত শশাঙ্কেব সদৃশ, ববাভয়-বিভূষিত হস্ত, গুরুবস্ত্র পরিধানকাবী, গুরুমালাধাবী, চন্দনাদি অল্লপেপনে অল্ললিপ্ত, বাম উকতে রক্ত-শক্তিযুক্ত দেব নামক অব্যয় পবগুরুকে ( দীক্ষাগুরুকে ) শিবের সহিত অভিন্ন

### শ্রীগুরু-মানসপূজা

গন্ধতত্ত্বং পার্থিবস্ত \* কনিষ্ঠাঙ্গুলিযোগতঃ ।

শব্দমযং মহাপুষ্পং প্রথমাঙ্গুলিযোগতঃ ।

বায়ুকপং মহাধূপং তর্জনীভ্যাং নিয়োজয়েৎ ॥

তেজোকপং মহাদীপং মধ্যমাদ্বয়যোগতঃ ।

অমৃতং ভোজনং † তদ্বদমৃতান্গুলিযোগতঃ ॥

নমস্কাৰেণাহঞ্জলিনা বাগ্ভবং তাম্বুলং স্মৃতম্ ।

স্বস্ববীজেন সর্ববস্ত্রং নমস্কাৰেণ যোজয়েৎ ।

গুবোর্মন্ত্রং প্রযত্নেন প্রজপেৎ স্রববন্দিতে ॥৩

### গুরু-মন্ত্ৰঃ

গুরুমন্ত্ৰো যথা—বাণী চ ভুবনেশানী বম। চৈব স্রববন্দিবি ।।

ভাবিত্বা অন্তঃকরণেব দ্বাবা ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান কবিয়া ( গুরুব ) সম্মুখেই পঞ্চভূতাত্মক উপচাবেব দ্বাবা ( গুরুদেবকে ) পূজা কবিবে ॥২॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বাবা পৃথিবীরূপ গন্ধতত্ত্ব, প্রথমাঙ্গুলি ( অঙ্গুষ্ঠ ) দ্বাবা শব্দময় ( আকাশাত্মক ) মহাপুষ্প এবং তর্জনীদ্বয়েব দ্বাবা বায়ুকপ মহাধূপ নিবেদন করিবে। মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয়েব দ্বাবা তেজোকপ মহাদীপ, অনামিকা দ্বাবা অমৃতকপ নৈবেদ্য এবং অঞ্জলিদ্বাবা নমঃশব্দ যোগে বাগ্ভবরূপ তাম্বুল ( নিবেদন ) উক্ত হইয়াছে। স্ব স্ব বীজ ( পৃথিবী প্রভৃতির বীজ ) ও নমস্কাৰেব সহিত সমস্ত উপচার যোগ কবিবে অর্থাৎ পৃথিব্যাদিক্রূপ গন্ধাদি উপচাবেব অগ্রে পৃথিব্যাদিব বীজ এবং অন্তে 'নমঃ' যোগ কবিয়া উক্ত উপচার দান কবিবে। হে স্রববন্দিতে ! ( অনন্তব ) যত্নপূর্বক গুরুমন্ত্র জপ কবিবে ॥৩॥

গুরুমন্ত্রটী এইরূপ :—হে দেবি হে স্রববন্দিতে । বাণী (ঐং), ভুবনেশানী ( হ্রীং ) ও বম। ( ক্রীং )—এই তাব- ( প্রণব ) ত্রয গুরু মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাব পব

\* উপচারদান-প্রয়োগস্ত—(১) নং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং । (২) হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সমর্পয়ামি নমঃ ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং । (৩) বং বায়ুাত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি তর্জনীভ্যাং । (৪) রং বহুশাত্মকং দীপং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি মধ্যমাঙ্গুলীভ্যাং । (৫) বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি অনামিকাভ্যাং । (৬) ঐং বাগ্ভবাত্মকং তাম্বুলং সমর্পয়ামি নমঃ ইত্যঞ্জলিনা নিবেদয়েৎ । † গ পুস্তকে অমৃতভোজ্যং জলং ।

তাবত্রয়মিদং দেবি ! গুরুমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥  
 ততঃ স্বগুরু-নামান্তে চানন্দনাথমালিখেৎ ।  
 রক্তশক্তিপদান্তে চ অম্বাপদমথালিখেৎ ॥  
 শ্রীপাদুকাং সমুচ্চাৰ্য্য পূজয়ামীতি সংজপেৎ ।\*  
 তেজোকপং সমর্প্যাথ স্তবেন তোষয়েদ্ গুরুম্ ॥  
 শ্রামারহস্তে—মনসা গন্ধপুষ্পাদিঃ সম্পূজ্য বাগ্ ভবং জপেৎ ॥  
 অথ কুজিকাতল্লোক্তাং স্তুতিং কুর্য্যাৎ ॥ ৪

গুরু-স্তুতিঃ

ওঁ নমস্তভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবকপিণে ।  
 ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসার-দুঃখতাবিণে ॥  
 অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীৰ্য্যাহজ্ঞানহারিণে ।  
 নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলীশদায়িনে ॥  
 শিবতত্ত্ব-প্রবোধায় † ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশিনে ।  
 নমোহস্ত গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে ॥  
 অনাচারাচাবভাব-বোধায় ভাবহেতবে ।

( এই তারত্রয়ের ) পব নিজগুরুব নামান্তে আনন্দনাথ লিখিবে এবং রক্তশক্তিপদেব  
 অন্তে অম্বাপদ লিখিবে । অনন্তব 'শ্রীপাদুকাং' এই পদ উচ্চারণ করিয়া "পূজয়ামি"  
 লিখিবে । এইরূপ ( ঐং হ্রীং শ্রীং অমুকানন্দনাথ-রক্তশক্ত্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি  
 —এই ) গুরুমন্ত্র জপ কবিবে । ( গুরুকে ) তেজোকপ চিত্তা করিয়া জপ  
 সমর্পণ কবিয়া স্তবের দ্বাৰা গুরুব তুষ্টিবিধান কবিবে । শ্রামারহস্তে উক্ত  
 হইয়াছে :—“গন্ধপুষ্পাদি উপচাব দানপূর্বক মনেব দ্বাৰা ( গুরু ) পূজা করিয়া  
 বাগ্ ভব বীজ ( ঐং ) জপ কবিবে । অনন্তব কুজিকাতল্লোক্ত স্তুতি কবিবে ॥৪॥

মহামন্ত্র ( ইষ্টমন্ত্র ) দাতা, ব্রহ্মজ্ঞানেব প্রকাশক, সংসার-দুঃখেব নিবর্তক, অতি  
 সৌম্য, দিব্য ও বীৰ্য্যবান অজ্ঞান-নিবর্তক শিবরূপী গুরুদেবকে নমস্কাব । কুলনাথ, কুল-  
 কৌলীশদাতা ( শক্তিতত্ত্বের রহস্তেব উপদেষ্টা ), শিবতত্ত্ব-জ্ঞাপক, ব্রহ্মতত্ত্বেব প্রকাশক  
 সেই গুরুদেবকে নমস্কাব । সাধকের অভয়দাতা, অনাচাব ও আচাব ভাবেব

\* শ্রীবিদ্যাবিশয়েঃ গুরুমন্ত্রঃ—ওঁ হ্রী শ্রী অমুকানন্দনাথব্রহ্মশক্ত্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।

† ক থ শিবতত্ত্ব-প্রকাশায় ।

ভাবাভাববিনিমুক্ত-মূৰ্ত্তয়ে গুববে নমঃ ॥

ভাবাভাববিনিমুক্তশাক্তায় ইতি বা পাঠ্যম্ \*

নমোহস্ত শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে ।

জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ ॥

শিবায় শক্তি-নাথায় সচ্চিদানন্দকপিণে ।

কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাগ্ননে ॥

কুলপূজোপদেশায় কুলাচাবস্বরূপিণে ।

আবক্তনিজসচ্ছক্তি-বামভাগ-বিভূতয়ে ॥

নমস্তেহস্ত মহেশায় বিদ্যানাথায় সংবিদে ।

সর্ববিদ্যা-স্বরূপায় নমস্তেহস্ত নমো নমঃ ॥

ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুণকদিগ্‌মুখঃ ।

প্রাতকথায় দেবেশি ! ততো বিদ্যা প্রসীদতি ॥

কুলসম্ভবপূজায়ামাদৌ যো ন পঠেদিদম্ ।

বিফলা তস্ম পূজা স্তাদভিচাবায় কল্পতে ॥৫॥

ইতি কুজিকাতন্ত্রোক্তং শ্রীগুণস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অথ কবচমপি পঠেৎ । ততস্ত্ব প্রণমেৎ ।

উপদেষ্টা, দিব্যাদি ভাবেব হেতু, ভাবাভাবাতীত গুণী গুণদেবকে নমস্কাব। দিব্যভাবেব প্রকাশক শম্ভুরূপী সেই গুণদেবকে নমস্কাব। জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ঐশ্বর্য্যময় গুণদেবকে নমস্কাব—নমস্কাব। সচ্চিদানন্দরূপ, শক্তিপতি শিবস্বরূপ, কামরূপ কাম ও কামকেলিকলাগ্না অর্থাৎ কামক্ৰীডাব শক্তিস্বরূপ, কুলপূজাব উপদেশক, কুলাচাব-স্বরূপ, বামভাগে বক্তবর্ণ সংস্করণ স্বকীয় শক্তিবিভূষিত সেই গুণদেবকে নমস্কাব। সর্ব বিদ্যাগ্নক বিদ্যানাথ জ্ঞানরূপী শিবকে নমস্কাব—নমস্কাব—নমস্কাব। সাধক প্রাতঃকালে নিদ্রাত্যাগ কবিত্তা গুণকব সম্মুখবর্তী হইয়া প্রত্যহ এই স্তোত্র পাঠ কবিলে। হে দেবেশি ! তাহাতেই বিদ্যা ( শক্তি ) প্রসন্ন হন। কুলপূজাব যিনি প্রথমে এই স্তোত্র পাঠ না কবেন, তাহাব পূজা নিফল হয়, উহা অভিচাবেব জনক হয় ॥৫॥

কুজিকা তন্ত্রোক্ত শ্রীগুণ স্তোত্র সমাপ্ত ।

\* ৭ পুস্তকে ভাবাভাবত্যাগি পাঠ্যো নাস্তি ।

## শ্রীগুরু-প্রণাম-মন্ত্রঃ

অখণ্ডমণ্ডলাকাং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।  
 তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুববে নমঃ ॥  
 অজ্ঞানতিমিবাঙ্কশ্চ জ্ঞানাজ্ঞানশলাকয়া ।  
 চক্ষুঃস্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুববে নমঃ ॥৬৷

## ষট্চক্রনিরূপণম্

অথ প্রসঙ্গাৎ ষট্চক্র-ব্যবস্থা লিখ্যতে ।

তিস্রঃ কোটিস্তুদর্দেন শবীবে নাড়য়ো মতাঃ ।  
 তাসু মুখ্যা দশ প্রোক্তাস্তিস্রস্তাসুস্তমা মতাঃ ॥  
 প্রধানা মেকদণ্ডান্ত্বে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিকপিণী ।  
 শক্তিকপা তু সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা ॥

অনন্তব শ্রীগুবব কবচও পাঠ কবিবে । তাহাব পব প্রণাম কবিবে । প্রণাম মন্ত্ৰেব (অর্থ) যথা—যৎকর্তৃক অখণ্ডমণ্ডলাকাং চরাচব জগৎ ব্যাপ্ত এবং যৎকর্তৃক তৎপদ (ব্রহ্ম-পদ মোক্ষ) দর্শিত হয়, সেই শ্রীগুবকে নমস্কার । যৎকর্তৃক তত্ত্বজ্ঞানরূপ অজ্ঞান শলাকাং দ্বাৰা অজ্ঞানরূপ তিমিবাঙ্ক শিষ্যেব চক্ষুঃ উন্মীলিত হয়,—সেই শ্রীগুবকে নমস্কার ॥৬৷

অনন্তব প্রসঙ্গতঃ ষট্চক্র ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে । শবীবে সার্ব্ধ তিন কোটি নাড়ী নিরূপিত হইয়াছে । সেই নাড়ী সমূহেব মধ্যে দশটি নাড়ী (১) মুখ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে । সেই দশটির মধ্যে আবার তিনটি শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে । মেকদণ্ডেব অভ্যন্তরে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপিণী (২) প্রধানা নাড়ী (সুবুঝা) অবস্থিত আছে । (মেকদণ্ডের) বামে গুরুবর্ণা চন্দ্রস্বরূপিণী ইড়া নাড়ী অবস্থিত । সেই নাড়ী শক্তিস্বরূপা এবং সাক্ষাৎ চন্দ্র তাহাব দেহ অর্থাৎ উহা চন্দ্রস্বরূপা ।

(১) গাক্সারী, হস্তিজিহ্বা, পূবা, অলপুবা, ষশ্বিনী, শশ্বিনী, কুহু, ইড়া, পিজলা, সূর্যুমা—এই দশটি প্রধান নাড়ী । কেহ কেহ পূর্বোক্ত দশটি এবং বারশা, সরস্বতী, বিবোদরা, পয়শ্বিনী—এই চারিটিকেও প্রধান বলেন । এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা শারদাতিলকের প্রথম পটলে ও ললিতা সহস্রনাম ভাষ্যে দ্রষ্টব্য ।

(২) কোন কোন স্থলে সূর্যুমা মাত্র বহ্নিকপিণী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু চন্দ্রকপা চিত্রিণী এবং সূর্য্যকপা বজ্রিণী সূর্যুমাই রূপবিশেষ বলিয়া অর্থাৎ চিত্রিণী, বজ্রিণী, সূর্যুমা এই নাড়ীত্রয়ের সমুদায়ই সূর্যুমা নামে অভিহিত হওয়ার উহাকে ত্রিতরুপিণীও বলা হইয়াছে । “অতঃ সূর্যুমা ত্রিগুণা ললন্তী ললনা যথা । সঙ্ঘাদি-ত্রিগুণাধারা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিকপিণী” ॥—ভূতগুহিতত্ত্ব । এই সম্বন্ধে এবং ষট্চক্র সম্বন্ধে অন্তান্ত জ্ঞাতব্য সংস্পাদিত ষট্চক্রনিরূপণে দ্রষ্টব্য ।

পিঙ্গলাখ্যা চ যা দক্ষে পুংকপা সূর্য্যবিগ্রহা ॥ ৭ ॥

মেকমধ্যস্থিতা যা তু মূলাদাব্রক্ষবন্ধুগা ।

সর্ব্বতেজোময়ী সা তু সুষুমা বহিঃকপিণী ॥

দাড়িমী-কুসুমপ্রখ্যা শিবাখ্যা চাপবা মতা ।

সুষুম্নান্তর্গতা চিত্রা চন্দ্রকোটিসমপ্রভা ।

সর্ব্বদেবময়ী সা তু যোগিনাং হৃদযজ্ঞমা ॥

তস্তা মধ্যে ব্রহ্মনাভী মৃণালতন্তুকপিণী ।

ব্রহ্মাবব্রান্ত তন্মধ্যে হববক্ত্রাদ্ সদাশিবম্ ॥ ৮ ॥

### মূলধারচক্র-কথনম্

সুষুমাগ্রস্থিসংস্থানি ষট্‌পদ্মানি যথাক্রমম্ ।

আধাবাখ্যং মূলচক্রমতিবক্তং চতুর্দলম্ ॥

বাদি-সান্তার্গ-সংযুক্তং বক্তবর্ণং মনোহবম্ ।

পিঙ্গলা নামক যে নাভী ( মেকদণ্ডেব ) দক্ষিণে অবস্থিত, উহা পুংকরূপ এবং সূর্য্য তাঁহাব দেহস্বরূপ ॥ ৭ ॥

মূলধাব হইতে ব্রহ্মবন্ধ পর্য্যন্ত যে নাভী মেকদণ্ডেব মধ্যে অবস্থিত আছে, উহাই সর্ব্বতেজোময়ী বহিঃস্বরূপা সুষুমা নাভী । দাড়িমী পুংপব সদৃশ বক্তবর্ণ শিবানায়ী অপব এক নাভী ( যোগিগণ কর্ত্তক মেকদণ্ডেব অভ্যন্তবে ) জ্ঞাত হইয়াছে । সুষুম্নাব অভ্যন্তবে কোটি চন্দ্রতুল্য দীপ্তিশালিনী চিত্রা নাভী অবস্থিত । সেই চিত্রা নাভী সর্ব্বদেবময়ী এবং যোগিগণেব জ্ঞানবেত্তা অর্থাৎ যোগিগণই চিত্রাকে দেখিতে পান । সেই চিত্রা নাভীব মধ্যে মৃণালতন্তু তুল্য সূক্ষ্ম ব্রহ্মনাভী [ মূলধারস্থিত ] স্বযন্তুলিঙ্গের ( হবের ) মুখবিবব হইতে [ সহস্রদল পদ্মস্থিত ] সদাশিব পর্য্যন্ত অবস্থিত রহিয়াছে । ঐ ব্রহ্মনাভীব মধ্যে অর্থাৎ স্বযন্তুলিঙ্গের মুখবিববেব নিকট ব্রহ্মনাভীব মুখদেশে ব্রহ্মবন্ধ ( কুণ্ডলিনীব শিবসমীপে গমনাগমনেব পথরূপ ব্রহ্মধাব ) অবস্থিত আছে ॥ ৮ ॥

মূলধারাদি ছয়টি পদ্ম যথাক্রমে সুষুমাগ্রস্থিতে (৩) অবস্থিত আছে । মূলধাব নামক মূলচক্রটি গাঢ়বক্তবর্ণ ও চতুর্দল বিশিষ্ট । ঐ দলগুলি ব, শ, ঘ, স এই চারিটি

( ৩ ) ষট্‌চক্রনিকপণের টীকাকার—ব্রহ্মধাবেব সমীপবর্ত্তী প্রদেশ অর্থাৎ কন্দ ও সুষুম্নার সন্ধিস্থানকে সুষুম্নার গ্রন্থি বা বদন বলিষাছেন । কিন্তু শারদাতিলকের টীকাকার রায়ব ভট্টের “তত্রাদোষোগ্রস্থিয়ারভ্যোদ্ধোদ্ধগ্রন্থিপর্ধ্যন্তঃ পর্কসমাপ্তিঃ ( ১১৪৩ শ্লোকের টীকা ) এই কথায় জানা যায় যে, এক একটী পদ্মের সন্ধিস্থানই গ্রন্থি ।



কর্ণিকায়াং স্থিতা যোনিঃ কামাখ্যা পরমেশ্বরী ॥  
 তদ্যোনিঃ পবমেশানি ! ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্রিকা ।  
 অপরাখ্যা হি কন্দর্প আধারে তৎত্রিকোণকে ॥  
 স্বয়ম্ভুলিঙ্গং তন্মধ্যে সরস্বতী পশ্চিমাননম্ ।  
 ধ্যায়েচ্চ পবমেশানি । শিবং শ্রামল-সুন্দরম্ ॥  
 কুণ্ডলী তেন মার্গেণ যাতায়াতং করোতি হি ।  
 ভিত্তা ভিত্তা পুৰীং যাতি চায়াতি কুণ্ডলী সদা ॥ ৯ ॥  
 তত্র বিদ্যুল্লতাকর্ণা কুণ্ডলী পবদেবতা ।  
 প্রসুপ্ত-ভুজগাকাবা সার্কজিবলয়াধিতা ॥  
 বামাবর্ন্তক্রমেণৈব বেষ্টিতা বিবতন্তুবৎ ।  
 শিবং বেষ্টা মহেশানি । সর্বদা পবিত্রিষ্ঠতি ॥  
 যেন মার্গেণ গন্তব্যং পবং ব্রহ্ম নিবাময়ম্ ।  
 মুখেনাচ্ছাচ্চ তদ্ব্যবং প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী ॥  
 মূলমাধারষট্‌কানাং মূলধাব ততো বিহুঃ ॥ ১০ ॥

বর্ণেব দ্বাৰা সংযুক্ত, রক্তবর্ণ ও মনোহর। মূলধাব পদ্যেব কর্ণিকায পবমেশ্বরী  
 কামাখ্যা যোনিকপে অবস্থিতা। হে পবমেশ্বরি ! সেই যোনি ( ভাকিনী শক্তি )  
 ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াস্বরূপিণী। মূলধাব পদ্যে [ কর্ণিকার ধরাবীজের উর্দ্ধে ]  
 সেই ত্রিকোণে অপব নামক কন্দর্প বায়ু অবস্থিত। হে পবমেশানি। সেই  
 ত্রিকোণেব মধ্যে শ্রামলসুন্দর ( নীলবর্ণ ) সচ্ছিদ্র অধোমুখ স্বয়ম্ভু নামক শিবলিঙ্গকে  
 ধ্যান কবিবে। কুণ্ডলিনী সেই পথে ( ব্রহ্মনাড়ীৰ সাহায্যে ) যাতায়াত কবেন।  
 কুণ্ডলিনী শক্তি পুনঃ পুনঃ ভেদ কবিবা অর্থাৎ স্বয়ম্ভু, বাণ ও ইতব নামক লিঙ্গত্বেব  
 এক একটিকে ভেদ কবিত্তা ছয়টা চক্রেব মধ্য দিবা সর্বদা শিবপূর্বে গমন কবেন এবং  
 সেখান হইতে ( মূলধাব চক্রে ) প্রত্যাবর্ত্তন কবেন ॥ ৯ ॥

হে মহেশ্বরী ! সেই পদ্যে তড়িৎমালা তুল্য দীপ্তিমতী প্রসুপ্ত নর্পেব চ্যাব  
 কুণ্ডলাকৃতি সার্কজিবলয়যুক্ত পবদেবতা, কুণ্ডলিনী যুগলতন্তুব চ্যাব বামাবর্ন্তে  
 শিবকে বেষ্টন কবিত্তাছেন। তিনি শিবকে বেষ্টন কবিত্তা সর্বদা অবস্থিত থাকেন।  
 যে পথে ( কুণ্ডলিনী ) পবব্রহ্মেব নিকট গমন কবেন, পবমেশ্বরী কুণ্ডলিনী সেই  
 পথ মুখেব দ্বারা আচ্ছাদিত কবিত্তা স্পষ্ট হইয়া আছেন। এই চক্র আধাব  
 ছয়টিব মূল, এইজন্ত ইহাকে মূলধাব বলে ॥ ১০ ॥

### স্বাধিষ্ঠান-মণিপূর-চক্র-বিবরণম্

লিঙ্গমূলে মহাপদ্ম স্বাধিষ্ঠানন্ত যড়দলম্ ।  
বাদি-লান্তার্প-সংযুক্তং নাভৌ তু মণিপূবকম্ ।  
ডাদি-ফান্তারিত-দলৈবকর্ণৈর্দশভিষুতম্ ॥ ১১ ॥

### অনাহতপদ্ম-বিবরণম্

হৃদয়ে দ্বাদশদলমনাহত-সবোকহম্ ।  
কাদি-ঠান্তদলৈর্দেবি । তপ্তহাটকসন্নিভম্ ॥  
তন্মধ্যে বাণলিঙ্গস্ত সূর্য্যায়ুতসমপ্রভম্ ॥  
শব্দব্রহ্মময়ো মস্ত্রোহনাহতস্তত্র দৃশ্যতে ।  
তেনাহতাখ্যং তৎপদ্মং যোগিভিঃ পবিকীর্তিতম্ ॥ ১২ ॥

### বিশুদ্ধচক্র-নিরূপণম্

কর্ণদেশে বিশুদ্ধাখ্যং ধূম্রবর্ণং মনোহবম্ ।  
অকাবাদি-স্ববোপেতৈর্দলৈঃ ষোড়শভিষুতম্ ॥  
বিশুদ্ধিস্ত্রুতে যস্মাজ্জীবস্ত হংসলোকনাৎ ।  
বিশুদ্ধপদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্যং মহাদুভূতম্ ॥ ১৩ ॥

লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক যড়দল মহাপদ্ম অবস্থিত । ঐ (পদ্মেব) দলগুলি ব, ভ, ম, য, ব, ল—এই ছয়টি বর্ণ দ্বারা সংযুক্ত । নাভিদেশে মণিপূব নামক পদ্ম ডকাবাদি ফকাবাস্ত দশটি বর্ণ-যুক্ত অকর্ণবর্ণ দশটি দলেব দ্বারা সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ১১ ॥

হে দেবি । উত্তপ্ত স্বর্ণতুল্য উজ্জ্বল দ্বাদশদল অনাহত পদ্ম হৃদয়ে অবস্থান কবে । উহাব দলগুলি ককাব হইতে ঠকাব পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণেব দ্বারা সংযুক্ত । সেই পদ্মেব মধ্যে অযুত সূর্য্যেব তুল্য উজ্জ্বল বাণলিঙ্গ অবস্থিত । অনাহত শব্দব্রহ্মময় মস্ত্র ( হংস মস্ত্র ) সেই পদ্মে দেখা যায়, এইজন্ত যোগিগণ কর্তৃক সেই পদ্ম অনাহত নামে কথিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

কর্ণদেশে ষোড়শ দল বিশুদ্ধ নামক ধূম্রবর্ণ মনোহব পদ্ম আছে । ঐ পদ্মেব দলগুলি অকাবাদি ষোলটি বর্ণদ্বারা সংযুক্ত । যেহেতু (উহা) জীবের শব্দব্রহ্মময় হংসবীজ অবশোকনদ্বারা বিশুদ্ধি জন্মায়, সেই হেতু উহা অত্যন্ত আকাশ-নামক বিশুদ্ধপদ্ম বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

### আজ্ঞাচক্র-বিবরণম্

আজ্ঞানাম ভ্রুবোর্মধ্যে চক্রঞ্চ দ্বিদলং পবম্ ।  
 হক্ষ-দ্ব্যক্ষব-সংযুক্তং নির্মলং স্তম্বনোহবম্ ॥  
 ইতবাখ্যং মহালিঙ্গং তন্মধ্যে কাঞ্চনপ্রভম্ ।  
 আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র গুবোবাজ্জেতি বিশ্রুতম্ ॥  
 কৈলাসাখ্যং তদুর্দ্ধে তু বোধিনী তু তদুর্দ্ধতঃ ॥ ১৪ ॥

### সহস্রার-চক্র-বিবরণম্

সহস্রাবং মহাপদ্মং নাদবিন্দু-সমন্বিতম্ । \*  
 শূন্যকপঃ শিবঃ সাক্ষাদ্ বৃত্তং পবমকুণ্ডলী ।  
 সার্কত্রিবলয়াকাবা কোটিবিদ্যুৎ-সমপ্রভা ॥  
 যামলে—বৃত্তং কুণ্ডলিনী শক্তিগুণত্রয়সমন্বিতা ।  
 শূন্যভাগো মহাদেবি ! শিবরূপো মহেশ্বৰঃ ॥

ক্রমেরেব মধ্যে হ-ক্ষ এই বর্ণদ্বয় সংযুক্ত নির্মল স্তম্বনোহব আজ্ঞা নামক দ্বিদল একচক্র আছে। উহাব মধ্যে কাঞ্চনতুল্য উজ্জ্বল ইতব নামক মহালিঙ্গ বর্তমান আছেন। সেই চক্রে গুবব আজ্ঞাব সংক্রমণ হয়, এজন্য উহা “আজ্ঞা” এই নামে খ্যাত হইয়াছে। তাহাব উর্দ্ধে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রেব উর্দ্ধে কৈলাস নামক শিব (বিতীয় বিন্দু) এবং তাহাব উর্দ্ধে (অর্দ্ধমাত্রাকাবা) বোধিনী শক্তি (১) অবস্থান করেন ॥১৪॥

[ তাহাব উর্দ্ধে শঙ্খিনী নাড়ীব মস্তকে ] নাদবিন্দু সমন্বিত সহস্রাব পদ্ম বর্তমান। উহাব মধ্যে শূন্যভাগ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ এবং বৃত্ত হইতেছে সার্ক ত্রিবলয়বেষ্টিত কোটি বিদ্যামালাব স্রাব উজ্জ্বলা পবমকুণ্ডলিনী। যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে :—  
 “হে মহাদেবি ! গুণত্রয়ান্বিতা কুণ্ডলিনী শক্তিই বৃত্ত। আব [ সহস্রাব পদ্মেব ]

(১) আজ্ঞাচক্রেব উর্দ্ধে শিবস্বরূপ দ্বিতীয় বিন্দু, তাহার উর্দ্ধে অর্দ্ধমাত্রাকার বোধিনী শক্তি, তাহাব উর্দ্ধে শিবশক্তি সমবায়কণ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নাদ, তাহার উর্দ্ধে লাদ্ভলাকৃতি মহানাদ, তাহাব উর্দ্ধে অঞ্জলীকণা ব্যাপিকা শক্তি, তাহার উর্দ্ধে সন্ননী এবং তাহার উর্দ্ধে উন্ননী—যথাক্রমে এই সাতটি কারণ রূপ বর্তমান আছে। বিন্দু, বোধিনী, নাদ—এই তিনটি বিন্দুময় পরশক্তির রূপবিশেষ। যচ্চক্রনিকপণ দ্রষ্টব্য।

\* ক থ পুস্তকেহত্রায় মধিকঃ পাঠঃ—“অকথাপি-ত্রিরেখীয়ে হলক্ষত্রয়কোণকে। তন্মধ্যে পরবিন্দুশ্চ হৃষ্টি-স্থিতি-লযাঙ্গকঃ। বামাবর্তেন বিলিখেন্দকথাপি-ত্রিরেখকম্ ॥”

সর্পাকাবা শিবং বেষ্ট্য সর্বদা তত্র সংস্থিতা ॥

শিব-শক্ত্যাগ্নকো বিন্দু ভূক্তিযুক্তিফলপ্রদঃ ।

নাদরূপেণ সা দেবী যোনিকপা সনাতনী ॥১৫॥

ভূতগুণো—শিব-বিষ্ণু-ব্রহ্মময়ী বিন্দুযোনিঃ শুচিস্থিতে । ।

সর্বোপবি মহেশানি ! বিন্দুত্রাস্বরূপকঃ ॥

গন্ধর্বমালিকাযাং—ভবো বিন্দুবিতি খ্যাতে ভবনঞ্চ ত্রিকোণকম্ ।

ভবনং ভবসম্বন্ধাজ্ জায়তে ভুবনত্রয়ম্ ॥

পঞ্চভূতানি দেবেশি ! ষষ্ঠে মানসমীশ্ববি । ।

ষট্চক্রেষু স্থিতাত্তেব ক্রমাদ্ দেবি ! বিচিন্তয়েৎ ॥

সহস্রাবং শিবপুং বম্যং ছুঃখবিবর্জিতম্ ।

সর্ববতোহলঙ্কৃতৈর্দৈবৈর্নিত্যপুষ্পফলৈর্জমৈঃ ॥১৬॥

সদাশিবপুং বম্যং কল্পবৃক্ষং সুশোভিতম্ ।

পঞ্চভূতাগ্নকং তচ্চ গুণত্রয়সমম্বিতম্ ॥

চতুর্বেদ-চতুঃশাখং নিত্যপুষ্পফলাম্বিতম্ ।

শূন্যভাগ শিবরূপ মহেশ্বর। সর্পাকাবা কুণ্ডলিনী শিবকে বেষ্টন কবিষা সর্বদা সেইস্থানে বর্তমান আছেন। শিবশক্তি-স্বরূপ বিন্দু ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন। সেই সনাতনী কুণ্ডলিনী দেবী নাদরূপ শিবের সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃতি হইয়া থাকেন ॥১৫॥

ভূতগুণি তন্মৈ উক্ত হইয়াছে :—“হে শুচিস্থিতে। বিন্দুরূপিণী প্রকৃতি শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মস্বরূপ। হে মহেশানি। সকলের উপবিভাগে ব্রহ্মস্বরূপ বিন্দু বিবাজমান।” গন্ধর্বমালিকাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—“ভব (মহেশ্বর) বিন্দু বলিয়া প্রখ্যাত এবং ত্রিকোণ ভবনরূপে প্রসিদ্ধ। ভবের সম্বন্ধ (অবস্থিতি) প্রযুক্ত উহা ভবন হইয়াছে এবং উহা হইতে ত্রিভুবন উৎপন্ন হয়। হে ঈশ্ববি! হে দেবেশি! [মূলধারাদি পাঁচটা চক্রে] পঞ্চ মহাভূত এবং ষষ্ঠ চক্রে (সহস্রারে) চিন্তা অবস্থিত আছে। হে দেবি। যথাক্রমে ইহাদিগকে ষট্চক্রে অবস্থিত চিন্তা কবিবে ॥১৬॥

সহস্রাব পদ্ম শিবপুর; উহা মনোহর ও ছুঃখ বিবর্জিত এবং সর্বদা ফুল-পুষ্প-যুক্ত মনোহর বৃক্ষের দ্বারা চতুর্দিক্ শোভিত। (সেখানে গন্ধর্বমালিকাতন্ত্রে আবও উক্ত হইয়াছে) :—“সদাশিব পুর পবন বমণীয়; (উহাতে) সুশোভিত কল্পবৃক্ষ বর্তমান। সেই ত্রিগুণাগ্নক কল্পবৃক্ষটি পঞ্চমহাভূত স্বরূপ। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্বরূপ চারি বেদ

পীতং কৃষ্ণং তথা শ্বেতং বক্তং পুষ্পঞ্চ পার্বতি ! ॥  
 হবিতঞ্চ বিচিত্রঞ্চ নানাপুষ্পং মনোহরম্ ।  
 এবং কল্পদ্রুমং ধ্যান্য তদধো বভ্রবেদিকাম্ ॥১৭॥  
 তত্রোপবি সুপৰ্য্যঙ্কং নানাবল্লোপশোভিতম্ ।  
 মন্দাবপুষ্পবচিতং নানাগন্ধানুমোদিতম্ ॥  
 তত্রোপবি মহাদেবঃ সদা তিষ্ঠতি সুন্দবি ! ।  
 ধ্যায়েৎ সদাশিবং দেবং শুদ্ধস্বটিকসন্নিভম্ ॥  
 বহুব্রহ্মসমাকীর্ণং দীর্ঘবাহুং মনোহবম্ ।  
 মুখপ্রসন্ননয়নং স্বেবাস্ত্রং সততং প্রিয়ে ! ॥  
 শ্রবণে কুণ্ডলোপেতং বভ্রহাবেণ শোভিতম্ ।  
 শোণ-( গলে ) পদ্মসহস্রস্ত্র মালয়া শোভিতং বপুঃ ॥  
 অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং শিবং পদ্মদলেক্ষণম্ ।  
 পাদয়োন্মূপুং বম্যং শব্দব্রহ্মময়ং বপুঃ ॥  
 এবং স্থূলবপুস্তস্ত্র ভাবয়েৎ কমলেক্ষণে ! ॥  
 পদ্মধ্যে স্থিতং দেবং নিবীহং শব্দকপিণম্ ।  
 শব্দরূপে মহাদেবে কৃত্যং নাস্তি কদাচন ॥

উহাব চাবিটী শাখা । সৰ্বদা উহা ফল-পুষ্প-যুক্ত । হে পার্বতি ! সেই বৃক্ষে  
 পীত, কৃষ্ণ, শ্বেত, বক্ত, হবিত ও বিচিত্র পুষ্প—এইরূপ মনোহর নানা পুষ্প আছে ।  
 এইরূপ কল্পবৃক্ষে ধ্যান কবিয়া তাহাব অধোভাগে বভ্রবেদিকা ধ্যান কবিবে ॥১৭॥

সেই বভ্রবেদিকাব উপবে নানা বভ্রশোভিত মন্দাব পুষ্প-খচিত নানা গন্ধে  
 আমোদিত এক সুন্দব পর্য্যঙ্ক আছে । হে সুন্দবি । সেই পর্য্যঙ্কে উপব মহাদেব সৰ্বদা  
 বিবাজমান আছেন । হে প্রিয়ে । তাহাব পব শুদ্ধ স্বটিকতুল্য শুভ্রবর্ণ সদাশিব দেবকে  
 সতত ( এইরূপ ) চিন্তা কবিবে—তিনি বহুবল্লব দ্বাবা অলঙ্কৃত , তাঁহাব বাহুবৃগল দীর্ঘ  
 ও মনোহব ; নয়নদ্বব আনন্দোজ্জ্বল ও প্রসন্ন ; মুখ স্মিতহাস্ত বৃত্ত , কর্ণে কুণ্ডলযুক্ত ;  
 দেহ ( কর্ণদেশ ) বহুবল্লব দ্বাবা ও সহস্র বক্তপদ্ম-খচিত মালাদ্বাবা শোভিত ;  
 তাঁহাব আটটি বাহু, পদ্মদলেব স্ত্রাব প্রশস্ত ও আশ্রিত তিনটি নয়ন ; পাদযুগলে  
 মনোহব নূপুং ; তাঁহাব দেহ শব্দব্রহ্মরূপ অর্থাৎ শব্দময় । হে কমলেক্ষণে । শিবকে  
 এবং তাঁহার স্থূল দেহকে এইরূপ চিন্তা কবিবে । ষট্চক্র পদ্যে অবস্থিত শব্দকপী  
 শিবকে নিশ্চেষ্ট ভাবনা কবিবে । ( কাবণ ) শব্দরূপ মহাদেবেব সম্বন্ধে কখনও কোন

এবং সর্বেষু চক্রেষু শক্তিঃ কদ্রং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ কদ্রঃ ঈশ্বৰঃ সদাশিবঃ ।

ততঃ পবনৈর্বাশ্চৈব ষট্ শিবাঃ পবিকীর্তিতাঃ ॥

শক্তিগাহ—বিগুহো ডাকিনী দেবানাং হতে চৈব বাকিনী ।

লাকিনী মণিপূবস্থা কাকিনী লিঙ্গগোচবে ॥

আধাবে শাকিনী দেবী আজ্ঞায়াং হাকিনী তথা ।

হাকিনী ব্রহ্মবক্ষস্থা সর্বকামফলপ্রদা ॥ ১৯ ॥

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং স্বয়ম্ভুলিঙ্গসংস্থিতাম্ ।

শ্রামাং স্মৃশ্রামাং সৃষ্টিকপাং সৃষ্টি-স্থিতি-লবাস্তিকাম্ ॥

বিশ্বাতীতাং জ্ঞানকপাং চিন্তয়েদুর্দ্ধগামিনীম্ ॥

সুন্দরীবিষয়ে তু বক্তামিতি জ্ঞেয়ম্ ।

হুঙ্কাবর্ণ-সমুত্তা কুণ্ডলী পবদেবতা ।

বিত্তি কুণ্ডলীদেহমাখ্যানং হংসমন্ত্রতঃ ॥ ২০ ॥

কুণ্ডলিনী-যোগঃ

প্রবুদ্ধ-বহিসংযোগে মনসা মাকর্তেঃ সহ ।

উর্দ্ধং নয়েৎ কুণ্ডলিনীং জীবাঙ্ঘ-সহিতাং পবাম্ ॥

কৃত্য নাই । এইরূপে মূলধাবাদি সমস্ত চক্রে শক্তি ও কদ্রকে চিন্তা করিবে ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কদ্র, ঈশ্বৰ, সদাশিব ও তাহাব পব পবনৈব—[ ষট্চক্রে ] এই ছয়টি

শিব কীর্তিত হইয়াছেন । শক্তি বলিতেছেন—বিগুহচক্রে ডাকিনী দেবী, অনাহত চক্রে

বাকিনী, মণিপূবে লাকিনী, স্বাধিষ্ঠানে কাকিনী, মূলধাবে শাকিনী, আজ্ঞাচক্রে হাকিনী

শক্তি অবস্থিত । ব্রহ্মবক্ষস্থিতা হাকিনী সমস্ত কাংক্ষফল দান কবেন (১) ॥ ১৯ ॥

স্বয়ম্ভুলিঙ্গে অবস্থিতা কুণ্ডলিনী দেবীকে [ এইরূপ ] ধ্যান করিবে । তাঁহাকে

শ্রামবর্ণ, স্মৃশ্রাম, সৃষ্টি-স্থিতি-লবাস্তরূপা, বিশ্বাতীতা, জ্ঞানরূপা ও উর্দ্ধগামিনী চিন্তা

করিবে । সুন্দরী বিষয়ে ইহাকে বক্তবর্ণা জানিবে অর্থাৎ সুন্দরীর উপাসকগণ

তাঁহাকে বক্তবর্ণা বলিয়া ধ্যান করিবেন । হুংকাব বর্ণ-সমুত্তা পবদেবতা কুণ্ডলিনী

হংসমন্ত্রের দ্বারা নিজেব কুণ্ডলী ( সর্পাকাব ) দেহ পোষণ কবেন ॥ ২০ ॥

১ বায়ুর সহিত মহাবহিব সংযোগ হইলে উহা যেমন উর্দ্ধে গমন কবে, সেইরূপ

( ১ ) ষট্চক্রমণ্ডলের চীকায় বচনান্তরে উক্ত হইয়াছে—“ডাকিনী বাকিনী চৈব লাকিনী কাকিনী তথা । শাকিনী হাকিনী চৈব ব্রহ্মাং ষট্চক্রজাযিণাঃ ॥”

গচ্ছন্তীং ব্রহ্মবজ্রোণ ভিষ্মা গ্রহীংচতুর্দশ ।  
 ষট্চক্র-সন্ধিমার্গেণ সুষুম্না-বজ্রনা তথা ॥  
 হংসেন মনুনা দেবীং সহস্রাবং সমানযেৎ ॥ ২১ ॥  
 সদাশিবো মহাদেবো যত্রাস্তে পবমেশ্ববি ।  
 তত্র গন্তা মহাদেবি । কুণ্ডলী পবদেবতা ।  
 দেবী কপবতী কাম-সমুল্লাসবিহাবিণী ॥  
 মুখাববিন্দগন্ধেন মোদিতং পবমং শিবম্ ।  
 প্রবোধ্য পবমেশানি । তত্রোপবি বসেৎ প্রিয়ে ॥  
 শিবস্ত মুখপদ্মং হি চুচুষে কুণ্ডলী শিবে ।  
 সদাশিবেন দেবেশি । ঋণমাত্রং বমেৎ প্রিয়ে ॥  
 অমৃতং জাযতে দেবি । তৎক্ষণাৎ পবমেশ্ববি ।  
 তদ্বৃন্তবামৃতং দেবি । লাক্ষাবস-সমাকণম্ ॥ ২২ ॥  
 তেনামৃতেন দেবেশি । তর্পয়েৎ পবদেবতাম্ ।  
 ষট্চক্রদেবতাস্তত্র সন্তুপ্যাহমৃতধাবয়া ॥  
 আনয়েৎ তেন মার্গেণ মূলাধাবং পুনঃ সুধীঃ ।

সাধক মনেব দ্বাবা পবদেবতা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জীবাআব সহিত উর্দ্ধে (সহস্রাবপদ্মে)  
 লইয়া যান । ব্রহ্মবজ্র-পথে গমনকাবিণী কুণ্ডলিনী শক্তিকে চতুর্দশ গ্রহি ( স্বয়ম্ভু,  
 বাণ ও ইতবাখ্য লিঙ্গত্রয়, ষট্চক্র ও পঞ্চ শিব ) ভেদ কবিয়া ষট্চক্র সন্ধিহানস্থিত  
 সুষুম্না পথে হংসমন্ত্ৰেব সহিত সহস্রাব পদ্মে আনবন কবিবে ॥ ২১ ॥

হে পবমেশ্ববি ! যেখানে মহাদেব সদাশিব অবস্থান কবেন, হে প্রিয়ে ! হে  
 পবমেশানি ! হে মহাদেবি ! কপবতী পবদেবতা কুণ্ডলিনী দেবী সেইস্থানে গমন কবিয়া  
 কাম-সমুল্লাস বিহাবিণী হইয়া মুখপদ্মেব গন্ধের দ্বাবা আমোদিত পবম শিবকে ভাগ্রত  
 কবিয়া সদাশিবের ক্রোড়ে উপবেশন কবেন । হে প্রিয়ে ! হে শিবে ! হে দেবেশি !  
 [ তখন ] কুণ্ডলিনী শক্তি শিবের মুখপদ্ম চুষন কবেন এবং ঋণকাল শিবের সহিত  
 ক্রীড়া কবেন । হে দেবি ! হে পবমেশ্ববি । তখনই [ সেই ক্রীড়া হইতে ] অমৃত  
 উৎপন্ন হয় । হে দেবি ! সেই ক্রীড়াজাত অমৃত লাক্ষাবসেব তুল্যা অকণ বর্ণ ॥ ২২ ॥

হে দেবেশি ! [ সাধক ] সেই অমৃতের দ্বাবা পবদেবতাকে তর্পণ  
 কবিবে । সুধী সাধক সেইখানে অমৃত-ধাবা দ্বাবা ষট্চক্র দেবতাব তর্পণ কবিয়া  
 কুণ্ডলিনী শক্তিকে সেই পথে পুনর্ব্বার মূলাধাবে আনবন কবিবে । সাধক যাতায়াত

যাতায়াত-ক্রমেণৈব তত্র কুর্য্যান্মনোলয়ম্ ॥

এবমভ্যস্তমানস্ত অহন্তহনি পার্বতি ।।

জবা-মবণ-দুঃখাঐমুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥

ইত্যুক্তঃ পবমো যোগো যোনিমুজাপ্রবন্ধনঃ ॥

যামলে—কুলযোষিৎ কুলং ত্যক্ত্বা পুনবেব কুলং বিশেৎ ।

বমতে সেযমব্যক্তা পুনবেকাকিনী সতী ॥

সঙ্কেতপদ্ধত্যাম্—পিণ্ডং কুণ্ডলিনী শক্তিঃ পদং হংসঃ প্রকীর্তিতঃ ।

কপং বিন্দুবিত্তি জ্ঞেয়ং রূপাতীতঞ্চ নিষ্কলম্ ॥ ২৩ ॥

এতেন ঘটক্রভেদক্রমেণ কুণ্ডলিনীং সহস্রদলপদ্মে নীত্বা তত্রস্থ-  
সদাশিবেন সঙ্গমযা তদুদ্ভবামৃতেন পবদেবতাং ঘটক্রস্থ-শিবশক্ত্যাদীং-  
শ্চাপ্লাব্য সোহহমিতি মন্ত্ৰেণ পুনঃ স্বস্থানমানযেদিতি তু বাক্যার্থঃ ।

সোহমিতি চ মন্ত্ৰেণ স্বস্থানমানযেৎ সুধীঃ । ইতি যামলবচনাৎ ॥ ২৪ ॥

দেব্যাচ—

দেবদেব ! মহাদেব । সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কাবক ! ।

ক্রমে ব্রহ্মে মনঃস্থি কবিবেন । হে পার্বতি । প্রতিদিন এইরূপ অভ্যাস কবিলে  
জবা-মবণ জনিত দুঃখাদি ও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কবে । ইহাই যোনিমুজা  
প্রবন্ধন ( জন্মনাশক ) পবম যোগ কথিত হইল । যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—  
“কুলবধু বেক্ষপ কুল পবিত্যাগ কবিষা পুনবায় কুলে আগমন কবে, সেইরূপ অব্যক্তা  
কুণ্ডলিনী [ মূলাধাবে প্রত্যাভর্তন কবিষা ] একাকিনী অবস্থান কবেন” । সঙ্কেত-  
পদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে—“কুণ্ডলিনী শক্তি পিণ্ড এবং পদ হংস বলিয়া কীর্তিত  
হইয়াছে । কপকে বিন্দু বলিয়া এবং রূপাতীতকে নিষ্কল ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ।

এইরূপে ঘটক্র ভেদেব বীতি অনুসাবে কুণ্ডলিনীশক্তিকে সহস্রদল পদ্মে লইয়া  
সেই সহস্রদল পদ্মস্থিত সদাশিবেব সহিত মিলিত কবাইষা সেই মিলন-জনিত অমৃতেব  
দ্বাৰা পব দেবতা ও ঘটক্রস্থিত শিবশক্তি প্রভৃতিকে আশ্লাবিত কবিষা ‘সোহহং’  
মন্ত্ৰেব দ্বাৰা পুনবায় স্বস্থানে ( মূলাধাবে ) আনয়ন কবিবে—ইহাই বাক্যার্থ । কাবণ  
যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, “সুধী সাধক ‘সোহহং’ এই মন্ত্ৰেব দ্বাৰা [ কুণ্ডলিনীকে ]  
স্বস্থানে আনয়ন কবিবে” ॥ ২৪ ॥

দেবী বলিলেন—হে দেবদেব । হে মহাদেব । হে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কাবিন্ ।



মুন্ধি পদ্মং সহস্রাং বক্তবর্ণমধোমুখম্ ॥  
 তস্মা মধ্যে স্থিতং ধ্যায়ৈদ্ গুৰুং শান্তং সশক্তিকম্ ।  
 মূল্যধাবে মহাশক্তিঃ কুণ্ডলীকপ-ধাবিনীম্ ॥  
 অধোবক্ত্রক্রমেণৈব সৰ্বপদ্মেষু ভাবনা ।  
 তদা কথং ভবেৎ তত্র চিন্তনং গুৰুদেবয়োঃ ॥  
 আধাবে চেৎ স্থিতিস্তত্র হৃদোভাগে কথং ভবেৎ ।  
 অধোবক্ত্রে স্থিতস্ত্রাপি চিন্তনং বা কথং ভবেৎ ॥ ২৫ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—

যথা যুক্তং ত্বয়া দেবি ! কথিতং বীববন্দিতে । ।  
 এবমেব তু সন্দেহো জায়তে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥  
 কথ্যতে পবমেশানি ! সন্দেহোচ্ছেদকাষণম্ ।  
 তানি পদ্মানি দেবেশি ! সুষুম্নাস্তংস্থিতানি চ ॥  
 পবংব্রহ্মস্বরূপাণি শব্দব্রহ্মময়ানি চ ।  
 তৎসৰ্বং পঙ্কজং দেবি ! সৰ্ব্বতোমুখমেব চ ।  
 প্রবৃত্তিচ নিবৃত্তিচ হৌ ভাবৌ জীবসংস্থিতৌ ॥  
 প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারঃ নিবৃত্তিঃ পবমান্ননি ।

মস্তকে বক্তবর্ণ অধোমুখ সহস্রাব পদ্ম অবস্থিত, সেই পদ্মেব মধ্যে অবস্থিত শক্তিব  
 সহিত শান্তস্বভাব গুৰুকে এবং মূল্যধাব পদ্মে কুণ্ডলীকপধাবিনী মহাশক্তিকে  
 ধ্যান করিবে। যথাক্রমে সমস্ত পদ্মে অধোমুখেই ধ্যান বিহিত হইয়াছে।  
 অতএব সেস্থলে গুৰু ও দেবতা এই উভয়ের ধ্যান কিরূপে হইতে পাবে ?  
 আধাব পদ্মে অবস্থিতি যদিও সম্ভব হয়, কিন্তু সেস্থলে অধোমুখ ভাবনা কিরূপে  
 হইতে পাবে ? আর অধোমুখে অবস্থিত পদ্মেই বা চিন্তা কিরূপে হইবে ॥ ২৫ ॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে দেবি । হে বীববন্দিতে ! তোমাকর্তৃক যেকণ যুক্তিযুক্ত  
 বিষয় কথিত হইয়াছে, [ সাধাবণতঃ ] এই বক্য সংশয়ই জন্মে—ইহাতে সংশয় নাই ।  
 হে পবমেশানি ! সন্দেহ উচ্ছেদেব হেতু বলিতেছি। হে দেবেশি ! শব্দব্রহ্মময়  
 পবব্রহ্মস্বরূপ সেই পদ্ম সকল সুষুম্না নাড়ীব অভ্যন্তরে অবস্থিত । হে দেবি ! সেই  
 সমস্ত পদ্মগুলি সৰ্ব্বতোমুখ অর্থাৎ উর্দ্ধ ও অধোমুখ । প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামক  
 দুইটা ভাব জীবহৃদয়ে অবস্থান করে । সংসার হইতেছে প্রবৃত্তিমার্গ আর পবমান্ন-

প্রবৃত্তিভাবচিন্তাযামধোবক্তৃণি চিন্তয়েৎ ॥  
নিবৃত্তিযোগমার্গেষু সর্দৈবোর্দ্ধমুখানি চ ।  
এবমেব ভাবভেদাদসন্দেহোহভিজায়তে ॥ ২৬ ॥

### গৃহস্থ-যোগসাধনম্

( অথাত্ম সংপ্রবক্ষ্যামি গৃহস্থানাঞ্চ সাধনম্ ।  
মূলাধাবে স্থিতাং দেবীং কুণ্ডলীং পবদেবতাম্ ॥  
ভোগকালে মহেশানি ! আজিহ্বাস্তং বিভাব্য চ ।  
শোধিতান্ মৎস্তমাংসাদীনু তন্মুখে স্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥  
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য জুহোমি কুণ্ডলীমুখে ।  
প্রতিগ্রাসে মহেশানি । এবং কুর্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥  
ভোজনেচ্ছা ভবেৎ তস্মা নির্লিপ্তো জীবসংজ্ঞকঃ । )  
এবমেব প্রকাষণে উর্দ্ধপদ্যং প্রজায়তে ॥  
গুবোঃ স্থিতিশ্চ চার্বকি ! তদা সম্যক্ প্রজায়তে ।  
ভিত্ততে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিত্ততে সর্বসংশয়ঃ ॥  
গুবাদি-ভাবনাদ্ দেবি ! তদা সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।  
স্বগেহে পায়সং ত্যক্ত্বা ভিক্ষামটতি দুর্মতিঃ ॥

গতি হইতেছে নিবৃত্তি । প্রবৃত্তিভাবের চিন্তা [ পদ্যগুলিকে ] অধোমুখ চিন্তা কবিবে ।  
নিবৃত্তিরূপ যোগমার্গে এই পদ্যগুলিকে সর্বদা উর্দ্ধমুখ চিন্তা কবিবে । এইরূপ ভাবে  
ভেদবশতঃ অসন্দেহ অর্থাৎ সন্দেহ নিবৃত্তি উৎপন্ন হয় ॥ ২৬ ॥

( অনন্তর গৃহস্থগণের অগ্র [ যোগ ] সাধন বলিতেছি । হে মহেশ্বরি । সাধক  
ভোগকালে মূলাধারস্থিত পবদেবতা কুণ্ডলিনী দেবীকে জিহ্বা পর্যন্ত ধ্যান কবিয়া  
তঁাহার মুখে শোধিত মৎস্ত মাংসাদি স্থাপন কবিবে । মূল মন্ত্র উচ্চারণ কবিয়া  
“কুণ্ডলীমুখে জুহোমি” মন্ত্রে হোম কবিবে । হে মহেশ্বরি ! বিচক্ষণ সাধক  
প্রতিগ্রাসে এইরূপ কবিবে । ) এইরূপ প্রকাষেই উর্দ্ধমুখ পদ্য উৎপন্ন হয় । হে  
চার্বকি । তখন তাহাতে গুবর স্থিতি সম্যক্ প্রকাষে সম্ভব হয় । হে দেবি ।  
গুব প্রভৃতি ভাবনা হইতে যখন হৃদয়গ্রন্থি ( অবিজ্ঞা ) ভিন্ন হয়, সমস্ত সংশয়  
হ্রাস হয় ; তখন সিদ্ধি উৎপন্ন হয় । যাহা বা দুর্ন্যতি, তাহা বা নিজ গৃহে পায়স  
পবিত্যাগ কবিয়া ভিক্ষা অবলম্বন কবে অর্থাৎ যাহা বা নিজদেহ মধ্যে সিদ্ধিলাভে

অতএব মহেশানি ! বাতুলত্বং প্রজায়তে ।  
ইত্যেতৎ কথিতং সাবং মম জ্ঞানবিনোদিতম্ ॥ ২৭ ॥

প্রকারান্তর-কুণ্ডলিনী-যোগকথনম্

অথ যোগং প্রবক্ষ্যামি যেন দেবময়ো ভবেৎ ।  
মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রামিতা প্রিয়ে ! ॥  
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যত মন্ত্রযন্ত্রার্চনাদিকম্ ।  
স্বাপকালো বামবাহঃ প্রবোধো দক্ষিণাবহঃ ॥  
মন্ত্রিণাং স্বাপকালে তু জপোহনর্থফলপ্রদঃ ।  
প্রবোধকালং জানীয়াদুভয়োবপি পার্শ্বতি । ॥  
জাগর্তি যদি সা দেবি ! বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ ।  
তদা প্রসাদমাবাস্তি মন্ত্রযন্ত্রার্চনাদয়ঃ ॥  
যোগযোগাদ্ ভবেন্মুক্তির্মন্ত্রসিদ্ধিবথগুণিতা ।  
সিদ্ধে মনো পবাপ্তিবিতি শাস্ত্রস্ত নিৰ্ণয়ঃ ॥  
জীবমুক্তশ্চ দেহান্তে পবং নির্বাণমাপ্নু য়াং ।

উপাধ্বরূপ কুণ্ডলিনীযোগ অবলম্বন না কবিষা বাহু যোগ অবলম্বন কবে, তাহাদেব তদ্বাবা সম্যক্ সিদ্ধিলাভ হয় না । হে মহেশ্বরি ! এই কুণ্ডলিনী যোগ হইতেই বাতুলত্ব ( শিবত্ব ) লাভ হয় । ইহাই আমার জ্ঞানলব্ধ সাবতত্ত্ব [ তোমাকে ] কহিলাম ।

অনন্তর [ অস্ত্র ] যোগ বলি, বাহা দ্বাবা [ সাধক ] দেবময় হইতে পাবে । হে প্রিয়ে । মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ মন্ত্র-যন্ত্রেব অর্চনাদি কিছুই সিদ্ধ হয় না । নিঃশ্বাস যখন বাম নাসিকায প্রবাহিত হয়, তখন স্বাপ কাল ; যখন দক্ষিণ নাসিকায প্রবাহিত হয়, তখন জাগ্রত কাল । স্বাপকালে সাধকগণেব জপ অনর্থ ফল প্রদান কবে । হে পার্শ্বতি । উভয়েবই অর্থাৎ সাধক ও কুণ্ডলিনী প্রবোধকাল [ কল্যাণকর ] জানিবে । হে দেবি ! বহু পুণ্য-সঞ্চয়েব দ্বাবা যখন সেই কুণ্ডলিনীদেবী জাগ্রতা হন, তখন মন্ত্রযন্ত্রেব অর্চনাদি প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় । কুণ্ডলিনীযোগেব সম্বন্ধবশতঃ অথগু মন্ত্রসিদ্ধি এবং মুক্তি উৎপন্ন হয় । মন্ত্রসিদ্ধ হইলে পবত্রস্ত প্রাপ্তি হয়—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত । জীবমুক্ত সাধক দেহান্তে পবম নির্বাণ লাভ কবে । যোগ শব্দেব দ্বাবা সংসায নিবৃত্তিকর মুক্তি কথিত হইবাছে । জগন্ময়ী কুণ্ডলিনী প্রাণায়াম, জপ ও যোগেব দ্বাবা নিদ্রা ত্যাগ কবেন ॥ ২৮ ॥

সংসারবোদ্ধবণং মুক্তির্যোগশব্দেন কথ্যতে ॥  
 প্রাণায়ামৈর্জপৈর্ধ্যগৈস্ত্যক্তনিদ্রা জগন্ময়ী ॥ ২৮ ॥  
 চতুর্দলং স্রাদ্ধাবং স্বাধিষ্ঠানন্ত যড্‌দলম্ ।  
 নাভৌ দশদলং পদ্মং সূর্য্যাসংখ্যাদলং হৃদি ॥  
 কর্ণে স্রাৎ ষোড়শদলং ক্রমধ্যে দ্বিদলং তথা ।  
 সহস্রদলমাখ্যাং ব্রহ্মবক্রমহাপথে ॥  
 মাতৃকাক্ষবসংযুক্তং সহস্রাবং সর্বোকহম্ ।  
 অধোবক্রং গুল্লবর্ণং বক্তকিঞ্জকভূষিতম্ ॥ ইতি ॥

( স্তম্ভবীবিষয়ে তু বক্তবর্ণং বোধ্যম্, সমযাতন্ত্রোক্তত্বাৎ, অন্যথা  
 বিবোধাপত্তেঃ ॥ ২৯ ॥ )

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ কদ্‌শ্চ ঈশ্ববশ্চ সদাশিবঃ ।  
 ততঃ পবশিবশ্চৈব ষট্ শিবাঃ পবিকীর্তিতাঃ ॥  
 ডাকিনী বাকিনী চৈব শাকিনী লাকিনী তথা ।  
 কাকিনী হাকিনী চৈব শক্তযন্তাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥  
 আধাবে হ্রৎপ্রদেশে চ ব্রুবোর্মধ্যে বিশেষতঃ ।  
 স্বযন্তুসংজ্ঞা বাণাখ্যন্তথৈবেতবসংজ্ঞকঃ ॥  
 লিঙ্গত্রয়ং মহেশানি । প্রধানত্বেন চিন্ত্যেৎ ॥

আধাব (মূলধাব) পদ্ম চতুর্দল, স্বাধিষ্ঠান যড্‌দল, নাভিতে দশদল পদ্ম, হৃদয়ে  
 দ্বাদশ দল, কর্ণে ষোড়শ দল—এইকণ ক্রমধ্যে দ্বিদল এবং মস্তকে সহস্রদল পদ্ম কথিত  
 হইয়াছে । সহস্রদল পদ্মটি মাতৃকাক্ষবেব দ্বাবা যুক্ত, অধোমুখ, গুল্লবর্ণ ও বক্ত  
 কিঞ্জক-শোভিত । ( স্তম্ভবী বিবেকে সহস্রদল পদ্মটি বক্তবর্ণ জানিবে । কাবণ সমযাতন্ত্রে  
 তাহাই উক্ত হইয়াছে । অন্যথা বিবোধেব আপত্তি হব ॥ ২৯ ॥ )

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কদ্‌, ঈশ্বব, সদাশিব, তাহাব পব পবশিব—এই ছয়টি শিব  
 [মূলধাবাদি ছয়টি পদে] স্বীকৃত হইয়াছে । ডাকিনী, বাকিনী, শাকিনী, লাকিনী,  
 কাকিনী, হাকিনী—ইহাবা [মূলধাবাদি পদে শিবাব] শক্তি বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন ।

হে মহেশানি ! মূলধাব পদে, হ্রৎপদে ও ক্রমধ্যে [ছয়টি শিবাব মধ্যে]  
 বিশেষভাবে স্বযন্তুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও ইতব নামক লিঙ্গকে প্রধানরূপে চিন্তা কবিবে ।

মূলাধাবে স্থিতা ভূমিঃ স্বাধিষ্ঠানে জলং প্রিয়ে ! ॥

মণিপূবে স্থিতং তেজো হৃদয়ে মাকতস্তথা ।

বিশুদ্ধৌ তু মহেশানি ! আকাশং কমলেক্ষণে ! ॥

আজ্ঞাচক্রে মহেশানি । মনঃ সর্বার্থসাধকম্ ।

তদুর্দ্ধে পবমেশানি ! পদ্মমূৰ্দ্ধমুখং সদা ॥

তস্মোপবি মহেশানি ! ধ্যায়েৎ সদাশিবং গুহ্যম্ ॥ ৩০ ॥

উৰ্দ্ধমুখমিতি । অধোমুখ-সহস্রদল-পদ্মাধোগতোৰ্দ্ধমুখ-দ্বাদশদল-পদ্মো-  
পবি শিবকপিণং শ্রীগুহ্যং ধ্যায়েদিত্যর্থঃ । তথাচোক্তং যামলে—

ব্রহ্মবজ্র-সবসীকহোদবে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতম্ ।

কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং দ্বাদশার্ণ-সবসীকহং ভজে ॥৩১॥

অহং দ্বাদশার্ণং দ্বাদশদলং সবসীকহং পদ্মং ভজে । সবসীকহং কিং  
বিশিষ্টম্ ? কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং । কুণ্ডল্যাঃ বিবরং মূলাধাবপদ্মাৎ  
সহস্রদলকমলকর্ণিকাস্তর্গত-বিন্দুকপি-সদাশিবসন্নিধৌ গমনমার্গঃ, তস্মাৎ  
কাণ্ডং তদাধাবভূতং নালাং, চিত্রিণীনাড়ীত্যাঃ । তস্মাৎ মণ্ডিতং পদ্মনালবৎ  
চিত্রিণীনাড্যাঃ শিবোভূষণমিত্যর্থঃ । তদগ্রে দ্বাদশার্ণস্য সবসীকহস্য স্থিতত্বাৎ

হে প্রিয়ে । মূলাধাবে ভূমি, স্বাধিষ্ঠানে জল অবস্থিত, মণিপূবে তেজঃ ; হৃদয়ে  
বায়ু অবস্থিত । হে মহেশানি ! হে কমলেক্ষণে ! বিশুদ্ধিচক্রে আকাশ অবস্থিত ।  
হে মহেশানি । আজ্ঞাচক্রে সর্বার্থসাধক মন অবস্থিত । হে পরমেশানি ! আজ্ঞা-  
চক্রেব উৰ্দ্ধে উৰ্দ্ধমুখ সহস্রদল পদ্ম সদা অবস্থিত । হে মহেশানি ! তাহাব  
উপবে সদাশিবকপী শ্রীগুহ্যকে ধ্যান কবিবে ॥ ৩০ ॥

‘উৰ্দ্ধমুখম্’ এই বাক্যের অর্থ হইতেছে—অধোমুখ সহস্রদল পদ্মেব অধোভাগস্থিত  
উৰ্দ্ধমুখ দ্বাদশদল পদ্মেব উপবে শিবরূপী শ্রীগুহ্যকে ধ্যান কবিবে । যামলতন্ত্রে  
সেইরূপই উক্ত হইয়াছে—“ব্রহ্মবজ্র-সবসীকহোদরে” ইত্যাদি ॥ ৩১ ॥

[ গ্রন্থকাব পবে নির্জেই উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা কবিয়াছেন যথা—] আমি  
দ্বাদশার্ণ অর্থাৎ দ্বাদশদল বিশিষ্ট—সবসীকহকে অর্থাৎ পদ্মকে ভজনা কবি ॥ ৩২ ॥

সেই সবসীকহ কি বিশেষণ বিশিষ্ট ? কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং ( ব্যাখ্যা )  
কুণ্ডলীব বিবর অর্থাৎ মূলাধাব পদ্ম হইতে সহস্রদল পদ্মেব কর্ণিকাব অন্তর্গত  
যে বিন্দু, সেই বিন্দুকপী সদাশিবের নিকটে গমন মার্গ । সেই কুণ্ডলীবিবরকাণ্ড  
অর্থাৎ তাহাব আধাবভূত নালা অর্থাৎ চিত্রিণী নাড়ী । তাহাব ( সেই নালেব )

ভূষণমিত্যুক্তিঃ। পুনঃ কিস্তুতম্? ব্রহ্মবন্ধু-সবসীকহোদবে নিত্যলগ্নম্, সহস্রাব-পদ্ম-কর্ণিকাসমীপে তদধোদেশে নিত্যমবিনাভাবসম্বন্ধেন লগ্নং স্থিতমিত্যর্থঃ। পুনঃ কিস্তুতম্? অবদাতং গোবম্। পুনঃ কিস্তুতম্? অদ্ভুতং মনোহবম্। তত্র পূর্বোক্তক্রমেণ শিবকপিণং শ্রীশুকং ধ্যায়েৎ ॥৩২॥

ষট্চক্রং পৰমেশানি। সদাশিবপুং সমম্।

শক্তিপুং মহেশানি। সদাশিবপুবোপবি ॥

স এব নির্বাণাখ্য-কলোপবিগতঃ নির্বাণশক্তেঃ পুংস্।

শিবস্থানং শৈবাঃ পৰমপুংসং বৈষ্ণবগণা

লপন্তীতি প্রায়ো হবিহবপদং কেচিদপবে।

পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দবসিক।

মুনীন্দ্রা অপ্যন্তো প্রকৃতি-পুংস্বস্থানমমলম্ ॥ ৩৩ ॥

কুণ্ডলিনী-প্রত্যাবর্তন-প্রকারঃ

বমিষ্টা শব্দুনা সার্কং কুণ্ডলীং পবদেবতাম্।

“মণ্ডিত” অর্থাৎ পদ্মশাল্যেব ত্রায চিত্রিণী নাভীং শিবোভূষণ। তাহাব অগ্রে দ্বাদশ-দল পদ্মেব অবস্থানবশতঃ ‘ভূষণ’ এই উক্তি হইয়াছে। পুনঃ কিস্তুতম্? অর্থাৎ সেই সরসীকহ আব কিরণ বিশেষণ বিশিষ্ট? ব্রহ্মবন্ধু-সরসীকহোদবে নিত্যলগ্নং ( ব্যাখ্যা ) সহস্রাবপদ্মেব কর্ণিকাব সমীপে তাহাব অধোদেশে নিত্য অর্থাৎ অবিনাভাবসম্বন্ধে—লগ্ন অর্থাৎ স্থিত। “পুনঃ কিস্তুতম্” অর্থাৎ সেই সবসীকহ আব কি বিশেষণ বিশিষ্ট? অবদাতম্ অর্থাৎ গোববর্ণ। পুনঃ কিস্তুতম্? অর্থাৎ সেই সবসীকহ আব কি বিশেষণ বিশিষ্ট? ‘অদ্ভুতম্’ অর্থাৎ মনোহব। সেই সবসীকহে পূর্বোক্তক্রমে শিবরূপী শ্রীশুককে ধ্যান কবিবে। ॥ ৩২ ॥

হে পরমেশানি। ষট্চক্র হইতেছে সদাশিবের পুং (বসতিস্থান)। হে মহেশানি! সদাশিব-পুংসের উপরিভাগে [উহাব] তুল্য শক্তিপুং আছে। সেই সদাশিবই হইতেছেন নির্বাণ নামক কলাব উপবিস্থিত নির্বাণশক্তিব পুং। শৈবগণ এই স্থানকে (পদ্মকে) শিবস্থান বলেন। বৈষ্ণবগণ উহাকে পৰম পুংস্ব বিষুব স্থান বলেন। বহু হবিহবোপাসক ও অজ্ঞাত উপাসকগণ উহাকে হবিহর পদ বলেন। দেবীং পাদপদ্ম সেবকগণ উহাকে দেবীং স্থান বলেন। হংসমন্ত্রোপাসক মুনীন্দ্রগণ উহাকে মনোহর প্রকৃতি পুংস্বের স্থান বলেন। ॥ ৩৩ ॥

হে মহেশানি। [সাধক] পবদেবতা কুণ্ডলিনীকে [সহস্রাব পদ্মে] শিবের

ধাত্বা জপ্তা চ দেবেশি ! সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ।  
 এবং দ্বাদশধা দেবি ! যাতায়াতং কবোতি যঃ ॥  
 স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো মন্ত্রসিদ্ধো ন চাশ্রথা ।  
 যত্র তত্র মৃতশ্চায়ং গঙ্গায়াং স্থপচালয়ে ॥  
 ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মভূয়ায কল্পতে নাশ্রথা প্রিয়ে ! ॥ ৩৫ ॥  
 অথ প্রার্থনা—অহং দেবি ! ন চাত্তোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্ ।  
 সচ্চিদানন্দকপোহহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্ ॥  
 হৃদিস্থয়া পবদেব্যা প্রেবিতশ্চ কবোম্যহম্ ।  
 ন মে কিঞ্চিদ্ কচিদ্ বাপি কৃত্যমস্তি জগৎত্রেযে ॥  
 জানামি ধর্ম্যং নচ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্যং ন চ মে নিবৃত্তিঃ ।  
 হুয়া মহাদেবি ! হৃদিস্থয়াহং যথা নিযুক্তোহস্মি তথা কবোমি ॥  
 ত্রৈলোক্য-চৈতন্যময়ি । ত্রিশঙ্কে । ত্রীপার্বতি ! ত্বচ্চবণাজ্ঞয়েব ।  
 প্রাতঃ সমুখায তব প্রিয়ার্থং সংসাযযাত্রামনুবর্তয়িষ্যে ॥  
 এবং সক্ষিস্ত্য মনসা গৃহান্নির্গত্য সংযতঃ ।

ধ্যান কবিষা ও জপ কবিষা সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হন । যে সাধক এইরূপে দ্বাদশ বার  
 [ কুণ্ডলিনীকে ] যাতায়াত কবে অর্থাৎ কবাব, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া  
 মন্ত্রসিদ্ধ হয়, অশ্রুথা মন্ত্রসিদ্ধ হইতে পাবে না । হে প্রিয়ে ! এই সাধক যেখানে  
 সেখানে গঙ্গাতীরে বা চণ্ডালগৃহে মৃত হইলেও ব্রহ্মবিদ্ হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তিব  
 যোগ্যতা লাভ কবে ; অশ্রুথা সম্ভব নয় ॥ ৩৫ ॥

অনন্তব প্রার্থনা—হে দেবি । আমি ব্রহ্ম ভিন্ন নহি, আমি ব্রহ্মই, [ এজন্ত ]  
 শোকভাগীও নহি । আমি সচ্চিদানন্দরূপ নিত্যমুক্ত, ব্রহ্মসত্তাই আমার সত্তা ;  
 হৃদযস্থিত পবদেবতা কর্তৃক প্রেবিত হইবাই আমি কর্ম কবি । জগৎত্রেযেব ( স্বর্গ,  
 মর্ত্য ও পাতালেব ) কোন স্থলে আমার কোন কিছু কৃত্য নাই । আমি ধর্ম  
 জানি, কিন্তু আমার [ তাহাতে ] প্রবৃত্তি নাই । অধর্ম ও জানি, কিন্তু আমার [ তাহা  
 হইতে ] নিবৃত্তি নাই । হে মহাদেবি ! তুমি আমার হৃদযস্থিত হইয়া যেকপে  
 আমাকে নিয়োগ কবিতেন্ত্র, সেইরূপই আমি [ কর্ম ] কবি । হে ত্রৈলোক্য-চৈতন্য-  
 ময়ি ! হে ত্রিশঙ্কে । হে পার্বতি ! তোমার ত্রীচবণেব আঞ্জানুসাবেই প্রাতঃকালে  
 গাত্রোথান কবিয়া তোমাব ত্রীতিব জন্ত সংসায-যাত্রা অনুবর্তন কবিব । সংযত সাধক  
 মনেব দ্বাবা এইরূপ চিন্তা কবিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নিয়মপূর্বক আচমন কবিয়া

আচম্য প্রয়তো মন্ত্রী দন্তধাবনমাচবেৎ ॥ ৩৬ ॥

দন্তধাবন-বিধিঃ

তন্ত্রগন্ধর্বে—দন্তকাষ্ঠমখাদিহা পূজয়েদ্ যন্ত্র দেবতাম্ ।

তৎপূজা বিফলা দেবি ! মৃতে চ নবকং ব্রজেৎ ॥

মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে—বিধায়াবশ্যকং শৌচমাচামং দন্তধাবনম্ ।

মুখপ্রক্ষালনাদীনি কৃতা স্নানং সমাচবেৎ ॥ ৩৭ ॥

অথ মুখপ্রক্ষালনমন্ত্রঃ দক্ষিণামূর্তৌ—‘ক্লী’ কামদেবসর্বজনপ্রিয়ায় নমঃ ।’

ক্লীমাত্মকং কামদেব-সর্বজনমথালিখেৎ ।

প্রিয়ায় হৃদয়াস্তোহয়ং মনুর্দন্তবিশুদ্ধয়ে ॥

চতুর্দশাক্ষবৈবক্লুং ক্ষালয়েৎ সিদ্ধিহেতবে ॥ ৩৮ ॥

স্নানবিধিঃ

যামলে— স্নানমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ শ্রুতিস্মৃত্যুদিতা নৃণাম্ ।

তস্মাৎ স্নানং নিষেবেত শ্রীপুষ্ট্যাবোগ্যবর্জনম্ ॥

মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে—অকণ্ঠেহনুদিতো মন্ত্রী তীর্থে বা বিমলে জলে ।

বৈদিকং স্নানমার্চ্য তান্ত্রিকং স্নানমাচবেৎ ॥

পবখাতে যৎ কর্তব্যং, তদাহ বিশ্বসায়ে—

দন্তধাবন কবিবে ॥ ৩৬ ॥ তন্ত্রগন্ধর্বে উক্ত হইয়াছে—“যে ব্যক্তি দন্তকাষ্ঠ চর্ষণ ( দন্ত-ধাবন ) না কবিয়া দেবতাকে পূজা কবে, হে দেবি ! তাহাব পূজা বিফল। সে পঞ্চম প্রাপ্ত হইলে নবকে গমন কবে।” মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে উক্ত হইয়াছে—“অবশ্য কর্তব্য শৌচ, আচমন, দন্তধাবন কবিয়া এবং মুখপ্রক্ষালন প্রভৃতি কবিয়া স্নান কবিবে” ॥৩৭॥

দক্ষিণামূর্তি তন্ত্রে মুখপ্রক্ষালন মন্ত্র উক্ত হইয়াছে—“ক্লী” কামদেব-সর্বজন প্রিয়ায় নমঃ” । [ মন্ত্রোক্তাবোব প্রণালী ] প্রথমে ক্লী” কামদেব-সর্বজন পদ লিখিবে । অনন্তর প্রিয়ায় পদ লিখিবে । দন্তবিশুদ্ধির জন্য এই মন্ত্রটি হৃদয়াস্ত হইবে অর্থাৎ অন্তে হৃদয় ( নমঃ ) লিখিবে । ( তাহাতে পূর্বোক্ত মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে ) । সিদ্ধিলাভেব জন্য [পূর্বোক্ত] চতুর্দশাক্ষবিশিষ্ট মন্ত্রেব দ্বাবা মুখপ্রক্ষালন কবিবে ॥৩৮॥

যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“মনুষ্যগণের শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত সমস্ত ক্রিয়া স্নান-মূল অর্থাৎ স্নানের পর অনুষ্ঠেয় ; অতএব শ্রী, পুষ্টি ও আবোগ্যবর্জক স্নান [ অবশ্য ] কর্তব্য।” মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশে উক্ত হইয়াছে—“সাধক অরুণোদয় কালে তীর্থে বা নির্মল



পবখাতে তু কর্তব্যঃ পঞ্চপিণ্ডোদ্ধবঃ সদা ॥ ৩৯ ॥

স্নানমন্ত্রঃ

মন্ত্রমাহ—উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ পঞ্চ হং ত্যজ পুণ্যং পবস্তু চ ।

পাপানি বিলয়ং যান্ত শান্তিং দেহি সদা মম ॥

নীলতন্ত্রে—পুনর্নিমজ্য পয়সি সঙ্কল্পঞ্চ সমাচবেৎ ।

ততঃ সঙ্কল্য মতিমান্ নাভিমাত্রোদকে স্থিতঃ ॥

প্রীতয়ে শ্বেষ্টদেবস্ত স্নানং সর্বত্র কাবয়েৎ ।

ইষ্টদেবতাপূজার্থং স্নানং কার্য্যং জলাশয়ে ॥ ৪০ ॥

মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে—অস্ত্রেনানীয় মৃৎস্নানং বৈ ত্রিভাগং তত্র কাবয়েৎ ।

ভাগমেকং জলে চৈব দ্বিপেন্মন্ত্রং সমুচ্চবন্ ॥

এবং মূর্দ্ধাদি-নাভ্যন্তং পঠন্ মূলং বিলেপয়েৎ ।

শেষন্ত পাদনাভ্যন্তং তথৈব পবিলেপয়েৎ ॥

অঙ্গে ষড়ঙ্গং বিন্যস্ত প্রাণায়ামপুংসবম্ ।

জলে বৈদিক স্নান কবিষা তাত্ত্বিক স্নান কবিবে”। অস্ত্রেন জলাশয়ে [ স্নানকালে ]  
যাহা কর্তব্য, বিশ্বসাবতন্ত্রে তাহা বলিতেছেন—“[ মৃদ্বী সাধক ] অস্ত্রেন জলাশয়ে কিন্তু  
পাঁচটি মৃৎপিণ্ড নিত্য উত্তোলন কবিবে ॥ ৩৯ ॥”

[ মৃৎপিণ্ড উত্তোলন কালে পাঠ্য ] মন্ত্র বলিতেছেন—“উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ” ইত্যাদি  
( মূল দ্রষ্টব্য )। উক্ত মন্ত্রের অর্থ হইতেছে—“হে পঞ্চ! তুমি ওষ্ঠ ওষ্ঠ এবং  
পবেব জন্ত পুণ্য ত্যাগ ( অর্পণ ) কব। পাপসকল বিনাশ প্রাপ্ত হউক। আমাষ  
সর্বদা শান্তি দাও”। নীলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“জলে পুনর্বাষ অবগাহন কবিষা  
সঙ্কল্প কবিবে। তাহাব পর মতিমান্ সাধক সঙ্কল্প করিয়া নাভি পবিমাণ জলে  
অবস্থিত হইয়া নিজ ইষ্টদেবের প্রীতির জন্ত সর্বত্র স্নান করিবে। ইষ্টদেবতার  
পূজার জন্ত জলাশয়ে স্নান [ অবস্ত্র ] কর্তব্য ॥ ৪০ ॥”

মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশে উক্ত হইয়াছে—“অস্ত্র ( ফট ) মন্ত্রের দ্বারা [ জলাশয় হইতে ]  
মৃত্তিকা আনিয়া সেই মৃত্তিকার তিনটাই ভাগ কবিবে। মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক এক ভাগ  
মৃত্তিকা জলেই নিক্ষেপ কবিবে। এইকপ মূলমন্ত্র পাঠ পূর্বক [ দ্বিতীয় ভাগ নিজগাত্রে ]  
মস্তক হইতে নাভি পর্য্যন্ত লেপন কবিবে। শেষভাগ সেইকপেই অর্থাৎ মূলমন্ত্র  
পাঠ পূর্বক [ নিজগাত্রে ] পাদ হইতে নাভি পর্য্যন্ত লেপন কবিবে। অঙ্গে ষড়ঙ্গ হ্রাস

হুম্মল্লাকুশমুদ্ভাত্যাং তীর্থমাবাহ মণ্ডলাং ॥

মণ্ডলাং সূর্য্যামণ্ডলাং ॥ ৪১ ॥

তীর্থাবাহনমন্ত্রঃ

ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি কবৈঃ স্পৃষ্টানি তে ববে ! ।

তেন সত্যেন মে দেব । তীর্থং দেহি দিবাকব ! ॥

ওঁ গঙ্গে । চ যমুনে ! চৈব গোদাববি । সবস্বতি ! ।

নর্মদে । সিন্ধুকাবেবি ! জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

ওঁ আবাহয়ামি দেবি । হ্রাং । স্নানার্থমিহ স্তুন্দবি ! ।

এহি গঙ্গে ! নমস্তভ্যাং সর্ব্বতীর্থসমন্বিতে ! ॥ ৪২ ॥

এবমাবাহ বিধিবন্ মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রযেৎ ।

আমন্ত্র্যাহন্তসি সংযোজ্য সোমসূর্য্যাগ্নিমণ্ডলম্ ॥

বিচিন্ত্য মন্ত্রী তন্মধ্যে নিমজ্জেন্ মূলমুচ্চবন্ ।

উথাযাচম্য তৎপশ্চাৎ ষডঙ্গত্ৰাস-সংযুতঃ ॥ ৪৩ ॥

আচমন-মন্ত্রঃ

যামলে—আঙ্গ-বিজ্ঞা-শিবৈশ্তত্বৈবচামেৎ সাধকাগ্রণীঃ ।

কবিষা প্রাণায়ামপূর্ব্বক হুম্মল্ল ( নমঃ ) দ্বাবা অক্লুশ মুদ্রাবোগে মণ্ডল হইতে [ “ব্রহ্মাণ্ডে যানি” ইত্যাদি মন্ত্রেব দ্বাবা ] তীর্থ আবাহন কবিবে । “মণ্ডলাং” পদেব অর্থ—সূর্য্যামণ্ডল হইতে ॥ ৪১ ॥ উক্ত আবাহন মন্ত্রেব অর্থ—হে সূর্য্য । ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল তীর্থ আছে, সে সমস্তই তোমাব কিবণেব দ্বাবা স্পৃষ্ট । হে দেব দিবাকব ! সেই সত্যপ্রযুক্ত তুমি আমাকে তীর্থ প্রদান কব । হে গঙ্গে । হে যমুনে ! হে গোদাববি ! হে সবস্বতি ! হে নর্মদে ! হে সিন্ধু । হে কাবেবি ! [ তোমবা ] এই জলে সন্নিহিত হও । হে দেবি ! হে স্তুন্দবি । আমি জ্ঞানেব জন্ত তোমাকে আবাহন কবিতেছি, গঙ্গে । তুমি এস । হে সর্ব্বতীর্থসমন্বিতে । তোমায় নমস্কাব ।

বিধিপূর্ব্বক এইরূপ আবাহন কবিষা মূলমন্ত্রেব দ্বাবা [ জল ] অভিমন্ত্রিত কবিবে । সাধক জলে [ এইরূপে তীর্থ ] আবাহন কবিয়া, যোগ কবিষা ও সোম, সূর্য্য ও অগ্নি-মণ্ডল [ সন্নিহিত ] চিন্তা কবিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই জলমধ্যে অবগাহন কবিবে । [ জল মধ্য হইতে ] উত্থিত হইয়া আচমন কবিয়া তাহাব পর ষডঙ্গ ত্ৰাস-যুক্ত হইবে অর্থাৎ ষডঙ্গ ত্ৰাস কবিবে ॥ ৪৩ ॥ যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে প্রিয়ে ! সাধকাগ্রণী শুদ্ধ জলেব দ্বাবা আঙ্গতত্ত্ব, বিজ্ঞাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব—পবভাগে বহিজ্জায়

বহ্নিজায়াং পবে দত্তা শুক্লেন পাথসা প্রিয়ে । ॥ পাথসা জলেন ।

অভিমদ্র্য ততস্তোয়ং মূলমস্ত্রেণ সাধকঃ ।

ক্ষালয়েৎ তেন বপুষঃ কলুষং কুস্তমুদ্রয়া ।

আত্মানং দশধা সিঞ্চেৎ মুদ্রয়া কলশাখয়া ।

সপ্তকুহোহভিষিঞ্চেদ্ বা মনুনা মল্লিতৈর্জলৈঃ ।

জ্ঞানার্গবে—বামহস্তে কৃত্য মুষ্টির্দক্ষহস্তস্ত পার্বতি । ।

কলশাখ্যা ভবেন্দ্রা সর্বপাপহবা শুভা ॥ ৪৪ ॥

গৌতমীয়ে—গীড়য়িত্বাহবং চাক প্রক্ষাল্যাচম্য বাগ্‌যতঃ ।

ধাবয়েদ্ বাসসী শুক্লে পবীধানোত্তবীয়কে ॥

অচ্ছিন্নে সদশে শুক্লে আচামেৎ পীঠসংস্থিতঃ ।

মোক্ষার্থী বক্তবস্ত্রে হে ভোগার্থী শ্বেতবাসসী ॥ ৪৫ ॥

শান্ততিলক-বিধিঃ

তিলকং বক্তগন্ধেন চন্দনে চ বা প্রিয়ে । ।

দেব্যস্ত্রং বিলিখেদ্ ভালে তাবাবীজং ততো হৃদি ॥

( স্বাহা ) দিয়া, তদ্‌দ্বাৰা অর্থাৎ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিজ্ঞাতত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা মন্ত্রে আচমন কবিবে । “পাথসা” অর্থ—জলেন অর্থাৎ জলদ্বাৰা ।

তাহার পব সাধক মূলমস্ত্রেণ দ্বাৰা জল অভিমদ্রিত কৰিয়া কুস্তমুদ্রায় সেই জলেৰ দ্বাৰা দেহেৰ পাপ ক্ষালন কৰিবে । সাধক কলশ নামক মুদ্রাৰ অভিমদ্রিত জলেৰ দ্বাৰা আত্মাকে ( দেহকে ) দশবাৰ সেচন কৰিবে । অথবা মন্ত্ৰদ্বাৰা সাতবাৰ সেচন কৰিবে । জ্ঞানার্গব তন্ত্ৰে বলিয়াছেন—“হে পার্বতি । বামহস্তে দক্ষিণ হস্তেব মুষ্টি কবিলেই কলশ নামক মুদ্রা হয় । উহা শুভজনক ও সর্বপাপ বিনাশক ।” গৌতমীৰ তন্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে—“সাধক বাগ্‌যত হইয়া উত্তমৰূপে বস্ত্র ধৌত কৰিবা ও নিপীড়ন কৰিবা ( নিঙ্‌ড়াইবা ) আচমন পূৰ্বক অচ্ছিন্ন ও দশাযুক্ত শুক্লবৰ্ণ হুইখানি বস্ত্ৰ—পৰিহিত ও উত্তবীয়—ধাবণ কৰিবে । [ তাহাব পব ] আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন কৰিবে । মোক্ষার্থী হুইখানি বক্তবস্ত্ৰ এবং ভোগার্থী হুইখানি শ্বেতবস্ত্ৰ ধাবণ কৰিবে । ॥ ৪৫

হে প্রিয়ে ! [ তাহাব পব ] বক্তচন্দন বা চন্দন দ্বাৰা তিলক কৰিবে (১) । নবশ্ৰেষ্ঠ

\* শুণ্ডাবর্ণতন্ত্ৰে কুস্তমূলক্ষণত্ব—দক্ষাজুষ্ঠে পবাজুষ্ঠং ক্ষিপ্ত্বা হস্তদ্বয়েন তু । সাবকাশ-  
মেকমুষ্টিং কুস্তমুদ্রাং বিহ্বব্ধাঃ ॥

শক্তিং মধ্যগতাং কুর্যাৎ সাধকো নবপুঙ্গবঃ ॥

দেবাস্ত্রং স্বস্বোপাসিত-দেবাস্ত্রং লিখেদিত্যর্থঃ ।

ত্রিপুণ্ড্রং বিনা কুর্যাদ্ যাং কাঞ্চিদ্ বৈদিকীং ক্রিয়াম্ ।

সা নিষ্ফলা ভবেদ্ ভূপ ! ব্রহ্মণাপি কৃতা যদি ॥

ইতি ভবিষ্যপুৰাণবচনাৎ । কূৰ্মপুৰাণে—

বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা শাক্তো বা মৌৰ্য এব বা ।

ত্রিপুণ্ড্রং বিনা পূজাং কুৰ্ব্বাণো যাত্যধোগতিম্ ॥ ৪৬ ॥

শিবধৰ্ম্মে—সিতেন ভস্মনা কুর্য্যাললাটে যস্ত্রিপুণ্ড্রকম্ ।

সৰ্বপাপ-বিনিমূৰ্ত্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥

ভস্মেতু্যপলক্ষণম, দ্রব্যান্তবেণাপি ত্রিপুণ্ড্রং কাৰ্য্যম্ । তথাচ ভবিষ্যে—

সৰ্বস্ত্রিপুণ্ড্রকং কুর্যাদ্ যজ্ঞস্ত ভস্মনা সদা ।

তদলাভে চন্দনেন মৃদা বা বাবিণাপি বা ॥

যৎ কিঞ্চিৎ ককতে কৰ্ম্ম বিনা বিপ্রস্ত্রিপুণ্ড্রকম্ ।

ব্যর্থমেব ভবেৎ সৰ্বং বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা ॥

সচ্ছিদ্রং কুকতে যন্ত পুণ্ড্রং পশুগতির্দ্বিজঃ ।

সাধক ললাটে দেবীৰ অস্ত্র লিখিবে অৰ্থাৎ অস্ত্রাকাৰ তিলক কবিবে । তাহাৰ পৰ  
হৃদয়ে তাবাবীজ লিখিবে এবং মধ্যস্থলে শক্তিবীজ লিখিবে । ‘দেবাস্ত্র’ পদেৰ অৰ্থ—নিজ  
নিজ উপাসিত দেবীৰ অস্ত্র লিখিবে । কাৰণ ভবিষ্যপুৰাণে উক্ত হইয়াছে—“ত্রিপুণ্ড্র  
ব্যতীত বেদবিহিত যে কোন ক্রিয়া যদি ব্রহ্মা কর্তৃকও অঙ্গীকৃত হয়, হে মহাবাজ ।  
তবে তাহা নিষ্ফল ।” কূৰ্মপুৰাণে উক্ত হইয়াছে—“বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত বা মৌৰ্য  
( সূৰ্যোপাসক ) ত্রিপুণ্ড্র ব্যতীত পূজা কবিলে অধোগতি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৬ ॥”

শিব ধৰ্ম্মে উক্ত হইয়াছে—“যে ব্যক্তি শুভ্রবৰ্ণ ভস্ম দ্বাৰা ললাটে ত্রিপুণ্ড্র কৰে,  
সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন কৰে” । ভস্মপদটী উপলক্ষণ অৰ্থাৎ  
ভস্মপদটী অস্ত্রাণ্ণ তিলক দ্রব্যকে লক্ষিত কৰিতেছে । [ ভস্মেৰ অভাবে ] অস্ত্র দ্রব্যেৰ  
দ্বাৰাও তিলক কৰ্তব্য । তাহাই ভবিষ্যপুৰাণে উক্ত হইয়াছে—“সমস্ত সাধক যজ্ঞভস্মেৰ  
দ্বাৰা সৰ্বদা তিলক কবিবে । যজ্ঞভস্মেৰ অভাবে চন্দন দ্বাৰা অথবা মৃত্তিকা দ্বাৰা অথবা  
জলেৰ দ্বাৰা ত্রিপুণ্ড্র কবিবে । বিপ্র ত্রিপুণ্ড্র ব্যতীত যে কোন কৰ্ম্ম কৰে, বন্ধ্যাস্ত্রী  
সহবাসেৰ ছায় তাহাৰ সমস্তই ব্যর্থ হইবে । যে মূৰ্খমতি দ্বিজ ত্রিপুণ্ড্র কে সচ্ছিদ্র

ধর্মার্থ-কামমোক্ষেষু তস্তা ছিদ্ৰং প্রজায়তে ॥ ৪৭ ॥

বৈদিকীং তান্ত্রিকীং সন্ধ্যাং ততঃ কুর্যাৎ সমাহিতঃ ।

অশূন্যঞ্চ কবং কুর্যাৎ সুবর্ণ-বজ্রতৈঃ কুশৈঃ ॥

সুবর্ণ-বজ্রতধৈব জপ-পূজাদি-কর্মসু ।

এষ এব কুশঃ শাস্ত্রে ন দর্ভো বনসম্ভবঃ ।

তর্জ্জ্ঞানং বজ্রতং ধার্যাৎ স্বর্ণং ধার্য্যমনাময়া ॥ ৪৮ ॥

### তান্ত্রিক-সন্ধ্যা

অথ সন্ধ্যাং প্রবক্ষ্যামি তান্ত্রিকীং সর্বসিদ্ধিদাম্ ।

উপবিশ্বাচমেন্নদ্বী পযোভিহীনবুদ্বুদৈঃ ॥

ততশ্চ আত্মতত্ত্বায় বিতাতত্বায় তৎপবম্ ।

শিবতত্ত্বায় বৈ প্রোচ্য ক্রমেণ বহিবল্লভাম্ ॥

মূলান্ত্বেবেতিবাচামেৎ পূর্বোত্তবমুখঃ সুধীঃ ।

আচমনং ততঃ কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচবেৎ ॥ ৪৯ ॥

ষড়ঙ্গতাসমাচর্য্য জলে মূলং জপেদ্ দশ ।

কুশেন তজ্ জলং ভূমৌ ত্রিমূর্দ্ধি সপ্ত নিক্ষিপেৎ ॥

কবে ; তাহাব ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে ছিদ্ৰ ( বিঘ্ন ) উৎপন্ন হয় ॥ ৪৭ ॥

তাহার পব সমাহিত হইয়া বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা কবিবে । সুবর্ণ, রজত বা কুশেব দ্বাৰা হস্তকে অশূন্য কবিবে অর্থাৎ সুবর্ণ, বজ্রত বা কুশনির্ম্মিত অঙ্গুবী হস্তে ধারণ কবিবে । শক্তিবিশয়ক জপ পূজাদি কার্যে স্বর্ণ বা, বজ্রতই কুশ, বনজাত দর্ভ কুশ নহে । তর্জ্জনীতে বজ্রত এবং অনামিকায স্বর্ণ ধারণ কবিবে ॥ ৪৮ ॥

অনন্তব সর্বসিদ্ধিপ্রদ তান্ত্রিক সন্ধ্যা [ বিধি ] বলিষ । দীক্ষিত সাধক [ আসনে ] উপবেশন কবিয়া বুদ্ধবুদ্ধহীন জলেব দ্বাৰা আচমন কবিবে । তাহাব পব সুধী সাধক পূর্বমুখ বা উত্তবমুখ হইয়া আত্মতত্ত্বায় এবং বিতাতত্বায় বলিয়া তাহাব পব শিবতত্ত্বায় বলিয়া যথাক্রমে বহি বল্লভা ( স্বাহা ) বলিয়া অর্থাৎ মূলেব অন্তে আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিতাতত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা—এই তিনটা মন্ত্রেব দ্বাৰা আচমন কবিবে । তাহাব পব আচমন কবিয়া প্রাণায়াম কবিবে । ॥ ৪৯ ॥

ষড়ঙ্গতাস কবিয়া জলে দশ বাব মূলমন্ত্র জপ কবিবে । কুশেব দ্বাৰা সেই জল ভূমিতে তিন বাব এবং মস্তকে সাতবাব নিক্ষেপ কবিবে । হে দেবি ! হে দেবেশি ! তাহাব

মূলমুচ্চার্য্য দেবেশি ! বামহস্তে জলং ততঃ ।  
 গৃহীত্বা তজ্জলং দেবি ! তত্র মূলং সমুচ্চবন্ ॥  
 শিব-বায়ু-জল-পৃথ্বী-বহ্নিবীজৈস্ত্রিধা পুনঃ ।  
 অভিমন্ত্র্য চ মূলেন সপ্তধা তত্ত্বমুদ্ভব্যা ॥  
 গলিতান্মু ক্ষিপেন্ মুদ্ধি শেখং দক্ষে নিধায় চ ।  
 ইডয়াকৃষ্য দেহান্তঃ কালিতৈঃ পাপসঞ্চয়ৈঃ ॥  
 কৃষ্ণবর্ণং তদ্বদকং দক্ষনাড্যা বিবেচয়েৎ ।  
 দক্ষহস্তে তু তন্মন্ত্রী পাপকপং বিচিন্ত্য চ ॥  
 পুৰতো বজ্রপাশাণে প্রাক্ষিপেদন্ত্রমন্ত্রতঃ ॥ ৫০ ॥

### তর্পণ-বিধিঃ

জলে যন্ত্ৰং সমালিখ্য তর্পয়েৎ পবদেবতাম্ ।  
 পূজয়িত্বা তত্র দেবীং পবিবাব-সমম্বিতাম্ ॥  
 গুণকপঙ্তীঃ প্রতর্প্যাথ তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্ ।  
 উত্তবাভিমুখো ভূত্বা দেবীমাত্রং প্রতর্পয়েৎ ॥  
 তৃপ্যতাং জগতাং মাতা ভৈববস্তৃপ্যতাং তথা ।

পব মূলমন্ত্র উচ্চারণ কবিয়া বামহস্তে জল লইয়া সেই জলে মূলমন্ত্র জপ কবিয়া শিববীজ ( হঁ ), বায়ুবীজ ( বঁ ), জলবীজ ( বঁ ), পৃথিবী বীজ ( ল ) ও বহ্নিবীজ ( ব ) দ্বাৰা সেই জল তিনবাব অভিমন্ত্রিত কবিয়া পুনবায় মূলমন্ত্রেব দ্বাৰা অভিমন্ত্রিত কবিয়া তত্ত্ব-মুদ্ভা দ্বাৰা [অঙ্কুলিচ্ছিত্র] গলিত [সেই] জল সাতবাব মন্ত্ৰকে নিক্ষেপ কৰিবে। অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া ইড়া নাভী দ্বাৰা দেহ মধ্যে আকর্ষণ কবিয়া [সেই জল] প্রক্ষালিত পাপসমূহেব দ্বাৰা কৃষ্ণবর্ণ [দেহমধ্যস্থ] সেই জলকে দক্ষনাডী ( পিঙ্গলা ) দ্বাৰা দক্ষিণ হস্তে বিবেচন ( বাহিব ) কৰিবে। সাধক সেই বিৱেচিত জলকে পাপরূপ চিন্তা কবিয়া অস্ত্র মন্ত্ৰ ( ফট ) উচ্চারণ পূৰ্বক সম্মুখবর্তী [কলিত] বজ্রপাশাণে নিক্ষেপ কৰিবে ॥ ৫০ ॥

[ তাহাব পব ] জলে [ ইষ্টদেবতাৰ ] যন্ত্ৰ লিখিয়া পবদেবতাকে ( ইষ্ট দেবতাকে ) তর্পণ কৰিবে। সেই জলে পবিবাবগণেব সহিত দেবীকে পূজা কবিয়া, গুণকপঙ্তিকে তর্পণ কবিয়া অনন্তব ইষ্টদেবতাকে তর্পণ কৰিবে। [ অথবা ] উত্তব মুখ হইয়া কেবল দেবীকেই তর্পণ কৰিবে। [ তর্পণ মন্ত্ৰ—] জগতাং মাতা তৃপ্যতাম্,

মূলান্তে নাম চোচ্চার্য্য তর্পয়ামি ততঃ পবম্ ॥  
 স্বাহাহন্তে তর্পণং হ্রেং পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া ।  
 তর্পণঞ্চ প্রকুব্বীত দ্বিতীয়ান্তমথোচ্চবন্ ॥  
 পঞ্চবিংশতিসংখ্যাতং দশধা বা ত্রিধাপি বা ।  
 একৈকাঞ্জলিতোয়েন পবিবাবাংস্ত তর্পয়েৎ ॥ ৫১ ॥

### সূর্য্যার্ঘ্য-দানম্

দিনেশায় ক্ষিপেৎ তিষ্ঠন্ বাবিণা চাঞ্জলিত্রয়ম্ ।  
 সূর্য্যমন্ত্র সমুচ্চার্য্য ওঁ হ্রীং হংস ইত্যপি ॥  
 মার্ত্তণ্ডভৈরবাযেতি প্রকাশশক্তিসংযুতম্ ।  
 গেষ্টং সমুচ্চার্য্য গ্রহবাশিযুতায় ঠদ্বয়ম্ ॥  
 ত্রিধাঞ্জলিং ক্ষিপেন্নস্ত্রী সিদ্ধয়ে সাক্ষকর্ষণাম্ ।  
 তোয়াঞ্জলিং ততঃ ক্ষিপ্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগাম্ ॥  
 আদিত্যমণ্ডলে দেবীং ধ্যয়েৎ সূর্য্যস্বরূপিণীম্ ।  
 তত্তদ্গায়ত্রীমুচ্চার্য্য বিসৃজেদনয়াহর্ষকম্ ॥  
 গায়ত্রীং তাবয়েদ্ দেবীং সূর্য্যাসনকৃত্যশ্রয়াম্ ॥  
 প্রোতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নে ধ্যানং কৃৎস্বা জপেৎ সূধীঃ ॥

এইরূপ ভৈরবস্তুপ্যতাম্, এইরূপ মূলমন্ত্রেব অন্তে ইষ্টদেবতাব নাম উচ্চারণ কবিয়া 'তর্পয়ামি' বলিয়া তাহাব পব শেষে 'স্বাহা' [ বলিবে ] অর্থাৎ মূল অমুকং [ অমুকীং বা ] তর্পয়ামি স্বাহা বলিবা এক একবাব জল দিবে ; এইরূপ তর্পণ ২৫ বাব কবিবে । অনন্তব দ্বিতীযান্ত [ ইষ্ট ] নাম উচ্চারণ কবিয়া ২৫ বাব, ১০ বাব অথবা ৩ বাব তর্পণ কবিবে । এক এক অঞ্জলি জল দ্বারা পবিবাবগণকে তর্পণ কবিবে ॥ ৫১ ॥

সাধক অঙ্গকার্য্যেব সহিত প্রধান কার্য্যের সিদ্ধিব জন্ত ওঁ হ্রীং হংস এইরূপ সূর্য্যমন্ত্র উচ্চারণ কবিয়া মার্ত্তণ্ডভৈরবায় এবং গেষ্ট ( চতুর্থাবিহক্তান্ত ) প্রকাশ-শক্তিসংযুত অর্থাৎ প্রকাশশক্তিসংযুতায় উচ্চারণ কবিয়া গ্রহবাশিযুতায় ও ঠদ্বয় ( স্বাহা ) উচ্চারণ কবিয়া তিন বাব জলাঞ্জলি দিবে । তাহাব পব সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী দেবীকে উদ্দেশ্য কবিয়া জলাঞ্জলি দিবা সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী দেবীকে সূর্য্যস্বরূপা ধ্যান কবিবে । সেই সেই ( ইষ্টদেবতাব ) গায়ত্রী উচ্চারণ কবিয়া ইহা দ্বাবা অর্ঘ্য বিসর্জ্জন (প্রদান) কবিবে । গায়ত্রী দেবীকে সূর্য্যাসনকৃত্যশ্রয়া অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল-

ধ্যানং কুৰ্বেতি । বীজত্রয়কপাং কুণ্ডলিনীং ধ্যানা জপেদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

### কুণ্ডলিনীধ্যানম্

কুণ্ডলিনীং ত্রিধা দেবি । তথা বীজত্রয়ং ত্রিধা ।  
 তুবীয়াং কুণ্ডলীং মুক্তিং নিত্যানন্দ-স্বকপিণীম্ ॥  
 বাগ্ভবং মূলদেশে চ দ্রবস্বর্ণনিভং স্রবেৎ ।  
 বহ্নিকুণ্ডলিনীং নিত্যং বালার্কসদৃশকণাম্ ॥  
 হৃদয়ে কামবীজঞ্চ সূর্য্যকোটি-সমপ্রভম্ ।  
 সূর্য্যকুণ্ডলিনীং তত্র নিত্যানন্দস্বকপিণীম্ ॥  
 ভ্রমধ্যে শক্তিবীজঞ্চ কোটিচন্দ্র-সমপ্রভম্  
 চন্দ্রকুণ্ডলিনীং তত্র শ্রবদমৃতবিগ্রহাম্ ॥  
 বীজত্রয়মযীং বিন্দো তূর্য্যং বিন্দুত্রয়াঙ্ঘিকাম্ ।  
 তূর্য্যকুণ্ডলিনীং দেবি । কেবলাং জ্ঞানবিগ্রহাম্ ॥ ৫৩ ॥

প্রাতঃকালে মূলাধাবে—বালার্কমণ্ডলাভাসাং ভানুবহ্নীন্দুলোচনাম্ ।

পাশাঙ্কুরো শবাংশচাপং ধাবয়ন্তীং শিবাং স্রবেৎ ॥

মধ্যবর্ত্তিনী চিন্তা কবিবে । সূর্য্য সাধক প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সাধ্যাহ্নে [দেবীকে] ধ্যান কবিত্তা জপ কবিবে । ‘ধ্যানং কুৰ্ব্বা’ এই বাক্যেব অর্থ হইতেছে—বীজত্রয়স্বকপা কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিবা জপ কবিবে ॥ ৫২ ॥

হে দেবি ! কুণ্ডলিনীকে তিন প্রকাব, বীজত্রয়কে তিন প্রকাব এবং মস্তকে তুবীয়া কুণ্ডলিনীকে নিত্যানন্দস্বরূপা চিন্তা কবিবে । মূলাধাবে বাগ্ভব বীজকে (ঐ”) গলিত স্বর্ণেব ত্রায় ভাবনা কবিবে । বহ্নিকুণ্ডলিনীকে নিত্য ও বাগ (নবোদিত) সূর্য্যেব ত্রায় অকর্ণবর্ণা ভাবনা কবিবে । হৃদয়ে কামবীজকে (ক্লী”) কোটি সূর্য্যেব ত্রায় দীপ্তিমান্ চিন্তা কবিবে এবং সে স্থানে সূর্য্যকুণ্ডলিনীকে নিত্যানন্দস্বরূপা চিন্তা কবিবে । ভ্রমধ্যে শক্তিবীজকে (হ্রী”) কোটি চন্দ্রতুল্য প্রভাযুক্ত ভাবনা কবিবে এবং সে স্থানে চন্দ্রকুণ্ডলিনীকে গলিত অমৃতমব শবীব বিশিষ্টা চিন্তা করিবে । হে দেবি ! বিন্দুতে বীজত্রয়রূপা তূর্য্য কুণ্ডলিনীকে বিন্দুত্রয়স্বরূপা চিন্তা কবিবে । তূর্য্য কুণ্ডলিনীকে কেবল জ্ঞানমব শবীব ভাবনা কবিবে ॥ ৫৩ ॥

প্রাতঃকালে মূলাধাব পদ্যে—কুণ্ডলিনী শক্তিকে নবোদিত সূর্য্যেব ত্রায় অকর্ণবর্ণা, রবি, অগ্নি ও চন্দ্রকপ নবনত্রয় বিশিষ্টা, হস্তে পাশ, অঙ্কুর, শব ও চাপধাবিণী চিন্তা



মধ্যাহ্নে হুংপদ্যে—মধ্যাহ্নে চিন্তয়েদ্ দেবীং নবযৌবন-শোভিতাম্ ।  
 সায়াহ্নে ক্রমধ্যে—সায়াহ্নে চিন্তয়েদ্ দেবীং ত্রৈলোক্যৈক-প্রভাময়ীম্ ।  
 নবযৌবনসম্পন্নামুজ্জ্বলাং পবমাং কলাম্ ॥  
 বাত্রৌ সহস্রাবে—তামেব চিন্তয়েদ্ভাত্রৌ ভোগী ভোগপবায়ণাম্ । ॥৫৪॥

### গায়ত্রীজপবিধিঃ

গায়ত্রীং প্রজপেদ্ বিদ্বানষ্টাবিংশতিসংখ্যয়া ।  
 মনসা প্রজপেদ্ মন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ বিশেষতঃ ॥  
 গান্ধর্বৈ—গায়ন্ত্য ত্রাযতে যস্মাদ্ গায়ত্রী তেন চোচ্যতে ।  
 মহাপাতক-যুক্তোহপি প্রজপেদ্ দশধা যদি ।  
 সত্যং সত্যং মহাদেবি ! মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ ।  
 অষ্টোত্তব-শতাবৃত্ত্যা গায়ত্রীং জপতে যদি ।  
 সর্বপাপ-বিনির্মুক্তো ভবেৎ পূজাধিকারবান্ ।  
 অষ্টোত্তব-শতাবৃত্ত্যা মূলমন্ত্রঞ্চ সংজপেৎ ॥ ৫৫ ॥  
 আর্জবজ্ঞেণ যং কর্তব্যং তদাহ যামলে—  
 নাভিমাত্রোদকে স্থিত্বা দেবীমর্কগতাং শ্রবন্ ।  
 জপেদষ্টোত্তবশতং লভতে মহতীং শ্রিয়ম্ ॥

করিতে। মধ্যাহ্নে হুংপদ্যে—মধ্যাহ্নে কালে দেবীকে নবযৌবন-শোভিতা ভাবনা করিতে। সায়াহ্নে ক্রমধ্যে—সায়াহ্নকালে দেবীকে ত্রৈলোক্যেব মিলিত প্রভাব হুং প্রভাময়ী, নবযৌবনা, দীপ্তিমতী ও পবমা কলা ভাবনা করিতে। বাত্রিতে সহস্রাব পদ্যে—বাত্রিতে সেই কুণ্ডলিনীকে ভোগী ব্যক্তি ভোগপবায়ণা চিন্তা করিতে ॥ ৫৪ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি ২৮ বাব গায়ত্রী জপ করিবে। মনেব দ্বাবা মন্ত্র—বিশেষতঃ গায়ত্রী জপ করিবে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“যেহেতু গানকাবীকে ( জপকাবীকে ) [বিপদ হইতে] জ্ঞাপ কবে, সেই হেতু [উহা] ‘গায়ত্রী’ নামে কথিত হইতেছে। মহাপাতকী ব্যক্তিও যদি দশবাব গায়ত্রী জপ কবে, হে মহাদেবি ! সত্য সত্য সে তৎক্ষণাৎ [পাপ হইতে] মুক্ত হব। যদি ১০৮ বার গায়ত্রী জপ কবে, তবে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবা পূজ্য অধিকারী হব। ঈষ্টদেবতাব মূলমন্ত্রও ১০৮ বাব জপ করিবে ॥ ৫৫ ॥

আর্জবজ্ঞে যাহা কর্তব্য, যামলতন্ত্রে তাহা বলিতেছেন—“যে ব্যক্তি নাভি-পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া গায়ত্রীকে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী চিন্তা করিতে করিতে-

সংহাবমুজয়া চৈব তীর্থমুদ্রাস্ত বাগ্‌বতঃ ।

ততো মৌনী বিশুদ্ধাত্মা হৃদি বিভাং পবাম্‌শন ।

অবহির্মানসো ভূত্বা যাগভূমিমথাবিশেৎ ॥

শক্তি-সন্ধ্যা ময়া প্রোক্তা কর্তব্য সাধকোত্তমৈঃ ।

সন্ধ্যায়াং পতিতায়াং তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ ॥ ৫৬ ॥

সন্ধ্যাঞ্চ ত্রিকালং কুর্যাৎ । তথা শৈবাগমে—

প্রাতর্মধ্যাহ্নে সাধ্যাহ্নে সন্ধ্যাং কুর্যাচ্চ মন্ত্রবিৎ ।

সন্ধ্যায়াস্তকবণে দোষমাহ চ লক্ষ্মীকুলার্ণবে—

সন্ধ্যায়াং তু বিহীনো যো ন দীক্ষাফলগাপ্তু য়াৎ ।

তাত্ত্বিক-সন্ধ্যায়াং শূদ্রস্তাপ্যধিকাঃ । বিশুদ্ধেশ্ববে—

সন্ধ্যাত্রয়ং সদা কুর্যাদ্ ব্রাহ্মণো বিধিপূর্ব্বকম্ ।

তত্ত্বোক্তবিধি-পূর্ব্বাস্ত শূদ্রঃ সন্ধ্যাং সমাচবেৎ ॥ ৫৭ ॥

ইতি পবিত্রাজকাচার্য্য-পবনহংস-তীর্থাবধূত শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দগিবিব্রুতায়াং

শান্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং প্রোক্তঃকৃতানির্ণয়ো নাম চতুর্থোন্মাসঃ

১০৮ বাব জপ করিবে । [ তাহাতে সে ] মহৎসম্পৎ লাভ কবে । সাধক বাগ্‌বত হইয়া সংহাবমুদ্রা দ্বারা তীর্থ বিশর্জন করিয়া তাহাব পব মৌনী ও সংযতচিত্ত হইয়া হৃদয়ে শক্তিকে চিত্তা করিতে কবিত্তে বহিমুখ না হইয়া অনন্তব যাগভূমিতে (পূজাগৃহে) প্রবেশ করিবে । মৎকর্তৃক শক্তিসন্ধ্যা কথিত হইল ; সাধকশ্রেষ্ঠগণের উহা কর্তব্য । সন্ধ্যা পতিত হইলে অর্থাৎ যথাকালে সন্ধ্যা না কবিলে ১০ বাব গায়ত্রী জপ করিবে ॥ ৫৬ ॥

সন্ধ্যা তিন কালে (প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সাংগাহ্নে) করিবে । শৈবাগমতন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে—“দীক্ষিত সাধক প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সাংগাহ্নে সন্ধ্যা করিবে” । লক্ষ্মীকুলার্ণব তন্ত্রে সন্ধ্যা না কবার দোষ বলিতছেন—“যে ব্যক্তি সন্ধ্যা-পতিত, সে দীক্ষা-ফল প্রাপ্ত হয় না ।” তাত্ত্বিক সন্ধ্যার শূদ্রেরও অধিকার আছে । বিশুদ্ধেশ্বব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক সকল সময়ে অর্থাৎ অশৌচাদিত্তেও (১) তিনটি সন্ধ্যা করিবে । শূদ্র তত্ত্বোক্তবিধি অনুসারে সন্ধ্যা ( তাত্ত্বিক সন্ধ্যা ) করিবে ॥ ৫৭ ॥

শান্তানন্দ-তরঙ্গিনীর চতুর্থ উন্মাসের অনুবাদ সমাপ্ত ।

(১) অনেক মনে করেন—নিষিদ্ধ দিনে বৈদিক সন্ধ্যাব জ্ঞান তাত্ত্বিক সন্ধ্যাও কর্তব্য নহে কিন্তু তাহা ঠিক নহে । কারণ বচনান্তরে শান্তেব সর্ব্বকালেই সন্ধ্যাপূজা বিহিত হইয়াছে যথা—কালীমুক্তি পুত্রাদি-জপ-হোমমণৌচকে । ন তাম্যং তেন শান্তেন সর্ব্বং কার্য্যং সৈবৈব হি

# পঞ্চোক্তাসঃ

## আসন-নির্ণয়ঃ

আসনস্ত গ্রাহ্যমাহ গোবীষামলে—

সলিলে যদি কুব্বীত দেবতানাং প্রপূজনম্ ।

তথাপ্যাসন আসীনো নোত্থিতস্ত তথাচবেৎ ॥

আসনং কল্পয়িত্বা তু মনসা পূজয়েজ্জলে ।

আসনস্থো জপেৎ সম্যচ্ মন্ত্ৰার্থগত-মানসঃ ॥ ১ ॥

সম্মোহনতন্ত্রে—বক্তাসনোপবিষ্টস্ত লাক্ষাকণ-গৃহে স্থিতঃ ।

মনঃ-কল্পিত-বক্তে বা সাধকঃ স্থিৰমানসঃ ॥

কুশ(তুল)-কম্বল-বস্ত্রাণি সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগাজিনম্ ।

বল্লয়েদাসনং ধীমান্ সৌভাগ্য-জ্ঞানবর্দ্ধনম্ ॥

কৌশেয়ং বাথ চার্মং বা চৈল-তোলমথাপি বা ।

শবপত্রং তালপত্রং কম্বলং দৰ্ভমা(দাববা)সনম্ ॥

কৃষ্ণাজিনে জ্ঞানসিদ্ধিমুক্তিঃ শ্রাদ্ ব্যাঘ্রচৰ্ম্মণি ।

কৃষ্ণাজিনে গৃহস্থানাং নাধিকাবঃ কথঞ্চন ॥

---

গোবীষামলতন্ত্রে আসনেব গ্রাহ্যত্ব বলিতেছেন—“যদি জলে দেবতাব পূজা কব, তাহাতেও আসনে উপবিষ্ট হইয়াই পূজা কবিবে, [ আসন হইতে ] উত্থিত হইয়া পূজা কবিবে না ।” জলে কিন্তু মনেব দ্বাবা আসন করনা কবিয়া পূজা কবিবে । আসনে উপবিষ্ট হইয়া সম্যক্ৰূপে মন্ত্ৰার্থে চিত্ত সংবৃত কবিয়া জপ কবিবে ॥ ১ ॥

সম্মোহনতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“সাধক লাক্ষা-তুল্য অবগবর্ণ গৃহে বক্তাসনে উপবিষ্ট হইয়া অথবা মনঃকল্পিত বক্তবর্ণ আসনে উপবিষ্ট হইয়া স্থিৰচিত্ত হইবে । ধীমান্ সাধক সৌভাগ্য ও জ্ঞানবর্দ্ধক কুশ, কম্বল, বস্ত্রকে অথবা সিংহ, ব্যাঘ্র বা মৃগেব চৰ্ম্মকে আসন করনা কবিবে । কৌশেয়াসন, চৰ্ম্মনির্গ্মিত আসন, চৈলাসন, অথবা তুলানির্গ্মিত আসন সৌভাগ্য ও জ্ঞানেব বর্দ্ধক । শবপত্র, তালপত্র, কম্বল ও দৰ্ভকে আসন করনা কবিবে । কৃষ্ণাব মৃগেব আসনে জ্ঞানসিদ্ধি এবং ব্যাঘ্রচৰ্ম্মেব আসনে মুক্তি হয় । গৃহস্থগণেব কৃষ্ণাব মৃগেব আসনে কোন প্রকাৰেই অধিকাব

নাদীক্ষিতো বিশেজ্জাতু কৃষ্ণসাবাজিনে গৃহী ।

বিশেদ যতির্বনশ্চ ব্রহ্মচাবী তু ভিক্ষুকঃ ॥

বজ্রাসনে ব্যাধিনাশঃ কন্ডলে হৃৎখ-নাশনম্ ।

জপ-ধ্যান-তপো-হানি-বজ্রাসনং কবোতি যঃ ॥

অত্র—বজ্রনিষেধঃ কেবলবজ্রাসনপবঃ, অত্থথা বিবোধাপত্তেঃ ॥ ২ ॥

কুশাসনে ভবেদাযুমোক্ষঃ শ্রাদ্ ব্যাভ্রচৰ্ম্মণি ॥

অজিনে চ ভবেৎ পুত্ৰী কন্ডলে সিদ্ধিকন্তমা ।

শান্তিকে ধবলঃ প্রোক্তঃ সৰ্বার্থশ্চিহ্ন-কন্ডলে ॥

শ্রাৎ পৌষ্টিকে তু কৌশেযং কন্ডলে হৃৎখমোচনম্ ।

ত্রিপুবা-পূজনে শস্তং বস্তকন্ডলমাসনম্ ॥

নৈতদ্ দ্বিহস্ততো দীর্ঘং সাক্ষিহস্তান্ ন বিস্তৃতম্ ।

ন ত্র্যঙ্গুলাৎ সমুচ্চ্রাযং পূজাবৰ্ম্মণি সংগ্রহে ॥

আসনঞ্চ ততঃ কুর্যান্নাতিনীচং নচোচ্ছিতম্ ।

তত্ত্বগন্ধৰ্ব্বৈ—ধবগ্যাং হৃৎখ-সম্ভুতিদৌৰ্ভাগ্যং দাক্ষজাসনে ॥

আত্ম-নিম্ব-কদম্বানা-মাসনং বংশনাশনম্ ।

বকুলে কিংগুকে চৈব পনসে চ হতশ্রীকঃ ॥

নাই। অদীক্ষিত গৃহী কখনই কৃষ্ণসাব যুগেব চৰ্ম্মে বসিবে না ; কিন্তু সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী, ব্রহ্মচাবী ও ভিক্ষুক বসিতে পাবে। বজ্রাসনে [ উপবেশন কবিলে ] ব্যাধিনাশ এবং কন্ডলাসনে হৃৎখনাশ হয়। যে বজ্রাসন কবে, তাহাব জপ, ধ্যান ও তপত্ৰা নষ্ট হয়। এখানে কেবল বজ্রাসন তাৎপৰ্য্যে বজ্রনিষেধ হইয়াছে ; অত্থথা বিবোধেব আপত্তি হয় ॥২॥

কুশাসনে আয়ুঃ ( বুদ্ধি ), ব্যাভ্রচৰ্ম্মেব আসনে মোক্ষ, যুগচৰ্ম্মেব আসনে পুত্রবান্ ও কন্ডলাসনে উত্তম সিদ্ধি হয়। শান্তিকৰ্ম্মে শ্বেতবৰ্ণ আসন কথিত হইয়াছে। চিত্র কন্ডলে সৰ্বার্থ সিদ্ধি হয়। পৌষ্টিক কৰ্ম্মে কৌশেয আসন হইবে। কন্ডলাসনে হৃৎখ নাশ হয়। ত্রিপুবাৰ পূজাতে বস্তকন্ডলাসন প্রশস্ত। উক্ত আসন দুই হাতেব [অধিক] দীর্ঘ হইবে না এবং দেড় হাতেব [অধিক] বিস্তৃত হইবে না, তিন অঙ্গুলীৰ [অধিক] উচ্চ হইবে না—পূজাকার্য্যে আসন সংগ্রহে এইরূপ আসন কবিবে। স্ততরাং অতি উচ্চ বা অতি নীচ আসন কবিবে না। তত্ত্বগন্ধৰ্ব্বৈ উক্ত হইয়াছে—“যুক্তিকাসনে হৃৎখ ও কাষ্ঠাসনে হ্রবদৃষ্ট উৎপন্ন হয় ; আত্ম, নিম্ব ও কদম্ব কাষ্ঠেব আসন বংশনাশ-কব। বকুল,

বংশেষ্টিকাশ্ম-ধবণী-তৃণ-পল্লব-নির্মিতম্ ।

বর্জয়েদাসনং মল্লী দাবিদ্ধ্য-ব্যাধি-হুঃখদম্ ॥ ৩ ॥

দাকজাসনং বিশেষযতি গন্ধর্ব্বতন্ত্রে —

গাস্তাবী-নির্মিতং শস্তং নাহুদ্ দাকময়ং শুভম্ ।

চতুর্বিংশাঙ্গুলং দীর্ঘং কুর্যাৎ কাষ্ঠাসনং শিবে ! ॥

ষোড়শাঙ্গুল-বিস্তীর্ণমুচ্চ্রায়ে চতুবঙ্গুলম্ ।

কম্বলং চর্ম্মজং চৈলং মহামায়া-প্রপূজনে ॥

প্রশস্তমাসনং প্রোক্তং কামাখ্যাযান্তথৈব চ ।

ত্রিপুবায়াশ্চ কদ্রস্ত বিশেষাশ্চাপি কুশাসনম্ ॥

তৃণাসনে যশোহানিঃ পল্লবে চিত্ত-বিভ্রমঃ ।

যথোক্তমাসনং কুর্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়কম্ ॥

ন যথেষ্টাসনো ভূয়াৎ পূজাকর্ম্মণি সাধকঃ ।

অন্তত্র — বংশাশ্ম-ধবণী-দাক-তৃণ-পল্লব-নির্মিতম্ ।

বর্জয়েদাসনং ধীমান্ দারিদ্ধ্য-ব্যাধি-হুঃখদম্ ॥

তন্ত্রে — কাষ্ঠাসনে ভবেদ্ বোগী বংশে বংশক্ষয়ো ভবেৎ ।

শৈলাসনে চ বাগ্ববোধঃ পল্লবে মতি-বিভ্রমঃ ॥

কিংগুক ও পনস কাঠেব আসনে [ সাধক ] লক্ষ্মী-হীন হয় । সাধক দারিদ্ধ্য, ব্যাধি ও হুঃখপ্রদ বংশ, ইষ্টক, প্রস্তব, মৃত্তিকা, তৃণ এবং পল্লব নির্মিত আসন বর্জন কবিবে ॥৩॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে দাকনির্মিত আসনেব বিশেষ বিধি বলিতেছেন—গাস্তাবী কাষ্ঠ নির্মিত আসন প্রশস্ত ; অন্ত কোন দাকনির্মিত আসন শুভকব নহে । হে শিবে ! কাষ্ঠাসন ২৪ অঙ্গুলি দীর্ঘ, ষোড়শ অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ এবং উচ্চতাষ চাবি অঙ্গুলি করিবে । মহামায়া ও কামাখ্যা পূজায় কম্বলাসন, চর্ম্মাসন, চৈলাসন প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে । সেইরূপ ত্রিপুবা, কদ্র ও বিষুব পূজায় কুশাসন প্রশস্ত । তৃণাসনে যশোনাশ এবং পল্লাবাসনে চিত্তবিভ্রম হয় । সাধক সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উক্তরূপ আসন কবিবে ; পূজা কার্যে যথেষ্টাসন অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ আসন গ্রহণ কবিবে না । অন্তত্র উক্ত হইয়াছে—“বুদ্ধিমান্ দাবিদ্ধ্য, ব্যাধি ও হুঃখপ্রদ বংশ ( বাঁশ ), প্রস্তব, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, তৃণ ও পল্লব নির্মিত আসন ত্যাগ কবিবে ।” তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“কাষ্ঠাসনে বোগী হয়, বাঁশেব আসনে বংশনাশ হয় ; প্রস্তবাসনে বাক্যবোধ এবং পল্লাবাসনে চিত্তবিভ্রম হয় ।” অন্তত্রও

অন্যত্রাপি - ধবণ্যাং শোকসংযুক্তঃ কাষ্ঠে ব্যর্থশ্রমো ভবেৎ ॥ ৪ ॥

পদ্মাসনং স্বস্তিকাত্ম্যং ভদ্রং বজ্রাসনং তথা ।

বীবাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসন-পঞ্চকম্ ॥

পদ্মাসনাদিলক্ষণম্

সব্যং পাদমুপাদায় দক্ষোপবি ন্যসেৎ ততঃ ।

তথৈব দক্ষিণং সব্যশ্চোপবি চ বিধানবিৎ ॥

বিষ্টভ্য কোট্যাঃ পার্শ্বী তু নাসাগ্র-শূন্তলোচনঃ ।

পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং জপকৰ্ম্মসু শস্তুতে ॥

জন্মবৈবন্তবে সম্যক্ কৃতা পাদতলে উভে ।

ধাজুকাযো বিশেষস্ত্রী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে ॥

সীবন্ত্যাঃ পার্শ্বয়োঃ শূন্যফল্গুং সুনীচলম্ ।

বৃষণাধঃ পাদপাশ্বৌ পাণিভ্যাং পবিবক্ষয়েৎ ॥

ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং মুনিভিঃ পবিকল্পিতম্ ॥

উর্ব্বোঃ পাদৌ ক্রমান্যস্ত জাযোঃ প্রত্যঙ্ মুখাঙ্গুলী ।

কবৌ নিদধ্যাদাখ্যাৎ বজ্রাসনমনুত্তমম্ ॥

একপাদমধ্যঃ কৃতা বিস্ত্রোভৌ তথৈতবম্ ।

কথিত হইয়াছে—“স্বস্তিকাসনে শোকযুক্ত হই, কাষ্ঠাসনে পবিশ্রম ব্যর্থ হয়” ॥ ৪ ॥

পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীবাসন—যথাক্রমে এই পাঁচটি আসন কথিত হইয়াছে। বিধিজ্ঞ সাধক বাম পাদ লইয়া দক্ষিণ পাদে বাধিবে। তাহাব পর্ব সেইরূপ দক্ষিণপাদ বামপাদে বাধিবে। দুই পার্শ্বী (গোড়ালী) দুই কটিতে বাধিয়া নাসাব অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিবে - ইহাই পদ্মাসন কথিত হইয়াছে; জপকার্য্যে ইহাই প্রশস্ত। দক্ষিণ জাহ্নু ও দক্ষিণ উরুব অভ্যন্তরে বামপদতল এবং বামউরু ও বাম জাহ্নুব অভ্যন্তরে দক্ষিণ পদতল সম্যক্ৰূপে বাধিয়া এবং দেহ সবল করিয়া বসিবে। তাহাকে স্বস্তিকাসন বলে। অণুকোষেব দুই পার্শ্বে দুই গুল্ফ স্থিৎভাবে বাধিয়া অণুকোষেব অধোভাগে দুই পাদেব দুই পার্শ্ব হস্ত-দ্বয়েব দ্বাবা বন্ধন করিবে। মুনিগণ কর্তৃক কল্পিত এই আসনই ভদ্রাসন কথিত হইয়াছে। যথাক্রমে দুই উরুব উপরে দুই পদ বাধিয়া দুই হাঁটুব উপরে দুই হস্ত বাধিবে, হস্তেব অঙ্গুলিগুলি চিৎভাবে থাকিবে। ইহা উত্তম বজ্রাসন কথিত

ঋজুকায়ো বিশেষম্ভী বীবাসনমিতীরিতম্ \* ॥ ৫ ॥

নিত্যনৈমিত্তিকপূজাকথনম্

বজ্রযামলে—নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং পূজনং স্মৃতম্ ।

নীলতন্ত্রে—নিত্যসেবাবতো মন্ত্ৰী কুর্য্যান্নৈমিত্তিকার্চনম্ ।

নৈমিত্তিকার্চনে সিদ্ধঃ কুর্যাৎ কাম্যমথার্চনম্ ॥

নিত্যপূজাং দিবা কুর্যাৎ বাত্রৌ নৈমিত্তিকার্চনম্ ।

উভয়োঃ কাম্যকশ্মাণি চেতি শাস্ত্রস্ব নিশ্চয়ঃ ॥

বজ্রযামলে—বাত্রৌ পূজাং সদা কুর্যাৎ বাত্রৌ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ।

সফলা বজনী-পূজা দিবা-পূজা চ নিষ্ফলা ॥

শক্তিমন্ত্ৰং জপেদ্ বাত্রৌ বিনাপি পূজনং শুচিঃ ।

বিশেষতো নিশীথে তু তত্রাহতিফলদো জপঃ ॥

বৃহৎতোড়লতন্ত্রে—নিশায়াং যোহর্চয়েৎ কালীং তাবাক্ষ ভৈরবীং তথা ।

আসমুদ্ভ-ক্ষিতীশানাং শ্রেষ্ঠো ভবতি সর্বথা ॥

অন্তত্রাপি—মাতঙ্গীং তথা বাল্যং চামুণ্ডাং ছিন্নমস্তকাম্ ।

ভদ্রকালীং দুর্গাং জয়দুর্গাং তথৈব চ ॥

হইয়াছে। একপাদ ভূমিতে বাধিবা অল্পপাদ উকতে স্থাপন কবিয়া দেহকে সৰল কবিয়া বসিবে—ইহাই বীরাঙ্গন ॥ ৫ ॥

বজ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“পূজা ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য।” নীলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—“নিত্য পূজা-পৰ্য্যবেশ দীক্ষিত সাধক নৈমিত্তিক পূজা করিবে। নৈমিত্তিক পূজায সিদ্ধ সাধক অনন্তর কাম্য পূজা করিবে। নিত্য পূজা দিবাতে এবং নৈমিত্তিক পূজা বাত্রিতে আর কাম্য কৰ্ম্ম দিবা ও বাত্রিতে কর্তব্য—ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত।” বজ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“সর্বদা বাত্রিতে পূজা কর্তব্য; [ কাৰণ ] বাত্রিতেই সিদ্ধি হয়; ইহাতে সংশয় নাই। বাত্রি পূজা সফল, কিন্তু দিবা পূজা নিষ্ফল। শুচি সাধক পূজা ব্যতিবেকেও বাত্রিতে শক্তিমন্ত্ৰ জপ করিবে। সেই জপের মধ্যে বিশেষতঃ নিশীথ জপ অতিশয় ফলপ্রদ”। বৃহৎ তোড়ল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“যে ব্যক্তি নিশাতে কালী, তাবা ও ভৈরবীকে আৰ্চনা কবে, সে সর্বপ্রকারে সমাগবা বহুদ্বাব অধিপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়।” অন্তত্রও উক্ত হইয়াছে—“মাতঙ্গী, বাল্য,

\* ক খ পুস্তকেষমন্ত্রাধিকপাঠঃ—উর্দ্ধপাদৌ স্থিতৌ দেবি। শিরোহঃ পবিকীৰ্ত্তিতম্। সর্বাদমনাং প্রেষ্ঠং ভূং দেবৈবপি স্মরলভম্। ন বৃক্তমন্ত্ৰা পাদদর্শনং হরপূজনে।

আসাম্ জপশ্চ পূজা চ বাত্রৌ চেৎ ক্রিয়তে সদা ।

ভুক্ত্বা ভোগানশেষাংশ্চ সোহবশ্যং যাতি কদ্রতাম্ ॥ ৬ ॥

সমযাতস্ত্রে—দিবা প্রপূজনং দেবি । যথোক্ত-ফলদং ভবেৎ ।

পূজনং লক্ষণ-গুণিতং নিশি নীবজলোচনে । ॥

অর্দ্ধবাত্রাং পবং যচ্চ মুহূর্ত্তদ্বয়মেব হি ।

সা মহাবাত্রিকদ্দিষ্টা কৃত্য তত্রাহক্ষয়া ভবেৎ ॥

তস্ত্রে—গতে তু প্রথমে যামে তৃতীয়-প্রহবাবধি ।

নিশাযাঞ্চ প্রজপ্তব্যং বাত্রিশেষে জপেন্ন হি ॥

প্রকটে শক্তিমস্ত্রে চ হানিঃ স্রাস্ত্বত্ত্ববোত্তবম্ ।

পশুসন্নিধিমাসাদ্য নিত্যপূজাঞ্চ বর্জ্যেৎ ॥

পশোবগ্রে কৃত্য যা তু প্রমাদান্নিফলা ভবেৎ ।

নিজ-সাধক-মধ্যে তু ন গোপ্তব্য্য কদাচন ॥

সমযামস্ত্রে—স্বীসমীপে কৃত্য পূজা জপশ্চ পবমেষ্ববি । ।

কামকর্পাচ্ছতগুণাবব্যায়ৌ সমুদীবিভৌ ॥ ৭ ॥

ইতি পবিত্রাজকাচার্য্য-পবমহংস-তীর্থাবধূত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দগিবি-কৃত্যাং

শান্তানন্দভবজিগ্যামাসননির্ণয়ো নাম পঞ্চমোল্লাসঃ

চামুণ্ডা, ছিন্নমস্তা, ভদ্রকালী, দুর্গা ও জয়দুর্গা—ইহাদেব জপ ও পূজা যদি বাত্রিতে হয়, বিবিধ বহু ভোগ্য ভোগ কবিয়া নিশ্চয়ই সে (সাধক) কদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥”

সমযাতস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে দেবি । দিবা পূজা যথোক্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে । হে পদ্মপলাশ-লোচনে । বাত্রিতে পূজা [ তদপেক্ষা ] লক্ষগুণ ফল প্রদান কবে ।” অর্দ্ধবাত্রিব পব যে মুহূর্ত্তদ্বয়, তাহা মহাবাত্রি বলিয়া কথিত হইয়াছে । সেই মহা-বাত্রিতে অনুষ্ঠিত পূজা অক্ষয় হইয়া থাকে ।” তস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“প্রথম প্রহব অতীত হইলে তৃতীয় প্রহব পর্য্যন্ত বাত্রিতে জপ কবিবে, কখনও বাত্রিশেষে জপ কবিবে না । শক্তিমন্ত্র প্রকাশিত হইলে উত্তবোত্তব হানি হয় । পশুব সন্নিধি প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ নিকটে আসিলে নিত্য পূজা বর্জন কবিবে । প্রমাদবশতঃ পশুব সম্মুখে যে পূজা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নিফল হইবে । নিজ সাধক সম্প্রদায়েষে মধ্যে কখনও পূজা গোপন কবিবে না ।” সমযাতস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে পবমেষ্ববি । স্বীব নিকটে অনুষ্ঠিত পূজা ও জপ কামরূপক্ষেত্র অপেক্ষা শতগুণ অধিক ফলপ্রদ ও অব্যয় উক্ত হইয়াছে ॥৭

শান্তানন্দভবজিগীব আসননির্ণয় নামক পঞ্চম উল্লাসেব অনুবাদ সমাপ্ত ।



# ষষ্ঠোক্তাসঃ

## অন্তর্থাগবিধিঃ

আত্মস্থং দেবতাং ত্যজ্। বহির্দেবং বিচিহ্নতে ।  
কবস্থং কৌস্তভং ত্যজ্। ভ্রমন্তে কাচতৃষ্ণয়া ॥  
প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে বহিঃস্থং পূজয়েচ্ছিবাম্ ॥  
যস্ত যস্ত চ দেবস্ত যথা ভূষণবাহনম্ ।  
তদেব পূজনে তস্ত চিন্তয়েৎ পবমেশ্ববি । ১ ॥  
অথান্তর্থাগজনং বক্ষ্যে যেন দেবময়ো ভবেৎ ।  
সুখাসনে সমাসীনঃ প্রাঙ্ মুখো বাপ্য দুঙ্ মুখঃ ॥  
স্বকীয়-হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সুধাসাগবমুত্তমম্ ।  
ব্রহ্মদ্বীপঞ্চ তন্মধ্যে সুবর্ণ-বালুকাময়ম্ ॥  
মন্দাব-পাবিজাতার্থৈঃ কল্পবৃক্ষৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ ।  
সর্বতোহলঙ্কৃতং দিব্যৈর্নিত্যপুষ্পফলৈর্দ্ৰুমৈঃ ॥  
নানাসুগন্ধি-কুসুম-গন্ধামোদিত-দিঙ্ মুখম্ ।  
উৎফুল্লকুসুমামোদ-প্রহৃষ্ট-ভৃঙ্গ-সঙ্কুলম্ ॥  
কুজং-কোকিল-সংঘেন বাচালিত-দিগন্তবম্ ।

[বাহাবা] আত্মস্থ অর্থাৎ নিজ হৃদয়স্থিত ইষ্ট দেবতাকে ত্যাগ কবিয়া বহিঃস্থ অর্থাৎ প্রতীমাগিতে দেবতাব অনুসন্ধান কবে, [তাহাবা] হস্তস্থিত কৌস্তভ মণি ত্যাগ কবিয়া কাচেব আকাজ্জাষ ভ্রমণ কবে । [সুতবাং] হৃদয়ে ইষ্ট দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া বহিঃস্থ দেবতাকে পূজা কবিবে । হে পবমেশ্ববি । যে যে দেবতাব ভূষণ ও বাহন যেরূপ, সেই দেবতাব পূজাব তাহাই অর্থাৎ তজপই ভাবনা কবিবে ॥ ১ ॥

অনন্তব অন্তর্থাগ [বিধি] বলিব । বাহা দ্বাবা [সাধক] দেবগণ ইহবে । সুখকব (কোমল) আসনে পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ উপবিষ্ট হইয়া নিজ হৃদয়ে উত্তম সুধাসাগর ধ্যান কবিবে । সেই সুধাসাগবেব মধ্যে সুবর্ণ বালুকাময় ; সুপুষ্পিত মন্দাব, পাবিজাত প্রভৃতি কল্পবৃক্ষ এবং নিত্য ফল-পুষ্পযুক্ত দিব্য বৃক্ষসমূহেব দ্বাবা চতুর্দিক্ অলঙ্কৃত ; নানাবিধ সুগন্ধি কুসুমের গন্ধে আমোদিত-দিঙ্ মণ্ডল ; বিকসিত কুসুমগন্ধে প্রহৃষ্ট ভ্রমর সমূহেব দ্বাবা পবিপূর্ণ ; গুঞ্জবত ভ্রমবসমূহেব দ্বাবা প্রতিধ্বনিত-দিগন্তব ;

সর্ববতোহলঙ্কৃতং দিব্যৈর্লসৎ-কাঞ্চন-পঙ্কজৈঃ ।

মৌক্তিকৈঃ কুসুমৈঃ শ্ৰগ্ভির্জ্বলৈঃ স্বর্ণতোবর্গৈঃ ॥ ২ ॥

তন্মধ্যে সংস্রবেদ্ দেবি । কল্পবৃক্ষং মনোহবম্ ।

চতুর্বেদ-চতুঃশাখং গুণত্রয়সমম্বিতম্ ॥

পীতং কৃষ্ণং তথা ধ্বজং বক্তং পুষ্পঞ্চ সুন্দবি ! ।

হবিতঞ্চ বিচিত্রঞ্চ নানাপুষ্পৈর্বিবাজিতম্ ॥

কোকিলৈর্ভ্রমবৈর্দেবি । শোভিতং বল্পপক্ষিভিঃ ।

এবং কল্পদ্রুমং ধ্যান্তা তদধোবস্ত্র-বেদিকাম্ ॥

তত্রোপবি মহদ্ ব্যাণ্ডং চিন্তযেদ্ বস্ত্রমণ্ডপম্ ।

উত্তদাদিত্য-সঙ্কশং বস্ত্রসোপান-মণ্ডিতম্ ॥

ধ্বজাবলী-সমাকীর্ণং চতুর্দ্বার-সমম্বিতম্ ।

নানাবস্ত্রাদি-শোভাঢ্যং বস্ত্রপ্রাকাব-মণ্ডিতম্ ॥

স্বস্ব-স্থানস্থিতৈস্তৈস্তৈলৌকপালৈবধিষ্ঠিতম্ ।

সিদ্ধ-চাবণ-গন্ধর্বৈ-বিদ্যাধব-মহোবর্গৈঃ ॥

কিন্নবৈবম্পবোভিচ্চ ক্রীড়ন্তিঃ পবিবাবিতম্ ।

নৃত্যবাদিত্রনিবতৈ-বমবস্ত্রীগণৈশ্চ তম্ ।

কিঙ্কিনীজাল-সমদ্র-পতাকাভিবলঙ্কৃতম্ ।

বিকসিত স্বর্গীয় স্বর্ণপঙ্কজ-সমূহেব দ্বাবা চতুর্দিক্ অলঙ্কৃত, মুক্তা, পুষ্প, পুষ্পমালা, বস্ত্র, স্বর্ণতোবর্গ-সমূহেব দ্বাবা শোভিত বস্ত্রবীপ ধ্যান কবিবে ॥ ২ ॥

হে দেবি । হে সুন্দবি ! সেই বস্ত্রবীপেব মধ্যে চতুর্বেদরূপ চাবিটি শাখাবিশিষ্ট , সস্ত্রাদি গুণত্রয়-সমবিত ; পীত, কৃষ্ণ, ধ্বজ, হবিত ও বিচিত্র নানাবিধ পুষ্প-বিশিষ্ট, কোকিল, ভ্রমব প্রভৃতি বহু পক্ষিগণ দ্বাবা শোভিত মনোহব কল্পবৃক্ষেব চিন্তা কবিবে । এইরূপ কল্পবৃক্ষেব ধ্যান কবিয়া সেই কল্পবৃক্ষেব অধোদেশে ( মূলে ) বস্ত্রবেদিকাব চিন্তা কবিবে । সেই বস্ত্রবেদিকাব উপবিভাগে উদীয়মান স্বর্ঘ্যেব স্ত্রাষ [ বক্তবর্ণ ], বস্ত্রনির্মিত সোপানাবলী ভূষিত, ধ্বজাবলীযুক্ত, চতুর্দ্বার বিশিষ্ট, নানাবস্ত্রেব দ্বাবা সুষোভিত, বস্ত্রনির্মিত প্রাচীরবেষ্টিত, স্ব স্ব স্থানস্থিত সেই সেই লৌকপালগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত, ক্রীড়াপবাধণ সিদ্ধ, চাবণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধব, মহোবর্গ ( বৃহৎ সর্প ), কিন্নব ও অম্পবোগণেব দ্বাবা পবিবৃত, নৃত্য ও বাণনিবত দেবস্ত্রীগণেব দ্বাবা যুক্ত, কিঙ্কিনী

মহামাণিক্য-বৈদূর্য্য-বস্ত্রচামবভূষিতম্ ॥  
 স্থূলযুক্তাফলোদ্গন্ধ-বিতানসমলঙ্কৃতম্ ।  
 চন্দনাগুরু-কাশ্মীর-মৃগনাভি-বিলেপিতম্ ॥ ৩ ॥  
 তন্মধ্যে সংস্রবেদ্ দেবি ! মহামাণিক্য-বেদিকাম্ ।  
 উদ্যদকেন্দুবিবণাং চতুষ্কোণ-প্রশোভিতাম্ ।  
 ধ্যায়েৎ সিংহাসনং তত্র ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকম্ ।  
 সিংহাসনে মহেশানি ! প্রস্থনতুলিকাং ত্র্যসেৎ ॥  
 পীঠপূজাং ততঃ কুর্যাৎ স্বকল্লোলক্রমেণ তু ।  
 প্রেতপদ্মাসনে তত্র চিস্তয়েৎ পবমেধবীম্ ॥

আত্মনোহভীষ্টদেবতা ধ্যানং কুর্যাদিত্যর্থঃ ।

শ্রীরত্ন-পাছুকে দত্তা নীত্বা তাং স্নানমন্দিবে ।  
 সিংহাসনোপবিষ্টায়ামুদ্বর্তনং সমাচবেৎ ॥  
 কর্পূবাগুরু-কন্তুর্যা তথা-মৃগমদেন চ ।  
 কুঙ্কম-বোচনাচূর্ণৈর্নানাগন্ধ-সমর্ষিতৈঃ ॥  
 দেব্যা উদ্বর্তনং কৃত্বা গন্ধতৈলং বিলেপয়েৎ ।  
 দেবীনাং শতসাহস্রৈঃ স্বর্ণকুন্তুসহস্রকৈঃ ॥

জালযুক্ত পতাকাধাৰা অলঙ্কৃত ; মহামাণিক্য, বৈদূর্য্য ও বস্ত্রযুক্ত চামবেব দ্বাৰা  
 স্নশোভিত, স্থূলযুক্তামণ্ডিত বিতান-সমূহেব দ্বাৰা সমলঙ্কৃত ; চন্দন, অগুরু, কুঙ্কম ও  
 মৃগনাভি দ্বাৰা বিলিপ্ত, বস্ত্রবেদিব্যাপ্ত বিশাল বস্ত্রমণ্ডপ ধ্যান কৰিবে ॥ ৩ ॥

হে দেবি ! সেই বস্ত্রমণ্ডপেব অভ্যন্তৰে চতুষ্কোণ-শোভিত উদীয়মান সূৰ্য্যেব  
 কিরণেব ত্রায় প্রভাবিশিষ্ট মহামাণিক্য বেদি ধ্যান কৰিবে । সেস্থানে অৰ্থাৎ মহা-  
 মাণিক্য বেদিকাৰ মধ্যে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিবস্বরূপ সিংহাসন ধ্যান কৰিবে । হে মহেশানি !  
 সেই সিংহাসনে প্রস্থন-তুলিকা ( পুষ্পধ্বজা ) স্থাপন কৰিবে । তাহাৰ পব স্বকল্লোল  
 ক্রমে অৰ্থাৎ নিজ সম্প্রদায় সম্মত তত্ত্বোক্ত ক্রমে পীঠপূজা কৰিবে এবং সে স্থলে প্রেত  
 পদ্মাসনে পবমেধবীকে ধ্যান কৰিবে । অৰ্থাৎ নিজেব ইষ্টদেবতাৰ ধ্যান কৰিবে ।  
 [ অনন্তৰ ] বস্ত্রপাছুকা দিয়া তাঁহাকে স্নান মন্দিৰে লইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট কৰাইয়া  
 উদ্বর্তন ( মলশোধন ) কৰিবে । কর্পূব, অগুরু, কন্তুবী, মৃগনাভি দ্বাৰা এবং নানাবিধ  
 গন্ধযুক্ত কুঙ্কম ও বোচনা চূৰ্ণ দ্বাৰা দেবীৰ উদ্বর্তন কৰিয়া গন্ধ তৈল লেপন কৰিবে ।  
 [ অনন্তৰ ] পবদেবতাকে শত সহস্র দেবী কর্তৃক সহস্র স্বর্ণকুন্তু আনীত জন দ্বাৰা

আনীয় বাবিণা স্নাতাং চিত্তয়েৎ পবদেবতাম্ ।  
 ছক্লৈর্মার্জিতং গাত্রং ছকুলে পবিধাপ্য চ ॥  
 কঙ্কত্যা কেশং সংস্কৃত্য বিধিবদ্ বন্ধনং চবেৎ ।  
 পট্টশ্চ কেশপাশে নানাবস্ত্রোপশোভিতম্ ॥  
 ললাটে তিলকং দদ্যাৎ সিন্দূরং কেশমধ্যকে ।  
 নাগেন্দ্রদন্ত-খচিতং শঙ্খং দদ্যাম্ননোহবম্ ॥  
 হস্তে কেয়ুরকণ্ঠেব কঙ্কণং কটকং তথা ।  
 স্বর্ণাঙ্কুবীয়কং দদ্যান্ নানাবস্ত্রোপশোভিতম্ ॥  
 পাদয়োন্পূবং দদ্যান্ নাসাগ্রে গজমৌক্তিকম্ ।  
 নিবেদয়েদ্ যথা শক্ত্যা পুষ্পমালাঞ্চ ভূষণম্ ॥  
 সর্বদাঙ্গে লেপনং কুর্য়াদ্ গন্ধ-চন্দন-সিহ্লকৈঃ ।  
 কাঞ্চনাঞ্চিত-কঙ্কলী-শোভি(তা)তাং হৃদযোপবি ॥  
 সমাধৌ চিত্তয়েদ্ দেবীং ভূতশুদ্ধাদিকং চবেৎ ।  
 ত্রাসজালং বিধায়াথ সমাধৌ পূজয়েৎ সদা ॥ ৪ ॥  
 ষোড়শৈকপচাবৈস্তু হৃদিহাং পূজয়েচ্ছিবাম্ ।  
 বহুসিংহাসনং দদ্যাৎ স্বাগতং কুশলং বদেৎ ॥

স্নাতা চিত্তা কবিবে । বহু বস্ত্রের দ্বারা গাত্র মার্জিত কবিত্তা হইখানি বস্ত্র পবিধান করাইয়া  
 কঙ্কলী ( চিকলী ) দ্বারা কেশ সংস্কার কবিয়া যথাবিধি কেশবন্ধন কবিবে । কেশ-  
 পাশে নানাবস্ত্র-শোভিত পট্টশ্চ, ললাটে তিলক, কেশমধ্যে ( সিঁথিতে ) সিন্দূর দিবে ।  
 [ হস্তে ] হস্তিদন্ত-খচিত মনোহব শঙ্খ, কেয়ুর ( তাল ), কটক ( বালা ) ও নানাবস্ত্র-  
 শোভিত স্বর্ণাঙ্কুবী প্রদান কবিবে । পাদদ্বয়ে নূপূব, নাসাগ্রে গজমুক্তা এবং [ কণ্ঠে ]  
 পুষ্পমালা ও ভূষণ যথাশক্তি অর্পণ কবিবে । গন্ধ, চন্দন ও সিহ্লকৈব ( গন্ধদ্রব্য  
 বিশেষ ) দ্বারা সর্বদাঙ্গে লেপন কবিবে । হৃদযেব উপবিভাগে অর্থাৎ হৃৎপদ্মে স্তবর্ণ-  
 খচিত কঙ্কলী ( কাঁচুলী ) শোভিতা দেবীকে সমাধি অবস্থায় অর্থাৎ সমাহিত চিত্তে  
 চিত্তা কবিবে । [ তাহাব পব ] ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি কবিবে । ত্রাস সকল কবিত্তা  
 অনন্তব সমাধি অবস্থায় অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে সর্বদা পূজা কবিবে ॥ ৪ ॥

হৃদবস্থিতা শক্তিকে ষোড়শ উপচাবেব দ্বাবাই পূজা কবিবে । [ উপবেশনেব  
 জন্ত ] বহু-সিংহাসন দিবে, স্বাগত ও কুশল প্রদান কবিবে । হে দেবি ! পাদদ্বয়ে পাঞ্জ

পাদ্যঞ্চ পাদয়োর্দেবি । শিবস্তুর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ।

পবামৃতমাচমনং প্রাদদ্যান্ মুখপঙ্কজে ॥

মধুপর্কং মুখে দদ্যাৎ ত্রিধা স্বাচমনং মুখে ।

হেমপাত্রগতং দিব্যাং পবমান্নং পবিকৃতম্ ॥

কপিলাঘৃত-সংযুক্তম্নং ব্যঞ্জনসংযুতম্ ।

( সুধাঘৃণি মাংসশৈলং মৎস্তবাশি ফলানি চ । )

ভক্ষ্যং ভোজ্যং তথা লেহ্যং চর্ব্যং চুষ্যং তথৈব চ ॥

সকপূর্বঞ্চ তাম্বুলং মানসং পবিকল্পয়েৎ ।

আবরণং ততো দেব্যাঃ পূজয়েন্ মনসৈব হি ॥

ইথমস্তঃ সমাবাধ্য মনসৈব জপেদ্বনুম্ ।

সহস্রাদি জপং কৃৎবা দেবৌ সোদকমর্পয়েৎ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ কত্রঃ ঈশ্বরঃ সদাশিবঃ ।

এত এব মহাদেব্যাঃ পর্য্যঙ্কং সমুদাহৃতম্ ॥

পয়ঃফেননিভাঃ শয্যাং নানাপুষ্পোপশোভিতাম্ ।

পুষ্পশয্যাঞ্চ সংস্কুর্যাৎ তত্র দেবীং সুবেশ্বরীম্ ॥

চিন্তয়েৎ সাধকো যোগী নানাসুখবিলাসিনীম্ ।

এবং মন্তকে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। মুখপদ্মে পবামৃতরূপ আচমন অর্পণ করিবে। মুখে মধুপর্ক দিবে এবং [ পবে ] তিনবার আচমনও মুখে দিবে। স্বর্ণপাত্রস্থিত পবিকৃত মনোহর পবমান্ন, কপিলা গাভীর ঘৃতসংযুক্ত এবং ব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন, ( সুধাঘৃণি অর্থাৎ সমুদ্র প্রমাণ সুধা, পর্বত প্রমাণ মাংস, প্রচুব মৎস্ত, ও ফল ) এবং ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, চর্ব্য ও চুষ্য এবং কর্পূর্ব মিশ্রিত তাম্বুল [এ সমস্তই] মানস উপচাব কল্পনা করিবে অর্থাৎ এই সমস্ত মানস উপচাবেব দ্বাবা শক্তির অর্চনা করিবে। তাহার পর মনেব দ্বাবাই দেবীর আবরণ দেবতাকে পূজা করিবে। এইরূপে মনে মনে [ দেবীর ] অর্চনা কবিয়া মনেব দ্বাবাই মন্ত্র জপ করিবে। সহস্র সংখ্যক বা তাহার অধিক মন্ত্র জপ কবিয়া দেবীর উদ্দেশে জলগণ্ডুষেব সহিত জপ সমর্পণ করিবে ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কত্র, ঈশ্বর ও সদাশিব—ইহঁরা মহাদেবীর পর্য্যঙ্ক কথিত হইয়াছেন। [ সেই পর্য্যঙ্কে ] নানাবিধ পুষ্প-শোভিত দুগ্ধফেননিভ শয্যা এবং [ তাহার উপর ] পুষ্পশয্যা বচনা করিবে। যোগী সাধক সেই শয্যায় দেবী সুবেশ্বরীকে নানা সুখে বিলাসিনী চিন্তা করিবে। নানাবিধ বাজেব সহিত নৃত্য-গীতেব দ্বাবা দেবীকে সন্তুষ্ট করিবে।

- নৃত্যগীতৈঃ সবাদৈশ্চ ভোষয়েৎ পবমেশ্বরীম্ ॥  
 ততো হোমং প্রকুব্বীত পূজাসার্থক্যাহতবে ॥ ৬ ॥  
 অথ হোমং প্রবক্ষ্যামি যেন চিন্ময়তাং লভেৎ ।  
 অথাধাবময়ে কুণ্ডে চিদগ্নৌ হোমযেৎ ততঃ ॥  
 আত্মান্তবান্ধ-পবম-জ্ঞানাত্মনঃ প্রকীর্তিতাঃ ।  
 এতদ্রূপস্ত চিংকুণ্ডং চতুবস্রং বিভাবযেৎ ॥  
 আনন্দমেখলাবগ্যং বিন্দুত্রিবলয়াক্ষিতম্ ।  
 অর্দ্ধমাত্রায়োনিকপং ব্রহ্মানন্দময়ং ভবেৎ ॥  
 নাভীমিডাং বামভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ ।  
 স্নুঘুমাং মধ্যতো ধ্যান্য কুর্ধ্যাক্ষোমং যথাবিধি ॥ ৭ ॥  
 ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সাধকেশ্রো হবিষ্টে ন প্রকল্পয়েৎ ।  
 মূলগন্ধং সমুচ্চার্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুম্ ॥  
 (১) নাভৌ চৈতন্তরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা ।  
 জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমঙ্গবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ ॥  
 বহিজ্জায়ান্ত-মস্ত্রেণ দদ্যাচ্চ প্রথমাহতিম্ ।

তাহাব পব পূজাব সার্থকতা ( সফলতা ) সম্পাদনেব জন্ত [ আন্তব ] হোম কবিবে ॥৬॥

অনন্তব [ আন্তব ] হোম [ বিধি ] বলিব । যাহাব দ্বাবা [ সাধক ] চিন্ময়ত্ব  
 প্রাপ্ত হব । প্রথমে মূলাধাবরূপ কুণ্ডে চিহ্নরূপ অগ্নিতে হোম কবিবে । তাহাব  
 জন্ত আত্মা, অন্তবাত্মা, পবমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা [ নামে চাবিটি আত্মা ] কীর্তিত  
 হইষাছেন । আত্মচতুষ্টয়রূপ চিংকুণ্ডকে চতুবস্র চিত্তা কবিবে । আনন্দরূপ মেখলায়  
 কুণ্ডটি মনোহব এবং বিন্দুরূপ ত্রিবলয়-যুক্ত ও অর্দ্ধমাত্রা-( নাদবিন্দু ) রূপ যোনি-  
 যুক্ত হইষা ব্রহ্মানন্দরূপ হইষাছে । বামভাগে ইডা নাভী, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও  
 মধ্য স্নুঘুমা নাভী ধ্যান কবিন্না যথাবিধি হোম কবিবে ॥৭॥

সাধকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে [ যজ্ঞেব ] হবিরূপে কল্পনা কবিবে । তাহাব  
 পব মূলমন্ত্র উচ্চারণ কবিষা এই শ্লোক অর্থাৎ নাভৌ চৈতন্তরূপাগ্নৌ ইত্যাদি  
 মূলোক্ত শ্লোক জপ কবিবে । মূলোক্ত উক্ত শ্লোকেব অর্থ—“আমি মনোরূপ স্রুচ  
 দ্বাবা জ্ঞানোদীপ্ত নাভিস্থিত চৈতন্তরূপ অগ্নিতে হবিষ দ্বাবা নিত্য ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি হোম  
 কবি ।” বহিজ্জায়ান্ত ( স্বাহান্ত ) [ উক্ত ] মস্ত্রেব দ্বাবা প্রথম আহতি দিবে ।

মূলমন্ত্ৰোপবি শ্লোকমপবং প্রপঠেদমুম্ ॥

(২) ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মহবিদীপ্ত আত্মাগ্নৌ মনসা স্ফচা ।

স্বঘৃণা বস্বনা নিত্যমক্ষবৃত্তীজুঁহোম্যহম্ ॥

বহিষ্জায়ান্ত-মন্ত্ৰেণ দ্বিতীয়াহুতিমাদিশেৎ ।

মূলমন্ত্ৰং সমুচ্চাৰ্য্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুম্ ॥

(৩) প্রকাশাকাশহস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্ননীস্ফচা ।

জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তীজুঁহোম্যহম্ ॥ \*

বহিষ্জায়ান্তমন্ত্ৰেণ তৃতীয়াহুতিমাচবেৎ ।

মূলমন্ত্ৰং সমুচ্চাৰ্য্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুম্ ॥

(৪) অন্তর্নিবন্তবমনিক্তন + মেধমানে মোহাক্ককাব-পবিপস্থিনি সন্নিদগ্নৌ ।

কস্মিংশ্চিদদ্ভুত-মরীচিবিকাশভূমৌ বিশ্বং জুহোমি বস্বধাদি-শিবাবসানম্ ॥

স্বাহান্তেনাহুনা হুত্বা পূর্ণাহুতিরনন্তবম্ ।

মূলমন্ত্ৰং সমুচ্চাৰ্য্য শ্লোকমেতমুদীরয়েৎ ॥

[ তাহার পব ] মূল মন্ত্ৰের পব অপব এই শ্লোক অর্থাৎ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম-হবিদীপ্ত ইত্যাদি মূলোক্ত শ্লোক পাঠ করিবে। উক্ত শ্লোকের অর্থ—“আমি ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্মরূপ হবিব দ্বাৰা দীপ্ত আত্মরূপ অগ্নিতে মনোরূপ স্ফক্ দ্বাৰা স্বঘৃণা পথ দিয়া নিত্য ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে আহুতি প্রদান করি।” বহিষ্জায়ান্ত (স্বাহান্ত) [ উক্ত ] মন্ত্ৰেব দ্বাৰা দ্বিতীয় আহুতি দিবে। তাহার পব মূলমন্ত্ৰ উচ্চারণ করিয়া এই শ্লোক প্রকাশাকাশহস্তাভ্যাম্ ইত্যাদি মূলোক্ত শ্লোক জপ করিবে। উক্ত শ্লোকেব অর্থ—“আমি প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ হস্তদ্বয়েব দ্বাৰা ধাবণ করিয়া উন্ননীরূপ স্ফক্ দ্বাৰা জ্ঞানদীপ্ত [ আত্মাগ্নিতে ] নিত্য ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে হোম করি।” বহিষ্জায়ান্ত (স্বাহান্ত) উক্ত মন্ত্ৰেব দ্বাৰা তৃতীয় আহুতি দিবে। তাহার পব মূলমন্ত্ৰ পাঠ করিয়া এই শ্লোক অর্থাৎ অন্তর্নিবন্তব ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্ৰ জপ করিবে। উক্ত মন্ত্ৰেব অর্থ—“অন্তবে বিনা ইন্ধনে সদা প্রজলিত মোহরূপ অন্ধকারবিনাশী, অদ্ভুত, মবীচিরও বিকাশভূমি সেই অনির্বচনীয় সন্নিদকপ অগ্নিতে পৃথিব্যাদি শিবান্ত [ সমগ্র ] বিশ্ব হোম করি।” স্বাহান্ত এই মন্ত্ৰেব দ্বাৰা হোম করিয়া পরে পূর্ণাহুতি দিবে। মূলমন্ত্ৰ উচ্চারণ করিয়া এই শ্লোকটী অর্থাৎ অহস্তা-পাত্তভরিত ইত্যাদি শ্লোক

(৫) অহ[ইদ]স্তা-পাত্রভবিতমিদ[অহ]স্তা পবমামৃতম্ ।

পবাহস্তামযে বহৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যহম্ ॥

বহিঃজাযান্তমন্ত্রেণ দদ্যাৎ পঞ্চা[পূর্ণা]হুতিং প্রিয়ে । ।

ইত্যন্তর্যজনং কৃষা সাংক্ষাদ ব্রহ্মমযো ভবেৎ ॥

এবমেব পূজয়ন্তি গৃহস্থাঃ পবমেশ্বরীম্ ।

যোগিনো মুনয়শ্চৈব পূজয়ন্তি সদা প্রিয়ে । ॥

কেবলং মানসেনৈব নহি সিদ্ধো ভবেদ্ গৃহী ।

সবাহেন তু তেনৈব সিদ্ধো ভবতি যদ্ গৃহী ॥ ৮ ॥

ভূতশুদ্ধৌ—সর্ববাস্তু বাহুপূজাস্তু অন্তঃপূজা বিধীয়তে ।

অন্তঃপূজাং বিনা নৈব বাহুপূজাফলং লভেৎ ॥

সান্তঃপূজা মহেশানি । বাহ্য কোটিফলপ্রদা ।

কিং তস্ত বাহুপূজায়াং সর্বং ব্যর্থং কদর্থনম্ ॥

উপচাবাদ্যভাবে চ বাহুপূজা কদর্থনম্ ।

বিনোপচাবৈ বা পূজা সা পূজা নিষ্ফলা ভবেৎ ॥ ৯ ॥

তজ্ঞান্তবে—যদি বাহার্চনা-দ্রব্য-সম্পত্তিবপি বর্ততে ।

অন্তর্যাগং বিধায়েৎ বহির্বাগবিধিং চরেৎ ॥

পাঠ কবিবে । উক্ত শ্লোকের অর্থ—“আমি অহস্তাকপ পাত্রে পবিপূর্ণ ইদস্তারূপ পবমামৃত পবাহস্তাময বহিতে পূর্ণহোম আহুতি কবি।” হে প্রিয়ে । স্বাহান্ত উক্ত মন্ত্রেব দ্বাৰা পঞ্চম আহুতি প্রদান কবিবে । সাধক এইরূপে অন্তর্বাগ কবিষা ব্রহ্মময় হয় । গৃহস্থগণ এইরূপেই পবমেশ্বরীৰ আবাধনা কবেন । হে প্রিয়ে । যোগিগণ এবং মুনিগণও সর্বদা [ এইরূপেই ] পূজা কবেন । গৃহস্থগণ কেবল মানস পূজা দ্বাবাই সিদ্ধ হয় না, যেহেতু বাহু পূজাব সহিত মানস পূজা দ্বাবাই সিদ্ধ হয় ॥ ৮ ॥

ভূতশুদ্ধিত্ত্বে উক্ত হইয়াছে—“সমস্ত বাহুপূজাতে আস্তব পূজা বিহিত হইয়াছে । আস্তব পূজা ব্যতীত বাহুপূজাব ফললাভ হয় না । হে মহেশানি । আস্তব পূজাব সহিত বাহুপূজা কোটিগুণ ফলপ্রদান কবে । [ মানস পূজা ব্যতীত ] তাহাব বাহুপূজায় কি প্রয়োজন ? [ যেহেতু তাহাতে ] সমস্ত ব্যর্থ ও কদর্থিত হয় । আব উপচাবাদিব অভাবেও বাহুপূজা কদর্থিত হয় । উপচাব-রহিত যে পূজা, সে পূজা নিষ্ফলা হয় ॥ ৯ ॥

তজ্ঞান্তবে উক্ত হইয়াছে—“যদি বাহুপূজাব দ্রব্যসম্পত্তি ( উপচাব বাহুল্য ) থাকে, তবে এইরূপে অন্তর্বাগ কবিষা বহির্বাগ অন্তর্ধান কবিবে ।” বামলতন্ত্বে উক্ত হইয়াছে—



যামলে—অর্চাভাবে মহেশানি ! হৃদয়ে পূজয়েচ্ছিহাম্ ।

সর্বপূজাফলং দেবি ! প্রাপ্নোতি সাধকঃ প্রিয়ে ! ॥

তন্ত্রগন্ধর্ব্ব—মনসাপি মহাদেবৈ নৈবেদ্যং দীয়তে যদি ।

যো নবো ভক্তিসংযুক্তো দীর্ঘায়ুঃ স সুখী ভবেৎ ॥

মাল্যং পদ্মসহস্রশ্চ মনসা যঃ প্রযচ্ছতি ।

কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ ॥

স্থিত্ব দেবীপুবে শ্রীমান্ সার্বভৌমো ভবেৎ ক্ষিতৌ ।

মনসাহপি মহাদেবৈ যন্ত কুর্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥

স দক্ষিণে যমগৃহে নবকাপি ন পশ্যতি ।

মনসাহপি মহাদেব্যা যো ভক্ত্যা কুরুতে নতিম্ ॥

সোহপি লোকান্ বিনির্জিত্য দেবীলোকে মহীয়তে ।

মহামায়ে ! মহাদেবীমর্চয়ামি চ ভক্তিতঃ ॥

নানাবিধৈস্ত নৈবেদ্যৈরিতি চিন্তাকুলস্ত যঃ ।

নৈবেদ্যং দেহি মে মাতবিতি যো ভাবয়েন্ মুহুঃ ॥

সোহপি লোকান্ বিনির্জিত্য দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ১০ ॥

ইতি ত্রিপুরাজকাচার্য্য-পবনহংস-তীর্থাবধূত-শ্রীমদ্রজ্ঞানন্দ-গিবি-কৃতাং

শান্তানন্দতবঙ্গীয়ামন্তর্বাগবিধির্নাম ষষ্ঠোঃ ॥ ৬ ॥

“হে মহেশানি । অর্চা অর্থাৎ উপচারেব অভাবে হৃদয়ে অর্থাৎ মনেব দ্বাৰা শক্তিকে পূজা কৰিবে । হে প্রিয়ে ! হে দেবি ! সাধক [ তাহাতেই ] সমস্ত পূজাব ফল পায় ।” তন্ত্রগন্ধর্ব্ব উক্ত হইয়াছে যে মনুষ্য ভক্তিমান হইয়া যদি মনেব দ্বাৰাও মহাদেবীকে নৈবেদ্য দেয় ; তবে সে দীর্ঘায়ু ও সুখী হয় । যে ব্যক্তি মনের দ্বাৰা সহস্র পদ্মেব মাল্য মহাদেবীকে দান করে, সে শ্রীমান্ হইয়া শত কোটিকল্প বা সহস্র কোটি কল্প সময় দেবীপুবে বাস কৰিবা ভূমণ্ডলে সার্বভৌম নবপতি হয় । যে ব্যক্তি মনেব দ্বাৰাই মহাদেবীৰ উদ্দেশে প্রদক্ষিণ কৰে, সে দক্ষিণদিকস্থিত যমগৃহে নবক সমূহ দর্শন কৰে না । যে ব্যক্তি ভক্তিৰ সহিত মনেব দ্বাৰাই মহাদেবীকে প্রণাম কৰে, সেও সমস্ত লোক জয় কৰিবা দেবীলোকে সুখে বাস কৰে । হে মহামায়ে ! যে ব্যক্তি ‘নানাবিধ নৈবেদ্যদ্বাৰা ভক্তিৰ সহিত মহাদেবীকে পূজা কৰিব’—এইরূপ চিন্তায় আকুল হয় এবং যে ব্যক্তি ‘হে মাতঃ ! আমার নৈবেদ্য দান ককন’—ইহা মুহুঃ মুহুঃ ভাবনা কৰে, সেও সমস্ত লোক জয় কৰিবা দেবীলোকে সুখে বাস কৰে ॥ ১০ ॥

শান্তানন্দতবঙ্গীৰ ষষ্ঠ উল্লাসের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

# সপ্তমোক্তাসঃ

## গুপ্ততত্ত্বোক্ত-পূজাবিধিঃ

অথানন্দময়ীপূজাং বক্ষ্যামি গুপ্ততান্ত্রিকীম্ ।  
যাং কৃত্বা শিবসামুজ্যং লভতে সাধকোত্তমঃ ॥  
পূজাগৃহং সমাসাদ্য সাধকেন্দ্রো মহেশ্বরি । ।  
প্রথমং জলমানীয় পাদপ্রক্ষালনং চবেৎ ॥  
উত্তবাভিমুখো ভূত্বা পাদপ্রক্ষালনং চবেৎ ।  
দিবা পূর্বমুখো ভূত্বা বাত্রৌ কুর্যাদ্বদমুখঃ ॥  
দেব্যাঃ পূজাং শিবস্তাপি সদা কুর্যাদ্বদমুখঃ ।  
প্রণবং পূর্বমুচ্চার্য্য তদিতি চ পদং ততঃ ॥  
সদিতি তু সমুচ্চার্য্য কৰ্ম্ম কুর্যাদ্ বিচক্ষণঃ ।  
স্ববণাৎ কৰ্ম্মণামাদ্যে ব্রহ্মভূয়াষ কল্পতে ॥  
সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বকার্য্যেষু তান্ত্রিকে বৈদিকে তথা ।  
স্ববিদ্যাং সংস্রবন্ কুর্য্যাৎ ত্রিমাং সৰ্ব্বপ্রচোদিতাম্ ॥ ১ ॥

স্থানশোধনমাহ গন্ধর্ব্বতত্ত্বে—

বীক্ষণং বৰ্ম্মবীজেন যাগভূমেঃ সমীবিতম্ ।

অনন্তব গুপ্ততত্ত্বোক্ত আনন্দময়ী পূজাবিধি বলিব। সাধকশ্রেষ্ঠ যে পূজা কবিয়া শিবসামুজ্য প্রাপ্ত হয়। হে মহেশ্বরি। সাধকপ্রবব পূজাগৃহে উপস্থিত হইয়া জল আনিয়া প্রথমে পাদপ্রক্ষালন কবিবে। উত্তবাভিমুখ হইয়া পাদ প্রক্ষালন কর্তব্য। দিবাতে পূর্বমুখ হইয়া এবং বাত্রিতে উত্তবমুখ হইয়া দেবী পূজা কবিবে। শিবের পূজা সৰ্ব্বদাই উত্তবমুখ হইয়া কর্তব্য। বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রথমে প্রণব (ওঁ) এবং ‘তৎ’ এইপদ উচ্চারণ কবিয়া অনন্তব ‘সৎ’ এই পদ উচ্চারণ কবিয়া অর্থাৎ ওঁ ডৎসৎ উচ্চারণ কবিয়া কৰ্ম্ম কবিবে। সকল কার্য্যের প্রথমে “ওঁ তৎসৎ” স্রবণ হইতে ব্রহ্ম লাভের অধিকারী হয়। সকল সময়ে বৈদিক ও তান্ত্রিক সকল কার্য্যে ইষ্টদেবতাব স্রবণ কবিয়া সৰ্ব্বশাস্ত্র-বিহিত কৰ্ম্ম কবিবে ॥ ১ ॥

গন্ধর্ব্বতত্ত্বে স্থানশোধন বলিয়াছেন—“বৰ্ম্মবীজ (হঁ) দ্বারা যাগভূমির

প্রোক্ষণং চান্দ্রমল্লেন যাগভূমেঃ সমাচবেৎ ॥  
 অজ্ঞাত-দূষিতং স্থানং মার্জনাদৌ চ যদ্ ভবেৎ ।  
 এবমাদীনি সৰ্ব্বাণি নশ্বেৎ তল্লোকনাং প্রিয়ে ! ॥  
 মধুকৈটভয়োর্মদঃ-সংঘাতৈর্দৃঢ়তাং গতা ।  
 মেদিনী সৰ্ব্বদাহশুদ্ধা স্তবপূজাসু সৰ্ব্বতঃ ॥  
 তস্ম্য দোষস্ত মোক্ষায় কামবীজং ক্ষিতৌ লিখেৎ ॥  
 পঞ্চবর্ণরজ্জ্জ্জিহ্বা নানাগন্ধ-সমম্বিতা ।  
 পুষ্পপ্রকবসংকীর্ণা ঘণ্টাচামব-ভূষিতা ॥  
 বালার্কসদৃশী বম্যা মনঃসন্তোষকাবিনী ।  
 এবং ভূমিং সমাশ্রিত্য পূজয়েৎ পবমেশ্বরীম্ ॥  
 মল্লৈব্যাচমনং কুর্যাদ্ দেবীং ধ্যান্তা হৃদম্বুজে ।  
 গীঠে চোপবিশেদে দেবি ! বন্ধা বীবাসনাদিকম্ ॥ ২ ॥

### দ্রব্যাসাদনম্

উপবিষ্ট ততো মন্ত্রী দ্রব্যানি স্থাপয়েৎ পুং ।  
 গন্ধ-পুষ্পাক্রতাদীংশ্চ দক্ষে দীপাংশ্চ সৰ্ব্বতঃ ॥

অবলোকন কথিত হইয়াছে । অস্ত্রমন্ত্র ( ফট্ ) দ্বারা যাগভূমির প্রোক্ষণ করিবে ।  
 হে প্রিয়ে ! মার্জনাদিতে স্থানটী যে সমস্ত অজ্ঞাত দোষে ছুট হইবে ; এইরূপ  
 সকল দোষই মন্ত্রপাঠ পূর্বক অবলোকনের দ্বারা বিনষ্ট হয় । মধু ও কৈটভের  
 মেদসংঘাতের দ্বারা এই পৃথিবী দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব পৃথিবী দেবপূজায়  
 সৰ্বদা সৰ্ব্বতোভাবে অশুদ্ধা । সেই দোষের শাস্তির নিমিত্ত পৃথিবীতে অর্থাৎ  
 পূজাগৃহে ভূমিতে কামবীজ ( ক্লীং ) লিখিবে । [ পূজাভূমি ] পঞ্চবর্ণ ওঁড়ি দ্বারা  
 চিত্রিতা, নানাবিধ স্নগন্ধে পবিপূর্ণা, পুষ্পস্তবকেব দ্বারা সংকীর্ণা, ঘণ্টা ও চামব  
 ভূষিতা, প্রাতঃসূর্য্যের ত্রাষ বস্ত্রবর্ণা, স্নশোভিতা, চিত্তেব হর্বজনিকা হইবে—এইরূপ  
 ভূমিতে উপস্থিত হইয়া পবমেশ্বরীকে পূজা করিবে । হৃৎপদ্মে দেবীকে ধ্যান  
 করিয়া মন্ত্রেব দ্বারা আচমন করিবে । হে দেবি ! [ তাহাব পব ] বীবাসনাদি  
 বন্ধন কবিয়া আসনে উপবেশন করিবে ॥ ২ ॥

তাহাব পব সাধক আসনে উপবেশন কবিয়া সম্মুখভাগে পূজাদ্রব্য সকল রাখিবে ।  
 গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি দক্ষিণভাগে, প্রদীপ সমস্ত দিকে অর্থাৎ যে কোন দিকে,

নৈবেদ্যং দক্ষিণে বামে পূবতো বা ন পৃষ্ঠতঃ ।  
 ঘৃতদীপং দক্ষিণে তু তৈলদীপং তু বামতঃ ॥  
 বামতস্ত তথা ধূপমগ্ৰে বা ন তু দক্ষিণে ।  
 নিবেদয়েৎ পূবোভাগে গন্ধং পুষ্পঞ্চ ভূষণম্ ॥  
 সৰ্বং স্বদক্ষিণে স্থাপ্যং বামে চার্ঘ্যং নিবেশয়েৎ ।  
 স্থাপয়েচ্চৰ্য্য-চূষ্যাদি নৈবেদ্যাदीনি সন্নিধৌ ॥  
 কবয়োঃ কালনার্থায় পৃষ্ঠে পাত্ৰং বিনির্দ্दिशेৎ ।  
 অস্ত্র শস্ত্র্যনুকাপেণ সৰ্বং সম্পাদ্য যত্নতঃ ॥  
 পূজা-দ্রব্যানি সংপ্রোক্ষ্য মূলমন্ত্ৰেণ সাধকঃ ।  
 দর্শয়েন্নেমুমুদ্রাঞ্চ দ্রব্যশুদ্ধিবিতীবিতা ॥  
 অন্নং নৈবেদ্যাদিকং যৎ পুষ্পগন্ধাদিকঞ্চ যৎ ।  
 সৰ্বমাচ্ছাদিতং কার্য্যং বাবন্नावাহয়েৎ পবাম্ ॥  
 রাক্ষসাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি নিবাচ্ছাদনকং যতঃ ॥ ৩ ॥

অথ শান্তিকুস্তপ্রমাণম্

ঐশাশ্চাং স্থাপয়েৎ কুস্তং স্বর্ণতাত্রাদিনির্মিতম্ ।

দৈর্ঘ্যং বিংশত্যঙ্গুলস্ত গ্রীবা বোদাঙ্গুলাস্থিতা ॥

নৈবেদ্য দক্ষিণে, বামে বা সম্মুখে বাঞ্ছিবে, কিন্তু পৃষ্ঠভাগে কখনও বাঞ্ছিবে না ।  
 ঘৃতদীপ দক্ষিণে কিন্তু তৈল দীপ বামে বাঞ্ছিবে । সেইরূপ ধূপ বামে বা অগ্রে  
 বাঞ্ছিবে, কিন্তু দক্ষিণে বাঞ্ছিবে না । গন্ধ, পুষ্প ও অলঙ্কার সম্মুখে নিবেদন করিবে ।  
 [ এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ] সমস্ত দ্রব্য নিজের দক্ষিণে বাঞ্ছিবে ; বামে অর্ঘ্য স্থাপন করিবে ।  
 চৰ্য্য, চূষ্য প্রভৃতি নৈবেদ্যাদি নিকটে ( সম্মুখে ) বাঞ্ছিবে । হস্তদ্বয়ের কালনের  
 ভিত্ত পৃষ্ঠদেশে একটি পাত্ৰ বাঞ্ছিবে । নিজের সামর্থ্যানুসারে যত্নপূর্বক সকল দ্রব্য  
 আয়োজন করিয়া সাধক মূলমন্ত্ৰেণ দ্বাৰা পূজাব দ্রব্য সকল প্রোক্ষণ করিয়া খেদুমুদ্রা  
 দেখাইবে । ইহাই দ্রব্যশুদ্ধি কথিত হইয়াছে । যে পর্য্যন্ত দেবীকে আবাহন করা  
 না হয়, সে পর্য্যন্ত যে সমস্ত অন্ন নৈবেদ্যাদি বা যে সমস্ত গন্ধ পুষ্পাদি—সমস্তই  
 আচ্ছাদিত করিবে । যেহেতু অনাচ্ছাদিত দ্রব্য বাক্ষসেবা গ্রহণ করে ॥ ৩ ॥

অনন্তর শান্তিকুস্তের প্রমাণ কথিত হইতেছে । ঐশান কোণে স্বর্ণ বা তাত্রাদি  
 নির্মিত কুস্ত স্থাপন করিবে । [ উক্ত কুস্তের ] দৈর্ঘ্য বিংশতি অঙ্গুলি, গ্রীবা চারি

কণ্ঠমষ্টাজ্বলং প্রোক্তং মুখমষ্টাজ্বলং স্মৃতম্ ।

দৃঢ়ঃ সমতলঃ কার্ষ্যো মানং তৎ পবিকীৰ্ত্তিতম্ ॥

কুস্তবিধানস্ত গৌতমীয়ে—

হৈমং বৌপ্যং তথা তাম্রং মার্ত্তিকং বা স্বশক্তিতঃ ।

বিত্তশাঠ্যং ন কৰ্ত্তব্যং কৃতে নৈফল্যমাশ্নুয়াৎ ॥

ষট্‌ত্রিংশদজ্বলং কুস্তং বিস্তাবোন্নতিশালিনম্ ।

ষোড়শং দ্বাদশং বাপি ততো ন্যুনং ন কাবয়েৎ ॥ ৪ ॥

প্রোক্ষণীস্থাপনমাহ গান্ধৰ্বে—

পাত্রমস্ত্রান্ধুভিঃ প্রোক্ষ্য দক্ষিণে স্থাপয়েৎ ততঃ ।

শুদ্ধোদকেন সংপূর্য্য মূলমস্ত্রং জপেৎ সুধীঃ ॥

প্রোক্ষয়েৎ তেন সকলং প্রোক্ষণীস্থেন বাবিণা ।

আধাবস্থ-জলশোধনমাহ গান্ধৰ্বে—

মণ্ডলং বামতঃ কৃৎবা জলেন চতুবস্ত্রকম্ ।

ওঁ বষট্‌কাব-মস্ত্রেণ সাধাবং মণ্ডলে ঘটম্ ॥

স্থাপয়েৎ তত্র বহ্যকসোমানাং মণ্ডলং যজ্ঞেৎ ।

আনন্দভৈববং তত্র যজ্ঞেদানন্দভৈরবীম্ ॥

অজুলি পবিগিতা, কণ্ঠদেশ অষ্টাজ্বল কথিত হইয়াছে এবং মুখ অষ্টাজ্বল উক্ত হইয়াছে। কুস্তটী দৃঢ় ও সমতল কবিবে। ইহাই কুস্তেব পবিমাণ কথিত হইয়াছে। গৌতমীয় তন্ত্রে কুস্তবিধান কথিত হইয়াছে—“নিজেব শক্তি অল্পসাবে স্বর্ণ, বৌপ্য, তাম্র বা যুত্তিকাব কুস্ত কবিবে। ক্লপণতা কবিবে না; ক্লপণতা কবিলে নিফলতা প্রাপ্ত হইবে। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বিশিষ্ট কুস্তটীকে ৩৬ অঙ্গুল, ষোড়শাজ্বল বা দ্বাদশাজ্বল কবিবে; ইহাব ন্যুন কবিবে না” ॥ ৪ ॥

গন্ধৰ্ব্বতন্ত্রে প্রোক্ষণী স্থাপন কথিত হইয়াছে—“সুধী সাধক ‘ফট্’ মস্ত্রে জলেব দ্বাবা প্রোক্ষণী পাত্র প্রোক্ষণ কবিয়া দক্ষিণে বাখিবে। তাহার পর শুদ্ধ জলেব দ্বাবা প্রোক্ষণী পাত্র পূর্ণ কবিয়া মূলমস্ত্র জপ কবিবে এবং সেই প্রোক্ষণী পাত্রস্থ জলের দ্বারা সকল দ্রব্য প্রোক্ষণ কবিবে।” গন্ধৰ্ব্বতন্ত্রে আধাবস্থ জলশোধন কথিত হইয়াছে—“বামভাগে জলেব দ্বাবা চতুবস্ত্র মণ্ডল কবিয়া ওঁ বষট্‌ এই মস্ত্রেব দ্বারা সাধাব ঘট মণ্ডলে স্থাপন কবিবে। সেই ঘটে বহ্মমণ্ডল, অর্কমণ্ডল ও সোমমণ্ডল পূজা

যদন্তদ্ দূষণং পাত্রেহীতোয়ে বাহজ্ঞানতো ভবেৎ ।  
তৎ সৰ্বং নাশমায়াতি পূজার্থং তজ্জলং ভবেৎ ॥ ৫ ॥

অৰ্ঘ্যস্থাপনক্রমঃ

অৰ্ঘ্যং দ্বাবি পবিক্কার্যং তৎক্রমঃ কথ্যতেহধুনা ।  
অস্ত্রেণ পাত্ৰং প্রক্ষাল্য হৃদ্যস্ত্রেণ প্রপূবয়েৎ ॥  
মন্ত্ৰয়েৎ প্রণবেনৈব সামাচার্য্যমিদং স্মৃতম্ ॥

প্রণবেন দশখা মন্ত্ৰয়েদিত্যর্থঃ ।

ফট্টা দ্বাবং চ সংপ্রোক্ষ্য বীজেনাভ্যর্চয়েৎ স্মবান্ ।  
গাং বাং ক্ষাং যাং চ বীজানি উক্তানি পবমেধ্ববি । ॥  
গণেশ-বটুক-ক্ষেত্রপালাংশ্চ যোগিনীং তথা ।  
পূজয়েৎ সাধকশ্রেষ্ঠঃ প্রতিদ্বাবমিতি ক্রমাৎ ॥

বিশ্বসাবে—এষাং পূজাং বিলজ্যাত্বা ন সিদ্ধিঃ স্মাদ যুগে যুগে ।

উত্তবাদি-ক্রমেণৈব দ্বাবপালান্ সমর্চয়েৎ ॥  
ব্রহ্মাণং বাসুদেবং চ পূজয়েদ্ গৃহমধ্যতঃ ॥ ৬ ॥  
আসনে মণ্ডলং কৃৎ সম্পূজ্যাবোহষেৎ স্মধীঃ ।

কবিবে এবং সেই ঘটে আনন্দ ভৈবব ও আনন্দ ভৈববীৰ পূজা কবিবে । যদি  
জলে বা পাত্রে অজ্ঞানভঃ কোন অজ্ঞ দোষ থাকে, তবে [ উহা দ্বাবা ] সে সকল  
দোষ বিনষ্ট হয় এবং সেই জল পূজাব উপযোগী হয় ॥ ৫ ॥

দ্বাবদেশে অৰ্ঘ্য পবিক্কার অর্থাৎ স্থাপন কবিবে । সম্প্রতি তাহাব ক্রম কথিত  
হইতেছে । অস্ত্র ( ফট্ট ) মন্ত্ৰ দ্বারা অৰ্ঘ্যপাত্ৰ প্রক্ষালন কবিয়া হৃদ্যস্ত্র ( নমঃ ) দ্বাবা  
জলপূষণ কবিবে এবং প্রণবেব দ্বাবাই অভিমন্ত্রিত কবিবে । ইহাই সামাচার্য্য কথিত  
হইয়াছে । “প্রণবেনৈব” ইহাব অর্থ—প্রণবেব দ্বাবা দশবাব অভিমন্ত্রিত কবিবে । “ফট্ট”  
মন্ত্ৰেব দ্বাবা প্রোক্ষণ কবিয়া বীজেব দ্বাবা দেবতাদিগকে পূজা কবিবে । হে পবমেধ্ববি !  
গাং, বাং, ক্ষাং, যাং—এইগুলি বীজ কথিত হইয়াছে । সাধকশ্রেষ্ঠ যথাক্রমে অর্থাৎ  
উত্তবাদি ক্রমে দ্বারে গণেশ, বটুক, ক্ষেত্রপাল ও যোগিনীকে পূজা কবিবে ।”  
বিশ্বসাব তজ্জ কথিত হইয়াছে—“এই সকল দেবতাব পূজা লজ্জন কবিয়া যুগে যুগেও  
সিদ্ধি হয় না । উত্তবাদি ক্রমে দ্বাবপালগণকে অর্চনা কবিবে । গৃহ মধ্যে ব্রহ্মা  
ও বাসুদেবকে পূজা কবিবে ॥ ৬ ॥

বিশোধ্য বাক্যায়চিত্তং ভূমিং সমাগ্ বিশোধয়েৎ ॥

ওঁ পবিত্র বজ্রভূমে হুং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রতঃ ।

অনন্তবং দেশিকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যাহবলোকনৈঃ ॥

দিব্যানুৎসাবয়েদ্ বিদ্বানজ্ঞাতিশাস্তবীক্ষগান্ ।

পাঞ্চিঘাতৈস্ত্রিভিভৌমানিতি বিদ্বান্ নিবারয়েৎ ॥

বিশ্বসাবে—অনিমেষদৃশা দৃষ্টিদিব্যদৃষ্টিঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ।

কবশুদ্ধিধামলে—প্রাণদীচী-মুখো বাপি সপূৰ্ণস্ফার্জয়েৎ করম্ ।

মূলমুচ্চার্য্য দেবেশি ! তৎ পুষ্পং বামতন্ত্যজেৎ ॥

মন্ত্রমাহ যামলে—ভৌতিকঃ শশিকলাসমন্বিতো বহিৰ্বোড়শকলাসমন্বিতঃ ।

ঙেস্তমন্ত্রমথ ফট্‌সমন্বিতং শুদ্ধয়ে মনুবয়ং প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

ভৌতিকঃ ঐকাবঃ । শশিকলা নাদবিন্দুঃ । বহীবেফঃ । বোড়শকলা  
অংকাবঃ । তেন ঐ বঃ অস্ত্রায় ফট্ । শুদ্ধয়ে করশুদ্ধয়ে ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তন্ত্রগন্ধর্বেহপি—গৃহীত্বা বক্তপুষ্পঞ্চ সগন্ধং সাধকোত্তমঃ ।

স্বধী সাধক আসনে মণ্ডল কবিষা পূজা কবিয়া উপবেশন করিবে । বাক্য,  
দেহ ও চিত্ত শোধন পূর্বক ওঁ পবিত্র বজ্রভূমে হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে  
দ্বাবা ষাণ্‌ভূমি সম্যক প্রকাবে শোধন কবিবে । অনন্তব সাধকশ্রেষ্ঠ দিব্যদৃষ্টি দ্বাবা উর্দ্ধে  
অবলোকন কবিয়া দিব্য বিদ্য সকল এবং অস্ত্রমন্ত্র অর্থাৎ ‘ফট্’ মন্ত্র ও জলেব দ্বাবা  
অন্তবীক্ষ গত বিদ্য সকল দ্রব করিবে । ভূমিতে তিনবাব গোড়ালিব আঘাত দ্বারা ভৌম  
বিদ্য সকল দ্রব কবিবে । বিশ্বসাবে তন্ত্রে বলিয়াছেন—“অনিমেষ নয়নেব দ্বারা দর্শনই  
দিব্যদৃষ্টি কথিত হইয়াছে ।” যামলতন্ত্রে কবশুদ্ধি উক্ত হইয়াছে—“হে দেবেশি !  
পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ কবিয়া পুষ্পযুক্ত (গন্ধ) দ্বাবা হস্ত  
মার্জনা কবিবে এবং সেই পুষ্প বামভাগে ত্যাগ কবিবে ।” যামল তন্ত্রে কবশুদ্ধিব  
মন্ত্র বলিতেছেন—শশিকলা (নাদবিন্দু=৮) যুক্ত ভৌতিক (ঐ) এবং বোড়শ  
কলা (অঃ) যুক্ত বহি (ব) ; অনন্তব ঙেস্ত (চতুর্থী বিভক্তিব একবচনযুক্ত) অস্ত্র  
অর্থাৎ অস্ত্রায় । কবশুদ্ধিব জন্ত এই মন্ত্র ‘ফট্’ যুক্ত কথিত হইয়াছে । ভৌতিক শব্দেব  
অর্থ—ঐকাব । শশিকলা শব্দেব অর্থ—নাদবিন্দু (৮) । বহি শব্দেব অর্থ—বেফ  
(র) । বোড়শ কলা শব্দেব অর্থ—অংকার (ঃ) । স্মরণ্য সম্পূর্ণ মন্ত্র হইতেছে—  
ঐ বঃ অস্ত্রায় ফট্ । “শুদ্ধয়ে” পদেব অর্থ—কবশুদ্ধয়ে অর্থাৎ করশুদ্ধির জন্ত ॥ ৭ ॥

তন্ত্রগন্ধর্বেও উক্ত হইয়াছে—“হে পার্বতি ! সাধকপ্রবব গন্ধযুক্ত বক্তপুষ্প

অনেনৈব তু মন্ত্ৰেণ পুষ্পং হস্ততলস্থিতম্ ॥  
 সম্ভার্ক্য সব্যহস্তেন বামেন পাণিনা ততঃ ।  
 নিৰ্ম্মজ্জ্য কামবীজেন জিহ্বেণ তদ্ বাগ্ভবেন চ ॥  
 ঐশান্যং নিষ্কিপেদেতচ্ছববীজেন পার্বতি ! ।  
 তত্রৈব—মার্জ্জনাং কবযোঃ শুদ্ধিনিৰ্ম্মজ্জনাং তু পৃষ্ঠয়োঃ ।  
 জ্ঞানাদ্ দেবাস্ত তুষ্যন্তি তীর্থানাঞ্চ সমাগমঃ ॥  
 ক্ষেপণাং সৰ্ববিঘ্নানাং দূবসংস্থানমেব চ ।  
 তুৰ্গক্কাচ্ছিষ্ট-সংস্পর্শদূষণং কবযোস্ত যৎ ॥  
 অজ্ঞাতরূপং তৎ সৰ্বং নাশয়েদ্ বিধিনাহমুনা ।  
 করশুদ্ধিং সমাসাদ্য কুর্য্যাং তালত্রয়ং ততঃ ॥  
 উৰ্দ্ধোৰ্দ্ধমস্ত্রমন্ত্ৰেণ দিগ্‌বন্ধমপি দেশিকঃ ।  
 হুং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্ৰেণ উৰ্দ্ধোৰ্দ্ধমপাধ্যস্তথা ॥  
 কুর্য্যাং তালত্রয়ং মন্ত্ৰী দিগ্‌বন্ধনমথাচবেৎ ।  
 দিগ্‌বন্ধনং ছোটিকাভির্দশভিঃ কাবয়েৎ সূৰ্যীঃ ॥  
 বিঘ্নমুৎসাবিতং কৃৎ ততঃ পুষ্পং বিশোধয়েৎ ।\*

গ্রহণ করিবা এই মন্ত্ৰেব দ্বাবাই অর্থাৎ “ঐ”বঃ অন্ত্য ফট্” মন্ত্ৰেব দ্বাবাই হস্ততলস্থিত পুষ্পকে বামহস্তেব দ্বাবা মার্জ্জনা কবিযা পবে বাম হস্তেব দ্বাবা কামবীজ (ক্লীং) মন্ত্ৰে নিৰ্ম্মজ্জন কবিযা বাগ্ভব (ঐং) বীজেব দ্বাবা সেই পুষ্পকে আত্মাণ করিবে। পবে শব-বীজেব দ্বাবা (ফট্ মন্ত্ৰে) ঈশান কোণে নিক্ষেপ কবিবে। “সেইখানেই উক্ত হইয়াছে—“পুষ্পেব মার্জ্জনের দ্বাবা কবতলদ্বয়েব শুদ্ধি, নিৰ্ম্মজ্জনেব দ্বাবা কবপৃষ্ঠেব শুদ্ধি হয়। জ্ঞানেব দ্বাবা দেবগণ সন্তুষ্ট হন ও তীর্থগণেব সমাগম হয়। নিক্ষেপেব দ্বাবা সমস্ত বিঘ্নেব দূবে অবস্থান হয়। এই বিধি দ্বাবা অজ্ঞাতরূপ যে হস্তেব তুৰ্গক্ক ও উচ্ছিষ্ট-সংস্পর্শ দোষ, সে সমস্ত নাশ কবিবে। কবশুদ্ধি সম্পন্ন কবিয়া পরে তালত্রয় কবিবে। সাধক হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্ৰেব দ্বাবা উৰ্দ্ধোৰ্দ্ধে এবং অধোদেশে তালত্রয় কবিয়া অনন্তব দিগ্‌বন্ধন কবিবে। সূর্যী সাধক দশটি ছোটিকা (তুড়ি) দ্বাবা [দশটি] দিগ্‌বন্ধন কবিবে। বিঘ্ন উৎসাবিত কবিযা পবে পুষ্পশোধন কবিবে এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া

\* পুষ্পশোধনন্ত কুমারীকল্পে—পুষ্পাধিষ্ঠানে মন্ত্ৰঃ স্যাদ্ প্রথমং পূৰ্ব্বমুদ্ববেৎ । ততোহভিবেকেহতি পদং শতভীতি তন্তঃ পরম্ । যেক্হতি চ পদং প্রোচ হ’ ফট্ স্বাহা ততঃ পরম্ । অনেন মনুনা



কৃতাজ্জলিপুটো ভূহা বামে গুণকত্রয়ং নমেৎ ॥

গুণকত্রয়মাহ তন্ত্বে—গুণং পবগুণকৈব পবাপবগুণং তথা ।

দক্ষপার্শ্বে গণেশঞ্চ মূর্দ্ধি দেবীং নমেৎ প্রিয়ে ॥ ৮ ॥

গন্ধর্ব্ব—ভূতগুদ্বিখা বিজ্ঞাসঃ পীঠজ্ঞাসস্তথৈব চ ।

কবাজ্জযোঃ যড়জ্ঞানি মাতৃকাজ্ঞাস এব চ ॥

বিজ্ঞাতাসো মহেশানি ! যৈশ্চ দেবময়ো ভবেৎ ।

এতদেব হি নিত্যং স্তাৎ কাম্যং চান্দ্ৰং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥

দেব এব যজ্জেদ্ দেবং নাদেবো দেবমর্চয়েৎ ।

অদেবঃ পূজয়ন্ দেবং ন পূজাফলভাগ্ ভবেৎ ॥

বাশিষ্ঠবামায়ণে—অবিষ্ণুঃ পূজয়ন্ বিষ্ণুং ন পূজাফলভাগ্ ভবেৎ ।

বিষ্ণুর্ভূত্বাহর্চয়েদ্ বিষ্ণুমহং বিষ্ণুবিতি স্মবন্ ॥

ভাবতে—নাবিষ্ণুঃ কীৰ্ত্তয়েদ্ বিষ্ণুং নাবিষ্ণুর্বিষ্ণুমর্চয়েৎ ।

নাবিষ্ণুঃ সংস্মবেদ্ বিষ্ণুং নাবিষ্ণুর্বিষ্ণুমাশ্বীয়াৎ ॥

ভবিষ্যে—নাকদ্রঃ সংস্মবেদ্ কদ্রং নাকদ্রো কদ্রমর্চয়েৎ ।

বামে গুণকত্রকে প্রণাম কবিবে ।” তন্ত্বে গুণকত্রয় বলিতেছেন—“হে প্রিয়ে ! গুরু, পরমগুরু ও পবাপব গুরুকে প্রণাম কবিবে । দক্ষিণে গণেশকে, মস্তকে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম কবিবে” ॥ ৮ ॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্বে উক্ত হইয়াছে—“হে মহেশানি ! যে সমস্ত জ্ঞাসেব দ্বাৰা সাধক দেবময় হয়, [ তাহাব মধ্যে ] ভূতগুদ্বি, বিজ্ঞাস, পীঠজ্ঞাস, কবজ্ঞাস ও যড়জ্ঞাস, মাতৃকাজ্ঞাস—এই সমস্ত জ্ঞাস নিত্য ; অন্ম জ্ঞাস কাম্য কথিত হইয়াছে । দেব হইবা অর্থাৎ জ্ঞাসাদি দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহ লব কবিয়া নিজকে দেবতাস্বরূপ ভাবনা কবিয়া দেবতাকে পূজা কবিবে ; দেবতা না হইবা দেবতাকে অর্চনা করিবে না । অদেব দেবতাকে পূজা কবিয়া পূজাফলভাগী হয় না” । বাশিষ্ঠ বামায়ণে কথিত হইয়াছে—“অবিষ্ণু বিষ্ণুপূজা কবিয়া পূজাফলভাগী হয় না ।” ‘আমি বিষ্ণু’—এইরূপ স্মরণ কবিত্তে কবিত্তে বিষ্ণু-স্বরূপ হইবা বিষ্ণুকে পূজা করিবে ।” ভাবতে বলিয়াছেন—“অবিষ্ণু ব্যক্তি বিষ্ণুকে কীৰ্ত্তন কবিবে না । অবিষ্ণু ব্যক্তি বিষ্ণুকে অর্চনা কবিবে না । অবিষ্ণু বিষ্ণুকে স্মরণ

দেব্যাঃ পুষ্পাধিষ্ঠানমেষব চ । প্রণবং পুষ্পকেতুশ্চ তথা বাজার্হভেহপি চ । শতায় সম্যগুজ্জ্বল চ সম্যকায় তত্শচ ও । পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে স্পৃশ্যে পুষ্পসম্ভবে । পুষ্পাচবাবকর্ণে হ কট্ট স্বাহেতি ততঃ পরম্ । বিশোধ্য পুষ্পমেতেন জলং পূর্ব্ববদাহরেৎ ॥

নাকদ্রঃ কীৰ্ত্তয়েদ্ কদ্রং নাকদ্রো কদ্রমাপ্নুয়াৎ ॥

নাদেবী কীৰ্ত্তয়েদ্ দেবীং নাদেবী তাং সমৰ্চয়েৎ ।

শ্রাসাং তদান্মকো ভূবা দেবীভূতস্ত্ব তাং যজ্ঞেৎ ॥

আগ্নেয়ে—কদ্রশ্চ পূজনাৎ কদ্রো বিষ্ণুঃ শ্রাদ্ বিষ্ণুপূজনাৎ ।

সূর্য্যঃ শ্রাদ্ সূর্য্যপূজাতঃ শক্ত্যাদিঃ শক্তিপূজনাৎ ॥

শক্তিপূজনাৎ শক্ত্যাদিপূজনাৎ । আদিপদাং গণেশাদিপবিগ্রহঃ ।

যে নৈব শ্রাসমাত্রেণ দেববজ্ জায়তে নবঃ ।

প্রাণাষাঠৈস্তথা ধ্যানৈর্য্যাসৈর্দেবশবীবভূৎ ।

শ্রাসানাং প্রচুবত্বেন ফলানামপি ভূবিতা ॥ ৯ ॥

ভূতশুদ্ধিঃ

তত্ত্বগন্ধর্ব্বৈ—স্বভাবতঃ সদাহুত্বং পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ ।

মলমূত্র-সমায়ুক্তং সৰ্ব্বদৈব মহেশ্বরি ॥

তস্ত্রৈব হি বিশুদ্ধার্থং বায়ুগ্নিসলিলাক্ষবৈঃ ।

চন্দ্রবীজেন দেবেশি । পৃথ্বীবীজেন দেশিকঃ ॥

শৌষ-দাহৌ তথা ভস্মপ্রোৎসাবামৃতবর্ষণম্ ।

আগ্নাবনঞ্চ কর্তব্যং পূব-কুস্তক-বেচকৈঃ ॥

কবিবে না। অবিশু বিশুদ্ধকে প্রাপ্ত হয় না।” ভবিষ্য পুবাণে বলিষাছেন—“অকদ্র ব্যক্তি রুদ্রকে শ্রবণ কবিবে না। অকদ্র বদ্রকে অর্চনা কবিবে না। অকদ্র বদ্রকে কীৰ্ত্তন কবিবে না। অকদ্র রুদ্রকে প্রাপ্ত হয় না। অদেবী ব্যক্তি দেবীকে কীৰ্ত্তন কবিবে না। অদেবী সেই দেবীকে অর্চনা কবিবে না। শ্রাসেব দ্বাৰা দেবীস্বকপ হইয়া দেবতাত্মক ব্যক্তিই দেবীকে পূজা কবিবে।” আগ্নেয় পুবাণে উক্ত হইয়াছে—“কদ্রেব পূজাদ্বাৰা কদ্রস্বরূপ, বিষ্ণুং পূজাদ্বাৰা বিষ্ণুস্বরূপ, সূর্য্যপূজা দ্বাৰা সূর্য্য-স্বরূপ এবং শক্তি প্রভৃতির পূজাদ্বাৰা শক্তি প্রভৃতি স্বরূপ হয়।” শক্তিপূজনাৎ” অর্থ—শক্ত্যাদি পূজনাৎ অর্থাৎ শক্তি প্রভৃতিব পূজা দ্বারা। আদি পদেব দ্বাৰা গণেশ প্রভৃতিব গ্রহণ কবিতো হইবে। মানব বেক্রপ শ্রাসমাত্রেব দ্বাৰাই দেবমম্ব হয়, সেইরূপ প্রাণায়াম, ধ্যান ও শ্রাস সমূহেব দ্বাৰা দেবশবীর ধাবণ কবে। শ্রাসেব প্রাচুর্য্যেব দ্বাৰা ফলেবও প্রাচুর্য্য হয় ॥ ৯

তত্ত্বগন্ধর্ব্বৈ উক্ত হইয়াছে—পঞ্চভূতাত্মক দেহ স্বভাবতই সৰ্ব্বদা অশুদ্ধ ; সৰ্ব্বদাই মল-গূত্র-যুক্ত । হে মহেশ্বরি । হে দেবেশি । সাধক সেই শবীরেবই বিশুদ্ধিব জন্ত বায়ুবীজ ( যং ), অগ্নিবীজ ( বং ), সলিলবীজ ( বং ), চন্দ্রবীজ ( ঈং ) ও

শবীবা কাবপ্রাপ্তানাং ভূতানাং যদ্ বিশোধনম্ ।  
 অব্যক্তব্রহ্মসংস্পর্শাদ্ ভূতশুদ্ধিবিস্তা শিবে । ॥  
 ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্মর্ঘাদিস্থাপনং চবেৎ ।  
 বিদধ্যান্নাতৃকাত্মাসং মন্ত্রত্ৰাসমনন্তবম্ ॥  
 প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্যাদৃষ্যাদি-ত্ৰাসমাচবেৎ ।  
 ত্ৰাসৌ কবাক্ষয়োঃ কৃহাত্মানং ভগবতীং স্মবেৎ ॥  
 প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাৎ পূব-কুম্ভক-বেচকৈঃ ।  
 তৎ ত্রয়ং তু বিধাতব্যমনুলোম-বিলোমতঃ ॥  
 অর্ঘ্যং সংস্থাপয়েন্নস্ত্রী যথাত্মাং বিধানতঃ ।  
 ত্রিকোণ-ষট্‌কোণ-বৃত্ত-চতুৰ্ভুজাণি কাবয়েৎ ।  
 পুষ্পৈরভ্যর্চ্য তন্নস্ত্রী তত্রাধাং নিবেশয়েৎ ॥  
 মং বহ্নিমণ্ডলায়েতি দশকলায়নে নমঃ ।  
 পূজয়িত্বা হর্ঘ্যপাত্রং তু তত্রৈব স্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥  
 ফড়িতি কালনং কৃহা পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ।  
 অং অর্কমণ্ডলায়েতি দ্বাদশান্তে কলায়নে ॥

পৃথিবী বীজ ( বং ) দ্বাৰা পূবক, কুম্ভক ও বেচক কবিতা [ শবীবেব ] শোধন ও দাহ কবিতা । সেইকপ ভাস্মপ্রোৎসাবণ ও অমৃতবর্ষণ এবং আগ্নাবনও কর্তব্য । অব্যক্ত ব্রহ্মেব সংস্পর্শে দেহাত্মক পঞ্চভূতব য়ে বিশুদ্ধি, হে শিবে । ইহাই ভূতশুদ্ধি । এই প্রকাৰে ভূতশুদ্ধি কবিতা অর্ঘ্যাদি স্থাপন কবিতা । অনন্তব মাতৃকাত্মাস, মন্ত্রত্ৰাস ও প্রাণায়ামত্রয় কবিতা ; ঋগ্‌যজুৰ্‌সাম ও অঙ্গত্ৰাস কবিতা নিজকে ভগবতী অর্থাৎ ইষ্টদেবতা-স্বরূপ ধ্যান কবিতা । তাহাব পূব পূবক, কুম্ভক ও বেচকেব দ্বাৰা প্রাণায়াম কবিতা । এই প্রাণায়াম অনুলোম বিলোমে তিনবার কর্তব্য । সাধক ত্ৰায়ানুসাবে যথাবিধানে অর্ঘ্যস্থাপন কবিতা । সাধক ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, বৃত্ত ও চতুরস্র ( চতুষ্কোণ ) কবিতা, পুষ্পেব দ্বাৰা সেই মণ্ডল অর্চনা কবিতা সেই মণ্ডলে আধাব ( ত্রিপদী ) স্থাপন কবিতা । জ্ঞানী সাধক “মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলায়নে নমঃ” এই মন্ত্ৰে আধাব পূজা কবিতা সেই আধাবেই অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন কবিতা । সাধকপ্রবব “ফট্” এই মন্ত্ৰে প্রকালন কবিতা “অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ-কলায়নে নমঃ” এই মন্ত্ৰে [ সেই অর্ঘ্যপাত্রে ] অর্কমণ্ডলকে পূজা কবিতা । হে

নম ইত্যন্তমল্লৈ পূজয়েদকর্মগুলম্ ।  
 মূলেনাপর্য্য দেবেশি ! বিমলেন জলেন তু ॥  
 উং সোমমণ্ডলাযেতি ষোড়শান্তে কলাত্মনে ।  
 নম ইত্যন্তমল্লৈ পূজয়েচ্চন্দ্রমণ্ডলম্ ॥  
 পূজয়িত্বা ষড়ঙ্গানি ত্রাসেৎ সাধকসত্তমঃ ।  
 তত্রাক্ততানি পুষ্পানি দুর্বাদীনি বিনিঃক্ষিপেৎ ॥  
 মূলমন্ত্রং জপেৎ স্পৃষ্ট্বা অঙ্গমন্ত্রং প্রবিত্তসেৎ ।  
 হ্রদমল্লৈণাহতিসম্পূজ্য হস্তাভ্যাং ছাদয়েদপঃ ॥

হস্তাভ্যাংমিতি মন্ত্রমুদ্রয়া ইত্যর্থঃ ।

অঙ্গমল্লৈণ সংবক্ষ্য কবচেনাবগুষ্ঠ্য চ ।  
 ধেনুযুজাং সমাপাদ্য বোধয়েৎ তৎ স্বমুদ্রয়া ।  
 অমৃতং তজ্জলং চিস্ত্যং দ্রব্যসংপ্রোক্ষণং চবেৎ ॥ ১০ ॥  
 গন্ধ-পুষ্পাক্ত-যব-কুশাগ্রতিলসর্ষপৈঃ ।  
 সদূর্ব্বৈঃ সর্ব্বদেবানামেতদর্ঘ্যমুদীভিতম্ ॥

শিববিষয়ে গৃহিণাং সগর্ভৈব দুর্ব্বা । যথা—

দেবেশি । মূলমন্ত্রে শুদ্ধজলেব দ্বাবা [ সেই পাত্র ] পূর্ব্ব কবিয়া “উং সোমমণ্ডলায়  
 ষোড়শকলাত্মনে নমঃ” এই মন্ত্রে [ সেই জলে ] সোমমণ্ডলকে পূজা কবিবে । সাধক-  
 প্রবব পূজা কবিয়া সেই জলে ষড়ঙ্গত্ৰাস কবিবে এবং আতপতগুল, পুষ্প ও দুর্ব্বা প্রভৃতি  
 নিঃক্ষেপ কবিবে । জল স্পর্শ কবিয়া মূলমন্ত্র জপ ও অঙ্গমন্ত্রেব ত্ৰাস কবিবে । “নমঃ”  
 মন্ত্র দ্বাবা পূজা কবিয়া হস্তদ্বয়েব দ্বাবা জল আচ্ছাদন কবিবে । “হস্তাভ্যাং” এই পদের  
 অর্থ—মন্ত্রমুদ্রয়া অর্থাৎ মন্ত্রমুদ্রা দ্বাবা । ‘কটু’ মন্ত্রে বক্ষ্য কবিয়া কবচ ( ছ )  
 দ্বারা অবগুষ্ঠন (১) কবিয়া [ ‘বৎ’ মন্ত্রে ] ধেনুযুজা দেখাইয়া সন্নিবোধিনীমুদ্রা দ্বাবা  
 সন্নিরোধন কবিবে । সেই জলকে অমৃত স্বরূপ চিস্তা কবিয়া দ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে ॥ ১০

দুর্ব্বায়ুক্ত গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত ( আতপতগুল ), যব, কুশাগ্র, তিল ও সর্ষপ দ্বারা  
 এই অর্ঘ্য সর্ব্বদেবতাব সন্মুখে কথিত হইয়াছে । গৃহস্থগণেব শিব বিষয়ে সগর্ভা দুর্ব্বাই

(১) অবগুষ্ঠনাদিমূল্যাক্ষণসাহ শারদাংগ ত্রয়োবিংশপটলে—“সবাহন্তকৃত্য মুষ্টি দীর্ঘাধোমুখ-  
 তর্জনী । অবগুষ্ঠনমুদ্রৈয়মভিতো ভ্রামিতা সতী । অস্তোস্তাভিমুখাশ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ ।  
 তথাচ তর্জনী যথা ধেনুযুজা সমীরিতা ॥ অঙ্গুষ্ঠগর্ভিনী সৈব সন্নিরোধে সমীরিতা ।” মন্ত্রমুদ্রানাক্ষণ-  
 স্তম্ভত্র—“অধোমুখাবর্ত্তো হস্তৌ অস্তোপরি চ সংস্থিতৌ । পার্শ্ববক্ষ্যতানুষ্ঠৌ মন্ত্রমুদ্রৈয়মীরিতা ॥”

অন্তঃশূন্যং ত্রিপত্রাঞ্চ যো দত্তান্মচ্ছিবোপবি ।  
 জন্মাত্তত্র দরিদ্রঃ শ্রাদন্তে চ নবকং ব্রজেৎ ॥  
 অর্ঘ্যপাত্রস্থিতৈস্তোত্রৈর্বিনা যৎ তু নিবেদনম্ ।  
 দেবেভ্যো দীয়তে যদ্ যদ্ তৎ সর্বং নিশ্ফলং ভবেৎ ॥  
 অর্ঘ্যস্তোত্রবতঃ স্থাপ্যং পাদ্যমাচমনীয়কম্ ।  
 তৎপার্শ্বে মধুপর্কঞ্চ দদ্যাৎ তু মধুমিশ্রিতম্ ॥  
 এতৎ শ্রামাক-দুর্ব্বাজ-বিষ্ণুক্রান্তাভিবীষিতম্ ।  
 পাদ্যপাত্রে চ দাতব্যমর্ঘ্যৈর্বার্ঘ্যপাত্রে ॥  
 জাতী-লবঙ্গ-কক্কোলং দদ্যাদাচমনীয়কে ॥ ১১ ॥  
 আদৌ দ্রব্যাদি সংস্কৃত্য পশ্চাৎ তন্ত্রোদিতান্ হ্রসেৎ ।  
 মাতৃকা দ্বিবিধা প্রোক্তা পবা চাপ্যপবা তথা ।  
 স্নুস্মান্তঃ পবা জেয়া অপবা দেহমাত্রিতা ॥ ১২ ॥

অথ মাতৃকাবড়ঙ্গত্ৰাসঃ

জ্ঞানার্গবে—অং আং-মধ্যে কবর্গন্তু ইং ঈং-মধ্যে চবর্গকম্ ।  
 উং ঊং-মধ্যে টবর্গন্তু এং ঐং-মধ্যে তবর্গকম্ ॥  
 ওং ঔং-মধ্যে পবর্গন্তু ঙং অং-মধ্যে যবর্গকম্ ।

বিহিত হইয়াছে । এ বিষয়ে প্রমাণ যথা—“যে ব্যক্তি আমাব মন্ত্ৰকেব উপব অন্তঃশূন্য ত্রিপত্র দুর্বা প্রদান করে, সে এই জন্মে দরিদ্র হয় এবং অন্তে অর্থাৎ দেহেব বিনাশে নরকে গমন কবে । অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জল ব্যতীত যে নিবেদন বা যে যে দ্রব্য দেবতাগণকে দেওয়া হয়, সে সমস্তই নিশ্ফল হয় । অর্ঘ্যেব উত্তবভাগে পাণ্ড ও আচমনীয় পাত্র স্থাপন করিবে । তাহার পার্শ্বে মধুমিশ্রিত মধুপর্ক প্রদান কবিবে । শ্রামাঘাস, দুর্বা, পদ্ম ও বিষ্ণুক্রান্তা ( অপবাজিতা ) দ্বাবা পাণ্ড কথিত হইয়াছে । এই পাণ্ড পাণ্ডপাত্রে দিবে এবং অর্ঘ্যপাত্রে অর্ঘ্য দিবে । আচমন-পাত্রে জাতীফল, লবঙ্গ ও কটুফল দিবে ॥ ১১-॥

প্রথমতঃ দ্রব্য সকল সংস্কৃত অর্থাৎ মন্ত্ৰের দ্বাবা শুদ্ধ কবিয়া অনন্তব তন্ত্রোক্ত সকল ত্রাস কবিবে । মাতৃকা দুই প্রকার কথিত হইয়াছে পবা ও অপবা । স্নুস্মাব মধ্যস্থিতা মাতৃকা পবা জানিবে । দেহাত্রিতা মাতৃকা অপবা ॥ ১২ ॥

জ্ঞানার্গব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে মহেশ্বরি ! অং ও আং—উহার মধ্যে কবর্গ অর্থাৎ “অং” এই বর্ণের পর ‘কং ঙং গং ঘং ঙং’ বলিবা ‘আং’ বলিবে । এইরূপ—ইং

† তন্ত্রসাং তু এতদনন্তরময়ং পাঠো দৃষ্টান্তে—“বিন্দুযুক্তং হ্রসেৎ প্রিয়ে ।” অল্পস্বাব-বিসর্গান্তে

ত্ৰাসং কুৰ্য্যান্ মহেশানি । হৃদয়াদি-ষড়ঙ্গকম্ ॥

মূলাদি-ব্রহ্মবল্লাভং ধ্যায়ৈদ্ দেবীং চিদাম্বিকাম্ ।

বিন্দুশ্রুত-সুধাসার্বৈস্তর্পয়ন্ \* মাতৃকাং ত্রাসেৎ ॥ ১৩ ॥

### অন্তর্গাতৃকাত্ৰাসঃ

অথাহন্তর্মাতৃকাত্ৰাসং শৃণু কমলাননে ।।

দ্ব্যষ্টপত্রান্বজে কণ্ঠে স্ববান্ ঘোড়শ বিত্ৰাসেৎ ॥

দ্বাদশচ্ছদ-হৃৎপদ্যে কাদীন দ্বাদশ বিত্ৰাসেৎ ।

দশপত্রান্বজে নাভৌ ডকাবাদীন ত্রাসেদ্ দশ ॥

ষট্‌পত্রে লিঙ্গমূলে চ বকাবাদীন ত্রাসেচ্চ ষট্ ।

আধাবে চতুবো বর্ণান্ ত্রাসেদ্ বাদীন চতুর্দলে ॥

হক্ষৌ ক্রমধ্যগে পদ্যে দ্বিদলে বিত্ৰাসেৎ প্রিয়ে ।।

একৈকং বর্ণমুচ্চার্য মনসা তু ঐবাদিকম্ ।

নমোহস্তমিতি বিত্ৰাস আন্তবঃ পবিকীর্জিতঃ ॥

ঐবাদিকং প্রণবাদিকমিত্যর্থঃ ।

শাবদাযাম্—বাহ্যং বৈ মাতৃকাত্ৰাসং শৃণুস্বাবহিতো মম ।

ও ঙ্গ উহাব মধ্যে চবর্গ; উং ও উং—উহাব মধ্যে টবর্গ, ঐং ও ঐং উহার মধ্যে তবর্গ; ওং ও ঙ্গ উহাব মধ্যে পবর্গ; অং ও অং—উহাব মধ্যে যবর্গমুক্ত হৃদয়াদি ষড়ঙ্গ ত্রাস কবিবে। মূলাধাব হইতে ব্রহ্মবন্ধু পর্যন্ত চিৎস্বরূপিণী কুণ্ডলিনী দেবীকে ধ্যান কবিবে এবং বিন্দু-কবিত অমৃতধাবা দ্বাবা তর্পণ কবিয়া মাতৃকাত্ৰাস কবিবে ॥১৩॥

হে কমলাননে। তাহাব পব অন্তর্মাতৃকাত্ৰাস শ্রবণ কব। কণ্ঠস্থিত ঘোড়শ-দল পদ্যে ঘোড়শ স্বব ত্রাস কবিবে। দ্বাদশদল হৃৎপদ্যে ককাবাদি দ্বাদশবর্ণ ত্রাস কবিবে। নাভিস্থিত দশদল পদ্যে ডকাবাদি দশটি বর্ণ ত্রাস কবিবে। লিঙ্গমূলে ষড়্দল পদ্যে বকাবাদি ছয়টি বর্ণ ত্রাস কবিবে। মূলাধাবে চতুর্দল পদ্যে বকাবাদি চাবিটি-বর্ণ ত্রাস কবিবে। হে প্রিয়ে। ক্রমধ্যস্থিত দ্বিদল পদ্যে হ ক্স বর্ণ ত্রাস কবিবে। প্রণবাদি নমোহস্ত অর্থাৎ আদিতো “ওঁ” এবং শেষে “নমঃ” বলিয়া এক একটা বর্ণ উচ্চারণ কবিয়া মনাব দ্বাবা যে ত্রাস, উহা আন্তব ত্রাস কথিত হইয়াছে।

যশবর্ণৌ সলক্ষকৌ । হৃদয়ঞ্চ শিরো দেবি । শিখা কবচকং তথা । নেত্রমন্ত্রং ত্রাসেৎ গ্লেস্তং নমঃ-  
স্বাহাক্রমেণ তু ॥ \* ক ঞ পুস্তকে—“বিন্দুশ্রুতসুধাসার্বৈস্তর্পয়েদ্বিতি পাঠঃ ॥”

ললাটি-মুখবৃত্তাক্ষি-শ্রুতি-ব্রাণেশু গণ্ডয়োঃ ॥  
 ওষ্ঠ-দন্তোত্তমাজাস্ত্র-দোঃপৎসন্ধ্যাথকেষু চ ।  
 পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠবে হৃদয়েহংসকে ।  
 ককুভংসে চ হ্রৎপূর্ব-পানিপাদযুগে তথা ।  
 জঠবাননয়োনিয়সেন্নাতৃকার্গান্ যথাক্রমম্ ॥

মাতৃকাত্ৰাসমুদ্ভামাহ মানসোল্লাসে—

মনসা বা ত্রসেন্নাসান্ পুষ্পৈরেবাহথবা ত্রসেৎ ।  
 অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগান্যসেদ্ বা সর্বকৰ্ম্মসু ।  
 গৌতমীয়ে—চতুর্দ্ধা মাতৃকা প্রোক্তা কেবলা বিন্দুসংযুক্তা ।  
 সবিসর্গা সোভয়া চ বহুস্তং কথয়ামি তে ।  
 অস্ত্যোপান্ত্যো স্ববৌ বিন্দুসর্গ-হীনৌ ত্রসেৎ প্রিয়ে ! ।  
 বিদ্যাকবী কেবলা চ সোভয়া ভুক্তিদায়িকা ।  
 সবিসর্গা পুত্রদাত্রী সবিন্দুর্বিন্দুদায়িনী ॥  
 বিন্দুদায়িনী মোক্ষদায়িনীত্যর্থঃ ।

প্রবাদি শব্দের অর্থ—প্রণবাদি । শাবদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—“বাহ মাতৃকাত্ৰাস অবহিত হইয়া আমার নিকট শ্রবণ কব । ললাট, মুখবৃত্ত, নয়নদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাছিদ্রদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, ওষ্ঠ, দন্ত, ত্রস্তরহৃৎ, মুখ, হস্ত, পদ ও উহাব সন্ধি এবং অগ্রভাগ, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, নাভি, জঠব, দক্ষিণ স্বঙ্গ, ককুদ্ ( ঘাড় ), বাম স্বঙ্গ, হৃদয়াবদি হস্তদ্বয়, ও পদদ্বয়, উদব ও মুখে যথাক্রমে [ অকাবাদি ] মাতৃকাবর্ণগুলি ত্রাস কবিলে । মানসোল্লাসে মাতৃকাত্ৰাসেব মুদ্রা বলিতেছেন—“মনেব দ্বাবা সকল ত্রাস কবিলে অথবা পুষ্পেব দ্বাবাই সকল ত্রাস (১) কবিলে । অথবা সমস্ত কর্ম্মে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাযোগে [ তত্ত্বমুদ্রায় ] ত্রাস কবিলে” । গৌতমীষ তন্ত্রে বলিয়াছেন—হে প্রিয়ে ! মাতৃকার রহস্ত তোমাকে বলিতেছি । মাতৃকা চারি প্রকার উক্ত হইয়াছে (১) কেবলা, (২) অল্পস্বাব-যুক্তা, (৩) বিসর্গযুক্তা, (৪) উভয়যুক্তা অর্থাৎ অল্পস্বাব-বিসর্গযুক্তা ; অন্ত্য ও উপান্ত্য স্ববদ্বয় ( অং ও অঃ ) অল্পস্বাব বিসর্গ না দিবা ত্রাস কবিলে । কেবলা মাতৃকা বিত্য়াকরী,

(১) নরসিংহ ঠাকুর “তাবাভক্তি-সুধার্ণবে” বলিয়াছেন—পুষ্পেব দ্বাবা দেবতামূর্তিতে, অঙ্গুষ্ঠযুক্ত অনামা ( তত্ত্বমুদ্রা ) দ্বাবা নিম্নদেহে এবং মনের দ্বাবা মূলাধারাদিতে ত্রাস কর্তব্য । ঋতাদি ত্রাস, করাদি ত্রাস এবং বাহ্যমাতৃকাত্ৰাসে এ মুদ্রা ব্যবহৃত হইবে না, কারণ এই সকল ত্রাসে স্বতন্ত্র মুদ্রা আছে । ( মৎসম্পাদিত তারাত্তি-সুধার্ণব ১৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য )

ধন্যং যশস্ত্রমায়ুয্যং কলিকল্মষ-নাশনম্ ।

যঃ কুর্য্যান্নাতৃকান্যাসং স এব ত্রীসদাশিবঃ ॥ ১৪ ॥

অথ বিজ্ঞান্যাসঃ

নববন্ধেস্থবে—মুন্ধি মূলে চ হৃদয়ে নেত্রত্রিতয় এব চ ।

শ্রোত্রয়োযুগলে দেবি । মুখে চ ভুজয়োঃ পুনঃ ॥

পৃষ্ঠে জাহ্নবস্তথা নাভৌ বিদ্যান্যাসং সমাচবেৎ ।

এবং ত্রাসকৃতঃ সাক্ষাৎ পশুঃ পশুপতিঃ স্বয়ম্ ॥

ফেৎকাবিলীযতন্ত্রে—ঔঁকাবসম্পূটীকৃত্য মূলেণ ব্যাপকং ত্রাসেৎ ।

পঞ্চধা নবধা বাপি ত্রাসেদ্ বা সপ্তধা হথবা ॥

মূলমুচ্চার্য শীর্ষাদি-পাদপর্য্যন্তং পাদাদি-শীর্ষান্তং হৃদয়াদি-মুখান্তং ব্যাপকং  
ত্রাসেদিত্যর্থঃ । ইতি বিদ্যান্যাসঃ ॥ ১৫ ॥

বিমুক্তস্থবে—প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্যাদ্ বিদ্যায় তদনন্তবম্ ।

পূরকং বামনাড্যাং তু কুর্যাদ্ ষোড়শধা জপৈঃ ॥

কুস্তকং মধ্যনাড্যান্ত চতুঃষষ্টিজপাৎ ততঃ ।

বেচকং পিঙ্গলায়ান্ত তদর্দ্ধজপসংখ্যয়া ॥

বিপবীতং পুনঃ কুর্যাদ্ যথাশক্ত্যা চ সাধকঃ ।

অল্পস্বাব-বিসর্গ-যুক্তা মাতৃকা ভুক্তিদায়িনী । বিসর্গযুক্তা পুত্রপ্রদা । অল্পস্বাব-যুক্তা  
বিন্দুদায়িনী । “বিন্দুদায়িনী” এই পদেব অর্থ—মোক্ষদায়িনী । যে ব্যক্তি সৌভাগ্যপ্রদ,  
যশোবর্দ্ধক, আয়ুর্ধব, কলিকল্মষ-নাশক মাতৃকাত্রাস কবে, সেই সাধকই সদাশিব ॥১৪॥

নববন্ধেস্থবে উক্ত হইয়াছে—“হে দেবি ! মস্তক, মূলাধার, হৃদয়, নেত্রত্রয়, কর্ণদ্বয়,  
মুখ, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, জাহ্নবদ্বয় ও নাভিতে বিজ্ঞান্যাস কবিবে । এইরূপ ত্রাসকাবী জীব  
স্বয়ং সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ হয় ।” ফেৎকাবিলীয তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“ঔঁকারেব দ্বাবা  
পুটিত কবিবা মূলমন্ত্রে ব্যাপক ত্রাস কবিবে । পাঁচাবাব, নবাবাব অথবা সাতাবাব  
ব্যাপকত্রাস কর্তব্য । মূলমন্ত্র উচ্চারণ কবিয়া মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত, পাদ হইতে  
মস্তক পর্য্যন্ত এবং হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত ব্যাপকত্রাস কবিবে । ইহাই বিজ্ঞান্যাস ॥১৫॥

বিমুক্তস্থবে উক্ত হইয়াছে—“তাহাব পব মূলমন্ত্র দ্বাবা প্রাণায়ামত্রয় কবিবে ।  
ষোড়শবার মূলমন্ত্র জপেব দ্বাবা বামনাডীতে পূবক কবিবে । অনন্তব চতুঃষষ্টিবাব  
মূলমন্ত্র জপেব দ্বাবা মধ্যনাডীতে কুস্তক কবিবে । পবে তাহাব অর্দ্ধেক জপ সংখ্যাব  
অর্থাৎ ৩২বাব মূলমন্ত্র জপে পিঙ্গলায় রেচক কবিবে । সাধক শক্ত্যানুসারে পুনরায়



তদশক্তৌ চতুর্দ্বাপি প্রাণসংযমনং চরেৎ ॥

চতুর্দ্বৈতি মূলবিদ্যায়াশ্চতুর্বাবজপেন পূবকং, ষোড়শবার-জপেন  
কুস্তকমষ্টবার-জপেন রেচকমিত্যর্থঃ । তত্রাপ্যশক্তৌ সময়াঙ্কমাতৃকায়াম্—

ঈড়য়া পূবয়েদ্ বায়ুং সকৃচ্চ মূলবিদ্যায়াম্ ।

মধ্যনাড্যা কুস্তয়েচ্চ বেদসংখ্যং ববাননে ॥

নেত্রসংখ্যাক্রমৈর্গৈব বেচয়েৎ পিঙ্গলাধ্বনা ।

পুনঃ পুনঃ ক্রমৈর্গৈব যথা বারত্ৰয়ং ভবেৎ ॥

বাহ্যাদাপূবং বায়োকদবে পূবকো ভবেৎ ।

সম্পূর্ণকুস্তবদ্ বায়োর্ধাবং কুস্তকো ভবেৎ ॥

বহির্ষদ্ বেচনং বায়োকদবাজেচকো হি সঃ ।

জ্ঞানার্গবে—কনিষ্ঠানামিকাস্থুর্ঠৈর্হৃদ্রাসাপুটধাবণম্ ॥

প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জনীমধ্যমে বিনা ।

প্রাণায়ামং বিনা দেবি ! পূজনে নাস্তি যোগ্যতা ॥ ১৬ ॥

বামলে—ঋষিঃ হ্রসেন্ মুচ্ছিন্ দেশে হ্রদস্ত মুখপঙ্কজে ।

দেবতাং হ্রদয়ে চৈব বীজং তু গুহ্যদেশকে ॥

বিপবীত অর্থাৎ ষোড়শবার জপের দ্বারা পিঙ্গলাতে পূবক, ৬৪বার জপের দ্বারা  
মধ্যনাডীতে কুস্তক, ৩২বার জপের দ্বারা বামনাডীতে বেচক কবিবে। তাহাতে  
অশক্ত হইলে “চতুর্দ্বা” অর্থাৎ চাষিবার জপের দ্বারা প্রাণ-সংযমন ( পূবক ) কবিবে।  
মূলোক্ত “চতুর্দ্বা” এই পদের অর্থ—মূলবিজ্ঞাব ৪বার জপের দ্বারা পূবক, ষোড়শবার  
জপের দ্বারা কুস্তক এবং আটবার জপের দ্বারা বেচক কবিবে। তাহাতে অশক্ত হইলে  
সময়াঙ্ক-মাতৃকাষ উক্ত হইয়াছে—“একবার মূলমন্ত্র জপের দ্বারা ঈডাতে বায়ু পূবক  
কবিবে। হে ববাননে ! মধ্যনাডীতে ৪বার কুস্তক কবিবে। হুইবার জপের দ্বারা  
পিঙ্গলানাডীতে বেচক কবিবে। যেক্ষে বাবত্ৰয় হয়, যথাক্রমে পুনঃপুনঃ [ তাহাই ]  
কবিবে। বাহু দেশ হইতে উদবে বায়ু যে আপূবণ, তাহাই পূবক, জলপূর্ণ কুস্তব  
জ্ঞায় উদবে বায়ু যে ধাবণ, তাহাই কুস্তক এবং উদব হইতে বহির্ভাগে বায়ু  
যে রেচন, তাহাই বেচক”। জ্ঞানার্গব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“তর্জনী ও মধ্যমা  
ব্যতীত কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা যে নাসাপুট ধারণ, তাহাই প্রাণায়াম  
জানিবে। হে দেবি ! প্রাণায়াম ব্যতীত পূজা যোগ্যতা হয় না ॥ ১৬ ॥

বামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—মন্ত্রকে ঋষিকে জ্ঞাস কবিবে। মুখপথে হ্রদঃ, হ্রদয়ে

শক্তিস্ত পাদয়োঈশ্চব সৰ্ব্বাঙ্গে কীলকং ত্রাসেৎ ॥

ঋষিং ত্রাসেদিতি—তত্ত্বং প্রকবণীযমৃষিচ্ছন্দইত্যাদিকং ত্রাসেদিত্যর্থঃ ।

ঋষিচ্ছন্দোদেবতানাং বিভ্রাসেন বিনা যদা ।

জপেৎ তু সাধকো যন্ত ন স তত্র ফলং লভেৎ ॥

কবাজ্ঞাসমাহ শাবদায়াম্—

অঙ্গুষ্ঠাদিষ্মল্লিষু ত্রাসেদঙ্গৈঃ সজ্জাতিভিঃ ।

অঙ্গৈস্তত্ত্বংকল্লোক্তাঙ্গমন্ত্রৈঃ । সজ্জাতিভিঃ নম আদিভিঃ । জ্ঞানার্ণবে—

নমঃ স্বাহা-বষট্-ছ-বৌষট্ ফড়ন্তাঃ সজ্জাতয়ঃ ।

হুচ্ছিবঃ-শিখা-কবচ-নেত্রত্রয়ং তথাস্ত্রকম্ ॥

শাবদায়াম্—অস্ত্রং তৎতলযোনিয়ন্ত কুৰ্ব্যাৎ তালত্রয়াদিকম্ ।

দিশস্তেনৈব বগ্নীষাছোটিকাভিঃ সমাহিতঃ ॥ ১৭ ॥

অথান্ধত্ৰাসঃ

হৃদযাদিষু বিভ্রাসেদঙ্গমন্ত্রাংস্ততঃ সূধীঃ ।

হৃদয়ায় নমঃ পূৰ্ব্বং শিবসে বহ্নিবল্লভা ॥

দেবতা, গুহ্যদেশে বীজ, পাদদ্বয়ে শক্তি এবং সৰ্ব্বাঙ্গে কীলক গ্রাস কবিবে । “ঋষিং ত্রাসেৎ” ইহাব অর্থ—তত্ত্বং-পূজা প্রকবণোক্ত ঋষি ছন্দঃ, প্রভৃতি ত্রাস কবিবে । যে সাধক যখন ঋষি, ছন্দ ও দেবতাব ত্রাস না কবিয়া যদি জপ কবে, সে তখন তাহাতে ফললাভ কবে না ।” শাবদাতিলকে কবাজ্ঞাস বলিতেছেন—“সজ্জাতি” অর্থাৎ নমঃ, স্বাহা প্রভৃতিযুক্ত অঙ্গ মন্ত্রেব দ্বাবা অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিসমূহে কবাজ্ঞাস কবিবে ।” “অঙ্গৈঃ” এই পদের অর্থ—তত্ত্বংকল্লোক্ত অর্থাৎ তত্ত্বং দেবতার বীজ ধ্যানাদি প্রতিপাদক যে শাস্ত্র, সেই শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বং দেবতাব অঙ্গমন্ত্রেব দ্বাবা । “সজ্জাতিভিঃ” এই পদের অর্থ—নমঃ প্রভৃতি যুক্ত । জ্ঞানার্ণবে তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“নমঃ, স্বাহা, বষট্, “ছ”, বৌষট্ ও ফট্—ইহাবা সজ্জাতি মন্ত্র । হৃদয, মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্রত্রয় ও অস্ত্র ( করতল ) [ এইগুলি ত্রাস স্থান অর্থাৎ এই সকল স্থানে ত্রাস করিবে । ] শাবদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—কবতলদ্বয়ে অর্থাৎ কবতল ও কবপৃষ্ঠে অস্ত্র ত্রাস কবিয়া তালত্রয় করিবে এবং সমাহিত হইবা তাহা দ্বারাই অর্থাৎ অঙ্গমন্ত্র ও ছোটিকার দ্বাবা দশদিগ্‌বন্ধন করিবে ॥ ১৭ ॥

তাহাব পব সূধী সাধক হৃদয প্রভৃতিতে অঙ্গমন্ত্র সকল বিভ্রাস কবিবে । প্রথমে [ হৃদয়ে ] “হৃদয়ায় নমঃ, [ পবে মস্তকে ] “শিবসে স্বাহা” [ শিখায় ] কথিত হইয়াছে

শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীবিতম্ ।

নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ শ্রাদত্ৰয়ায় ফড়িতি ক্রমাৎ ॥

ষড়ঙ্গমন্ত্রানিত্যুক্তান্ ষড়ঙ্গেষু নিযোজয়েৎ ।

রুদ্রধামলে—হৃদয়ং মধ্যমাহনামা-তর্জনীভিঃ স্মৃতং শিবঃ ।

মধ্যমাতর্জনীভ্যাং শ্রাদদুষ্ঠেন শিখা স্মৃতা ॥

দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিস্তৃভির্নেত্রমীবিতম্ ।

প্রোক্তাঙ্গুলীভ্যামঙ্গ্রং শ্রাদঙ্গকুণ্ডিবিয়ং মতা ॥ ইতি ।

তিস্তুভিরিতি তর্জনী-মধ্যমানামাভিঃ ।

তর্জনী-মধ্যমানামাঃ প্রোক্তা নেত্রত্রয়ে ক্রমাৎ ।

যদি নেত্রদ্বয়ং দেবি ! তদা তর্জনীমধ্যমে ॥

ভৈরবতন্ত্রে—ষড়ঙ্গানি শ্রুসেন্মন্ত্রী ত্রিঃ সঙ্কুদ্ বা যথাক্রমম্ ।

তন্ত্রে— অঙ্গশ্রাস-কবচাসৌ ষড়্ দীর্ঘমায়রা চবেৎ ।

সাৰাবল্যাং—যদবীজাদ্যা ভবেদ্ বিদ্যা তদবীজেনাহঙ্গকল্পনা ।

কুলচূড়ামণৌ—একাক্ষরমধিকৃত্য পূর্ববং বীজং পবং শক্তিরিতি ।

ষড়্ দীর্ঘভাজা বীজেন কুর্যাদঙ্গাদিকল্পনা ।

কালীবিদ্যায়াং স্বচ্ছন্দসংগ্রহে—

“শিখায়ৈ বষট্, [ কবচে ] কথিত হইয়াছে “কবচায় হ”, [ নেত্রে ] “নেত্রত্রয়ায় বৌষট্” [ অস্ত্রে ] “অস্ত্রায় কট্” । এই ক্রমে প্রাপ্তকৃত ষড়ঙ্গমন্ত্র সকল হৃদবাদি ছয়টি অঙ্গে বিভাগ্য কবিবে । রুদ্রধামলে তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“মধ্যমা, অনামা ও তর্জনী দ্বারা হৃদয়, মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা মস্তক, অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শিখা, দশ অঙ্গুলি দ্বারা কবচ; তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা নেত্র এবং উক্ত অঙ্গুলিদ্বয় অর্থাৎ মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা অস্ত্র কথিত হইয়াছে । ইহাই অঙ্গকণ্ঠি অর্থাৎ অঙ্গশ্রাসে অঙ্গুলি নিয়ম । “তিস্তুভিঃ” এই পদেব অর্থ—তর্জনী, মধ্যমা ও অনামা দ্বারা । নেত্রত্রয় সম্বন্ধে যথাক্রমে তর্জনী, মধ্যমা ও অনামা কথিত হইয়াছে । হে দেবি ! যদি নেত্রদ্বয় হব, তবে তর্জনী ও মধ্যমা বিহিত হইয়াছে । ভৈরবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“সাধক শক্তি অনুসারে তিনবার বা একবার ষড়ঙ্গশ্রাস কবিবে ।” তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“ছয়টি দীর্ঘস্ববযুক্ত মাধাবীজের দ্বারা করাদঙ্গশ্রাস করিবে ।” সারাবলীতে উক্ত হইয়াছে—“যে বিভা যে বীজ পূর্বক হইবে, সেই বীজের দ্বারা (সেই দেবতার) কবাদঙ্গশ্রাস করনা কবিবে ।” কুলচূড়ামণিতে উক্ত হইয়াছে—“একাক্ষর বীজের পূর্ববর্ণ বীজ, পববর্ণ শক্তি ।” ছয়টি

স্ববং বিহায় বীজস্য দীর্ঘষট্কাং নিয়োজয়ন্ ।  
 ষড়ঙ্গানি বিদধ্যাদ্ বৈ সৰ্ব্বত্রাহয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥  
 পূজা-জপার্চনা-হোমাঃ সিদ্ধমন্ত্ৰৈঃ কৃতা অপি ।  
 অঙ্গত্ৰাসেন হীনাশ্চ ন দান্তান্তি ফলাশ্চমী ॥  
 ইত্যঙ্গত্ৰাসস্ত নিত্যত্বম্ । অথ স্বশকল্লোক্তষোড়শাসং কুর্যাৎ ॥ ১৮

### ষোড়শাসফলম্

ষোড়শাস-শবীরস্ত ভবেদ্ গঙ্গাধবঃ স্বয়ম্ ।  
 অবশ্যং প্রত্যহং কুর্যাৎ ততঃ পূজাং জপং তথা ।  
 কৃতেহপি সাধকশ্ৰেষ্ঠো মহাদেবসমো ভবেৎ ॥  
 কৃতত্ৰাসোহকৃতত্ৰাসং প্রণমেদ্ যদি পার্বতি ! ।  
 তৎক্ষণাদকৃতত্ৰাসো বিদীর্ণহৃদযো ভবেৎ ॥  
 যং নমন্তি মহাদেবি । ষোড়শ-পুটিত-বিগ্রহাঃ ।  
 অল্লায়ুঃ স ভবেৎ সদ্যো দেবতা কম্পতে ভিয়া ।  
 ত্ৰাসং নিৰ্ব্বৰ্ত্তয়েদ্ দেবি । ষোড়শাসপূবঃসবম্ ॥ ১৯ ॥

দীর্ঘস্ববন্ধু বীজেব দ্বাবা কবাজত্ৰাস কবিবে । কালীবিগ্রা প্রকবণে “স্বচ্ছন্দ-সংগ্রহে”  
 উক্ত হইয়াছে—“বীজমন্ত্ৰেব স্বব পবিত্যাগ কবিয়া ছয়টা দীর্ঘস্বব যুক্ত কবিয়া ষড়ঙ্গত্ৰাস  
 কবিবে । সৰ্ব্বত্র এই বিধি উক্ত হইয়াছে । পূজা, জপ, অর্চনা এবং হোম  
 সিদ্ধমন্ত্ৰেব দ্বারা অল্পষ্ঠিত হইলেও অঙ্গত্ৰাস-বিহীন হইলে কিন্তু এই সকল ফল প্রদান  
 কবে না ।” এই সকল বচনে অঙ্গত্ৰাসেব নিত্যত্ব উক্ত হইয়াছে । অনন্তব স্ব স্ব  
 কল্লোক্ত ষোড়শাস কবিবে ॥১৮॥

ষোড়শাস-শবীর অর্থাৎ বাহাব শবীবে ষোড়শাস অল্পষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং  
 গঙ্গাধব স্বরূপ । সাধকশ্ৰেষ্ঠ প্রত্যহ অবশ্যই ষোড়শাস কবিবে । তাহাব পব পূজা ও  
 অনন্তব জপ কবিবে । ষোড়শাস কবিলেই সাধক মহাদেব তুল্য হব । হে পার্বতি !  
 কৃত-ষোড়শাস ব্যক্তি যদি অকৃত-ষোড়শাস ব্যক্তিকে প্রণাম কবে, তবে তৎক্ষণাৎ  
 অকৃত-ষোড়শাস ব্যক্তি বিদীর্ণ-হৃদয় হয় । হে মহাদেবি । ষোড়শপুটিত-বিগ্রহ অর্থাৎ  
 বাহাবা স্বদেহে ষোড়শাস কবিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তি বাহাকে প্রণাম কবে, সে  
 তৎক্ষণাৎ অল্লায়ুঃ হয় । দেবতা [ইহাব] ভয়ে কম্পিত হন । হে দেবি !  
 ষোড়শাস পূর্বক অত্র ত্ৰাস অল্পষ্ঠান কবিবে ॥১৯॥

## আত্মধ্যানম্

তন্ত্রগন্ধর্বে—আত্মানং সাধকো ধ্যায়েদ্ দিব্যস্ত্রীভিরলঙ্কৃতম্ ।

দিব্যং মুক্তিং মহাচ্ছত্রং সহস্রদল-কল্লিতম্ ॥

বহ্নাসনোপবিষ্টস্ত লাক্ষাকণ-গৃহস্থিতম্ ।

তাম্বুলবক্তবদনং নানাগন্ধ-সমস্থিতম্ ॥

চন্দনাগন্ধ-কস্তুরী-রক্তচন্দন-ভূষিতম্ ।

সর্ববালঙ্কার-ভূষাঢ্যং দেব্য। বিগ্রহরূপিণম্ ॥

সুগন্ধি-পুষ্পাভরণ-বস্ত্রাদিভিবলঙ্কৃতম্ ।

তস্য হস্তগতা সিদ্ধির্নাস্ত্যস্ত চ কদাচন ॥ ২০ ॥

## দেবী-ধ্যানম্

ততো দেবীং হৃদম্ভোজে ধ্যায়েৎ তদগত-মানসঃ ।

পুষ্পং গৃহীত্বা দেবেশি ! মুদ্রয়া তু ত্রিখণ্ডয়া ॥ \*

তাং কুর্যাদ্ হৃদয়াসন্নাং নিমীল্য লোচনদ্বয়ম্ ।

সম-কায়-শিবো-গ্রীবো ভূষা স্থিবমনা বুধঃ ॥

তত্রৈব সফল-ধ্যানকর্তব্যমাহ—ধ্যানং সমাচবেশ্যস্ত্রী সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।

তন্ত্রগন্ধর্বে উক্ত হইয়াছে—“সাধক তাঁহাব আত্মাকে দিব্য স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত, মস্তকে সহস্রদল কল্লিত দিব্য মহাচ্ছত্রাশোভিত, লাক্ষাবঞ্জিত অরুণবর্ণ গৃহে স্থিত, বহ্ন-মণ্ডিত আসনে উপবিষ্ট, তাম্বুলবাগ-বঞ্জিত মুখ, নানাগন্ধলিপ্ত ; চন্দন, অগন্ধ, কস্তুরী ও রক্তচন্দনে ভূষিত, সর্ব অলঙ্কার ভূষণে আঢ্য, দেবীর বিগ্রহরূপ, সুগন্ধি পুষ্প, আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্বাৰা অলঙ্কৃত,—এইরূপে ধ্যান কবিবেন। তাঁহাব অর্থাৎ উক্তরূপে আত্ম-ধ্যানকারী সাধকেরই সিদ্ধি হস্তগত হয়, কিন্তু অন্তের কখনও তাহা হয় না ॥২০॥

হে দেবেশি ! অনন্তর তদগতচিত্ত হইয়া ত্রিখণ্ডা মুদ্রা দ্বাৰা পুষ্প গ্রহণ কবিয়া হৃৎপদ্মে দেবীকে ধ্যান কবিবে। স্থিতিচিন্তা জানী সাধক দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সম (সবল) কবিয়া নেত্রদ্বয় মুদ্রিত কবিয়া সেই ত্রিখণ্ডা মুদ্রাকে হৃদয়ের নিকটবর্ত্তিনী কবিবে। সেই তন্ত্রগন্ধর্বেই ধ্যানেব কর্তব্যতা ও ফল বলিতেছেন—“অনন্তর সাধক সর্ব-

\* ত্রিখণ্ডামুদ্রালঙ্কণং তু—“পবিত্রতা কর্তব্য স্পষ্টাবজ্ঞেয়্যে কারণে সমো। অনামান্তর্গতে কৃষ্ণা তর্জন্তো হৃটলঙ্কৃতী। কনিষ্ঠিকে নিষ্কলিত নিজস্থানে মহেশ্বরী।। ত্রিখণ্ডেয়ং সমাখ্যাতা ত্রিপুরাধ্যানকর্ষণি ॥”—তন্ত্রসারঃ।

ততো হৃৎপদ্মগাং দেবীং মানসৈকপচাবকৈঃ ॥  
 গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপৈ-নৈবেদ্যৈর্বলিভিস্থতা ।  
 ভোগৈশ্চ পূজযেদেনাং সাধকস্ত যথাবিধি ॥  
 ততো বৈ মানসং জাপং কুর্যাদ্ হোমঞ্চ সাধকঃ ।  
 নমস্কৃত্য তথা স্তব্ধা বহির্যজনমাচবেৎ ॥ ২১ ॥  
 ততো হৃদযপদ্মান্তঃ-সুবস্তীং পবমেশ্বরীম্ ।  
 সুষুমা-বর্ণনা নীত্বা শিব(ব)স্থানে মহেশ্বরীম্ ॥  
 তত্রানন্দেন সংযোজ্য কেবলানন্দকপিণীম্ ।  
 ততো বৈ হৃদয়াসন্নে পূর্বস্থানে সমানযেৎ ॥  
 তামাজ্জাহানমানীষ বহ্নাদ্যা বিবেচযেৎ ।  
 নাসয়া দক্ষয়া দেবি । বায়ুবীজেন মন্ত্রবিৎ ॥  
 কবস্থ-কুসুমো দেবীং স্থাপযেদাসনোপবি ॥

দেব্যাবাহনম্

এহেহি ভগবত্যম্ম ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহে ।

যোগিনিভিঃ সমং দেবি । বক্ষার্থং মম সর্ব(দা)থা ॥

পাপনাশক ধ্যান কবিবে । মানস উপচাবেব দ্বাবা হৃৎপদ্মস্থিতা দেবীকে পূজা কবিবে ।  
 সাধক [ মানস ] গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বলি এবং ভোগেব দ্বাবা যথাবিধি এই  
 দেবীকে পূজা কবিবে । তাহাব পব সাধক অবশ্যই মানস জপ ও মানস হোম কবিবে ।  
 নমস্কাব করিয়া এবং স্তব কবিয়া বহির্যজন অর্থাৎ বাহ্যপূজাব অনুষ্ঠান কবিবে ॥২১॥

অনন্তব হৃৎপদ্মেব অভ্যন্তবে প্রকাশমানা, কেবল আনন্দময়ী মহেশ্বরীকে সুষুমা পথে  
 শিবস্থানে অর্থাৎ সহস্রদল পদ্মেব নিকট লইয়া সেইখানে আনন্দের অর্থাৎ শিবের  
 সহিত মিলিত কবাইয়া পবে হৃদয়সমীপবর্তী পূর্বস্থানে আনয়ন কবিবে । হে দেবি !  
 মন্ত্রস্ত সাধক তাঁহাকে বহ্নাদী অর্থাৎ সুষুমানাদী দ্বাবা আজ্জাহানে আনয়ন কবিয়া  
 দক্ষিণ নাসিকায় বায়ুবীজ ( যং ) দ্বাবা বিরেচন অর্থাৎ বহির্গত কলিবে । [ অনন্তব ]  
 সেই দেবীকে হস্তস্থিত পুষ্পে স্থাপন কবিবে । [ পরে ] আসনেব উপরে  
 অর্থাৎ মূর্ত্তি প্রভৃতিতে “এহেহি ভগবত্যম্ম” ইত্যাদি আবাহন মন্ত্র পাঠ কবিয়া দেবীকে  
 ধ্যান কবিয়া আবাহন কবিয়া সেই সেই মূর্ত্তা দেখাইবে । উক্ত আবাহন মন্ত্রেব অর্থ—  
 “হে অম্ম । হে ভগবতি ! (ঈশ্বরীশালিনি ।) হে ভক্তানুগ্রহবিগ্রহে ! (চিগ্নয়ী হইয়াও  
 ভক্তগণেব অম্মগ্রহেব জন্ত বিগ্রহ অর্থাৎ শরীৰাবিণি ।) হে দেবি ! হে দেবেশি !

দেবেশি ! ভক্তি-স্নলভে ! পবিবাব-সমম্বিতে ।

যাবৎ স্বাং পূজয়ামীশে ! তাবৎ ত্বং সুস্থিবা ভব ॥

দেবীং ধ্যান্তা সমাবাহ্য তত্তনমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ ॥

তত্তনমুদ্রা আবাহনাদি-পঞ্চমুদ্রাঃ । শালগ্রামাদাবাহনস্ত নিবেদনমাহ—

শালগ্রামে মণৌ চাম্প বহৌ মনসি পুষ্পকে ।

এষ চাবাহনঃ নাস্তি তত্র দেবাঃ সদা স্থিতাঃ ॥ ২২ ॥

দ্রব্যদাননিয়মঃ

পূজাপ্রকাষমাহ ষামলে—আদৌ মূলং সমুচ্চার্য পশ্চাদ্ দেয়ং সমুচ্চবেৎ ।

সম্প্রদানং তদন্তে তু ত্যাগার্থকপদং ততঃ ॥

এবং কল্পক্রমেণৈব পূজয়েৎ পবমেশ্বরীম্ ॥

নার্চয়েদেকহস্তেন ন পঞ্চ নখদর্শনম্ ।

নিষ্ফলা কীর্তিতা সা হি সর্বব্রাহ্মিণি ন শোভতে ॥

ষড়ঙ্গাত্মাবরণপূজা

চবণাধাব-নাভ্যন্তর্বক্ষো-মৌলিষু পঞ্চস্তু ।

হে ভক্তি স্নলভে ! হে পবিবাবপরিব্রতে । তুমি সর্বপ্রকাষে আমাব বক্ষাব জগ্ন পবিবাবগণের সহিত যাবৎ আমি তোমাকে পূজা করিব, তাবৎকাল তুমি সুস্থি হইয়া থাক । “তত্তনমুদ্রাঃ” এই পদেব অর্থ—আবাহনী প্রভৃতি পঞ্চমুদ্রা । শালগ্রাম প্রভৃতিতে আবাহনেব নিবেদন বলিতেছেন—“শালগ্রামে, মণিতে, জলে, অগ্নিতে, মনে ও পুষ্পে ( যজ্ঞ পুষ্পে )—এই সকল স্থানে আবাহন নাই । কাবণ সেই সকল স্থানে দেবতা সর্বদা অবস্থিত আছেন ॥২২॥

ষামলে-তন্ত্রে পূজাব প্রকাষ বলিতেছেন—“প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ কবিয়া পবে দেয় বস্ত্র উচ্চারণ করিবে । তাহাব পব সম্প্রদান দেবতাকে অর্থাৎ চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত দেবতার নাম উচ্চারণ কবিয়া অনন্তব ত্যাগার্থক পদ ( নমঃ প্রভৃতি ) উচ্চারণ করিবে । এইরূপে কল্পক্রমেই অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারেই পবমেশ্বরীকে পূজা কবিবে । এক হস্তের দ্বাৰা পূজা করিবে না অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তেব সহিত বামহস্ত যুক্ত কবিয়া পূজা কবিবে । পঞ্চনখ দেখাইবে না ( অর্থাৎ মুদ্রাযোগে উপচাব দিলে পঞ্চনখ দর্শন হয় না, কিন্তু বিনা মুদ্রাব পূজা কবিলে পঞ্চনখ দর্শন হইতে পাবে । উহাই এখানে নিষিদ্ধ হইবাছে । ) কাবণ সেই পূজা নিষ্ফল । তাহা সর্বব্রহ্মই অশোভন ।

হে মহেশ্বর ! অনন্তব চবণে, মূলাধারে, নাভিমধ্যে, বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে—

পঞ্চাঞ্জলীন্ প্রসূনৈশ্চ বিকীৰ্য্যাহথ মহেশ্ববি । ॥  
 দেবীপাদাশুভে দ্বন্দ্রে ত্রিধা পুষ্পাঞ্জলীন্ ক্ষিপেৎ ॥  
 ত্রীপাছুকাং পূজ্যামীত্যমুং মন্ত্রং সমুচ্চবন্ ।  
 সাক্ষুষ্ঠাহনাময়া দক্ষে ত্রিধা পুষ্পানি পাতয়েৎ ॥  
 তর্পণং তু মুখে দত্তাৎ ত্রিবাং তদ্বমুদ্রয়া ।  
 অঙ্গুষ্ঠানামিকায়োগঃ শিবশক্ত্যাব্যকঃ স্মৃতঃ ।  
 তয়োঃ সংযোগমাত্রেণ দ্রব্যং স্তাদমৃতোপমম্ ॥  
 তেনামৃতেন দিব্যেন তর্পয়েৎ পবদেবতাম্ ॥

[ ব্যক্তমাহ—অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ বামহস্তস্ত পার্বতি । ।

তর্পয়েৎ সূন্দরীং দেবীং সমুদ্রাঞ্চ সবাহনাম্ ॥ ]

ষডঙ্গং পূজয়েৎ তত্র দেব্যা দেহেহথ সাধকঃ ।

হৃদয়ে হৃদযাঙ্গং তু শিবস্যেব শিবোহঙ্গকম্ ॥

শিখাং শিখায়াং সম্পূজ্য কবচং সর্বদেহকে ।

নেত্রত্রয়ং ত্রিনেত্রে তু দিক্শ্চত্রং চ প্রপূজয়েৎ ॥

নমঃ স্বাহা বঘট্ হৃৎ বৌঘট্ ফট্ জাতিসংযুতম্ ॥

ষডঙ্গযুবতী নিত্যং দেব্যা দেহেষু সংস্থিতা ।

পাঁচ স্থানে পুষ্প দ্বাৰা পঞ্চ অঞ্জলি অৰ্থাৎ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কবিত্তা দেবীৰ পাদপদ্ম-যুগলে তিনবাব পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কবিবে। “ত্ৰীপাছুকাং পূজ্যামি” এই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কবিয়া অঙ্গুষ্ঠ-যুক্ত অনামা দ্বাৰা দক্ষিণভাগে তিনবাব পুষ্প প্রদান কবিবে এবং তদ্বমুদ্রা দ্বাৰা মুখে কিন্তু তিনবাব তর্পণ কবিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাব সংযোগ শিব ও শক্তিস্বরূপ উক্ত হইয়াছে। সেই অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাব সংযোগমাত্ৰেই দ্রব্য অমৃততুল্য হয়। সেই হেতু সেই দিব্য অমৃতৈব দ্বাৰা পব দেবতাকে তর্পণ কবিবে। [ স্পষ্ট বলিতেছেন—“হে পার্বতি ! বাম হস্তেব অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বাৰা সমুদ্রাযুক্ত সবাহনা সূন্দরী দেবীকে তর্পণ কবিবে। ]

অনন্তৰ সাধক সেই দেবীৰ দেহে ষডঙ্গ পূজা কবিবে। নমঃ, স্বাহা, বঘট্, হৃৎ, বৌঘট্, ফট্ ও স্বাহা সংযুক্ত কবিত্তা হৃদয়ে হৃদযাঙ্গ ( হৃদয়ায় নমঃ ) মন্ত্ৰকেই শিবোদ্য, শিখায় শিখাকে পূজা কবিত্তা সমস্ত দেহে কবচ ও ত্রিনেত্রে নেত্রত্রয় এবং দিক্শ্চত্ৰমূহে অস্ত্ৰকে পূজা কবিবে। [ উক্ত ] ষডঙ্গ যুবতী দেবীৰ দেহে নিত্য অবস্থিত আছেন।



তন্ত্ৰে—ইজ্যং হৃদয়মাগ্নেয়ামৈশাশ্রাং তু শিরো যজ্ঞেং ।

নৈঋত্যাং তু শিখা পূজ্যা বায়ব্যাং কবচং যজ্ঞেং ॥

অভ্যর্চ্য পুরতো নেত্রং দিক্ষু চান্ধ্রমথার্চয়েং ।

প্রধানতনুকাপাণি ষড়ঙ্গানি প্রপূজয়েং ॥

শাবদাটীকায়াং—বায়ব্যাদীশ-পর্য্যন্তং গুরুপঙক্তিং সমর্চয়েং ।

গুরুপঙক্ত্যজ্ঞানে যামলে—অবিজ্ঞাতগুরুদেবি ! গুরুঃ পরমং গুরুম্ ।

পরাপরগুরুং চৈব পবমেষ্ঠীগুরুং তথা ॥

আগ্নেয়াদি-চতুষ্কোণে পূজয়েং পবমেধরি ! ॥২৩॥

আগ্নেয়াদি-কোণমাহ তন্ত্রগন্ধর্ব্ব—

ঈশানমগ্নিকোণং স্রাদ্ বায়ুকোণং তথেশকম্ ।

বান্ধসং বায়ুকোণং স্রাদগ্নিচ্চ বান্ধসং ভবেং ॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্ৰে—অথবা বশ্ময়ঃ সর্ব্বা দেবীকপা বিচিন্তয়েং ।

নিঃসবন্তি যথা নিত্যং সূর্য্যবিহ্বান্ মবীচয়ঃ ॥

দেব্যস্তথা সমুৎপন্না মহাদেব্যাঃ শবীরতঃ ।

শ্রীপাত্ৰামৃততোয়েন বশ্মিবৃন্দং প্রতর্পয়েং ॥

তন্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে—“অগ্নিকোণে হৃদয় পূজা কবিবে, ঈশাণ কোণে শিবঃ ( মন্তক ) পূজা কবিবে । নৈঋত কোণে শিখাকে পূজা কবিবে । বায়ুকোণে কবচকে পূজা কবিবে । পূর্বোভাগে ( সমুদ্রে ) নেত্রকে পূজা কবিবা অনন্তব দিব্‌সমূহে অস্ত্রকে পূজা কবিবে । প্রধানতনুস্বরূপ ষড়ঙ্গসমূহকে অবগ্ৰ পূজা কবিবে । শাবদাটীকাকৈব টীকায় উক্ত হইয়াছে—“বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত গুরু পঙক্তিকে পূজা কবিবে ।” গুরু পঙক্তি জানা না থাকিলে যামলতন্ত্র বলিবাছেন—“হে দেবি । হে পরমেধরি ! যে সাধক গুরুপঙক্তি অজ্ঞাত ; সে গুরু, পবমগুরু, পরাপবগুরু ও পবমেষ্ঠী গুরুকে আগ্নেয়াদি চারিকোণে পূজা কবিবে ॥ ২৩ ॥

তন্ত্রগন্ধর্ব্বের আগ্নেয়াদি কোণ বলিতেছেন—“ঈশানকোণটী অগ্নিকোণ হইবে ; সেইরূপ বায়ুকোণটী ঈশানকোণ, নৈঋতকোণটী বায়ুকোণ হইবে এবং অগ্নিকোণটী নৈঋতকোণ হইবে ।” গন্ধর্ব্ব তন্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে—“অথবা সমস্ত বশ্মি ( অঙ্গ ) দেবতাকে দেবী-স্বরূপ চিন্তা করিবে । সূর্য্যবিষ হইতে ষেকপ ক্রিষণ সমূহ সর্ব্বদা নির্গত হয়, তদ্রূপ মহাদেবী ব শবীর হইতে দেবীগণ ( অঙ্গদেবতা ) উৎপন্ন হইবাছেন ।

- প্রাচীং দিশং তু বিজ্ঞায় পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ ।
- স্বস্থানমাস্থিতা দেবাঃ সৰ্ব্বাভীষ্টফলপ্রদাঃ ॥
- স্বস্থানবৰ্জিতা দেবাঃ শোক-দুঃখফলপ্রদাঃ ॥ ২৪ ॥

### পূৰ্ব্বাদিদিগ্নিরূপণম্

প্রাচ্যাदिदिशमाह नववत्त्वेष्वे—पूज्य-पूजकमध्यं तु पूर्वार्शैव व्यवस्थिता ।

পূজ্যস্ত দক্ষিণে দক্ষা চোত্তরে চোত্তরা তথা ।

পশ্চিমে পশ্চিমা ভেয়া পূজায়াং সৰ্বতঃ শিবে । ॥

সৰ্বত ইতি ষডঙ্গপূজায়াম্ । আত্মনঃ সম্মুখৈঃ দেবতায়াম্ সম্মুখম্ ।

দেবস্ত মন্তকং কুৰ্ব্যাৎ কুসুমেনাচিতং সদা ॥

পূজাকালে দেবতায়া নোপবি ভ্রাময়েৎ কবম্ ॥

ত্রিপুৰাবিষয়ে—পুৰন্দবমুখে দেবী পূজয়েৎ ত্রিপুৰাং যদি ।

দেবীপৃষ্ঠং ভবেৎ প্রাচী প্রতীচী ত্রিপুৰা-পুৰঃ ॥ ২৫ ॥

কৃতাজ্জলিঃ—“শ্রীমত্যা মুকি দেবি । আববণং তে পূজয়ামি” ইত্যনুজ্ঞাং লব্ধ্বা ।

ত্রীপাত্তস্থিত অমৃতরূপ জলেব দ্বাৰা বশিৰূদকে তৰ্পণ কৰিবে । পূৰ্বদিক্ নিৰ্ণয় কৰিয়া অঙ্গদেবতাকে পূজা কৰিবে । স্বস্থানস্থিত দেবতাগণ সমস্ত অভীষ্ট প্রদান কৰেন । স্বস্থান বৰ্জিত হইলে অৰ্থাৎ বাহাব যে স্থান নহ, সেই স্থানে তাঁহাব পূজা কৰিলে দেবতাগণ শোক ও দুঃখকপ ফল প্রদান কৰেন ॥ ২৪

নববত্ত্বেষু প্রাচী প্রভৃতি দিক্ বলিতেছেন—“হে শিবে । সৰ্বতঃ অৰ্থাৎ ষডঙ্গ পূজায় পূজ্য ( দেবতা ) ও পূজকেব মধ্যবৰ্ত্তী দিক্ পূৰ্বদিক্ কথিত হইয়াছে । পূজ্য দেবতার দক্ষিণে দক্ষিণ দিক্ এবং বামে উত্তর দিক্ এবং পশ্চিমে ( পশ্চাৎ দিক্ ) পশ্চিম দিক্ জানিবে । ” “সৰ্বতঃ” এই পদেব অর্থ—ষডঙ্গ পূজাৰ । দেবতাৰ মন্তক [ স্বৰূপ ] আত্মাব ( পূজকেব ) সম্মুখবৰ্ত্তী এবং দেবতাৰ সম্মুখবৰ্ত্তী স্থান সৰ্বদা কুসুমেব দ্বাৰা আচ্ছাদিত কৰিবে । পূজাকালে দেবতাৰ উপবে কব ভ্রমণ কৰিবে না । ত্রিপুৰাবিষয়ে উক্ত হইয়াছে—“সাধক যদি পুৰন্দব অৰ্থাৎ পূৰ্বমুখ হইয়া ত্রিপুৰাকে পূজা কৰেন, তবে দেবীৰ পৃষ্ঠদেশ পূৰ্বদিক্ হইবে । ত্রিপুৰাব সম্মুখ পশ্চিম দিক্ হইবে ॥ ২৫ ॥

কৃতাজ্জলি হইবা “শ্রীমত্যা মুকি দেবি । আববণং তে পূজয়ামি” ( হে দেবি ! আমি তোমার আববণ দেবতাকে পূজা কৰি ) এই মন্ত্ৰে [ দেবীৰ ] অনুজ্ঞা

আববণং পূজয়েৎ । পদ্মপত্রে ততশ্চক্রে দেব্যা অগ্রদলাদিতঃ ।

বামাবৰ্ত্তেন দেবেশি ! ক্রমেণ পরিপূজয়েৎ ।

স্বকল্লোক্ত-ক্রমেণৈব পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ ।

কুলার্ণবে—ত্রিবাং পূজয়েদ্ বাপি সৰ্ব্বদ্ বাপি যথেষ্টয়া ।

যামলে—দেব্যস্ত্রং পূজয়েদ্ দিক্ষু পুনর্দেবীং প্রপূজয়েৎ ।

সবাহনাঃ সবর্গাশ্চ পবিবারান্ততঃ পবম্ ॥

তথা সর্বোপচাৰৈশ্চ পূজিতান্তর্পিতান্তথা ।

সম্বিত্যেতন্মনুং জপ্ত্বা দেব্যা পূজাং সমর্পয়েৎ ॥

পূজাং সমর্পয়েদ্ দেব্যা গন্ধপুষ্পাক্রতাদিভিঃ ।

বিশেষার্ঘ্যোদকেনৈব তর্পয়েৎ পবমেধবীম্ ॥

### মন্ত্রজপ-প্রকারঃ

ধ্যাত্বা কামকলাং দেহে বিদ্যাজাপং সমাচবেৎ ।

মন্ত্রার্থস্থিতিপূর্বকং তু সহস্রাদিজপং চবেৎ ।

বৃহচ্ছ্রীক্রমে—ন জপেৎ ত্রিংশতা ন্যূনং সাধকস্ত কদাচন ।

তন্ত্রে—সহস্রং বা শতং বাপি দশ বাপি জপং তথা ।

কুর্যাদষ্টাধিকং তেষামিতি জপাবিধিঃ স্থতঃ ॥

গ্রহণ করিবা আববণ দেবতাকে পূজা কবিবে । হে দেবেশি ! পদ্মপত্রে অগ্রদলাদি হইতে বামাবর্ত্তক্রমে দেবীর আববণ পূজা কবিবে । তাহাব পব চক্রে পূজা কবিবে । স্বকল্লোক্ত ক্রমেই অঙ্গদেবতাগণকে পূজা কবিবে । কুলার্ণবে তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“ইচ্ছানুসাবে তিনবার বা একবার পূজা কবিবে ?” যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“দিক্‌সমূহে দেবীর অন্তকে পূজা কবিবা পুনবার দেবীকে পূজা কবিবে । অনন্তর “সবাহনাঃ সবর্গাঃ পবিবাংঃ সর্বোপচাৰৈঃ পূজিতান্তর্পিতাঃ সন্ত্,” এই মন্ত্র জপ কবিয়া মহাদেবীকে সমর্পণ কবিবে । গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বাৰা দেবীকে পূজা সমর্পণ কবিবে এবং বিশেষার্ঘ্য জলেব দ্বাৰাই পবমেধবীকে তর্পণ কবিবে ।

দেহে কামকলা ধ্যান কবিবা মন্ত্র জপ কবিবে । বৃহৎ-শ্রীক্রমে উক্ত হইয়াছে—“সাধক কখনও ত্রিশ বাবেব কম জপ কবিবে না ।” তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“সহস্রাব, শতবার বা দশবার জপ কবিবে । সেই সংখ্যাগুলি অপেক্ষা আটবার অধিক জপ কবিবে অর্থাৎ ১০০৮, ১০৮ বা ১৮ বাব মন্ত্র জপ কবিবে । ইহাই জপেব বিধি ।

জপং সমর্পয়েদ্ দেবি ! গন্ধপুষ্পার্ঘ্যাবিভিঃ ।  
 তেজোময়ং জপং দেব্যা বামহস্তে নিবেদয়েৎ ॥  
 গুহ্যতিগুহ্যগোপ্ত্রী ভূমিতি মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ । (১)  
 ততো নীবাজনং কুর্যাদ্ দশবাবং তু দীপকৈঃ ॥  
 স্তবন্ প্রদক্ষিণীকৃত্য দণ্ডবদ প্রণমেদ্ ভূবি ।  
 আত্মার্পণেন মনুনা কুর্যাদাত্মার্পণং প্রিয়ে ! ॥ ২৬ ॥

আত্মসমর্পণম্

তদ্বক্তং যামলে—ইতঃ পূর্বমিতি প্রোচ্য প্রাণবুদ্ধীতি চোচ্চবেৎ ।  
 দেহধর্মাধিকাবতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-স্মৃশ্চিষু ॥  
 সর্ববাস্ত্বান্স্ মনসা বাচা চ কর্মণেতি চ ।  
 হস্তাভ্যামথ পদ্ভ্যাঞ্চ তথোদবেণ সংস্রবেৎ ॥  
 শিশ্না যৎ স্মৃতমিত্যেতদ্ যজ্ঞকং যৎ কৃতং তথা ।  
 সর্বমিত্যপি তদ্ ব্রহ্মার্পণমস্তগ্নিবল্লভা ॥  
 প্রণবঞ্চ মদীয়ং মাং সকলং সাধ্যদেবতাম্ ।  
 ভেত্তাং সমর্পিতং তাবং তৎসদিত্যপি সংস্রবেৎ ॥

হে দেবি ! গন্ধ, পুষ্প ও অর্ঘ্য জল দ্বারা জপ সমর্পণ (১) কবিবে । মন্ত্রবিৎ সাধক  
 “গুহ্যতিগুহ্যগোপ্ত্রী ভূম্” এই মন্ত্রেব দ্বারা তেজোময় জপকে দেবীর বামহস্তে নিবেদন  
 কবিবে । অনন্তব দীপমালা দ্বারা দশ বাব নীবাজন ( আবতি ) কবিবে । স্তব পাঠ  
 কবিত্তে কবিত্তে প্রদক্ষিণ কবিত্তা ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম কবিবে । হে প্রিয়ে !  
 [ অনন্তব ] আত্মার্পণ মন্ত্রে আত্ম-সমর্পণ কবিবে” ॥ ২৬ ॥

যামল তন্ত্রে সেই মন্ত্র উক্ত হইয়াছে । যথা—“ইতঃ পূর্বং” ইহা বলিয়া “প্রাণ-  
 বুদ্ধি” ইহা বলিবে । [ পবে ] “দেহধর্মাধিকাবতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-স্মৃশ্চিষু সর্ববাস্ত্বান্স্  
 মনসা বাচা কর্মণা” ইহা বলিয়া অনন্তব “হস্তাভ্যাং” পবে “পদ্ভ্যাং” ও “উদবেণ”  
 বলিবে । পবে “শিশ্না যৎ স্মৃতং” ইহা বলিয়া “যজ্ঞকং যৎ কৃতং” এবং “সর্বং” ইহা  
 বলিয়া “তদ্ ব্রহ্মার্পণমস্তগ্নিবল্লভা” বলিবে । “ও মদীয়ং মাং সকলং” এবং “ভেত্ত  
 সাধ্য-  
 দেবতা” অর্থাৎ চতুর্থা বিভক্ত্যন্ত ইষ্টদেবতা ( অমুক দেবতায় ) ইহা বলিয়া “সমর্পিতং”

(১) জপসমর্পণমন্ত্র—“গুহ্যতিগুহ্যগোপ্ত্রী ভূম্ গৃহাণাহসংকৃতং জপম্ । সিদ্ধির্ভবতু মে  
 দেবি ! অংপ্রসাদাং সুরেশ্বরী ! ॥ পুণ্ড্রদেবতা বিষয়ে “গোপ্ত্রী” স্থলে “গোপ্তা”, “দেবি” স্থলে “দেব”  
 এবং “সুরেশ্বরী” স্থলে “সুবেশ্বর” হইবে ।

অৰ্ঘ্যোদকাক্ষতৈর্মূ লৈর্দেবৈ পূজাং সমৰ্পয়েৎ ।  
 পূজিতাহস্তিত্যনেনৈব দেবৈ পূজাং সমৰ্পয়েৎ ।  
 দেব্যা গৃহীতমিত্যেবং ভাবয়েদ্ যতমানসঃ ॥২৭॥  
 বিশ্বসাবে—অজ্ঞানাদ্ বা প্রমাদাদ্ বা বৈকল্যাৎ সাধনস্ত চ ।  
 যন্ন্যূনমতিবিক্রমং বা তৎ সৰ্বং ক্ষমত্বমহঁসি ॥  
 দ্রব্যাহীনং ক্রিয়াহীনং শ্রদ্ধাভক্তি-বিবৰ্জিতম্ ।  
 তৎ সৰ্বং কুপয়া দেবি ! ক্ষমস্ব ত্বং দয়ানিধে ! ॥  
 যন্ময়া ক্রিয়তে কৰ্ম মহদ্বা স্বপ্নমেব বা ।  
 তৎ সৰ্বঞ্চ জগদ্ধাত্ৰি ! ক্ষমত্বময়মঞ্জলিঃ ॥  
 কুলার্গবে—কৃতাজ্জলির্মহেশানি ! বক্ষ্যামস্ত্বং পঠেৎ সুধীঃ ।  
 ওঁ কালী বিদধ্যান্মম পুত্রবক্ষাং তথা কবালী মম দেহবক্ষাম্ ।  
 হুর্গাহট্টহাসৈর্মম শক্রনাশং কবোতু তাবা বিদধাতু বাজ্যম্ ॥  
 পঠেৎ সহস্রনামাখ্যং স্তোত্রং মোক্ষস্ত সাধনম্ ।  
 স্তোত্রৈঃ স্তব্ধা পঠেদ্ দেবি ! কবচং সৰ্বকামদম্ ।

বলিবে । পবে “ওঁ তৎসৎ” বলিবে । অৰ্ঘ্যোদক ও অক্ষত দ্বাবা দেবীকে পূজা সমৰ্পণ কবিবে । সংযতচিত্ত সাধক “পূজিতাহস্ত” এই মন্ত্ৰেব দ্বাবাই দেবীকে পূজা সমৰ্পণ কবিবে এবং “দেবীকর্তৃক সমস্ত গৃহীত হইয়াছে”—এইরূপ ভাবনা কবিবে ॥ ২৭ ॥

অনন্তর বিশ্বসাব তন্ত্ৰোক্ত “অজ্ঞানাদ্ বা” ইত্যাদি প্রার্থনামন্ত্ৰে প্রার্থনা কবিবে । উক্ত মন্ত্ৰেব অর্থ—“অজ্ঞানপ্রযুক্ত, প্রমাদবশতঃ এবং সাধন অর্থাৎ দ্রব্যাদিব বৈকল্য (বৈশুণ্য) বশতঃ বাহা কিছু ন্যূন বা অতিবিক্ত হইয়াছে, সে সমস্ত ক্ষমা কব । হে দেবি ! হে দয়ানিধে ! [ যে সমস্ত কাৰ্য্য ] দ্রব্যাহীন, ক্রিয়াহীন ও শ্রদ্ধাভক্তি-বিবৰ্জিত হইয়াছে, সে সমস্ত তুমি কৃপাপূর্বক ক্ষমা কব । হে জগদ্ধাত্ৰি । আমা কর্তৃক মহৎ বা অল্প যে কৰ্ম্ম অন্তর্গত হইয়াছে, সে সমস্ত ক্ষমা কব । ইহাই অঞ্জলি অর্থাৎ প্রার্থনা” ।

কুলার্গব তন্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে—“হে মহেশানি ! সাধক কৃতাজ্জলি হইয়া “কালী বিদধ্যান্মম” ইত্যাদি বক্ষ্যামস্ত্বং পড়িবে । উক্ত মন্ত্ৰেব অর্থ—“কালী আমাব পুত্রগণকে বক্ষা ককন । কবালী আমাব দেহ বক্ষা ককন । হুর্গা অট্টহাস্তেব দ্বাবা আমাব শক্র নাশ ককন । তাবা আমায় বাজ্য দান ককন” । হে দেবি ! মোক্ষজনক সহস্রনাম নামক স্তোত্র পড়িবে এবং স্তোত্ৰেব দ্বাবা স্তব করিয়া সৰ্বকামপ্রদ কবচ পড়িবে ।

কবচং হি বিনা দেবি ! শৃঙ্গস্ত জপমাচবেৎ ।  
 কবচং হি বিনেতি । স্বাহাপ্রণব-সংযুক্তং কবচং বিনেত্যর্থঃ ।  
 দেবীং প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কৃত্য বিসর্জয়েৎ ॥  
 বিধায় পশ্চাৎ স্বাং বিচাং স্বীয়হৃৎ-সবসীকহে ।  
 সুষুম্না-বস্তুনা পুষ্পমাত্রাযোদ্‌বাসয়েৎ ততঃ ॥  
 ক্ষমস্বেতি চ মন্ত্রেণ হৃদি দেবীং বিসর্জয়েৎ ॥  
 ভৈববীতস্ত্রে—সংহাবমুদ্রয়া দেবি ! ক্ষমস্বেতি বিসর্জয়েৎ ।  
 তন্নৈবেদ্য-শতাংশং বা সহস্রাংশং চ ভৈববি ! ॥  
 দদ্যাচ্ছিষ্টচাণ্ডালৈ্য স্বাহেতি মনুনা ততঃ ॥  
 অথবা—নির্মাল্যেন যজেদ্ দেবীমীশে নির্মাল্যবাসিনীম্ ।  
 নির্মাল্যং শিবসা ধার্য্যং সর্ব্বাঙ্গে চাহুলেপনম্ ॥  
 নৈবেদ্যধোপভূজীত দত্তা তদভক্তিশালিনে ।  
 শতাভিমন্ত্রিতং পুষ্পং চন্দনং মুৰ্দ্ধি ভালতঃ ॥  
 ধ্বস্বাহবশ্চ নবেদ্য বশ্চ ত্রৈলোক্যমপি দর্শনাৎ ॥  
 যং যং গচ্ছামি পাদেন যং যং পশ্যামি চক্ষুসা ।

হে দেবি ! শৃঙ্গ কবচ ব্যতীত জপ কবিবে । “কবচং হি বিনা” এই বাক্যের  
 অর্থ—স্বাহা, প্রণবসংযুক্ত কবচ ব্যতীত অর্থাৎ যে কবচে স্বাহা ও প্রণব  
 আছে, সে কবচ শৃঙ্গ পড়িবে না । দেবীকে প্রদক্ষিণ কবিয়া নমস্কাব কবিয়া বিসর্জন  
 কবিবে । তাহাব পব পুষ্প আত্মাণ কবিয়া সুষুম্না পথে স্বীয় বিচাকে ( ইষ্টদেবতাকে )  
 স্বীয় হৃৎপদে আনয়ন কবিয়া উদ্‌বাসন কবিবে । অনন্তর “ক্ষমস্ব” এই মন্ত্রেব দ্বাবা  
 হৃদয়ে দেবীকে বিসর্জন কবিবে । ভৈববতস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে দেবি ! সংহাব মুদ্রা  
 (১) দ্বাবা “ক্ষমস্ব” এই মন্ত্রে বিসর্জন কবিবে । হে ভৈববি ! অনন্তর সেই নৈবেদ্যেব  
 শতাংশ বা সহস্রাংশ “উচ্ছিষ্টচাণ্ডালৈ্য স্বাহা” এই মন্ত্রে উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালীকে দিবে ।”  
 অথবা ঈশানকোণে নির্মাল্যদ্বাবা নির্মাল্যবাসিনী দেবীকে পূজা কবিবে । নির্মাল্য  
 মস্তকে ধাবণ কবিবে এবং অহুলেপন অর্থাৎ চন্দনাদি সর্ব্বাঙ্গে লেপন কবিবে । দেবীর  
 ভক্তগণকে নৈবেদ্য দিযা নিজে ভক্ষণ কবিবে । [ সাধক ] শতমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত পুষ্প ও  
 চন্দন মস্তকে এবং ললাটে ধাবণ কবিয়া দর্শনেব দ্বাবা ত্রৈলোক্যকেও নিশ্চয়ই বশীভূত

(১) “অধোমুখে বামহস্তে উদ্ধাস্তং দক্ষহস্তকম্ । ক্ষিপ্তাঙ্গুলীরঙ্গুলিভিঃ সংগ্রথ্য পরিবর্তয়েৎ ।  
 এষা সংহারমুদ্রা তাদ্ বিসর্জনবিধৌ স্মৃতা”—তন্ত্রসাধঃ ।

স এব দাসতাং যাতু যদি শত্রুসমো ভবেৎ ॥  
 অনেন তিলকং কৃৎস্না ত্রৈলোক্যমপি মোহয়েৎ ।  
 সত্ৱঃ পর্য্যুসিতং বাপি নির্মাণ্য ন প্রদুহ্যতি ॥  
 ব্রহ্মবন্ধে গুপ্তস্থানে যন্ত্রলেপং তু ধাবয়েৎ ।  
 উদকে তকমূলে বা নির্মাণ্য তস্ম সংত্যজেৎ ॥২৮॥

বৃন্দামলে—পূর্বজন্মার্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ জ্ঞানৈনাং পবদেবতাম্ ।  
 যো ভজেদ্ ভক্তিভাবেন সত্ৱঃ শ্রীসম্পদাং পদম্ ।  
 যদাবাধনমাত্রেণ জীবন্মুক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ইতি বচনাৎ ।  
 দেব্যাঃ পূজা দ্বিধা প্রোক্তা স্থলমাভ্যন্তরং তথা ।  
 স্থূলং মন্ত্রময়ী পূজা স্থূলবিগ্রহ-চিন্তনম্ ॥  
 মানসৈকপচারৈস্ত পূজা চাভ্যন্তরং প্রিয়ে । ।  
 কর্মযোগং বিনা দেবি জ্ঞানযোগো ন সিধ্যতি ।  
 জ্ঞানেন কর্মণা বাপি সিদ্ধির্ভবতি নাত্মথা ॥২৯॥

ইতি শ্রীপবনহংস-পবিত্রাজকাচার্য-তীর্থাবধূত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ-গবিকৃতাবাং  
 শান্তানন্দতবঙ্গিণ্যং নিত্যপূজাপ্রমাণ-নির্ণয়ো নাম সপ্তমোঃ ॥

কবিতা পাবে । “যং যং গচ্ছামি” ইত্যাদি মন্ত্রে তিলক কবিষা ত্রৈলোক্যকে বশীভূত  
 কবিতা পাবে । উক্ত মন্ত্রের অর্থ—‘আমি যেখানে যেখানে যাইব, বাহাকে বাহাকে  
 চক্ষুঃদ্বারা দেখিব, যদি সে ইন্দ্রতুল্যও হয়, তবে সেও দাসত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ আমাব  
 বশীভূত হউক । সত্ৱঃ বা পর্য্যুসিত নির্মাণ্য দূষিত হয় না । যন্ত্রলেপ কিন্তু ব্রহ্মবন্ধে  
 গুপ্তস্থানে ধাবণ কবিবে । জলে বা বৃক্ষমূলে দেবীর নির্মাণ্য ত্যাগ কবিবে ॥ ২৮ ॥

বৃন্দামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যে এই পব দেবতাকে জানিবা  
 যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে ভজনা কবে, সে তৎক্ষণাৎ ধন সম্পত্তির অধিকারী হয় ।” কাবণ  
 বচন আছে যে—‘বাহাব আবাবদনামাত্রেই জীবন্মুক্তি উপন্ন হয়’ । দেবীর পূজা দুই  
 প্রকার—স্থূল ও আভ্যন্তর ( স্থল ) । স্থূলবিগ্রহেব চিন্তন ও মন্ত্রময়ী যে পূজা, উহা স্থূল  
 পূজা । হে প্রিয়ে ! মানস উপচারেব দ্বাবা যে পূজা, উহা আভ্যন্তর পূজা । হে দেবি !  
 কর্মযোগ ( উপাসনাদি ) ব্যতীত জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হয় না । জ্ঞান ও কর্মেব দ্বাবাই  
 সিদ্ধি হয়, অত্ৱ কোন প্রকাবে তাহা হয় না ॥ ২৯ ॥

সপ্তম উল্লাসেব অনুবাদ সমাপ্ত

# অষ্টমোক্তাসঃ

## মালানিৰ্ণয়ঃ

অথ বক্ষ্যে মহেশানি । মালয়াঃ পৰিনিৰ্ণয়ম্ ।

নিত্যং জপং কৰে কুৰ্যাদ্ নতু কাম্যং কদাচন ॥

কাম্যমপি কৰে কুৰ্যাদ্ মালাভাবে চ স্তম্ভবি । ॥

অথ কবমালা যামলে—অনামায়াস্ত্রয়ং পৰ্ব্ব কনিষ্ঠায়াস্ত্রিপৰ্ব্বিকা ।

মধ্যমায়াস্ত্রয়ং পৰ্ব্ব তৰ্জ্জনী-মূলপৰ্ব্ব চ ॥

প্ৰাদক্ষিণ্যক্ৰমেণৈব জপেদ্ দশসু পৰ্ব্বসু ।

শক্তিমালা সমাখ্যাতা সৰ্ব্বমন্ত্ৰপ্ৰদীপিকা ॥

পৰ্ব্বদ্বয়ং তু তৰ্জ্জন্তা মেবং তদ্ বিদ্ধি পাৰ্ব্বতি । ।

তৰ্জ্জন্ত্ৰে তথামধ্যে যো জপেৎ তত্র মানবঃ ॥

চত্বাবি তস্ত নশাস্তি আয়ুৰ্বিদ্যা যশো বলম্ ।

শ্ৰীবিজ্ঞানাম্—অনামামধ্যমায়াশ্চ মূলগ্ৰন্থং দ্বয়ং দ্বয়ম্ ॥

কনিষ্ঠায়াশ্চ তৰ্জ্জন্ত্ৰায়ং পৰ্ব্ব মহেশ্বৰি । ॥

অনামা-মধ্যমোৰ্মধ্যং মেবশ্চ দ্বিতয়ং স্মৃতম্ ।

প্ৰাদক্ষিণ্যক্ৰমাদ্ দেবি । জপেৎ ত্ৰিপূবস্তুন্দৰীম্ ॥১॥

হে মহেশানি ! অনন্তৰ মালানিৰ্ণয় কহিতেছি । হে স্তম্ভবি ! নিত্য জপ হস্তে কৰিবে ; কিন্তু কাম্য জপ কখনও হস্তে কৰিবে না । মালাৰ অভাবে হস্তেও কাম্য জপ কৰিতে পাবিবে । অনন্তৰ যামল তন্ত্ৰে কবমালা উক্ত হইয়াছে । যথা—“অনামিকাৰ তিন পৰ্ব্ব, কনিষ্ঠাঙ্গুলিৰ তিন পৰ্ব্ব, মধ্যমাৰ তিন পৰ্ব্ব এবং তৰ্জ্জনীৰ মূলপৰ্ব্ব—প্ৰাদক্ষিণ্যক্ৰমে এই দশ পৰ্ব্ব জপ কৰিবে । উহা সৰ্ব্বমন্ত্ৰ প্ৰদীপক শক্তিমালা বলিয়া কথিত হইয়াছে । হে পাৰ্ব্বতি ! তৰ্জ্জনীৰ অগ্ৰ ও মধ্যৰূপ যে পৰ্ব্বদ্বয়, তাহা মেব জানিবে । সেই তৰ্জ্জনীৰ অগ্ৰে ও মধ্যে যে মানব জপ কৰে, তাহাৰ আয়ুঃ, বিজ্ঞা, বশঃ ও বল—এই চাৰিটাই নষ্ট হয় ।” শ্ৰীবিজ্ঞানবিষয়ে উক্ত হইয়াছে—“হে দেবি । হে মহেশ্বৰি ! অনামা ও মধ্যমাৰ মূল দুই পৰ্ব্ব এবং অগ্ৰ দুই পৰ্ব্ব, কনিষ্ঠাৰ তিন পৰ্ব্ব ও তৰ্জ্জনীৰ তিন পৰ্ব্ব—[ এই দশ পৰ্ব্ব ] প্ৰাদক্ষিণ্যক্ৰমে ত্ৰিপূবস্তুন্দৰী মন্ত্ৰ জপ কৰিবে । অনামা ও মধ্যমাৰ মধ্য পৰ্ব্বদ্বয় মেব কথিত হইয়াছে ॥ ১ ॥



## কল্পমালায়াং জপপ্রকারঃ

হৃদয়ে হস্তমাবোপ্য তিৰ্য্যক্ কৃত্বা কবাজুলীঃ ।

আচ্ছাদ্য বাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন সদা জপেং ॥

অঙ্গুলীর্ন বিষৃঞ্জীত কিঞ্চিদাকুঞ্চয়েৎ তনম্ ।

অঙ্গুলীনাং বিয়োগাচ্চ ছিদ্ৰেণ শ্রবতে জপঃ ॥

অঙ্গুল্যাগ্রেষু যজ্ জপ্তং যজ্ জপ্তং মেকলজ্বনে ।

পর্বসন্ধিসু যজ্ জপ্তং তৎ সর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

যামলে মণিনিয়মমাহ—গণ্যষ্টকশতেনৈব নিশ্চিতা যা তু মালিকা ।

বাজ্যং বিতনুতে নিত্যং দেহান্তে মোক্ষদায়িনী ॥

মোক্ষদা পঞ্চবিংশত্যা ত্রিংশতা ধনবৃদ্ধিদা ।

চতুর্দশময়ী মালা মোক্ষদা ভোগবৃদ্ধিনী ॥

সর্বার্থাঃ সপ্তবিংশত্যা পঞ্চদশাভিচাবিকে ।

( পঞ্চবিংশত্যাভিচাবিকে ইত্যপি পাঠঃ )

পঞ্চাশতা কার্য্যসিদ্ধিশ্চতুঃপঞ্চাশতা তথা ॥

অষ্টোত্তবশতেনৈব সর্বসিদ্ধিকদাহতা ।

ত্রিপুরায়া জপে শস্তা কদ্রাক্ষৈ বক্তচন্দনৈঃ ॥

হৃদয়ে হস্ত বাধিয়া কবাজুলিগুলিকে বক্র কবিয়া বস্ত্রেব দ্বাৰা হস্তদ্বয় সর্বদা আচ্ছাদিত কবিয়া দক্ষিণহস্তে জপ কবিবে । অঙ্গুলিগুলিকে বিষৃক্ত ( ফাঁক ) কবিবে না । হস্ততলকে কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত কবিবে । অঙ্গুলি-সমূহেব বিভাগ জন্তু ছিদ্র দ্বাৰা জপ ক্ষবিত হয় অৰ্থাৎ জপেব ফল হয় না । অঙ্গুলিব অগ্রভাগে যে জপ, মেকলজ্বনে অৰ্থাৎ লজ্বন কবিয়া যে জপ এবং পর্বসন্ধিতে যে জপ, সেই সকল জপ নিষ্ফল হয় ।

যামলতন্ত্রে মণিনিয়ম বলিতেছেন—“অষ্টোত্তবশত মণি নিশ্চিত যে মালা, উহা সর্বদা বাজ্য বিস্তার কবে এবং দেহান্তে মোক্ষ দান কবে । পঞ্চবিংশতি সংখ্যক মণিদ্বাৰা নিশ্চিত মালা মোক্ষপ্রদা, ত্রিংশৎ সংখ্যক মণিদ্বাৰা নিশ্চিত মালা ধনবৃদ্ধিদা, চতুর্দশ মণিযুক্তা মালা মোক্ষপ্রদা ও ভোগবৃদ্ধিকৰী, সপ্তবিংশতি মণিদ্বাৰা নিশ্চিত মালা সর্বার্থসাধিনী, পঞ্চদশ মণিদ্বাৰা নিশ্চিত মালা অভিচাবকবী, পঞ্চাশৎ মণিদ্বাৰা কার্য্যসিদ্ধি, চতুঃপঞ্চাশৎ মণিদ্বাৰাও তাহাই অৰ্থাৎ সেইরূপ কার্য্যসিদ্ধি এবং অষ্টোত্তবশত মণি দ্বাৰা সর্বসিদ্ধি কথিত হইবাছে । কদ্রাক্ষ ও বক্তচন্দনেব মালা ত্রিপুরাব জপে প্রশস্তা ॥”

ভৈববীবিষয়ে বাবাহীতস্ত্বে—সুবর্ণমণিভির্মালা ফাটিকী শঙ্খনির্মিতা ।

প্রবালৈবপি বা কার্য্য পুত্রজীবং বিবর্জ্যেৎ ॥

শ্মশানধুস্তূবৈমালাং কুর্যাদ্ ধূমাবতী-বিধৌ ।

বক্তেন চন্দনেনাহপি বালামালাং প্রকল্পয়েৎ ॥

দন্তেন কালিকাযাস্ত বাজদন্তস্ত্র মেক্ষণা ।

উগ্রতাবা-জপে শস্তা মহাশঙ্খস্ত্র মালিকা ॥

উন্মুখ্যাশ্চ তথা ভেজ্যা মালিকা সিদ্ধিদায়িকা ।

শাক্তানাং ফাটিকী মালা বক্তচন্দন-সম্ভবা ॥

কদ্রাক্ষমালিকা ভেজ্যা চতুর্বর্গ-ফলপ্রদা ।

নির্মিতা বৌপ্যমণিভির্জপমালেপ্সিতপ্রদা ॥

হিবণ্যমণিভির্মালা সর্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতি ।

প্রবালৈর্বিহিতা মালা প্রযচ্ছেদ্ বিপুলং ধনম্ ॥

সৌভাগ্যং ফাটিকী মালা মোক্তিকৈর্বিহিতা তথা ।

নির্মিতা শঙ্খমণিভিঃ ককতে কীর্তিমব্যয়াম্ ॥

সুবর্ণে বচिता মালা সদা শ্রামুক্তয়ে নৃণাম্ ।

গোপনীয়াহনিশং দেবি । জপমালেপ্সিতাপ্তয়ে ॥

ভৈববী বিষয়ে বাবাহীতস্ত্বে বলিযাছেন—“সুবর্ণমণি দ্বাৰা, ফাটিকেব দ্বাৰা, শঙ্খেব দ্বাৰা বা প্রবালেব দ্বাৰা মালা নিৰ্মাণ কৰ্ত্তব্য। পুত্ৰজীব বৰ্জ্জন কবিলে অৰ্থাৎ পুত্ৰজীবলৈ মালা দ্বাৰা ভৈববীমন্ত্ৰ জপ কবিলে না। ধূমাবতীলৈ প্ৰয়োগে শ্মশান ধুস্তূবেলৈ দ্বাৰা মালা নিৰ্মাণ কবিলে। বক্তচন্দনেলৈ দ্বাৰা বালালৈ মালা কবিলে। কালিকালৈ প্ৰয়োগে প্ৰধানদন্তেব মেক্ষুত্ৰ কবিলে [নব] দন্তেব দ্বাৰা মালা কবিলে। মহাশঙ্খলৈ মালা উগ্ৰতাৱালৈ জপে প্ৰশস্ত। উন্মুখী অৰ্থাৎ বগলালৈ প্ৰয়োগে মহাশঙ্খলৈ মালা সৰ্বসিদ্ধিদায়িনী জানিলে। শাক্তগণেব ফাটিক-নিৰ্মিত মালা, বক্তচন্দনেব মালা বা কদ্রাক্ষলৈ মালা চতুৰ্বৰ্গ (ধৰ্ম্ম, অৰ্থ, কাম ও মোক্ষ) প্ৰদা জানিলে। বৌপ্যমণি দ্বাৰা নিৰ্মিত জপমালা অভীষ্টপ্ৰদ। সুবৰ্ণমণিদ্বাৰা নিৰ্মিত মালা সমস্ত কাম্য প্ৰদান কৰে। প্ৰবালেব দ্বাৰা নিৰ্মিত মালা বিপুল ধন দান কৰে। ফাটিকনিৰ্মিত মালা এং মুক্তানিৰ্মিত মালা সৌভাগ্য দান কৰে। শঙ্খমণিদ্বাৰা নিৰ্মিত মালা কীৰ্ত্তিকে অক্ষয় কৰে। সুবৰ্ণ দ্বাৰা নিৰ্মিত মালা মানবগণেব সৰ্বদা মুক্তিব জনক হয়। হে দেৱি! অভীষ্ট প্ৰাপ্তিৰ জন্তু জপমালাকে সৰ্বদা গোপনে ৰাখিলে।”

মুণ্ডমালায়াম্—কদ্রাক্ষৈর্ব্বা যদি জপেদিদ্রাক্ষৈঃ স্ফাটিকৈস্তথা ।

নাশ্চন্মধ্যে প্রয়োক্তব্যং পুত্রজীবাদিকঞ্চ যৎ ॥

যদহুং তু প্রযুক্তীত মালায়াং জপকৰ্ম্মণি ।

তস্ম কামং চ মোক্ষং চ নো দদাতি প্রিয়ংকবী ॥

যামলে—কদ্রাক্ষৈঃ শক্তিমন্ত্রঞ্চ মন্ত্রী যঃ প্রজপেৎ প্রিয়ে ! ।

স দুর্গতিমবাপ্নোতি নিষ্ফলস্তস্ম তজ্জপঃ ।

প্রতিপ্রসবমাহ তত্রৈব—কালিকা ছিন্নমস্তা চ ত্রিপুবা তাবিণী তথা ।

এতাঃ সর্ব্বা ন দৃশ্যন্তি জপাদ্ কদ্রাক্ষমালয়া ॥

কদ্রয়ামলে—দিবা নৈব প্রজপ্তব্যং কদ্রাক্ষমালয়া ক্ৰটিং ।

পুৰুষচর্যাদৃতে চাত্র দূষণঞ্চ বরাননে ! ॥

অকদ্রাক্ষধবঃ কুর্য্যাৎ তান্ত্রিকং বৈদিকং তথা ।

জপহোমাদিকং যদ্ যৎ তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

মালাবিশেষফলমাহ মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াম্—

পৰ্ব্বষষ্ঠ্যুগং পুত্রজীবে দশগুণং ভবেৎ ।

শতং শ্রাচ্ছত্ৰমালায়াং প্রবালে চ সহস্রকম্ ॥

স্ফাটিকে দশসাহস্রং লক্ষং তু মৌক্তিকে ভবেৎ ।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“কদ্রাক্ষমালাষ, ইল্রাক্ষমালাষ বা স্ফটিকমালাষ যদি জপ করে, তবে উহাৰ মধ্যে পুত্রজীবাদি যে কোন অশ্র বস্ত্র যোগ কবিলে না। জপকার্যে মালায় যদি অশ্র বস্ত্র যোগ কবে, তবে প্রিয়ঙ্কবী (ইষ্টদেবতা) তাহাকে অভীষ্ট ও মোক্ষ দেন না।” যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—“হে প্রিয়ে! যে সাধক কদ্রাক্ষেৰ মালা দ্বাৰা শক্তিমন্ত্র জপ কবে; সে হুংখ পাষ এবং তাহাৰ সেই জপও নিষ্ফল হয়। সেইথানেই প্রতিপ্রসব অর্থাৎ এ সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বলিতেছেন—“কদ্রাক্ষমালায় জপে কালিকা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুবা ও তাবিণী—ইহঁরা কুপিত হন না ॥”

কদ্রয়ামল তন্ত্রে বলিযাছেন—“হে বরাননে! দিবসে পুৰুষচরণ ব্যতীত কদ্রাক্ষমালা দ্বাৰা কখনও জপ কবিলে না। উহাতে অর্থাৎ এইরূপ জপে দোষ হয়। অকদ্রাক্ষধব অর্থাৎ কদ্রাক্ষ ধাবণ না কবিলে বৈদিক বা তান্ত্রিক জপ হোমাদি যে যে কৰ্ম্ম কবে, সে সমস্ত কৰ্ম্মই নিষ্ফল হয়।” মন্ত্রদেব-প্রকাশিকায মালা-বিশেষেৰ ফল বলিতেছেন—“পৰ্ব্বকালে জপ কবিলে অষ্টগুণ, পৰ্ব্বকালে পুত্রজীবেৰ মালায জপ কবিলে দশগুণ ফল হয়। শত্ৰুমালায় শতগুণ এবং প্রবালমালায সহস্রগুণ ফল হয়। স্ফটিকমালায

পদ্মক্ষে দশলক্ষন্ত কোটিঃ সৌবর্ণিকে তথা ॥  
কুশগ্রন্থৌ চ বদ্রাক্ষেদ্বনন্তগুণিতং ভবেৎ ।  
ধ্বতপদ্মাক্ষমালার্যাং জপে স্তাদমিতং ফলম্ ॥ ২ ॥

### মালাবিধানম্

সমাসেনাহক্ষমালানাং বিধানমিহ কথ্যতে ।  
যথালভং যথাকপমক্ষাণ্যাদায় যত্নতঃ ॥  
অন্তোন্তসমকপাণি নাতিস্থূল-কুশানি চ ।  
কীটাদিভিবহুষ্ঠানি ন জীর্ণানি কদাচন ॥  
গর্ব্যেচ্চ পঞ্চভিস্তানি প্রাক্কালয়েৎ পৃথক্ পৃথক্ ।  
দ্বিজস্ত্রী-নির্ম্মিতং সূত্রং শুভ্রং গ্রন্থি-বিবর্জিতম্ ॥  
কার্পাস-নির্ম্মিতং বাপি পট্টসূত্রমথাপি বা ।  
ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য গ্রন্থয়েচ্ছিন্নশাস্ত্রতঃ ॥  
সর্বেষামেব বর্ণানাং পট্টং সর্বেষ্মিস্তপ্রদম্ ॥  
কার্পাস-সন্তুবং সূত্রং ধর্ম্ম-কামার্থ-মোক্ষদম্ ।  
মূলান্ত্রে চ পঠন সূত্রং বীজং প্রাক্কালয়েৎ ততঃ ।  
মণিমৈকৈকমাদায় সূত্রে তত্র তু যোজয়েৎ ॥

দশ সহস্র গুণ এবং মূল্যমালায় লক্ষগুণ অধিক ফল হয় । পদ্মাক্ষমালায় লক্ষগুণ, সুবর্ণমালায় কোটিগুণ, কুশগ্রন্থিতে ও বদ্রাক্ষমালার অনন্তগুণ এবং ধ্বতবর্ণ পদ্মাক্ষমালার জপে অপবিমিত গুণ ফল হয় ॥” ২ ॥

এখানে সংক্ষেপে অক্ষমালার বিধান কথিত হইতেছে । পবম্পব সমান, অনতি-স্থূল, অনতিকুশ, কীটাদি দ্বাবা অদৃষ্ট ( ছিদ্রাদিবহিত ) এবং যাহা কোন অবস্থাতে জীর্ণ নহে—এরূপ অক্ষ (মালার গুটি) সকল যথারূপ অর্থাৎ যে জাতীয়, যথালভ অর্থাৎ যেরূপে পাওয়া যাইবে, সেইরূপে সেই বীজগুলিকে যত্নপূর্বক আনিয়া পঞ্চগব্যের দ্বাবা সেইগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ প্রাক্কালন করিবে । দ্বিজস্ত্রী-নির্ম্মিত গ্রন্থিশূভ শুভ্র কার্পাসনির্ম্মিত ত্রিগুণ সূত্রকে অথবা ত্রিগুণিত পট্ট সূত্রকে ত্রিগুণিত কবিতা শিল্প-শাস্ত্রানুসারে [ মালা ] গাঁথিবে । সমস্ত বর্ণেবই পট্ট সূত্র সমস্ত অতীষ্ট দান কবে । কার্পাস নির্ম্মিত সূত্র ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রদ । মূলমন্ত্র ও অন্ত্রমন্ত্র ( ফট্ ) পাঠ করিয়া সূত্র ও বীজ ( গুটি ) প্রাক্কালন করিবে । অনন্তব এক একটী মণি গ্রহণ কবিতা সেই সূত্রে যোজনা করিবে । [ বীজের ] মুখে মুখ যুক্ত করিয়া পুছে পুছে যোগ

মুখে মুখস্তঃ সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছং নিষোজয়েৎ ।  
 তৎসজাতীয়মেকাক্ষং মেকত্বেনাহংতো হ্রসেৎ ॥  
 একৈকমণিমাদায় ব্রহ্মগ্রন্থিং প্রকল্পয়েৎ ।  
 গ্রন্থয়েন্ মালিকাং চৈব হ্রদি তাবং মন্থং স্ববন্ ॥  
 স্বয়মেব জপেন্নম্নমন্তঃ প্রণবমুচ্চবেৎ ।  
 সার্কিত্রয়াবর্তনেন গ্রন্থিং কুর্যাদথো দৃঢ়ম্ ॥  
 ব্রহ্মগ্রন্থিং \* ততো দত্তান্নাগপাশমথাপি বা ।  
 গোপুচ্ছসদৃশীং কুর্যাদথবা সর্পপুচ্ছবৎ ॥  
 গ্রন্থিহীনা ন কর্তব্যা মেকপৃষ্ঠে ন দৃশ্যতি ।  
 দূষণং তত্র নাস্ত্যেব গ্রন্থিহীনৈব নিত্যশঃ ॥  
 কাল্যাশ্চ ত্রিবিভাশ্চ বজ্রাখ্যা-ষট্ কভেদকে ।  
 তোতলা-বনবাসিন্যো বাবাহাশ্চ বিশেষতঃ ॥  
 \* নান্নাস্তাশ্চণ্ডিকায়াম্ গ্রন্থিহীনা বিধীয়তে ।

কবিবে । তাহাব সজাতীয় একটি [ প্রধান ] অক্ষকে মেক-(মধ্যমণি) কপে অগ্রে  
 বিস্তৃত কবিবে । এক একটি মণি গ্রহণ কবিষা ব্রহ্মগ্রন্থি করনা (বচনা) কবিবে এবং  
 হ্রদবে তার (ওঁ) ও ইষ্টমন্ত্র স্বরণ কবিত্তে কবিত্তে মালা গাঁথিবে । নিজেই মন্ত্র জপ  
 করিবে এবং অন্ত ব্যক্তি প্রণব উচ্চারণ কবিবে অর্থাৎ নিজে মালা গ্রহণ কবিলে ইষ্টমন্ত্র  
 জপ কবিবে এবং অন্তে মালা গ্রহণ কবিলে প্রণব উচ্চারণ কবিষা মালা গাঁথিবে । অনন্তব  
 সার্কিত্রয় আবর্তনের দ্বাৰা অর্থাৎ সাড়ে তিন পাক দিবা দৃঢ়কপে ব্রহ্মগ্রন্থি কবিবে অথবা  
 নাগপাশগ্রন্থি কবিবে । মালাটিকে গোপুচ্ছাকাব (উভয় দিক্ সৰ ও মধ্যে মোটা)  
 কবিবে অথবা সর্পপুচ্ছের স্থায় (ক্রমে সৰ) কবিবে । গ্রন্থিহীন মালা কবিবে না ।  
 মেক পৃষ্ঠে গ্রন্থিহীন হইলে দোষ হয় না । এই সকল (বক্ষ্যমাণ) স্থলে কিন্তু সকল সময়ে  
 মালা গ্রন্থিহীন হইলেও দোষ নাই । কালিকা, ত্রিবিভা, ষড়্ বিধ তারাব, তোতলা ও  
 বনবাসিনী (মহিষমর্দিনী) এবং বিশেষভাবে বাবাহী ও চণ্ডিকা মন্ত্ররূপে গ্রন্থিহীন  
 মালাই বিহিত হইবাছে, অন্তেব নহে । এইরূপে মালা নির্মাণ কবিয়া সাধকপ্রব

§ তন্ত্রশাস্ত্র-যুতে ছন্দঃসারে মূখপুচ্ছনিয়মস্ত—“কদ্রাক্ষস্তোত্রতঃ প্রোক্তং মুখং পুচ্ছং নিয়মম্ ।  
 কমলাক্ষত শৃঙ্গাংশং সবিদ্যুদ্বিতয়ং মুখম্ ॥ সবিদ্যুদ্বিতয়ং পুচ্ছং ব্রহ্মমিতি স্থিতম্ ॥

\* পুরাণচরণবোধিনীযুতে আকাশভৈরবে—“সার্কিত্রয়ঃ দেবি ! ব্রহ্মগ্রন্থিঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।  
 সার্কিত্রয়ঃ দেবি । নাগপাশঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

এবং নির্মাণ মালাং বৈ শোধয়েন্ মন্ত্ৰিসত্তমঃ ॥  
অপ্রতিষ্ঠিত-মালাভিন্নম্ জপতি যো নবঃ ।  
সৰ্বং তদ্ বিফলং বিদ্যাং ক্রুদ্ধা ভবতি চণ্ডিকা ॥ ৩ ॥

মালাপ্রতিষ্ঠাবিধিঃ

অথোচ্যতে প্রতিষ্ঠা হি মালায়াস্তত্ত্ববর্ণনা ।  
গুণং ততঃ প্রণম্যাদৌ সংকুর্যাজ্ জপমালিকাম্ ॥  
শুভে লগ্নে শুভে বাবে শুভেক্ষে চ শুভে তিথৌ ।  
প্রতিষ্ঠাং কাবশ্যেন্দ্রী স্বয়ং বা গুণগাহবা ॥  
নিত্যং কৰ্ম্ম ততঃ কৃত্বা সামান্যার্থ্যং বিধায় চ ।  
পঞ্চগব্যে ক্ষিপেন্মালাং শিবমন্ত্ৰেণ মন্ত্ৰয়েৎ ॥

শিবমন্ত্ৰমাহ যামলে—সান্তঃ শক্রস্ববাকটো নাদ-বিন্দু-বিভূষিতঃ ।

কথিতঃ শিবমন্ত্ৰোহয়ং সাধকানাং হিতায় চ ॥

শান্তো হকারঃ, শক্রস্ববঃ ঔকাবঃ ।

শীতলেন জলেনৈব স্নাপয়েৎ তদনন্তবম্ ।

কালয়েৎ পঞ্চগব্যেন সন্তোজাতেন মার্জয়েৎ ॥

সন্তোজাতমন্ত্ৰস্ত—সন্তোজাতং প্রপচ্ছামি সন্তোজাতায় বৈ নমঃ ।

শোধান করিবে । অপ্রতিষ্ঠিত ( অসংস্কৃত ) মালা দ্বাৰা যে ব্যক্তি জপ কৰে, তাহাব  
সে সমস্ত বিফল জানিবে [ পবন্ত্ৰ ] চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হন ॥ ৩ ॥

অনন্তব তত্ত্ববীতিতে মালাব প্রতিষ্ঠা কথিত হইতেছে । তাহাব পব ( মালা  
গাঁথার পব ) প্রথমে গুণকে প্রণাম কবিস্না জপমালা সংস্কাৰ কবিলে । শুভ লগ্নে, শুভ  
বাবে, শুভ নক্ষত্রে, শুভ তিথিতে সাধক স্বয়ং বা গুণদ্বাৰা [ মালা ] প্রতিষ্ঠা কবিলে ।  
অনন্তর নিত্য কৰ্ম্ম কবিস্না এবং সামান্যার্থ স্থাপন কবিস্না পঞ্চগব্যে মালা নিক্ষেপ কবিলে  
এবং শিবমন্ত্ৰ দ্বাৰা মন্ত্ৰিত কবিলে । যামলতন্ত্ৰে শিবমন্ত্ৰ বলিতেছেন—“সাধকগণের  
কল্যাণেব জন্ত নাদবিন্দু ( ৮ ) বিভূষিত ; শক্রস্বব বিশিষ্ট সান্তবর্ণ ( হকাব )—ইহা  
শিবমন্ত্ৰ কথিত হইয়াছে । “সান্তঃ”—এই পদেব অর্থ—হকাব । “শক্রস্বব”—এই পদেব  
অর্থ—ঔকাব । অনন্তর শীতল জলেব দ্বাৰাই [ মালাকে ] স্নান কবাইবে, পঞ্চগব্যেব  
দ্বাৰা প্রক্ষালন কবিলে এবং “সন্তোজাত” মন্ত্ৰ দ্বাৰা মার্জনা কবিলে । সন্তোজাত মন্ত্ৰটী  
—“সন্তোজাতং প্রপচ্ছামি” ইত্যাদি ( মূলে দ্রষ্টব্য ) । উক্ত মন্ত্ৰেব অর্থ—সন্তোজাতকে  
( মহাদেবেব সন্তোজাত নামক পশ্চিম মুখকে ) আশ্রয় কবি । সন্তোজাতকে নমস্কাৰ

ভবে ভবে নাতিভবে ভজস্ব মাং ভবোন্তবায় নমঃ ॥

ক্ষালয়েদীশস্মৃক্তেন (১) লিম্পেৎ তৎপুরুষেণ (২) তু ।

গর্ভৈবনর্গ্নৈর্মতিমানঘোবেণ (৩) তু ধূপয়েৎ ॥

অঘোবেণ তু স্মৃক্তেন শতান্যনং তু মন্ত্রয়েৎ ।

বামদেবেন (৪) মন্ত্রেণ সমীকুর্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ৪ ॥

অশ্বখপত্রনবকৈঃ পদ্মাকাবং প্রকল্পয়েৎ ।

তন্মধ্যে স্থাপয়েন্মালাং মাতৃকা-মূলমুচ্চবন্ ॥

সংস্কৃত্যেবং বুধো মালাং তৎপ্রাণাংস্তত্র যোজয়েৎ ॥ \*

তৎপ্রাণান্ আবাহ্যদেবতা-প্রাণান্ ।

কবি । হে সত্ত্বোজাত ! [ তুমি ] আমাকে বারবাব জন্ম গ্রহণের জন্ত প্রেবণ কবিও না । পুনর্জন্ম না হওয়াব জন্ত [ তত্ত্বজ্ঞানলাভে ] প্রেরণ কব । সংসাব উদ্ধাবকাবী তোমাকে নমস্কাব কবি । বিচক্ষণ সাধক ঈশ স্মৃক্তেব দ্বাবা প্রক্ষালন কবিবে এবং তৎপুরুষ স্মৃক্তে প্রচুব গন্ধেব দ্বাবা লেপন কবিবে । অঘোর মন্ত্রেব দ্বাবা [ বহিঃ তাপে ] ধূপিত কবিবে । অঘোব স্মৃক্তেব দ্বাবা অন্যান্ শতবাব মন্ত্রিত কবিবে এবং বামদেব মন্ত্রেব দ্বাবা সমীকবণ ( মার্জ্জন ) কবিবে ॥ ৪ ॥

নবটী অশ্বখ পত্রেব দ্বাবা পদ্মাকাব কল্পনা কবিবে অর্থাৎ পদ্মাকাবে নবটী অশ্বখ পত্র সাজাইবে । মাতৃকা ও মূলমন্ত্র উচ্চাবণ কবিবা তাহাব মধ্যে মালা স্থাপন কবিবে । সাধক এইরূপে মালা সংস্কাব কবিবা সেই মালাব তাহাব প্রাণ যোজনা ( প্রতিষ্ঠা ) কবিবে । “তৎপ্রাণান্” এই পদেব অর্থ—আবাহ্য দেবতা (ইষ্টদেবতা)ব প্রাণসমূহকে ।

( ১ ) ঈশস্মৃক্ত—“ও ঈশানঃ সর্ববিজ্ঞানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতিত্রীক্ষণোহধিপতিত্রীক্ষা শিবো মেহস্ত সদাশিবোহম্ ।” ( ২ ) তৎপুরুষস্মৃক্ত—“ও তৎপুরুষাব বিদ্বছে মহাদেবাব ধীমহি তন্নো কজঃ প্রচোদযাৎ ।” ( ৩ ) অঘোবস্মৃক্ত—“ও অঘোরেভ্যোহথ ঘোরেভ্যো ঘোবঘোরতবেভ্যঃ সর্বভতঃ শর্ক্ব সর্বভো নমস্তে অন্ত কজকপেভ্যঃ ।” ( ৪ ) বামদেবস্মৃক্ত—“ও বামদেবাব নমো জ্যেষ্ঠাব নমো রুদ্রাব নমঃ কালায নমঃ কলবিকরণাব নমো বলবিকরণাব নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো মনোয়নায নমঃ” ।

\* কোন কোন গ্রন্থে মালাব প্রাণপ্রতিষ্ঠার পব মালায় পূজা পূর্বক সেই মালায ইষ্ট দেবতার পূজা বিহিত হইযাছে । এ বিষয়ে “পুরাচরণ-বোধিনী”খত প্রমাণ উদ্ধৃত হইল । মূলমন্ত্রেণ তাং মালাং পূজয়েদ্ দ্বিজসত্তম । মূলমন্ত্রস্ত—ও মালা মালে মহামালে সর্বভতঃ-স্বপাশি । চতুর্ভুজযি হস্তস্তম্যাদ্যে সিদ্ধিাদ ভব । মন্ত্রেণাহনেনাহতিমন্ত্র্য ব্রহ্মাদিমালিকান্ততঃ । দেন্তাং হৃদয়বর্ণাষ্টাং মন্ত্রেণাহনে ভজিততঃ । মায়াবীজাদিকং কৃৎবা রক্তপুষ্পৈঃ সমর্চয়েৎ ॥

তত্র দেবীং প্রপূজ্যৈব পবিবাবগণৈঃ সহ ।  
 অনুলোম-বিলোমেন মাতৃকার্ণেন মন্ত্রয়েৎ ॥  
 মেৰুং প্রেতেন সংমন্ত্য ভাবেদ্ দেবতাস্থিকাম্ ॥  
 প্রেতেন প্রেতবীজেন হেসাঃ ইতি বীজেনেত্যর্থঃ ।  
 বহিঃ সংস্কৃত্য বিধিবদষ্টোত্তবশতং হুনেৎ ।  
 হুতশেষং প্রতিকৃতৌ প্রদত্বাদ্ দেবতাস্থিয়া ॥  
 হোমকৰ্ম্মণ্যশক্তশ্চেদ্ দ্বিগুণং জপমাচবেৎ ।  
 তাবাক্ষমালাধিপতে ! স্তুসিদ্ধিং দেহি দেহি মে ॥  
 সৰ্ব্বমন্ত্ৰার্থসাধিনি সাধয় দ্বিতয়ং ততঃ ।  
 সৰ্ব্বসিদ্ধিং পবিকল্পয় পবিকল্পয় মে স্বাহা ॥  
 ইথমাশংসিতা মালা জপকৰ্ম্মণি সৰ্ব্বদা ।  
 অভীষ্টকং দদাত্যর্থং সৰ্ব্বকামফলং তথা ॥ ৫ ॥

### মালায়াং জপবিধিঃ

গুৰুং সম্পূজ্য তদ্ধস্তাদ্ গৃহীয়াদক্ষমালিকাম্ ।  
 জপাদৌ পূজয়েন্মালাং তোয়েবভ্যক্ষ্য যত্নতঃ ॥  
 ঐ হ্রী অক্ষমালিকায়ৈ হ্রদ্ব্যন্ত্রেণ প্রপূজয়েৎ ।

সেই মালায় দেবীকে পবিবাবগণেব সহিত পূজা কৰিয়াই মাতৃকাবৰ্ণ দ্বাৰা অনুলোম ও বিলোমে [ মালা ] মন্ত্ৰিত কৰিবে । প্রেতবীজ ( হেসাঃ ) দ্বাৰা মেৰুকে অভিমন্ত্ৰিত কৰিয়া দেবতাস্থৰূপ চিন্তা কৰিবে । “প্রেতেন”—এই পদেব অর্থ—প্রেতবীজেন অৰ্থাৎ “হেসাঃ” এই বীজদ্বাৰা । [ অনন্তর ] যথাবিধি বহিঃসংস্কাৰ কৰিয়া ১০৮ বাব হোম কৰিবে । দেববুদ্ধিতে প্রতিকৃতি অৰ্থাৎ মালাব হুতশেষ দান কৰিবে । যদি হোমকৰ্ম্মে অশক্ত হয়, তবে দ্বিগুণ জপ কৰিবে । [ অনন্তর ] তাব ( প্রণব—ওঁ ) শব্দেব পব “অক্ষমালাধিপতে । স্তুসিদ্ধিং দেহি দেহি মে সৰ্ব্বমন্ত্ৰার্থসাধিনি !” এই বাক্য বলিয়া “সাধয়-দ্বিতয়” অৰ্থাৎ “সাধয় সাধয়” বলিয়া “সৰ্ব্বসিদ্ধিং পবিকল্পয় পবিকল্পয় মে স্বাহা” বলিবে । এই মন্ত্ৰে জপ কাৰ্য্যে মালা সংস্কৃত হইলে উহা সৰ্বদা অভীষ্ট অর্থ ও সমস্ত কাম্য ফল দান কৰে । গুৰুকে পূজা কৰিয়া তাঁহাৰ হস্ত হইতে মালা গ্রহণ কৰিবে ॥৫॥

জপেব আদিতে মালাকে পূজা কৰিবে । যজ্ঞপূৰ্ব্বক জলেব দ্বাৰা মালা অভ্যক্ষণ কৰিয়া “ঐ হ্রী অক্ষমালিকায়ৈ নমঃ” মন্ত্ৰে মালাকে পূজা কৰিবে । মালাকে পূজা



পূজয়িত্ব ততো মালাং গৃহীয়াৎ দক্ষিণে করে ॥  
 হ্রৎসমীপে সমানীয় নতু বামেন সংস্পৃশেৎ ।  
 মধ্যমায়া মধ্যভাগে স্থাপয়িত্ব সমাহিতঃ ॥  
 মধ্যমস্থামক্ষমালামঙ্গুষ্ঠাগ্রাণ চালয়েৎ ॥ \*  
 অশুচির্ন স্পৃশেয়মালাং কবত্রষ্টাং ন কাবয়েৎ ।  
 তর্জ্জত্যা ন স্পৃশেদেনাং গুবোবপি ন দর্শয়েৎ ॥  
 ভুক্তৌ মুক্তৌ তথা পুষ্টৌ মধ্যমায়াং জপেৎ সুধীঃ ।  
 একৈকশ্চ জপেহপ্যেবং চালয়েদ্ দেশিকোত্তমঃ ॥  
 জপ্ত্বাহক্ষমালাং সকলাং ভ্রাময়েদখিলান্ মণীন্ ।  
 প্রদক্ষিণং পুনঃ কৃৎ প্রাবৃত্ত্যেবং সমাপয়েৎ ॥ ‡  
 এবং ক্রমেণ দেবেশি ! জপেদষ্টোত্তবং শতম্ ।  
 স্থূলাবধি জপেন্নান্নং সূক্ষ্মভাগে সমর্পয়েৎ ।  
 হস্তৌ চ বাসসাচ্ছাত্ত দক্ষিণেন সদা জপেৎ ॥

এবং সূক্ষ্মাবধি-স্থূলান্তো জপঃ সংহাবঃ ॥ ৬ ॥

কবিষা দক্ষিণ কবে গ্রহণ কবিবে । বামহস্তে স্পর্শ কবিবে না । [ পবে ]  
 হ্রদযেব নিকট আনিয়া মধ্যমাঙ্গুলিৰ মধ্যভাগে স্থাপন কবিয়া সমাহিত হইবা মধ্যমাঙ্গুলি-  
 স্থিত সেই অক্ষমালাকে অঙ্গুষ্ঠেব অগ্রভাগ দ্বাৰা [ জপক্রমে ] চালিত কবিবে ।  
 অশুচি ব্যক্তি মালা স্পর্শ কবিবে না, কবত্রষ্ট করিবে না এবং তর্জনী দ্বাৰা ইহাকে  
 স্পর্শ কবিবে না এবং গুবোবও দেখাইবে না । সুধী সাধক ভোগে, মোক্ষে এবং  
 পুষ্টিতে মধ্যমাঙ্গুলিতে জপ কবিবে । সাধক এক একটা মন্ত্ৰেব জপে এইরূপেই [ মালা ]  
 চালনা করিবে । সমস্ত মণিকে অর্থাৎ মণিতে ( শুটিতে ) জপ কবিয়া সমস্ত মালাটিকে  
 ভ্রামিত কবিবে অর্থাৎ ঘুবাইবে । পুনৰাষ প্রদক্ষিণ কবিয়া এইরূপে আবাব আবস্ত  
 করিয়া জপ সমাপন কবিবে । হে দেবেশি ! এই ক্রমে অষ্টোত্তব শত মন্ত্ৰ জপ কবিবে ।  
 স্থূল মণি হইতে জপ আবস্ত কবিয়া সূক্ষ্ম ভাগে ( শুটিতে ) জপ শেষ কবিবে ।  
 হস্তদ্বয় বস্ত্ৰেব দ্বাৰা আচ্ছাদিত করিয়া দক্ষিণ হস্তেব দ্বাৰা সর্বদা জপ কবিবে ।  
 এইরূপে সূক্ষ্ম মণি হইতে স্থূল মণি পর্যন্ত জপ ‘সংহাব’ নামে অভিহিত হয় ॥ ৬ ॥

\* কচিদ্রঃ—“অঙ্গুষ্ঠস্থামক্ষমালাং চালয়েন্ মধ্যমধ্যভঃ । অঙ্গুষ্ঠেন ভবেৎ তন্ত নিফলশুভ্রজপঃ  
 সদা” ॥ ইতি পাঠঃ । ‡ কচিদ্রঃ—“আদ্যাবেকং তত সপ্ত সপ্তসপ্তক্রমেণ তু” ॥ ইতি পাঠঃ ।

ন স্বয়ং বামহস্তেন জপমালাং তু সংস্পৃশেৎ ।  
 জপকালে জপং কৃতা শুদ্ধস্থানে সদা ত্রাসেৎ ॥  
 জীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ ।  
 অদীক্ষিত-দ্বিজেনাহপি স্পৃষ্টা চেৎ শুদ্ধিমাচরেৎ ॥  
 ন ধাবয়েৎ কবে কণ্ঠে মূর্দ্ধি চ জপমালিকাম্ ।  
 উক-পাদাধব-স্পৃষ্টা চাপসব্য-প্রচালিতা ॥  
 অগুপ্তা চালিতা বাপি পুনঃ সংস্কাবমহতি ।  
 জপমালা ময়া দেবি ! কথিতা ভুবি তুল্লাভা ॥  
 সদা গোপ্যা প্রযত্নেন যদি হং মম বল্লাভা ॥ ৭ ॥

### অথ বর্ণমালা

মালা পঞ্চাশিকা প্রোক্তা সূত্রং শক্তিশিবাশ্রয়কম্ ।  
 কুণ্ডলী গ্রথিতা শক্তিবলান্তে মেকসংস্থিতিঃ ॥  
 চিত্রিণী বিসতস্তাভা ব্রহ্মনাভীগতাস্তবা ।  
 তয়া সংগ্রথিতা ধোয়া সাক্ষাজ্জাগ্রৎস্বরূপিণী ॥  
 অন্তর্বিদ্রুমভাসমানভুজগী-সুপ্রোতবর্ণেজ্জলা ।

নিজে বাম হস্তের দ্বারা জপমালাকে স্পর্শ করিবে না । জপকালে জপ করিয়া শুদ্ধস্থানে সর্বদা মালা বাধিবে । সূত্র জীর্ণ হইলে পুনর্বার সূত্র গ্রথিত করিয়া অর্থাৎ মালা গাঁথিবা শতবার [ ইষ্টমন্ত্র ] জপ করিবে । যদি অদীক্ষিত দ্বিজ কর্তৃকও স্পৃষ্ট হয়, তবে শুদ্ধি ( শোধন ) করিবে । জপমালাকে কবে, কণ্ঠে ও মস্তকে ধাবণ করিবে না । যদি মালা উক, পাদ ও অধব ( নিম্নোষ্ঠ ) দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, বামহস্তের দ্বারা চালিত হয় অথবা অগুপ্তভাবে ( প্রকাশে ) চালিত হয়, তবে পুনর্বার উহা সংস্কাব বোধ্য অর্থাৎ সংস্কাব করিতে হয় । হে দেবি ! ইহলোকে তুল্লাভ জপমালা আমার কর্তৃক কথিত হইল, যদি তুমি আমার পত্নী হও, তবে সর্বদা যত্নে গোপন করিবে ॥৭॥

পঞ্চাশিকা অর্থাৎ অকাবাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশং মাতৃকা মালা ( বর্ণমালা ) বলিয়া কথিত হইয়াছে । [ ঐ বর্ণ মালাব ] সূত্র হইতেছে শক্তি ও শিবস্বরূপ । [ পঞ্চাশদ্বর্ণ-রূপিণী ] কুণ্ডলী শক্তি [ ঐ সূত্রের দ্বারা ] গ্রথিতা হইয়াছেন । অলাভে অর্থাৎ অকাব হইতে লকাব পর্য্যন্ত বর্ণসমূহের শেষে [ ক্ষকাবরূপ ] মেরু অবস্থিত আছে । বিসতস্তুল্যা চিত্রিণী ব্রহ্মনাভীব মধ্য দিয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা সাক্ষাৎ জাগ্রৎ স্বরূপিণী কুণ্ডলিনী গ্রথিত ধ্যান করিবে । ঐ বর্ণমালা বিদ্রুমের ( প্রবাল ) মধ্যভাগের দ্বারা

আরোহ-প্রতিবোহতঃ শতময়ী বর্ণাষ্টকাষ্টোত্তবা ॥

অনুলোমবিলোমেন মন্ত্রবর্ণবিভেদতঃ ।

মন্ত্ৰেণাহন্তবিতান্ বর্ণান্ বর্ণেনাহন্তবিতং মনুম্ ॥

কুৰ্যাদ্ বর্ণময়ীং মালাং সৰ্ব্বমন্ত্ৰ-প্রকাশিনীম্ ।

চবমার্গং মেককপং লজ্জনং নৈব কাবয়েৎ ॥

সবিন্দুং বর্ণমুচ্চাৰ্য্য পশ্চান্নম্নং জপেৎ সুধীঃ ।

অকাৱাদি-লকাবান্ত-মনুলোম ইতি শ্মৃতম্ ॥

পুনৰ্লকাবমাবভ্য ত্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ ।

বিলোম ইতি বিখ্যাতং ক্ষকাবং কেবলং জপেৎ ॥

বর্ণানামষ্টবর্ণেণ অষ্টবাবং জপেৎ সুধীঃ ।

অষ্টোত্তবশতং মন্ত্ৰং জ্ঞানেন সংজপেৎ সুধীঃ ॥

অ-ক-চ-ট-ত-প-য-শা ইত্যেবং চাষ্টবৰ্গকাঃ ॥ ৮ ॥

ইতি পবিত্রাজকাচার্য্য-পৰমহংসতীৰ্থাবধূত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দগিৰি-কৃতাবাং

শান্তানন্দতবঙ্গিন্যাং মালানিৰ্ণযো নামাহষ্টমোঃলাসঃ ।

দীপ্তিবিশিষ্ট কুণ্ডলিনীরূপ স্ত্রে সূত্রিত মাতৃকা বর্ণসমূহেব দ্বারা সমুজ্জ্বল। উহা অনুলোম ও বিলোমে শতসংখ্যাময়ী, অষ্টবর্ণেব অষ্টসংখ্যাবোঙ্গে অষ্টোত্তবা অর্থাৎ অষ্টোত্তর শতসংখ্যাময়ী হইয়া থাকে। মন্ত্রবর্ণেব ভেদে অকাবাদি বর্ণগুলিকে অনুলোম ও বিলোমে মন্ত্র দ্বাৰা ব্যবহিত কবিয়া এবং বর্ণেব দ্বাৰা মন্ত্রকে ব্যবহিত কবিয়া সৰ্ব্বমন্ত্ৰ-প্রকাশিনী বর্ণময়ী মালা প্রস্তুত কবিবে। [ জপকালে ] মেককপ চবমবর্ণ ক্ষকাবকে কখনও লজ্জন কবিবে না। সুধী সাধক অনুস্মারযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ কৰিয়া পবে অকাব হইতে লকাব পর্যন্ত মন্ত্ৰ জপ কবিবে। উহা অনুলোম জপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুনৰায় লকাব হইতে ত্রীকণ্ঠ ( অকাৱ ) পর্যন্ত মন্ত্ৰ জপ কবিবে। উহা বিলোম জপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পবে কেবল ক্ষকাবকে জপ কবিবে অর্থাৎ অষ্ট বর্ণেব শেষে যেমন মন্ত্রবর্ণ উচ্চাৰ্য্য, ক্ষকাবেব পবে মন্ত্ৰ উচ্চাৰ্য্য নহে। সুধী সাধক অষ্ট বর্ণেব [ অভিন্ন ] আটটি বর্ণেব আটবাব জপ কবিবে। সুধী সাধক জ্ঞানেব অর্থাৎ মনেব দ্বাৰা অষ্টোত্তব শত মন্ত্ৰ জপ কবিবে। অবৰ্গ ( অ হইতে অঃ পর্যন্ত ), কবৰ্গ ( কথগঘঙ ), চবৰ্গ ( চছজঝঞ ), টবৰ্গ ( টঠডঢণ ), তবৰ্গ ( তথদধন ), পবৰ্গ ( পফবভম ), যবৰ্গ ( যরলব ) ও শবৰ্গ ( শষসহলক্ষ )—এইরূপে আটটি বৰ্গ কথিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

শান্তানন্দ-তবঙ্গিনীর অষ্টম উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত।

# নবমোক্তাসঃ

## জপবিধিঃ

জপবিধিমহং বক্ষ্যে শৃণুস্ব কমলাননে ।।

জপার্থং সর্বমন্ত্রাণাং বিশ্রাসকং লিপেবিনা ॥

কৃতং তন্নিফলং বিজ্ঞাৎ তস্মাদাদৌ ত্র্যসেৎ প্রিয়ে ।।

জপাদৌ চ জপান্তে চ প্রাণায়ামং সমাচবেৎ ॥ ১ ॥

## মানসাদি-জপভেদঃ

বিশুদ্ধেত্বে—জপঃ স্মাদক্ষবাবুত্তির্মানসোপাংশু-বাচিকাঃ ।

নিজকর্ণাগোচরো যো মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ ॥

উপাংশুনিজকর্ণস্থ গোচরঃ পবিকীর্তিতঃ ।

নিগদন্ত জনৈর্বেদস্ত্রিবিধো জপ ঈবিতঃ ॥ ২ ॥

অন্তঃপ্রাণি—যত্য়চ্চনীচোচ্চবিতৈঃ স্পষ্টশব্দবদক্ষবৈঃ ।

মন্ত্রমুচ্চাবয়েদ্ ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ ॥

উচ্চাবয়েন্মন্ত্রমীষৎ কিঞ্চিদোষ্ঠৌ প্রচালয়ন্ ।

কিঞ্চিচ্ছব্দময়ং ত্রয়াহুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ ॥

ধিয়া যদক্ষবশ্চৈণ্যা বর্ণাদ্ বর্ণং পদাং পদম্ ।

হে কমলাননে । সর্বমন্ত্রের জপেব নিমিত্ত আমি জপবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর ।  
হে প্রিয়ে । মাতৃকাক্তাস ব্যতীত [ জপ ] অল্পষ্ঠিত হইলে তাহাকে নিফল জানিবে ।  
অতএব সর্বপ্রাণে শ্রাস কবিবে । জপের আদিতে ও জপেব অন্তে প্রাণায়াম করিবে ॥১॥

বিশুদ্ধেত্বে উক্ত হইয়াছে—“জপ হইতেছে অক্ষরবুত্তি অর্থাৎ মন্ত্রেব অন্তর্গত  
অক্ষরের উচ্চাবগকে জপ বলে । উহা মানস, উপাংশু ও বাচিক । যে জপ নিজ কর্ণেব  
অগোচর ( শ্রবণের অযোগ্য ), সেই জপ ‘মানস’ বলিয়া কথিত হইয়াছে । নিজকর্ণেব  
গোচর ( শ্রবণযোগ্য ) জপ ‘উপাংশু’ বলিয়া কথিত । সাধাবণ লোকসমূহের বেদ ( জ্ঞান-  
বিশয়ীভূত ) যে জপ, উহা নিগদ বা বাচিক । এইরূপে জপ ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে” ॥২॥

অন্তঃপ্রাণি উক্ত হইয়াছে—“যদি উচ্চ নীচভাবে অর্থাৎ উদাত্তাদিভেদে উচ্চবিত  
স্পষ্টশব্দযুক্ত অক্ষর সমূহেব দ্বাৰা স্পষ্টরূপে মন্ত্র উচ্চাবণ করা হয়, তবে তাহা ‘বাচিক’  
জপ-যজ্ঞ । অল্প ওষ্ঠেব চালনা কবিত্তে কবিত্তে অর্থাৎ ঈষৎ ধীবে ধীবে মন্ত্র উচ্চারণ  
করিবে এবং কিঞ্চিৎ উঠেঃস্ববে বলিবে, সেই জপ ‘উপাংশু’ কথিত হইয়াছে ।  
মনের দ্বাৰা অক্ষর শ্রেণীব বর্ণের পর বর্ণ ও পদের পদ চিন্তা করিবে । [ এইরূপে ]

শব্দানুচিন্তনাভ্যাসঃ স উক্তো মানসো জপঃ ॥

উচ্চৈর্জপাদ্ বিশিষ্টঃ স্মাত্ত্বপাংশুদশভিষ্ঠৈঃ ।

তস্মাদপি বিশিষ্টঃ স্মাৎ সহস্রং মানসো জপঃ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রজপ-পদ্ধতিঃ

দেবতাং চিত্তগাং কুর্যাৎ কুর্য্যাক হৃদয়ং স্থিরম্ ।

ওষ্ঠৌ তু সম্পূটৌ কৃত্বা স্থিৰচিত্তঃ স্থিবেন্দ্রিয়ঃ ॥

ধ্যায়েচ্চ মনসা বর্ণান্ জিহ্বোষ্ঠৌ ন বিচালয়েৎ ।

ন কম্পয়েচ্ছিবোগ্রীবান্ দন্তান্নৈব প্রকাশয়েৎ ॥

মন্ত্রোদ্ধাবক্রমেণৈব মন্ত্রং জপতি সাধকঃ ।

তদা সিদ্ধিঃ বিজানীত ন সিদ্ধিশ্চানুথা ভবেৎ ॥

মন্ত্রোদ্ধাবক্রমেণৈব মন্ত্রঘটকীভূত-স্বব্যাঞ্জন-বর্ণজ্ঞান-ক্রমেণেত্যর্থঃ ।  
এব-কাবোহবধাবণার্থঃ ।

আদৌ ধ্যানং ততো মন্ত্রং ধ্যানস্মাহন্তে মনুং জপেৎ ।

ধ্যানমন্ত্র-সমায়ুক্তঃ শীঘ্রং সিধ্যতি সাধকঃ ॥

কুলার্ণবে—মনসা পঠিতং স্তোত্রং বাচা বাপি মনোৰ্জপঃ ।

উভয়ং নিষ্ফলং দেবি । ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা ॥

ভূতশুদ্ধৌ—যস্মৈ যস্মৈ চ মন্ত্রস্য উদ্দিষ্টা যা চ দেবতা ।

শব্দেব যে ধ্যানাভ্যাস, তাহাই ‘মানস’ জপ কথিত হইয়াছে । উক্ত ( বাচিক ) জপ হইতে উপাংশু জপ দশগুণ শ্রেষ্ঠ । মানস জপ তাহা হইতেও সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ ॥ ৩ ॥

হৃদয়কে স্থিৰ কবিবে, দেবতাকে হৃদয়গত অর্থাৎ হৃদয়ে ধ্যান কবিবে । ওষ্ঠদ্বয় যুক্ত কবিবা স্থিৰচিত্ত ও স্থিবেন্দ্রিয় হইবা মনেব দ্বাবা বর্ণগুলিকে ধ্যান কবিবে । জিহ্বা ও ওষ্ঠ চালনা কবিবে না । মস্তক ও গ্রীবাকে কম্পিত কবিবে না, দাঁতগুলি বাহিৰ কবিবে না । সাধক যখন মন্ত্রোদ্ধাব-ক্রমেই মন্ত্র জপ কবে, তখন সিদ্ধি জানিবে, অন্যথা সিদ্ধি হয় না । “মন্ত্রোদ্ধাবক্রমেণৈব” এই পদেব অর্থ—মন্ত্রেব অন্তর্গত স্বব ও ব্যঞ্জনবর্ণেব জ্ঞানক্রমেই । ‘এব’কাবাব অর্থ—অবধাবণ । প্রথমে ধ্যান ও তাহাব পব মন্ত্র জপ কবিবে ; ধ্যানেব অন্তেও মন্ত্র জপ কবিবে । সাধক ধ্যান ও মন্ত্র যুক্ত হইলেই শীঘ্র সিদ্ধিলাভ কবে । কুলার্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে দেবি ! মনেব দ্বাবা পঠিত স্তোত্র এবং বাক্যেব দ্বাবা অর্থাৎ উচ্চৈঃস্ববে মন্ত্রেব জপ—উভয়ই ভগ্ন ভাণ্ডস্থিত জলেব ত্রায় নিষ্ফল ।” ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“যে যে মন্ত্রেব যে যে দেবতা কথিত

চিন্তয়িত্বা তদাকাবং মনসা জপমাচবেৎ ॥

শনৈঃ শনৈববিস্পষ্টং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্ ।

ক্রমেণোচ্চাবয়েদ্ বর্ণনাত্তন্তুক্রম-যোগতঃ ॥

অতিব্রূষো ব্যাধিহেতুবতিদীর্ঘো বস্তুক্ষয়ঃ ।

অক্ষবাক্ষবসংযুক্তং জপেন্ন্যোক্তিক-হাববৎ ॥

কুলার্ণবে—তন্নিষ্ঠস্তদগত-প্রাণস্তচ্চিত্তস্তৎপবায়ণঃ ।

তৎপদার্থানুসন্ধানং কুর্ব্বন্ মন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে । ॥ ৪ ॥

কড়যামলে—কথং মন্ত্রাশ্চ সিধ্যন্তি মন্ত্রার্থজ্ঞানিনঃ প্রিয়ে ! ।

পশুভাববিহীনশ্চ ন তস্য ভজতে ফলম্ ॥

মন্ত্রার্থস্থানভিজ্ঞো হি ন জপফলমশ্নুতে ।

মন্ত্রার্থঃ মন্ত্রদেবতায়োবভেদজ্ঞানম্ । তথ্যোক্তং যামলে—

মন্ত্রার্থো দেবতাকপ-চিন্তনং পবমেশ্ববি । ।

মন্ত্রাত্মকশ্চ দেবঃ স্রাদ্ মন্ত্রবাচ্যা চ দেবতা ॥

বাচ্যবাচকভাবেনৈবাহভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ ।

মন্ত্রবাচ্যা দেবতা হি মন্ত্রো হি বাচকঃ স্মৃতঃ ॥

বাচকেহপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি ।

হইয়াছে, সেই দেবতার আকাব (মুষ্টি) চিন্তা কবিশা মনেব ছাবা জপ কবিবে । দ্রুত বা বিলম্বে মন্ত্রবর্ণ উচ্চাবণ কবিবে না । ধীবে ধীবে অবিস্পষ্টভাবে আত্মতত্ত্বক্রমে ক্রমিক মন্ত্র-বর্ণগুলিকে উচ্চাবণ কবিবে । অতি ধীবে উচ্চাবণ ব্যাধিব জনক । আবাব অতি দ্রুত ধন-ক্ষয়কারক । মুক্তাহাবেব স্রাঘ অক্ষবেব পব অক্ষব সংযুক্ত কবিশা জপ কবিবে ।” কুলার্ণবে উক্ত হইয়াছে—“হে প্রিয়ে ! মন্ত্রনিষ্ঠ ও মন্ত্রগত প্রাণ হইয়া এবং মন্ত্রে চিত্ত স্থাপ্ত কবিশা মন্ত্র-পবায়ণ হইয়া মন্ত্রেব অন্তর্গত মন্ত্র-পদার্থেব শ্রবণ কবিত্তে কবিত্তে মন্ত্র জপ কবিবে ॥৪॥”

কড়যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে প্রিয়ে ! মন্ত্রেব অর্থজ্ঞানবহিত ব্যক্তিব মন্ত্রসিদ্ধি কিরূপে হয় ? পশু অর্থাৎ অদীক্ষিত জীব ভাবনাসূত্র হইলে সেই মন্ত্রেব ফল লাভ কবে না এবং মন্ত্রার্থে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি জপ-ফল ভোগ কবে না ।” “মন্ত্রার্থঃ” পদেব অর্থ—মন্ত্র ও দেবতােব অভেদ জ্ঞান । যামল তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা—“হে পবমেশ্ববি ! মন্ত্রার্থ হইতেছে দেবতার রূপ-চিন্তন , কাবণ দেবতা মন্ত্রেব স্বরূপ এবং মন্ত্রেব বাচ্যও দেবতা । বাচ্য-বাচক-ভাবেই মন্ত্র ও দেবতােব অভেদ হইয়াছে । দেবতা মন্ত্রেব বাচ্য এবং মন্ত্র [ দেবতােব ] বাচক কথিত হইয়াছে । বাচক মন্ত্র বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলেই

প্রকাবাস্তবমাহ ভূতশুদ্ধৌ—মন্ত্রার্থং পবমেশানি । সাবধানাহবধারয় ।

আধাবে চিন্তয়েদ্ বিত্যাং শুদ্ধফটিক-সন্নিভাম্ ॥

বন্ধুককচিবাং লিঙ্গে নাভৌ ফটিক-সন্নিভাম্ ।

হৃদি মাবকতপ্রখ্যাং হবিদ্বর্ণাং বিশুদ্ধকে ॥

আজ্ঞায়াং চিন্তয়েদ্ বিত্যাং চতুর্বর্ণানুবজ্জিতাম্ ।

ষট্চক্রে পবমেশানি । ধ্যায়েৎ সাধক-সন্তপঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রপুরস্চরণ-বিধিঃ

কদ্র্যামলে—মন্ত্রং নীত্বা গুবোঃ পার্শ্বে গুণভক্তি-পুংসবঃ ।

মন্ত্রশ্রোত্রাস্ত-হৃদয়ে-প্রাণান্ বিজ্ঞায় যত্নতঃ ॥

মন্ত্রাণাং কীলকং জ্ঞাত্বা কুর্য্যান্মন্ত্রপুবজ্জিয়াম্ ।

নৈচৈতদ্ বচনং পুবস্চরণবিষয়মেবেতি বোদ্ধব্যম্ । শ্রোত্রাদীনাং জ্ঞানা-  
ভাবে মন্ত্রজপমাত্রনিষেধাৎ । তথ্যচৌক্তং মন্ত্রকোষে—

শ্রোত্রাদীনাং জ্ঞানাভাবে মন্ত্রজাপং কবোতি যঃ ।

দাবিদ্র্যঞ্চ বিপত্তিঞ্চ নবকং প্রাপ্ত য়াৎ তু সঃ ॥

অন্তত্রাপি—হৃদয়েবিহীনো মন্ত্রো দাবিদ্র্য-ক্লেশ-দায়কঃ ।

তন্ত্রান্তবে—শ্রোত্রাস্ত-নেত্র-হৃদয়-জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্ন য়াৎ ।

বাচ্য দেবতা প্রসন্ন হন ।” ভূতশুদ্ধি তন্ত্রে [ মন্ত্রার্থেব ] প্রকাবাস্তব বলিতেছেন—“হে পবমেশানি । [ তুমি ] অবহিত হইয়া মন্ত্রেব অর্থ শ্রবণ কব । মূল্যধারে বিত্যাংকে ( ইষ্টদেবতাকে ) শুদ্ধ ফটিকতুল্য চিন্তা কবিবে । লিঙ্গমূলে বন্ধুক পুষ্পেব শ্রাব্য কান্তি-বিশিষ্টা অর্থাৎ বক্তবর্ণা, নাভিতে ফটিকেব শ্রায় দীপ্তিবিশিষ্টা, হৃদয়ে মকবত মণিব শ্রাব্য হবিদ্বর্ণা, বিশুদ্ধ চক্রে হবিদ্বর্ণা এবং আজ্ঞাচক্রে বিত্যাংকে চাবিবর্ণে অনুরঞ্জিতা চিন্তা কবিবে । হে পরমেশানি ! সাধকপ্রবর ষট্চক্রে [ বিত্যাংকে এইকপ ] ধ্যান কবিবে ॥৫॥”

কদ্র্যামলে তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“[ সাধক ] গুণব প্রতি ভক্তিপূর্বক গুণব নিকট মন্ত্র লইয়া যত্ন পূর্বক মন্ত্রেব শ্রোত্র, মূখ, হৃদয়, নেত্র ও প্রাণ অবগত হইয়া এবং মন্ত্রেব কীলক জানিষা মন্ত্রেব পুবস্চরণ কবিবে ।” এই বচনটা পুরস্চরণ বিষয় ইহা বুঝিও না ; কাবণ [ উক্ত বচনে ] শ্রোত্রাদিব জ্ঞানের অভাবে কেবল মন্ত্র জপেব নিষেধ হইয়াছে । মন্ত্রকোষেও তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা—“যে ব্যক্তি [ মন্ত্রেব ] শ্রোত্রাদি জ্ঞান না থাকিলেও মন্ত্র জপ করে ; সে দাবিদ্র্য, বিপৎ ও নবক প্রাপ্ত হয় ।” অন্তত্রও উক্ত হইয়াছে—“হৃদয় ও নেত্র বিহীন মন্ত্র অর্থাৎ যে মন্ত্রেব হৃদয় ও নেত্রেব জ্ঞান নাই, উহা দাবিদ্র্য ও ক্লেশপ্রদ ।” তন্ত্রান্তবে উক্ত হইয়াছে—“শ্রোত্র, মূখ, নেত্র ও হৃদয়ের

সত্ৰঃ সিদ্ধিঃ সৰ্ববিধা শ্ৰাং সাক্ষাচ্ছিব এব সঃ ॥

ভূতডামবে—ইন্দ্রিয়মনোবিশুদ্ধ্যা মনোবাস্তাদিকং বক্ষ্যে ।

শৃণু দেবি । প্রবক্ষ্যামি কালীমন্ত্রতনুক্রমম্ ॥ ৬ ॥

কালীমন্ত্রাদীনাং তনুক্রমঃ

বিন্দুং শ্রোত্রং নাদমাশ্রং ককাবং হৃদয়ং বিজুঃ ।

বহ্নিং নেত্রং কীলকঞ্চ দীর্ঘেকাবং প্রিয়ংবদে । ॥

তকাবং তাবিণীমন্ত্রে হৃদয়ং বিদ্ধি পার্বতি । ।

হকাবং বিদ্ধি সৰ্বত্র শক্তিমন্ত্রে সুরবেশ্ববি । ॥

উত্তরতন্ত্রে—প্রাণবিজ্ঞা মহাবিজ্ঞা সা বিজ্ঞা মুক্তিদায়িকা ।

শ্রামায়া দ্বাবিংশত্যক্ষরবিজ্ঞায়াং বিশেষমাহ উত্তরতন্ত্রে—

ক্রী-কাবো মন্তকং দেবি । ক্রী-কাবশ্চ ললাটকম্ ।

নেত্রত্রয়ং ক্রী-কাবেণ হু-কাবেণ চ নাসিকা ॥

হু-কাবো মুখপদ্মং শ্রাদ্ হ্রী-কাবঃ কর্ণযুগ্মকম্ ।

হ্রী-কাবেণ ভবেদ্ গ্রীবা দ-কারশ্চিবুকং ভবেৎ ॥

ক্ষি-কাবেণ ভবেদ্ দন্তো গে-কাবেণৌষ্ঠযুগ্মকম্ ।

কা-কাবেণ স্তনদ্বন্দ্বং লি-কাবঃ পৃষ্ঠদেশকম্ ॥

কে-কাবেণ ভবেদ্ বাহুঃ ক্রী-কাবেণোদবং ভবেৎ ।

জ্ঞান হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ সৰ্ববিধ সিদ্ধি হইবে ও সে সাক্ষাৎ শিব হইয়া যাব ।” ভূতডামব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“ইন্দ্রিয় ও মনের বিশুদ্ধিব সহিত মন্ত্রেব মুখ প্রভৃতি বলিতেছি । হে দেবি ! কালী মন্ত্রেব দেহক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কব ॥৬॥

হে প্রিয়ংবদে ! [ কালীমন্ত্র ক্রী-কাবেব ] বিন্দুকে শ্রোত্র, নাদকে মুখ, ককাবকে হৃদয়, বহ্নি অর্থাৎ বকাবকে নেত্র এবং দীর্ঘ ঈকাবকে কীলক জানিবে । হে পার্বতি ! তাবিণী মন্ত্রে তকাবকে হৃদয় জানিবে । হে সুরবেশ্ববি ! সৰ্বত্র অর্থাৎ সকল শক্তিমন্ত্রে [ শাস্ত্রাবীজের ] হকাবই হৃদয় জানিও ।” উত্তরতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“প্রাণ-বিজ্ঞা ( প্রাণযোগ ) মহাবিজ্ঞা, সেই প্রাণবিজ্ঞাই মুক্তি-দায়িনী ।” উত্তরতন্ত্রে শ্রামায় দ্বাবিংশতি অক্ষর মন্ত্রে বিশেষ বলিতেছেন—“হে দেবি । [ প্রথম ] ক্রী-কাব মন্তক ; [ দ্বিতীয় ] ক্রী-কার ললাট ও [ তৃতীয় ] ক্রী-কাবেব দ্বাবা নেত্রত্রয়, হু-কাবদ্বাবা নাসিকা ; হু-কাব মুখপদ্ম, [ প্রথম ] হ্রী-কাব কর্ণদ্বয় ও [ দ্বিতীয় ] হ্রী-কাবদ্বারা গ্রীবা হয় । দকাব চিবুক, ক্ষিকাবদ্বারা দন্ত, গে-কাবদ্বারা ওষ্ঠদ্বয়, কা-কাবদ্বারা স্তনদ্বয়,



ক্রী'-কাবো নাভিদেশঃ শ্রী'-কাবশ্চ নিতম্বকম্ ॥

হু'-কাবো যোনিবপঃ শ্রী'-কাবেণোব্যুগ্ধকম্ ।

হ্রী'-কাবো জাহ্নুগ্ধাং শ্রী'-কাবো গুল্ফদেশকঃ ॥

স্বা-কাবেণ পদদ্বন্দ্বং হা-কাবেণ নখাস্তথা ॥ ৭ ॥

তাবাবিছায়াং যামলে—বাগ্‌দেব্যাঃ সমুদায়ঃ শ্রী'-কাবো মুখম্ ।

মায়াবধুস্থিতৌ বিন্দু লোচনে সমুদাহতে ॥

হসকাবৌ শ্রুতৌ দীর্ঘ-স্ববৌ হৃদয়বপিনৌ ।

ফটকাবৌ যোন্ত্যদবাবকাবেণ স্তনদ্বয়ম্ ॥

রেফযুগ্ধাং পদদ্বন্দ্বং তকাবং ভাললোচনম্ ।

বেদভূজস্বকপঞ্চ নাদযুগ্ধমুদাহতম্ ॥

। কূর্চং প্রাণা একজটা-শবীং সর্বমিচ্ছতে ।

কূর্চং মুখস্ত বিজ্ঞেয়মন্ত্রমন্ত্রেষু পার্বতি । ॥

অন্তমন্ত্রেষু একজটীয়া প্রণববহিত-মন্ত্রেষু কূর্চং মুখং \* তেন তত্তমন্ত্র-

লিকাবদ্বাৰা পৃষ্ঠদেশ, কেকাবেব দ্বাৰা বাহু হয় । [প্রথম] ক্রী'-কাবেব দ্বাৰা উদব হয় । [দ্বিতীয়] ক্রী'-কাব নাভিদেশ ও [তৃতীয়] ক্রী'-কাব নিতম্বস্বকপ । হু'-কাব যোনিরূপ, হু'-কাবেব দ্বাৰা উৰযুগ্ধ ও হ্রী'-কাবেব দ্বাৰা জাহ্নুযুগ্ধ হব । হ্রী'-কাব গুল্ফদেশস্বকপ, স্বাকাবেব দ্বাৰা পদদ্বন্দ্ব এবং হাকাবেব দ্বাৰা নখসমূহ হইবা থাকে ॥ ৭ ॥"

যামল তন্ত্ৰে তাবাবিছা বিষয়ে উক্ত হইবাছে—“বাগ্‌দেবীং ( নীল সবস্বতীব ) [ মন্ত্র ] সমুদায় আকৃতি । প্রণব মুখস্বকপ । মায়াবীজ ও বধুবীজস্থিত বিন্দুদ্বয় দুইটা লোচন বলিরা কথিত হইবাছে । হকাব ও সকাব কর্ণদ্বয়, দীর্ঘস্ববদ্বয় হৃদয়স্বকপ, ফকাব যোনিরূপ, টকাব উদবস্বরূপ, অকাবেব দ্বাৰা স্তনদ্বয় হব, বেফদ্বয় পাদদ্বয়-স্বরূপ, তকাব ললাটস্থিত লোচনস্বরূপ এবং নাদদ্বয় চাবি বাহুস্বরূপ কথিত হইবাছে । কূর্চবীজ প্রাণস্বরূপ । সমস্ত একজটা শবীং এইকপই উক্ত হইবাছে । হে পার্বতি ! অস্ত্র মন্ত্র সমূহে কূর্চবীজ মুখস্বরূপ জানিবে ।” “অস্ত্র মন্ত্রেষু” ইহাব অর্থ—“একজটীয়া প্রণববহিত-মন্ত্রেষু অর্থাৎ একজটাব প্রণববহিত মন্ত্র সমূহে কূর্চবীজ মুখস্বরূপ ।

\* নৈতদ্ রহস্ত্যং, অস্ত্রমন্ত্রেষু প্রণববহিত কূর্চমন্ত্রেষু—কূর্চং মুখমিতি সামাজ্যভিধানাং তারাত্তোভানামেকজটাপ্রকৃতিত্বাৎ পূর্বোক্তৈকজটাপদস্তোপলক্ষণেদেন অন্তেষাং তারাত্তোভানামপি তারাত্তমন্ত্রস্থলে কূর্চং মুখং, সপ্রণবমন্ত্রেষু চ প্রণবো মুখমিতি বিজ্ঞেয়ম্ ।

ঘটকীভূত-তত্ত্বদর্শোৎপন্ন-মুখনাসৌষ্ঠ-দন্তাধব-হস্তপাদস্তন-যোত্রা-ছবযবাব-  
চ্ছিন্নশবীরং জ্ঞানবিষয়ীকৃত্য জপেদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

### কামিনীতত্ত্বম্

কামধেনুতন্ত্রে—অথাত্মং সংপ্রবক্ষ্যামি কামিনীতত্ত্বমদ্ব্যুতম্ ।

শৃণু তত্ত্বং মহেশানি ! ককাবেস্তাহতিদুর্লভম্ ॥

বহস্তং পবমার্চর্য্যং ত্রিকোণানাঞ্চ সংশৃণু ।

বামবেথা ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দক্ষিণবেথিকা ॥

অধোবেথা ভবেদ্ কজ্রো মাত্রা সাক্ষাৎ সবস্বতী ।

কুণ্ডলী চাক্ষুশাকাবা মধ্যশৃঙ্গং সদাশিবঃ ।

জবাযাবকসঙ্কাশা বামবেথা ববাননে ॥

শবচ্চন্দ্র-প্রতীকাশা দক্ষবেথা সমূর্ত্তিকা ।

অধোবেথা ভবেদ্ কজ্রো মহামবকত-দ্রুতিঃ ।

শঙ্খ-দুগ্ধ-সমাভাসা মাত্রা সাক্ষাৎ সবস্বতী ॥

অক্ষুশা কুণ্ডলী যা তু কোটিবিদ্যাল্লভাকৃতিঃ ।

কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশো মধ্যশৃঙ্গং সদাশিবঃ ॥

শৃন্তেষু পবমেশানি ! সর্বব্যাপী সদাশিবঃ ॥

অতএব একজটাব সেই সেই মস্তকব অন্তর্গত সেই সেই বর্ণের দ্বাবা উৎপন্ন মুখ, নালিকা, গুষ্ঠ, দন্ত, অধব, হস্ত, পদ, স্তন, যোনি প্রভৃতি অববববিশিষ্ট শরীর জানিয়া জপ কবিরে ॥৮॥

কামধেনু তন্ত্রে উক্ত হইবাছে—“অনন্তব আর্চর্য্যজনক অত্র কামিনীতত্ত্ব ( ককাবে-  
তত্ত্ব ) বলিব । হে মহেশানি ! ককাবেব অতি দুর্লভ তত্ত্ব শ্রবণ কব এবং ত্রিকোণ  
সমূহেব পবমার্চর্য্য বহস্তং শ্রবণ কব । [ ককাবেব ] বামবেথা হইতেছেন ব্রহ্মা,  
দক্ষিণবেথা বিষ্ণু, অধোবেথা কজ্র এবং মাত্রা সাক্ষাৎ সবস্বতী । অক্ষুশাকাব রেথা  
কুণ্ডলীস্বরূপা এবং মধ্যেব অবকাশ ( ফাঁক ) সদাশিব স্বরূপ । হে ববাননে । বামবেথা  
জবা ও যাবকেব ( অলক্তক বস—আলতা ) দ্রাব [ বস্ত্রবর্ণ ], দক্ষিণবেথা শবচ্চন্দ্রেব  
দ্রাব গুরুবর্ণা ও মূর্ত্তি বিশিষ্টা । অধোবেথা কজ্র মহামবকভেব দ্রাব দ্রুতি-বিশিষ্ট ।  
সাক্ষাৎ সবস্বতীকপা মাত্রা শঙ্খ ও দুগ্ধেব দ্রাব শুভ্রবর্ণা । কুণ্ডলী-স্বরূপা অক্ষুশাকাব  
বেথা কোটি বিদ্যাংমালাব দ্রাব আকাব-বিশিষ্টা অর্থাৎ অত্যুজ্জল গুরুবর্ণা, সদাশিব-  
স্বরূপ মধ্যাবকাশ কোটি চন্দ্রেব দ্রাব শুভ্রবর্ণ । হে পরমেশানি ! সর্বব্যাপী সদাশিব

ঈশ্বরো যন্ত দেবেশি । কলাচতুষ্টয়াস্বকঃ ।  
 ইচ্ছাশক্তিৰ্ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুস্ত জ্ঞানশক্তিমান্ ।  
 ক্রিয়াশক্তিৰ্ভবেদ্ কদ্ৰঃ সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিমূৰ্ত্তিমান্ ।  
 আত্ম-বিদ্যা-শিবৈস্তত্ত্বৈঃ সদাশিবঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥  
 শূন্যেযু সংস্থিতা কালী কৈবল্যপদদায়িনী ।  
 মৰ্দ্দিনী সংস্থিতা তস্য দক্ষভাগে সমূৰ্ত্তিকা ।  
 বামভাগে স্থিতা লক্ষ্মীচতুৰ্ভাগপ্রদায়িনী ॥  
 তাসাং গৰ্ভে স্থিতা সা চ স্তন্দবী পবদেবতা ।  
 তিসৃণাং গৰ্ভসম্ভূতা ত্রিপুবা চাত এব হি ।  
 পবমাত্ম-স্বকপদ্বাং তাসাং গৰ্ভে প্রতিষ্ঠিতা ।  
 অত্রে চ কালিকায়াঃ স্যুঃ সৰ্ব্বা ভেদাশ্চ পার্বতি ।  
 তত্র স্থিত্বা সৃজেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ পালনতৎপবঃ ।  
 কদ্ৰঃ সংহাবকর্তা চ ঈশ্বরস্ত সদাশিবঃ ।  
 ঈশ্বরো যন্ত দেবেশি ! ত্রিকোণে তস্য সংস্থিতিঃ ।  
 ত্রিকোণমেতৎ কথিতং যোনিমণ্ডলমুক্তমম্ ।

শূন্যভাগে রহিয়াছেন। হে দেবেশি। যিনি ঈশ্বর, তিনি কলাচতুষ্টয় স্বরূপ ( ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও পবশক্তি স্বরূপ )। ইচ্ছাশক্তি হইতেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু জ্ঞানশক্তিমান্। ক্রিয়াশক্তি কদ্ৰ। সকলেই প্রকৃতিব মূর্ত্তিবিশিষ্টা অর্থাৎ শক্তিমান্। ,সদাশিব আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আছেন। কৈবল্যপদ-(মোক্ষ) দায়িনী কালী শূন্যে অবস্থিত। সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী মহিষমৰ্দ্দিনী তাঁহার দক্ষভাগে অবস্থিত আছেন। চতুৰ্ভাগ-প্রদায়িনী লক্ষ্মী বামভাগে অবস্থিত। সেই পবদেবতা স্তন্দবী তাঁহাদেব গৰ্ভে বহিয়াছেন। এই তিনেব গৰ্ভ হইতে উৎপন্ন, এইজন্যই তিনি ‘ত্রিপুবা’। [তাঁহারা] পবমাত্মস্বরূপ বলিয়া তাঁহাদেব গৰ্ভে প্রতিষ্ঠিত বহিয়াছেন। হে পার্বতি ! অত্র সমস্ত ভেদই কালিকাব অর্থাৎ অস্ত্রাত্ম সমস্ত মূর্ত্তিই কালিকাকণী ককাব তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন। এই ককাব তত্ত্বে থাকিষাই ব্রহ্মা সৃষ্টি কবেন, বিষ্ণু পালন পরাধণ হইয়াছেন এবং কদ্ৰ সংহাব কর্তা ও সদাশিব ঈশ্বর হইয়াছেন। হে দেবেশি ! যিনি ঈশ্বর, তাঁহার ত্রিকোণেই অবস্থিতি। এই ত্রিকোণ উক্তম যোনি মণ্ডল বলিষা কথিত হইয়াছে। হে দেবি ! হে বরবারিণি ! ককাব হইতে সমস্ত উৎপন্ন হয়।

ককাবাজ্ জায়তে দেবি ! সর্ব্বঞ্চ ববর্গিনি ! ।  
 ককাবাং সর্ব্বমুৎপন্নং কামঃ কৈবল্যমেব চ ॥  
 অর্থোহপি জায়তে দেবি ! সোহপি ধর্ম্মবলাদ্ তথা ।  
 সর্ব্বাসাং দেবতানাঞ্চ ককাবো মূলমেব চ ॥  
 আসনং ত্রিপুরাদেব্যাঃ ককাবঃ পঞ্চদেবতঃ ।  
 ককাবাং কামদা কামকপিণী ক্ষুব্দব্যয়া ॥  
 মাতা সা সর্ব্বদেবানাং কৈবল্যপদ-দায়িনী ।  
 কৈবল্যং প্রপদে য(শ্চাঃ)স্মাৎ কামিনী সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৯ ॥

### কামিনী-ধ্যানম্

জবা-যাবক-সিন্দূব-সদৃশীং কামিনীং পবাম্ ।  
 চতুর্ভূজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ বাহুবল্লী-বিবাজিতাম্ ॥  
 কদম্ব-কোবকাকাব-স্তনদ্বয়-বিভূষিতাম্ ।  
 শঙ্খ-কঙ্কণ-কেয়ূর্বৈরঙ্গদৈরুপশোভিতাম্ ॥  
 বহ্নুহাবৈঃ পুষ্পহাবৈঃ শোভিতাং পবমেশ্বরীম্ ।  
 এবং হি কামিনীং ধ্যাওয়া ককাবং দশধা জপেৎ ॥  
 প্রফুল্লঞ্চ ততো জপ্ত্বা জপস্ত্র ফলভাগ্ ভবেৎ ।  
 এতৎ তে কথিতং দেবি । ককাবতত্ত্বমদ্ভুতম্ ॥

ককাব হইতে কাম, কৈবল্য—সকলই উৎপন্ন হয় । হে দেবি । অর্থও উৎপন্ন হয় এবং সেই অর্থও ধর্ম্মবল হইতে অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতেও উৎপন্ন হয় । সকল দেবতাবই ককাব মূল কাবণ । পঞ্চদেবতা-স্বরূপ ককাব ত্রিপুরা দেবীর আসন । ককাব হইতে কামকপিণী, কাম্যফলপ্রদা, নিত্য, সমস্ত দেবতাগণের মাতা, কৈবল্যপদ (মোক্ষ)-দায়িনী, দীপ্তিময়ী সেই কামিনী আবির্ভূত হইয়াছেন । যেহেতু [ তাঁহাব ] পাদদ্বয়ে কৈবল্য অবস্থিত, [ সেই হেতু ] তিনি ‘কামিনী’ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

পবা পবমেশ্বরী কামিনীকে জবা ফুল, যাবক (আলতা) ও সিন্দূব সদৃশী অর্থাৎ বস্ত্রবর্ণা, চতুর্ভূজা, নেত্রত্রয়-যুক্তা, বাহুরূপ বল্লী (লতা) দ্বাৰা বিবাজিতা অর্থাৎ স্তনদ্বয় বাহবিশিষ্টা, কদম্ব কোবকের দ্বাৰা স্তনদ্বয়ে শোভিতা ; শঙ্খ, কঙ্কণ, কেয়ূর ও অঙ্গদ (ভাড) দ্বাৰা বিভূষিতা, বহ্নুহাব ও পুষ্পহাবের দ্বাৰা শোভিতা ধ্যান কবিবে । কামিনীকে এইরূপেই ধ্যান করিয়া দশবাব ককাব জপ কবিবে । তাঁহাব পব প্রফুল্ল যন্ত্র জপ কবিয়া জপের ফলভাগী হইবে । হে দেবি । এই অদ্ভুত ককাবতত্ত্ব তোমাব

এতৎ তু কালিকাবীজং প্রফুল্লং শৃণু সুন্দবি ।।  
 পৃথীবীজং ততো ধৃত্বা বামাক্ষি-সংযুতং কুরু ।  
 বিন্দুর্দ্ব্যসংযুতো ভূত্বা প্রফুল্লং ভবতি প্রিয়ে ।।  
 লকারঃ পৃথিবী সাক্ষাৎ সর্ববত্ত্ব-প্রদায়িনী ।  
 গীতাজীং গীতবসনাং গীতবিদ্যুল্লতাকৃতিম্ ॥  
 সুখপ্রসন্ন-বদনাং বভ্রুকুণ্ডল-মণ্ডিতাম্ ।  
 এবং হি সংস্রবেদ্ বীজং তদুর্দ্ধে কামিনীং পবাম্ ॥  
 ককাবসংযুতং কৃত্বা প্রফুল্লং ভাবয়েৎ প্রিয়ে ।।  
 মর্দ্দিনী যা মহেশানি । সা বামা পবমেশ্ববি ।।  
 প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসাং দশবাহু-সমম্বিতাম্ ।  
 ত্রিভঙ্গ-ললিতাকাবাং জটাজুট-বিভূষিতাম্ ॥  
 ত্রিলোচনাং চন্দ্রবেথাং মহিষাসুৰমর্দ্দিনীম্ ।  
 সিংহাসনগতাং দেবীং ভাবয়েদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥ ১০ ॥  
 বহুকপময়ীং দেবীং ককাং কামিনীং পবাম্ ।  
 গুরুবর্ণাং বক্তবর্ণাং ( গীতবর্ণাং ) গীতচম্পক-হাসিনীম্ ॥  
 হরিদ্বর্ণাং কৃষ্ণবর্ণাং নানাচিত্র-স্বকপিণীম্ ।

নিকট কথিত হইল । হে সুন্দবি ! এই ককাব তত্ত্বই কালিকাব বীজ । প্রফুল্লবীজ  
 শ্রবণ কব । তাহা হইতে অর্থাৎ কালিকার বীজরূপ ককাবতত্ত্ব হইতে পৃথীবীজ ধাবণ  
 ( গ্রহণ ) করিয়া বামাক্ষি ( দীর্ঘ জঁকাব ) দ্বাৰা সংযুক্ত কব । হে প্রিয়ে ! বিন্দু ও  
 অর্দ্ধচন্দ্র ( ° ) দ্বাৰা সংযুক্ত হইয়া উহা প্রফুল্ল হয় । লকাবই সাক্ষাৎ সর্ববত্ত্বপ্রদায়িনী  
 পৃথিবী । গীতাজী, গীতবসনা, গীতবর্ণ বিভ্রাৎ-লতাব ( মালাব ) ত্রায় আকৃতিবিশিষ্টা,  
 সুখে প্রসন্নবদনা অর্থাৎ হাসমুখী, বভ্রুকুণ্ডল দ্বাৰা বিভূষিতা—এইরূপে প্রফুল্লবীজকে  
 চিন্তা কবিবে এবং তাহার উর্দ্ধে পবা কামিনীকে স্রবণ কবিবে । হে প্রিয়ে । ককাব  
 সংযুক্ত কবিয়া প্রফুল্লবীজকে তাবনা কবিবে । হে পবমেশ্ববি ! যিনি মর্দ্দিনী ( মহিষ-  
 মর্দ্দিনী ) তিনিই বামা । বৈষ্ণবোত্তম দেবী মহিষমর্দ্দিনীকে প্রতপ্ত কাঞ্চনেব ত্রাণ  
 দীপ্তিবিশিষ্টা, দশবাহুযুক্তা, ত্রিভঙ্গে ললিতাকাবা অর্থাৎ মনোহর আকৃতিবিশিষ্টা, জট-  
 জুট-বিভূষিতা, ত্রিলোচনা, চন্দ্রবেথা বিভূষিতা, সিংহাসনোপবিষ্টা তাবনা কবিবে ॥ ১০ ॥

ককাবরূপ বহুকপময়ী পবা কামিনী দেবীকে গুরুবর্ণা, বক্তবর্ণা, গীতচম্পকেব ত্রায়  
 বর্ণবিশিষ্টা অর্থাৎ গৌরাজী, হরিদ্বর্ণা, কৃষ্ণবর্ণা ও নানাবর্ণ-স্বকপিণী চিন্তা কবিবে ।

উৎপত্তেঃ কাবণং ভূমেদেবানাং চৈব পার্বতি । ॥  
 বীজমেতন্মহাশূন্যং বিশোৰ্জ্জ্বলশ্চনং সদা ।  
 তদুর্দ্ধে নাদতত্ত্বঞ্চ যোনিরূপাং সনাতনীম্ ॥  
 প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসাং ত্রিকোণাং শশিশেখবাম্ ।  
 শৃঙ্গাবরস-সন্দোহৈঃ পূৰ্বি(জ্জি)তাং পবমেশ্বরীম্ ॥  
 তদুর্দ্ধে ভাবয়েদ্বিন্দুং শিবশক্তিময়ং সদা ।  
 শূন্যরূপঃ শিবঃ সাক্ষাদ্বিন্দুঃ পবমকুণ্ডলী ॥  
 শূন্যভাগঃ কলাযুক্তো বিন্দুশ্চ মোক্ষদোহব্যয়ঃ ।  
 সার্কজিবলয়াকাবা কোটিবিদ্যুৎ-সমপ্রভা ॥  
 সর্পাকারা শিবং বেষ্ট্য তত্রৈব সংস্থিতা সদা ।  
 এবং হি সংস্রবেদ্বভক্ত্যা বীজশক্তি-সমাপ্রিতাম্ ॥  
 বীজাং তু জায়তে ব্রহ্মা জ্ঞানাত্মা পবমেশ্বরঃ ।  
 শব্দব্রহ্মময়ো ভূত্বা ঈশ্বরঃ কার্য্যাকাবণম্ ॥  
 কৃষ্ণস্ত চঞ্চলাপাঙ্গি ! মাতা সা কামিনী পবা ।  
 বীজাচ্চৈবাহঙ্কুরে জাতে বীজং নিষ্ফলতাং ব্রজেৎ ॥  
 এতদ্বীজং ববাবোহে । সদা সাবময়ং বিভু ।

হে পার্বতি ! এই মহাশূন্য বীজ ভূমি ও দেবতাব উৎপত্তিব কাবণ এবং ইনিই সর্বদা  
 বিষ্ণুব জন্মস্থান । তাহাব উর্দ্ধে নাদতত্ত্বকে যোনিরূপা, সনাতনী, প্রতপ্ত কাঞ্চনেব  
 ছায দীপ্তিবিশিষ্টা, ত্রিকোণাকাবা, শশিশেখবা, শৃঙ্গাবরস-সমূহেব ছাযা পবিপূর্ণা,  
 পরমেশ্বরী-স্বরূপ ভাবনা কবিবে । তাহাব উর্দ্ধে বিন্দুকে সর্বদা শিবশক্তি-স্বরূপ ভাবনা  
 কবিবে । শূন্যরূপ অংশ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ এবং বিন্দু সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী । [ শিবরূপ ]  
 শূন্যভাগ কলা ( শক্তি ) যুক্ত এবং বিন্দু মোক্ষপ্রদ ও অব্যয় । সার্কজিবলয়াকাবা,  
 কোটিবিদ্যুৎ তুল্য প্রভাবিশিষ্টা, সর্পাকাবা কুণ্ডলিনী শিবকে বেষ্টন কবিয়া সেইখানেই  
 সর্বদা অবস্থিত আছেন । বীজ ও শক্তি সংযুক্ত কামিনীকে এইরূপেই ভক্তিপূর্বক  
 ভাবনা কবিবে । জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর ব্রহ্মা [ এই ] বীজ হইতেই উৎপন্ন হন এবং  
 শব্দব্রহ্মময় হইয়া [ তিনিই ] কার্য্য-কাবণরূপে ঈশ্বর হন । হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! সেই পবা  
 কামিনী কৃষ্ণেব জননী । বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে বীজ নিষ্ফল হয় । হে  
 বরারোহে । এই বীজ সদা সারময় ও বিভু ( নিত্য ) । লকাব সংযুক্ত হইয়া ইনি

লকাবসংযুক্ত ভূত্বা প্রসূতে হ্রিমব্যয়ম্ ॥  
 স্বয়ং শক্তির্হবির্ভূত্বা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ।  
 ককাবসংযুক্তা ভূত্বা শক্তিবাবিবভূৎ স্বয়ম্ ॥  
 জন্মকর্মাণি সর্বানি প্রকৃতেবস্তি \* ভামিনি ।।  
 জপে ধ্যানে চ পূজায়াং প্রকৃতিঃ স্প্রতিষ্ঠিতা ॥  
 ককাবশ্চোদ্বিকোণে তু প্রাণো বায়ুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।  
 অপানো বামকোণে চ সংস্থিতঃ সদা প্রিয়ে ! ॥  
 সমানো দক্ষিণে কোণে শুদ্ধফটিক-সন্নিভঃ ।  
 উদানস্বল্পশাকাবে মাত্রায়াং ব্যান এব চ ॥  
 এতৎ তে কথিতং দেবি । ককাবতত্ত্বমদ্ব্যুতম্ ।  
 নবতত্ত্বং ককাবস্ত্র জ্ঞাত্বা যঃ কুবতে জপম্ ॥  
 স জপশ্চক্ষলাপাঙ্গি ! জপ এব ন সংশয়ঃ ।  
 এতৎ তত্ত্বমবিজ্ঞায় প্রজপেদ্ যদি কোটিধা ॥  
 ন তজ্জ জপং ববাবোহে ! সদা স্বাবর্তনং ভবেৎ ॥

নবতত্ত্ব-নিরূপণম্

দেবতত্ত্বং প্রাণতত্ত্বং বিন্দুতত্ত্বং স্তুন্দবি ! ।

অব্যয় হবিকে প্রসব কবেন । স্বয়ং শক্তিই হবি হইয়া জন্মগ্রহণ কবেন, ইহাতে সন্দেহ  
 নাই । শক্তি ককাব-সংযুক্ত হইয়া স্বয়ং ( হবিরূপে ) আবির্ভূত হন । হে ভামিনি ।  
 জন্ম কৰ্ম্ম—সমস্তই প্রকৃতিব [ ব্রহ্মেব নহে ] । জপে, ধ্যানে ও পূজায় প্রকৃতি  
 স্প্রতিষ্ঠিতা । ককাবেব উদ্বিকোণে প্রাণবায়ু অবস্থিত । হে প্রিয়ে ! ককাবেব বামকোণে  
 অপান বায়ু সর্বদাই অবস্থিত, দক্ষিণ কোণে বিশুদ্ধ ফটিকতুল্য সমান, অল্পশাকাব  
 বেথায় উদান, মাত্রাতে ব্যান বায়ু অবস্থিত । হে দেবি । এই অদ্ভুত ককাবতত্ত্ব  
 তোমাব নিকট কথিত হইল । হে চক্ষুলাপাঙ্গি ! যে ব্যক্তি ককারেব নবতত্ত্ব জানিয়া  
 জপ কবে, সেই জপই জপ ; ইহাতে সংশয় নাই । হে বরারোহে ! এই তত্ত্ব অবগত না  
 হইয়া যদি কোটিবাবও মন্ত্র জপ করে, তবে সে জপই নহে, উহা সর্বদা আবর্তন মাত্র  
 হইতে পাবে । হে স্তুন্দবি ! দেবতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, বিন্দুতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, অজ্ঞতত্ত্ব,

\* “প্রকৃতেবস্তি” ইত্যত্র “ব্রহ্মণো নাস্তি” ইতি, “ভামিনি ।” ইত্যনন্তরং “জন্মকর্মাণি সর্বানি  
 প্রকৃতেবস্তি ভামিনি ।” ইতি চ ৩ পুস্তকে পাঠ্যঃ ।

জ্ঞানতত্ত্ব শক্তিতত্ত্ব যোনিতত্ত্ব তথৈব চ ।  
 নবতত্ত্বমিদং প্রোক্তং কামধেনু মতং প্রিয়ে ! ॥ ১১ ॥  
 কীলিতো নহি দেবো হি বিজ্ঞা মন্ত্রশ্চ সর্বথা ।  
 ন শপ্তঃ পবমেশানি । ন বিদ্বো বববর্ণিনি ! ।  
 সর্বেষাং জঙ্গমাदीনাং স্থাববাণাস্ত যোগিনি । ।  
 দেবতা মাতৃকা মায়া সৃষ্টি-স্থিত্যস্ত-কাবিণী ॥  
 একাক্ষব-বিহীনত্বাদ ব্রহ্মহত্যা ববাননে ! ।  
 কস্তা স্মাদ্ বশগা দেবী হৃদযে ভাবয়েৎ প্রিয়ে ! ।  
 ভাবনাদক্ষবশ্রেণ্যাঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম ন সংশয়ঃ ।  
 অক্ষবে দুষণং নাস্তি শপ্তাদি কমলাননে । ॥  
 দুষণং যৎ কৃতং দেবি ! হৃদিস্থং ভাবয়েৎ প্রিয়ে ! ।  
 বক্ষণার্থং সুবাণাঞ্চ হ্যাত্মনো গোপনায় চ ॥  
 মানবাঃ পবমেশানি । ববাকাঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধয়ঃ ।  
 মানবস্য চ বক্ষার্থং বক্ষার্থং পন্নগস্য চ ॥  
 মমৈব নিশ্চিতৌ দেবি ! বিজ্ঞা-মন্ত্রৌ পুর্বৈব হি ।

রূপতত্ত্ব ও গর্ভতত্ত্ব—হে প্রিয়ে ! ইহাই কামধেনু [ তত্ত্ব ] সম্বন্ধে নবতত্ত্ব কথিত হইল ॥ ১১ ॥

হে পবমেশানি ! হে বববর্ণিনি । হে দেবেশি । দেবতা, বিজ্ঞা ও মন্ত্র কোন প্রকারে কীলিত নহে এবং অভিশপ্তও নহে, বিদ্বৎ নহে । হে যোগিনি । সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসকাবিণী মাতৃকাত্রিকা মায়া সমস্ত স্থাবর ও মনুষ্যাদি জঙ্গমসমূহের দেবতা । হে ববাননে ! একাক্ষব বিহীন হইলেই ব্রহ্মহত্যা হয় অর্থাৎ ককারতত্ত্বের একটা অক্ষরও যদি যথাযথভাবে প্রযুক্ত না হয়, তবে ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ হয় । হে প্রিয়ে ! ‘দেবী কাহাব বশবর্তিনী হইবেন’—ইহা ভাবনা করিবে । অক্ষবশ্রেণীব ভাবনা হইতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই । অক্ষবে দোষ নাই, শাপাদিও নাই । হে কমলাননে । হে প্রিয়ে ! যে দোষ অন্তর্গত হইবাছে, তাহা হৃদয়বর্তী অর্থাৎ মন্ত্রের বর্ণে কোন দোষ নাই, মন্ত্রের বর্ণে মনোগত দোষ বর্ণে আবোপিত হয়—ইহা ভাবনা করিবে । দেবতাগণের রক্ষার জন্য এবং আত্মার বক্ষা অর্থাৎ স্বস্বরূপে স্থিতির জন্য—হে দেবি । হে ববাননে । মানব অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র-বুদ্ধি ; এই হেতু মানবের বক্ষার জন্য এবং পন্নগের বক্ষার জন্য পুরাকালে আমা কর্তৃক বিজ্ঞা ও মন্ত্র নিশ্চিত হইয়াছিল । হে মহেশানি ! এই জন্তই অম্মুরগণ ক্ষয়



অতএব মহেশানি ! হৃদ্রূপাঃ ক্ষয়মাগতাঃ ॥ \*

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন জপং কুরু ববাননে ॥ ১২ ॥

মন্ত্রার্থনিরূপণম্

যামলে—দেবতায়াঃ শবীবন্ত বীজাচ্চপততে ধ্রুবম্ ।

ভূতশুদ্ধৌ—ধ্যানেন পরমেশানি ! যদ্রূপং সমুপস্থিতম্ ।

তদেব পৰমেশানি ! মন্ত্রার্থং বিদ্ধি পার্বতি ! ॥

মন্ত্রস্থানমাহ তন্নে—স্থানস্থা ববদা মন্ত্রা ধ্যানস্থাশ্চ ফলপ্রদাঃ ।

ধ্যানস্থান-বিনিমুক্তাঃ স্নসিদ্ধা অপি বৈবিধাঃ ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রস্থানম্

মন্ত্রস্থানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি ! ববাননে । ।

সকলং নিষ্কলং সূক্ষ্মং তথা সকল-নিষ্কলম্ ॥

কলাভিন্নং কলাতীতং বোঢ়ামন্ত্রং শিবোহব্রবীৎ ।

সকলং ব্রহ্মবন্ধস্থং তদধো বিদ্ধি নিষ্কলম্ ॥

মানসঃ সূক্ষ্মমাখ্যাতে হ্রৎস্থঃ সকল-নিষ্কলঃ ।

বিন্দুস্থিতঃ কলাভিন্নঃ কলাতীতস্তদুদ্ভূতঃ ॥

প্রাপ্ত হব । হে ববাননে ! অতএব সর্বপ্রযত্নে জপ কবিবে ॥ ১২ ॥

যামলতন্নে উক্ত হইয়াছে—“দেবতাব শরীর নিশ্চয়ই দেবতাব বীজ হইতে উৎপন্ন হয়।” ভূতশুদ্ধিতন্নে উক্ত হইয়াছে—“হে পৰমেশানি ! ধ্যানেব দ্বাবা যে রূপ ( মূর্তি ) উপস্থিত হয়, হে পার্বতি ! হে পৰমেশানি ! তাহাই মন্ত্রেব অর্থ জানিবে। তন্নে মন্ত্রস্থান বলিয়াছেন—“মন্ত্রসকল যথাস্থানে স্থিত ( প্রযুক্ত ) হইলে ববদান কবেন এবং ধ্যানে স্থিত হইলে ফলদান কবেন। ধ্যান ও স্থান ভ্রষ্ট হইলে স্নসিদ্ধ মন্ত্রও বৈবি হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

হে দেবি ! হে ববাননে ! মন্ত্রের স্থান বলিতেছি, শ্রবণ কব । সকল, নিষ্কল, সূক্ষ্ম, সকল-নিষ্কল, কলাভিন্ন ও কলাতীত—এই ছব প্রকাব মন্ত্র শিব বলিয়াছেন। ব্রহ্মবন্ধস্থিত মন্ত্রকে সকল, তাহাব অধোদেশবর্তী মন্ত্রকে নিষ্কল জানিবে। মানস মন্ত্র সূক্ষ্ম, হৃদযস্থিত মন্ত্র সকল-নিষ্কল, বিন্দুস্থিত মন্ত্র কলাভিন্ন এবং

\* ক পুস্তকে “মাগতাঃ” ইত্যনন্তরং “ন কদাচিত্তমহেশানি ! বিভ্রা-মন্ত্রো চ কীলিতো । ন শণ্ডো চ তথা বিকৌ কীলিতো নহি কামিনি ।। সন্দেহং ত্যজ চার্কজি । শণ্ডামিত্য ববাননে ।” ইতি পাঠঃ ।

কলা কুণ্ডলিনী চৈব নাদঃ শক্তিঃ শিবোদিতা ।

ষট্‌কস্থানস্থিতা মন্ত্রাঃ স্থানস্থাঃ পবিকীর্তিতাঃ ॥

ধ্যানস্ত স্বব্যঞ্জনভেদেন মন্ত্রষট্‌কীভূত-বর্ণচিন্তনমেবেত্যর্থঃ ।

ভূতশুদ্ধৌ—চৈতন্যবহিতং মন্ত্রং যো জপেৎ স চ পাপকৃৎ ।

মন্ত্রাশ্চৈতন্যসহিতাঃ সর্বসিদ্ধিকবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪ ॥

মন্ত্রচৈতন্যাদিনিরূপণম্

চৈতন্যং সর্বমন্ত্রাণাং শৃণু স্ব কমলাননে ।।

সহস্রাবং শিবপুং কল্পবৃক্ষং মনোহবম্ ॥

চতুর্বেদ-চতুঃশাখং নিত্যং পুষ্পফলান্বিতম্ ।

গীতং বক্তং তথা শ্বেতং কৃষ্ণং হবিতং তথা ॥

ভ্রমরৈঃ কোকিলৈর্দেবি ! বহুপুষ্পোপশোভিতম্ ।

এবং কল্পদ্রুমং ধ্যানতদধো বহুবৈদিকাম্ ॥

তত্রোপবি মহেশানি ! পর্য্যঙ্কং স্মনোহবম্ ।

নানাপুষ্পসংযুতয়া বচিতং হেমমালায়া ॥

তত্রোপবি মহাদেবং মহাকুণ্ডলিনীযুতম্ ।

এবং ধ্যানতদধো মন্ত্রং মহাদেবি ! ত্রিবর্গদাম্ ॥ #

তাহার উর্দ্ধদেশস্থিত মন্ত্র কলাতীত উক্ত হইয়াছে । কলা হইতেছে কুণ্ডলিনী, নাদ শিবের সমবায়িনী শক্তি । এই ছয়টা স্থানস্থিত মন্ত্র ‘স্থানস্থা’ বলিয়া কথিত হইয়াছে । ধ্যান হইতেছে স্বব ও ব্যঞ্জন ভেদে মন্ত্রের অন্তর্গত বর্ণের চিন্তা—ইহাই ধ্যান শব্দের অর্থ । ভূতশুদ্ধি তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“যে ব্যক্তি চৈতন্য-বহিত মন্ত্র জপ কবে, সে পাপী । চৈতন্য বিশিষ্ট হইলে সকল মন্ত্র সকলসিদ্ধির জনক বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥১৪॥

হে কমলাননে । সমস্ত মন্ত্রের চৈতন্য শ্রবণ কব । সহস্রাব পদ্ম শিবের পুং ( গৃহ ) ; সেখানে মনোহব কল্পবৃক্ষ আছে । উহা চতুর্বেদরূপ চাবিটি শাখাযুক্ত , নিত্য ফলপুষ্পের দ্বারা শোভিত । [ ঐ কল্পবৃক্ষগুলি ] গীত, বক্ত, শ্বেত, কৃষ্ণ ও হবিদ বর্ণ বিশিষ্ট । হে দেবি । [ উহা ] ভ্রমর ও কোকিল সমূহের দ্বারা এবং বহু পুষ্পের দ্বারা শোভিত । হে মহেশানি । কল্পবৃক্ষকে এইরূপ ধ্যান কবিয়া তাহার উপবিভাগে নানাপুষ্প সংযুক্ত হেমমালা দ্বারা আবর্তিত ( স্মশোভিত ) স্মনোহব পর্য্যঙ্ক চিন্তা করিবে । সেই পর্য্যঙ্কের উপবিভাগে মহাকুণ্ডলিনীযুক্ত মহাদেবকে ধ্যান কবিবে ।

\* ঋ পুস্তকে—“এবং ধ্যানতদধো ধ্যানতদধো ত্রিবর্গদাম্ ।” ইতি পাঠঃ ।”

আনন্দাঙ্গাণি পুলকো দেহাবেশঃ স্তবেশ্ববি ।।  
 গদগদোক্তিচ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥  
 সঙ্কুচচবিত্তেহপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্তসংযুতে ।  
 শতে সহস্রে লক্ষে বা কোটিজাপেন তৎ ফলম্ ॥  
 ইত্যেতৎ কথিতং দেবি ! মন্ত্রচৈতন্তমুত্তমম্ ॥  
 বিষ্ণুমন্ত্রে তথা শৈবে শক্তিমন্ত্রে স্তবেশ্ববি ।।  
 মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্তং যত্নতঃ সমুপাচবেৎ ॥ ১৫ ॥

### যোনিমুদ্রা

যোনিমুদ্রামাহ মন্ত্রমুক্তাবল্যাং—উপবিষ্ঠাসনে মন্ত্রী প্রাণায়াম-পূর্বঃসবম্ ॥  
 ষট্চক্রং চিন্তয়েদ্ দেবি ! প্রাণায়াম-পূর্বঃসবম্ ॥  
 চতুর্দলং শ্রাদাধাবং স্বাধিষ্ঠানস্ত ষড়্‌দলম্ ।  
 নাভৌ দশদলং পদ্মং সূর্য্যসংখ্যদলং হ্রদি ॥  
 কর্ণে শ্রাৎ ষোড়শদলং ক্রমধ্যে দ্বিদলং তথা ।  
 সহস্রদলমাখ্যাতং ব্রহ্মবল্লভে মহাপথে ॥  
 আধাবে কন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরম্ ।  
 ত্রিকোণমধ্যে দেবেশি ! কামবীজং সুলক্ষণম্ ॥  
 কামবীজোদ্ভবং তত্র স্বয়ম্ভুলিঙ্গমুত্তমম্ ।

হে মহাদেবি ! ত্রিবার্গ- ( ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ) প্রদায়িনী দেবীকে ( ইষ্টদেবীকে ) এইরূপ ভাবনা কবিয়া মন্ত্র জপ কবিবে। হে স্তবেশ্ববি । [ সেই সময়ে ] সহসা আনন্দাঙ্গ, পুলক, দেহাবেশ ( বোমাঞ্চ ) ও গদগদোক্তি উৎপন্ন হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই । শত, সহস্র, লক্ষ বা কোটিবার মন্ত্র জপে যে ফল হয়, চৈতন্ত-সংযুক্ত মন্ত্র একবার উচ্চারিত হইলেই সেই ফল হয় । হে দেবি ! এই উত্তম মন্ত্র-চৈতন্ত কথিত হইল । হে স্তবেশ্বরি ! বিষ্ণুমন্ত্রে, শিবমন্ত্রে ও শক্তিমন্ত্রে যত্নপূর্বক মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্ত ভাবনা করিবে ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রমুক্তাবলীতে যোনিমুদ্রা বলিতেছেন—“হে দেবি । দীক্ষিত সাধক পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া আসনে উপবেশন কবিয়া প্রাণায়াম পূর্বক ষট্চক্রকে চিন্তা কবিবে । মূলাধার চক্র চতুর্দল, স্বাধিষ্ঠান ষড়্‌দল, নাভিতে যগিপূর্ব পদ্ম দশদল ; হৃদয়ে দ্বাদশ দল ; কর্ণে ষোড়শদল ; ক্রমধ্যে দ্বিদল এবং মহাপথ ব্রহ্মবল্লভে সহস্রদল পদ্ম চিন্তা কবিবে । মূলাধারে কন্দমধ্যস্থিত ত্রিকোণ অতি সুন্দর । হে দেবেশি !

তন্ত্রোপবি পুনর্ধ্যায়েৎ চিৎকলাং হংসমাপ্নিতাম্ ॥  
 ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং স্বয়ম্ভুলিঙ্গ-বেষ্টিতাম্ ।  
 চিৎকলাং তাং কুণ্ডলিতাং তেজোরূপাং জগন্ময়ীম্ ॥  
 আধারাদীনি পদ্যানি ভিষ্মা তেজঃ-স্বরূপিনীম্ ।  
 হংসেন মনুনা দেবীং ব্রহ্মবজ্রং নযেৎ সুধীঃ ॥  
 সদাশিবেন দেবী সা ক্ষণমাত্রং বমেৎ প্রিয়ে ।।  
 অমৃতং জায়তে দেবি । তৎক্ষণাৎ পবনেশ্বরি ! ॥  
 তদুত্তবামৃতং দেবি । লাক্ষাবস-সমোপমম্ ।  
 তেনামৃতেন দেবেশি । তর্পয়েৎ পবদেবতাম্ ॥  
 বটচক্রদেবতাস্তত্র সন্তুর্প্যাহমৃতধাবযা ।  
 আনয়েৎ তেন মার্গেণ মূলধাবং পুনঃ সুধীঃ ॥ ১৬ ॥  
 ততস্ত পবমেশানি । অক্ষমালাং বিচিন্তয়েৎ ।  
 চিত্রিণী বিসতস্তাভা ব্রহ্মনাভীগতাস্তবা ॥  
 তযা সংগ্রথিতা মধ্যে সাক্ষাজ্ জাগ্রৎ-স্বরূপিনী ।  
 অনুলোম-বিলোমেন মন্ত্রবর্ণ-বিভেদতঃ ॥

সেই ত্রিকোণমধ্যে স্নলক্ষণ কামবীজ (ক্লী<sup>০</sup>) আছে । সেই স্থানে উত্তম স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে কামবীজ হইতে উৎপন্ন ধ্যান করিবে । তাহাব উপবিভাগে, হংসাকৃতা চিৎকলাকে পুনর্বার ধ্যান করিবে এবং স্বয়ম্ভুলিঙ্গ-বেষ্টিতা দেবী কুণ্ডলিনীকেও ধ্যান করিবে । সুধী সাধক হংসমন্ত্রে দ্বারা তেজঃস্বরূপিনী, তেজোরূপা অর্থাৎ দীপ্তি-বিশিষ্টা জগন্ময়ী সেই চিৎকলা ( চিৎশক্তি ) কুণ্ডলিনীকে মূলধাবাদি ছয়টা পদ্য ভেদ, কথিত, ব্রহ্মবজ্র লইয়া থাকিবে । হে প্রিয়ে । সেই দেবী সদাশিবের সহিত ক্ষণকাল বিহাব করেন । হে দেবি ! হে পবনেশ্বরি । সেই ক্ষণেই অমৃত উৎপন্ন হব । হে দেবি ! সেই বিহাব হইতে উৎপন্ন অমৃত লাক্ষাবসের তুল্য অর্থাৎ অকণ বর্ণ । হে দেবেশি ! সুধী সাধক সেই অমৃত দ্বারা পবদেবতাকে তর্পণ করিব এবং সেইখানে অমৃতধাবা দ্বারা বটচক্র দেবতাব তর্পণ কবিয়া সেই পথে পুনর্বার কুণ্ডলিনীকে আনয়ন করিবে ॥ ১৬ ॥

হে পবমেশানি । তাহাব পব অক্ষমালা ( বর্ণমালা ) চিন্তা করিবে । মণালতাস্তুল্য চিত্রিণী নাভী ব্রহ্মনাভীৰ মধ্য দিয়া গিয়াছে । মধ্যভাগে সাক্ষাৎ জাগ্রৎ-স্বরূপিনী কুণ্ডলিনী তাহাব দ্বারা গ্রথিত হইয়াছেন । মন্ত্রবর্ণের ভেদে অকাবাদি বর্ণগুলিকে

মন্ত্ৰেণাহন্তবিতান্ বর্ণান্ বর্ণেনাহন্তরিতং মনুঃ ।  
 কুর্যাদ্ বর্ণময়ীং মানাং সৰ্বমন্ত্ৰ-প্রকাশিনীম্ ॥  
 চবমাৰ্গং মেৰুৰূপং লজ্জনং নৈব কাবয়েৎ ।  
 সবিন্দুং বর্ণমুচ্চাৰ্য্য পশ্চান্মন্ত্ৰং জপেৎ সুধীঃ ॥  
 অকাৰাদি-লকাৰান্ত মনুলোম ইতি শ্রুতম্ ।  
 পুনৰ্লকাবমাভ্য শ্রীকৰ্ণান্তং মনুং জপেৎ ।  
 বিলোম ইতি বিখ্যাতং ক্ষকাবং কেবলং জপেৎ ॥  
 বৰ্ণাণামষ্টবর্ণেন ঋষ্টবাবং জপেৎ সুধীঃ ।  
 অ-ক-চ-ট-ত-প-ব-শা ইত্যেবং চাষ্টবৰ্গকাঃ ॥  
 অষ্টোত্তবশতং মূলমন্ত্ৰং জ্ঞানেন সংজপেৎ ।  
 যোনিমুদ্রা মহেশানি ! তব স্নেহাৎ প্রকাশিতা ॥  
 মন্ত্ৰার্থং মন্ত্ৰচৈতন্ত্ৰং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ ।  
 শতকোটিজপেনাহপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ১৭ ॥

ইতি যোনিমুদ্রা

অনুলোম ও বিলোমে মন্ত্ৰ দ্বাৰা ব্যবহিত কবিবা এবং অকাৰাদি বর্ণের দ্বাৰা মন্ত্ৰকে ব্যবহিত কবিয়া সৰ্বমন্ত্ৰ-প্রকাশিনী বর্ণময়ী মালা কবিবে । [ জপকালে ] মেৰুৰূপ চরম-বৰ্ণ ক্ষকাবকে লজ্জনই কবিবে না । সুধী সাধক অকাব হইতে লকাব পর্যন্ত অনুস্বাব-বৃক্ত বৰ্ণ উচ্চাৰণ কবিয়া পবে মন্ত্ৰ জপ কবিবে । ইহা ‘অনুলোম’ ( জপ ) বলিয়া কথিত হইয়াছে । পুনৰায় লকাব হইতে শ্রীকৰ্ণ ( অকাব ) পর্যন্ত সবিন্দু বৰ্ণ উচ্চাৰণ কৰিয়া মন্ত্ৰ জপ কবিবে । উহা ‘বিলোম’ ( জপ ) বলিয়া কথিত হইয়াছে । [ পরে ] কেবল ক্ষকাবকে জপ কবিবে অর্থাৎ ক্ষকাবের পব আব মন্ত্ৰ জপ কবিবে না । সুধী সাধক অষ্টবৰ্গের আটটি বর্ণের দ্বাৰা আটবার জপ কবিবে । অবৰ্গ, কবৰ্গ, চবৰ্গ, টবৰ্গ, তবৰ্গ, পবৰ্গ, যবৰ্গ ও শবৰ্গ এইকপে এই আটটি ‘অষ্টবৰ্গ’ বলিয়া কথিত হইয়াছে । [ সাধক ] এইকপে অষ্টোত্তব শত মূলমন্ত্ৰ জ্ঞানেব দ্বাৰা অর্থাৎ মনেব দ্বাৰা জপ কবিবে । হে মহেশানি ! তোমাব প্রীতি স্নেহবশতঃ যোনিমুদ্রা প্রকাশিত হইল । যে ব্যক্তি মন্ত্ৰার্থ, মন্ত্ৰচৈতন্ত্ৰ ও যোনিমুদ্রা জানে না, শতকোটি মন্ত্ৰ জপেব দ্বাৰাও তাহাব সিদ্ধি জন্মে না । এই থানে যোনিমুদ্রা (১) প্রকবণ সমাপ্ত হইল ॥ ১৭ ॥

(১) উক্তকপ যোনিমুদ্রার অনুষ্ঠানে অসমর্থ ব্যক্তি মূলমন্ত্ৰের আভ্যন্তে মায়াবীজ, শ্রীবীজ, কামবীজ বা প্রণব দিয়া অষ্টাধিক সহস্র মূলমন্ত্ৰ জপ কবিবে । এবিষয়ে ‘পুৰুষবর্ণ-বোধিনী’

মল্লশিখা-নিরূপণম্

মল্লশিখামাহ যামলে—শৃণু দেবি । প্রবক্ষ্যামি সর্বজ্ঞানোত্তমোত্তমম্ ।  
 যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ ক্ষিপ্ৰং বিদ্যা প্রসীদতি ॥  
 মূলকন্দে তু যা দেবী ভুজগাকাবকপিণী ।  
 তদ্ব্রজমাবর্ত্ত-বাতো যঃ প্রাণ ইত্যাচ্যতে বৃধৈঃ ॥  
 বিল্লীবাহব্যক্তমধুবা কুজস্তী সততোথিতা ।  
 গচ্ছন্তী ব্রহ্মবক্রেণ প্রবিশন্তি স্বকৈতনম্ ॥  
 যাতায়াতক্রমেণৈব তত্র কুর্য্যাম্ননোলয়ম্ ।  
 তেন মল্লশিখা জাতা সর্বমল্ল-প্রদীপিকা ॥  
 তমঃপূর্ণে গৃহে যদ্বৎ ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাসতে ।  
 শিখাহীনাস্তথা মল্লা ন সিধ্যন্তি কদাচন ॥  
 শিখোপদেশঃ সর্বত্র গোপিতঃ পরমেশ্ববি ।।  
 বিনা যেন ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ বর্ষকোটিশতৈবপি ॥  
 তস্মাৎ ত্রয়াপি গিবিজে ! গোপনীযঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৮ ॥

যামলতন্ত্রে মল্লশিখা বলিতেছেন—“হে দেবি । সর্বজ্ঞানের মধ্যে উত্তমোত্তম [ বিষয় ] বলিতেছি, শ্রবণ কব । যাহার জ্ঞানমাত্রেই বিদ্যা শীঘ্র প্রসন্ন হন । মূলকন্দে অর্থাৎ মূলধাবে সর্পাকাব-অরুপিণী যে দেবী অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি, তাঁহার ভ্রমণে যে আবর্ত্তবায়ু ( ঘূর্ণীবায়ু ) উৎপন্ন হয়, পণ্ডিতগণ কর্তৃক উহা প্রাণ ( হংস ) বলিয়া কথিত হইয়াছে । সদা জাগ্রৎ-অরুপিণী সেই কুণ্ডলিনী বিল্লীব ( বি'বি' পোকা ) দ্বারা অব্যক্ত-মধুব শব্দ করিতে কবিতে [ সুব্রহ্মাব অন্তর্গত চিত্রিণী নাভীৰ মধ্যদিয়া ] ব্রহ্মবন্ধু পথে গমন কবিতে কবিতে নিজ নিকেতনে [ মূলধারে ] প্রবেশ কবেন । যাতায়াত ক্রমেই সেইখানে মনোলায় অর্থাৎ চিন্তাস্থি কবিরে । তাহাতেই সর্বমল্লের প্রকাশিকা মল্লশিখা উৎপন্ন হয় । অরুকাবপূর্ণ গৃহে যেরূপ কোন কিছু প্রকাশিত হয় না, শিখাহীন মল্লও সেইরূপ কখনই সিদ্ধ হয় না । হে পবমেশ্ববি । যাহাব দ্বারা অর্থাৎ যে মল্লশিখাব উপদেশ ব্যতীত একশত কোটি বর্ষও সিদ্ধি হয় না, সেই মল্লশিখার উপদেশ সর্বত্র আমা কর্তৃক গোপিত হইয়াছে । স্মতবাং হে গিবিজে । তুমিও যত্নপূর্বক গোপন কবিরে” ॥১৮॥

বৃত্ত প্রমাণ উদ্ধৃত হইল । যথা—“বোনিমল্লাং মহাদেবি । যদি কর্ত্ত্বং ন শক্যতে । মায়া বা শিখা বাপি কামেন প্রণবেন বা । সম্পূটং মূলমল্লং জপেদষ্টসহস্রকম্ ॥”

অশৌচভঙ্গঃ

বদ্রযামলে—জাতসূতকমাদৌ স্যাদন্তে চ মৃতসূতকম্ ।

সূতকদ্বয়-সংশুক্লে ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ ॥

জপাদৌ জাতসূতকং জপান্তে চ মৃতসূতকমিতি সূতকদ্বয়মিত্যর্থঃ ।

যামলে—ব্রহ্মবীজং মনোদর্শ্বা চাচ্ছন্তে পবমেশ্ববি । ।

সপ্তবাবং জপেন্মন্ত্রং সূতকদ্বয়-মুক্তয়ে ॥

সূতকদ্বয়মুক্তয়ে মনোবাচ্ছন্তে ব্রহ্মবীজং প্রণবং দৃষ্ট্বা জপাদৌ সপ্তবাবং জপান্তে চ সপ্তবাবং তং মনুং জপেদিত্যর্থঃ ।

সূতকদ্বয়-মুক্তো যঃ স মন্ত্রঃ সর্বসিদ্ধিদঃ ।

চতুর্দশ স্ববো দেবি ! পুণ্যঃ সিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥

নাদ-বিন্দু-সমোপেতো দীর্ঘ প্রণব উচ্যতে ॥ ১৯ ॥

স্ত্রীশূদ্রাণামশৌচভঙ্গঃ

তন্ত্রোক্তঃ প্রণবঃ সোহপি স্ত্রীশূদ্রাণাং প্রশস্যতে ॥

তস্মাৎ স্ত্রীণাঞ্চ শূদ্রাণাং স এব পবিকীর্তিতঃ ॥

ভূতশুদ্ধৌ—তন্ত্রোক্তং প্রণবং দেবি ! বহিজায়াং সুবেশ্ববি !

প্রজপেৎ সততং শূদ্রো নাত্র কার্য্যা বিচাষণা ॥

বদ্রযামলে তন্মতে উক্ত হইয়াছে—“প্রথমে অর্থাৎ মন্ত্রজপের আবশ্যে ভাতাশৌচ ও জপশেষে মৃতশৌচ হয় । সূতকদ্বয়-বিশিষ্ট মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয় না ।” “সূতকদ্বয়” ইহাব অর্থ—জপের আদিতে জাত সূতক এবং জপের শেষে মৃত সূতক । যামলে তন্মতে উক্ত হইয়াছে—“হে পবমেশ্ববি । এই অশৌচদ্বয় নিবৃত্তির জন্য মন্ত্র জপের আদিতে ও অন্তে ব্রহ্মবীজ ( প্রণব ) দিয়া সাতবাব মন্ত্র জপ করিবে ।” এই বচনের তাৎপর্য্যার্থ হইতেছে—মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে ব্রহ্মবীজ প্রণব দিয়া জপের আদিতে সাত বাব সেই মন্ত্র এবং জপের অন্তে সাতবাব সেই মন্ত্র জপ করিবে । যে মন্ত্র সূতকদ্বয় হইতে মুক্ত অর্থাৎ যে মন্ত্রেব সূতকদ্বয় নাই, সে মন্ত্র সর্বসিদ্ধিপ্রদ ॥ ১৯ ॥

হে দেবি ! পুণ্যজনক ও সর্বসিদ্ধিপ্রদ চতুর্দশ স্বব ( ও ) নাদ ও বিন্দুমুক্ত হইলেই দীর্ঘ প্রণব ( ওঁকাব ) কথিত হয় । তাহাও তন্ত্রোক্ত প্রণব । উহা ( ওঁকাব ) স্ত্রী ও শূদ্রগণের পক্ষে প্রশস্ত । এই জন্য স্ত্রী ও শূদ্রগণের তাহাই প্রণব বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । ভূতশুদ্ধি তন্মতে উক্ত হইয়াছে—“হে ঈশ্বর ! হে দেবি ! শূদ্র তন্ত্রোক্ত প্রণব ( ওঁ ) সর্বদা জপ করিবে, সেইরূপ তন্ত্রোক্ত বহিজায়াও ( নমঃ ) সর্বদা জপ করিবে ।

তেন প্রণবপুটিত-মন্ত্রজপস্থলে স্ত্রী শূদ্রশ্চ ঔঁকাবপুটিতং কৃৎসেব মন্ত্রং জপেৎ । তন্ত্রোক্তা বহিঃজায়া তু হৃদয়মেব ( নমঃ ) । স্বাহাস্থানে চ নমঃ-পদং প্রযোজ্য ত্রাসজপাদিকং কুর্যাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০ ॥

### গণনাবিধিঃ

গণনাবিধিমাহ যামলে—গণনাবিধিমুল্লজ্য যো জপেৎ তজ্জপং যতঃ ।

গৃহুস্তি বাক্সাস্তেন গণয়েৎ সর্ব্বথা বুধঃ ॥

নাক্ষতৈর্হস্তপর্বেবর্বা ন ধাত্বৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ ।

ন চন্দনৈর্মুক্তিকয়া জপসংখ্যাং তু কাবয়েৎ ॥

লাক্ষা-কুশীদ-সিন্দূবং গোময়ঞ্চ কবীষকম্ ।

বিলোভ্য গুটিকাং কৃৎস জপসংখ্যাং তু কাবয়েৎ ॥ ২১ ॥

ইতি পবিত্রাজকাচার্য্য-পরমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দগিবি-কৃতায়াং

শাক্তানন্দ-তবঙ্গিণ্যাং জপলক্ষণাদিনির্ণয়ো নাম নবমোল্লাসঃ ।

ইহাতে বিচার কবিবে না ।” সূতরাং প্রণব পুটিত মন্ত্র জপেব স্থলে স্ত্রী ও শূদ্র মন্ত্রকে ঔঁকাব পুটিত কবিবাই জপ কবিতে পাবিবে । তন্ত্রোক্ত বহিঃজায়া ইহাতেছে—হৃদয় ( নমঃ ) । ‘স্বাহা’ স্থানে ‘নমঃ’ পদ বোণ কবিয়া ত্রাস ও জপাদি কবিবে । ইহাই [ তাৎপর্য্য ] জানিবে ॥ ২০ ॥

যামলতন্ত্রে গণনাব বিধি বলিতেছেন—“যে ব্যক্তি গণনাব বিধি লভ্যন কবিয়া জপ কবে, তাহাব সেই জপ যেহেতু বাক্সসগণ গ্রহণ কবে, সেই হেতু পণ্ডিতগণ সর্ব্ব-প্রকাবে জপ গণনা কবেন । অক্ষত সমূহেব দ্বাবা, হস্তপর্ব্ব দ্বাবা, ধাত্তদ্বাবা, পুষ্পসমূহেব দ্বাবা, চন্দন ও মৃত্তিকা দ্বাবা জপ সংখ্যা কবিবে না । লাক্ষা, কুশীদ ( বক্তচন্দন ), সিন্দূব, গোময়, কবীষ ( শুষ্ক গোময় বা ঐ ভস্ম ) গুলিয়া গুটি কবিয়া জপসংখ্যা কবিবে ॥ ২১ ॥

শাক্তানন্দ-তবঙ্গিণীব নবম উল্লাসেব অন্তবাদ সমাপ্ত ।



# দশমোক্তাসঃ

মহাসেতু-নিরূপণম্

অথ মহাসেতাদীনাং প্রয়োজনমাহ—

মহাসেতুং বিনা দেবি । যো জপেৎ স তু পাপভাক্ ।

আদৌ জপ্ত্বা মহাসেতুং ততঃ সেতুং ততো মনুজম্ ॥

এবং ক্রমৈর্বাবোহে ! যথেষ্টং জপমাচবেৎ ॥

সেতুমঙ্গলতন্ত্রে—যো জপেৎ পবমেশানি ! বিনা সেতুং মহামনুজম্ ।

তস্মৈ সৰ্বার্থহানিঃ স্তান্ মৃত্যে চ নবকং ব্রজেৎ ॥ ১ ॥

মহাসেতুঃ

মহাসেতুমাহ যামলে—মহাসেতুশ্চ দেবেশি ! সুন্দর্যা ভুবনেশ্বরী ।

কালিকায়ঃ স্ববীজন্তু তাবায় কূর্চ উচ্যতে ।

অন্তেষামন্তু বধুবীজং মহাসেতুর্বরাননে ! ॥

বধুবীজমাহ কদ্রয়ামলে—আকাশাত্ৰং চতুর্থাৎ যকাবাস্তং চ সংহতম্ ।

লক্ষ্মী-বিন্দু-যুতং দেবি । বধুবীজমুদাহৃতম্ ॥

আকাশাত্ৰং সকাবঃ, চতুর্থাৎ তকাবঃ, যকাবাস্তং বেফঃ । সংহতং এতৎ—

অনন্তর মহাসেতু, সেতু প্রভৃতির প্রয়োজন বলিতেছেন—হে দেবি । যে ব্যক্তি মহাসেতু বিনা অর্থাৎ মহাসেতু মন্ত্র জপ না কবিয়া [ ইষ্ট মন্ত্র ] জপ কবে, সে পাপভাগী হয় । প্রথমে মহাসেতু জপ কবিয়া তাহাব পব সেতু জপ কবিয়া তাহাব পব মন্ত্র জপ করিবে । হে ববারোহে । এই ক্রমে ইচ্ছামুকপ জপ করিবে ।” সেতুমঙ্গলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে পরমেশানি ! যে সাধক সেতু জপ না কবিয়া মহামন্ত্র ( ইষ্টমন্ত্র ) জপ কবে, তাহাব সমস্ত অর্থ নষ্ট হয় এবং পঞ্চম প্রাপ্ত হইলে সে নবকে গমন কবে ॥ ১ ॥”

যামলতন্ত্রে মহাসেতু বলিতেছেন—“হে দেবেশি ! সুন্দরী মহাসেতু হইতেছে ভুবনেশ্বরী অর্থাৎ হ্রী । কালিকার মহাসেতু স্ববীজ ( ক্রী ) এবং তাবাব মহাসেতু কূর্চ ( হু ) উক্ত হইয়াছে । হে ববাননে । অস্ত্র সমস্ত দেবতাব মহাসেতু হইতেছে বধুবীজ ( স্ত্রী ) ।” কদ্রয়ামল তন্ত্রে বধুবীজ বলিতেছেন—“হে দেবি ! পবম্পব মিলিত এবং লক্ষ্মী ও বিন্দুদাবা যুক্ত আকাশাত্ৰ, চতুর্থাৎ ও যকারাস্ত বর্ণ বধুবীজ বলিয়া কথিত হইয়াছে” । ‘আকাশাত্ৰ’ শব্দের অর্থ—সকার । ‘চতুর্থাৎ’ শব্দের অর্থ—তকাব ।

ত্রিতয়-সংযুক্তম্ । লক্ষ্মীঃ ঈকাবঃ, বিন্দুবহুস্বাবঃ, ভাভ্যাং যুতম্ । এতেন  
স্ত্রীমিতি ।

মহাসেতুং বিনা দেবি ! ন জপ্তব্যং কদাচন ।

শতকোটিজপেনাহপি তস্মৈ সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ২ ॥

সেতুনিরূপণম্

সেতুমন্ত্রং মহেশানি । সর্বেষাং কুল্লুকাং শৃণু ।

সেতুবিভা মহেশানি । সাক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥

আদাবস্তে চ দেবেশি ! জপেৎ তাং তু জপান্মনোঃ ।\*

ততঃ সিদ্ধৌ ভবেদ্ দেবি । মন্ত্রো বিভা বিশেষতঃ ॥

অন্তথা বিফলং দেবি ! নিশ্চয়ং বচনং মম ।

পার্থয়োঃ সেতুমাধায় জপকৰ্ম্ম সমাচবেৎ ॥

নিঃসেতু-সলিলং যদ্বৎ ক্ষণান্মিন্নং প্রসপতি ।

মন্ত্রস্তথৈব নিঃসেতুঃ ক্ষণাৎ ক্ষবতি যজ্ঞনাম্ ॥

আদাবস্তে চেতি । মনোৰ্জপাৎ আদৌ তদন্তে চ সেতুবিভাং জপেদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

‘ঈকাবান্তং’ শব্দেব অর্থ—বেফ । ‘সংহতং’ শব্দেব অর্থ—এতৎত্রিতয় সংযুক্ত অর্থাৎ  
সকার, তকাব ও বকাব পবম্পব সংযুক্ত । ‘লক্ষ্মী’ শব্দেব অর্থ—ঈকাব । ‘বিন্দু’  
শব্দেব অর্থ—অনুস্বাব । ‘ভাভ্যাং যুতং’ অর্থাৎ ঈকাব ও অনুস্বাব—এই উভয়েব  
দ্বাবা যুক্ত । ‘সুতবাং বধুবীজ হইল—স্ত্রী’ । হে দেবি । মহাসেতু ব্যতীত কখনও জপ  
করিবে না ; শতকোটিবাব জপেব দ্বাবাও সেই মন্ত্রেব সিদ্ধি জন্মে না ॥ ২ ॥

হে মহেশানি ! সমস্ত দেবতাব সেতু ও কুল্লুকা শ্রবণ কব । হে মহেশানি !  
সেতুবিভা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী । হে দেবেশি ! মন্ত্র জপেব আদিতে ও অন্তে  
সেতুবিভা জপ করিবে । হে দেবি ! তাহাতেই বিশেষরূপে মন্ত্র ও বিভা সিদ্ধ হব ।  
হে দেবি ! অন্তথা অর্থাৎ সেতু জপ না কবিয়া মন্ত্র জপ কবিলে বিফল হয় । ইহা  
আমাব সত্য কথা । [ সুতবাং ] দুই পার্শ্বে অর্থাৎ মন্ত্রেব আদিতে ও অন্তে সেতু জপ  
কবিয়া জপ কৰ্ম্ম কবিবে । নিঃসেতু সলিল অর্থাৎ বাঁধহীন জল ষেরূপ নিম্নেব নিম্ন-  
দেশে চলিয়া যায় । বাজকগণেব সেতুহীন মন্ত্রও সেইরূপ নিম্নেবমাত্রেই ক্ষবিত অর্থাৎ  
নিফল হব । “আদাবস্তে চ” এই কথাব অর্থ হইতেছে—মন্ত্রজপেব আদিতে ও  
মন্ত্র জপেব অন্তে সেতুবিভা জপ কবিবে ॥ ৩ ॥

\* কচিং পুস্তকেত্র—“সেতুং দদ্বা জপেন্নহ” ইতি পাঠঃ ।

সামান্যসেতুঃ

সামান্যসেতুমাহ—বিপ্রাণাং প্রণবঃ সেতুঃ ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ ।

বৈশ্যানাং তু ফড়র্ণঃ স্ত্রান্নায়ী শূদ্রস্ত কথ্যতে ॥ ৪ ॥

বিশেষ-সেতুঃ

বিশেষসেতুমাহ যামলে—শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি স্তন্দর্যাঃ সেতুমুত্তমম্ ।

মায়াবীজং সমুদ্ভূত্য সৌ-ভাগ্যং চ ততঃ পরম্ ।

পুনর্মায়্যং সমুদ্ভূত্য বিভেদ্য ত্র্যক্ষবী পবা ॥

স্তন্দরী-বিষয়ে সেতুঃ কথিতঃ পবমেশ্ববি ।।

সৌ স্বকপম্ । ভাগ্যং বিসর্গঃ । মন্ত্রো যথা—হ্রীঁ সৌঃ হ্রীঁ ।

অথ বক্ষ্যে মহেশানি ! ভৈবব্যাঃ সেতুমুত্তমম্ ।

হবপ্রিয়াং সমুদ্ভূত্য সুবসা চ ততঃপবম্ ।

ঔদর্য্যসংযুতং কৃত্বা বিন্দর্ক-সংযুতং কুক ।

ইযং বিত্তা ববাবোহে ! ভৈবব্যাঃ সেতুকপিণী । মন্ত্রো যথা—হ্ৰস ।

প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ভূত্য হ্রল্লেক্ষা তদনন্তবম্ ।

এষা চ দ্ব্যক্ষবী বিত্তা তাবায়্যঃ সেতুরুচ্যতে ॥ মন্ত্রো যথা—ওঁ হ্রীঁ ।

শ্রামায়্যঃ—ঐশ্বর্য্য্যবীজমুদ্ভূত্য কূর্চ্চবীজং সমুদ্ভব্রেৎ ।

সামান্যসেতু বলিতেছেন—“বিপ্রগণেব সেতু হইতেছে প্রণব, ক্ষত্রিগণেবও তাহাই অর্থাৎ প্রণবই সেতু। বৈশ্যগণেব ‘ফট’ এবং শূদ্রেব মাষা (হ্রীঁ) সেতু বলিষা উক্ত হইয়াছে” ॥ ৪ ॥

যামল তন্ত্রে বিশেষসেতু বলিতেছেন—‘হে দেবি ! স্তন্দরীব উত্তম সেতু বলিতেছি, শ্রবণ কব। মাষাবীজ (হ্রীঁ) উদ্ভূত কবিয়া তাহাব পব সৌ ও ভাগ্য এবং পুনবায় মাষা উদ্ধাব কবিবে। হে পবমেশ্ববি ! স্তন্দরীবিশেষে এই ত্র্যক্ষরী পবা বিত্তা সেতু বলিষা কথিত হইয়াছে। ‘সৌ’ অর্থ—স্বকপ অর্থাৎ ‘সৌ’ এই বর্ণ। ‘ভাগ্যং’ অর্থ—বিসর্গঃ। স্তববাং স্তন্দরীব সেতুমন্ত্র হইল—হ্রীঁ সৌঃ হ্রীঁ।

অনন্তব ভৈববীব উত্তম সেতু বলিব। হবপ্রিয়া (হ্) উদ্ধাব কবিষা পবে সুবসা (স্) উদ্ধাব কবিষা ঔদর্য্য (ওঁ) সংযুক্ত কবিষা বিন্দর্ক (ঁ) সংযুক্ত কব। হে ববাবোহে ! ভৈববীব এই বিত্তা সেতু-স্বকপিণী। মন্ত্র যথা—হ্ৰস। প্রথমে প্রণব উদ্ধার কবিষা পবে হ্রল্লেক্ষা (হ্রীঁ) উদ্ধাব কবিবে। এই দ্ব্যক্ষবী বিত্তা তাবাব সেতু কথিত হইয়াছে। মন্ত্র যথা—ওঁ হ্রীঁ। শ্রামাব সেতু—ঐশ্বর্য্য্যবীজ (ঐঁ) উদ্ধাব কবিষা

পুনর্বৈশ্বর্যমুক্ত্য বিন্দর্দ্ধ-সংযুতং কুৰ ॥

সেতুবেষা মহেশানি ! শ্রামায়াঃ পবিকীৰ্ত্তিতা । মন্ত্ৰো যথা—ঐঁ হুঁ ঐঁ ।

ভুবনেষ্ঠাঃ—প্রণবং প্রথমং দেবি ! হ্রল্লেক্ষা-দ্বিতয়ং ততঃ ।

ততশ্চ পরমেশানি ! প্রণবদ্বয়মুদ্ধবেৎ ॥

ভুবনেষ্ঠাঃ মহেশানি । বিদ্যেয়ং সেতুৰুচ্যতে । মন্ত্ৰো যথা—ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ ওঁ ।

অন্নদায়াঃ—অথ বক্ষ্যে মহেশানি । চার্দাসেতুমুক্তমম্ ।

আদৌ মায়াং সমুচ্চাৰ্য্য বহ্নিজায়াং সমুদ্ধবেৎ ॥ মন্ত্ৰো যথা—হ্রীঁ স্বাহা ।

মহিষমৰ্দ্দিনাঃ—অথ বক্ষ্যে মহেশানি । মৰ্দ্দিনাঃ সেতুমুক্তমম্ ।

হংস- ( বর্ণং ) কপং সমুদ্ধত্য বঞ্জিন্যপবি সংস্থিতম্ ॥

ঐতিবর্ণযুতং কৃদ্ধা বিন্দর্দ্ধ-সংযুতং কুৰ ।

ততশ্চ পবমেশানি । বহ্নিজায়াং সমুদ্ধবেৎ ॥

ত্র্যক্ষবীষং সেতুবিজ্ঞা মৰ্দ্দিনাঃ পবিকীৰ্ত্তিতা । মন্ত্ৰো যথা—হ্রীঁ স্বাহা ।

বিক্ষেপাঃ—প্রণবং পূর্বমুদ্ধত্য বাসবাত্তং ততঃ পবম্ ।

ইন্দিবা-সংযুতং কুর্য্যাদ্ যত্ততঃ পবমেশ্ববি । ॥

ক্ষণ্মকমক্ষবং চোক্ত্বা ততঃ পবমুদীববেৎ ।

বালিবীজং সমুদ্ধত্য এধিতা-সংযুতং কুৰ ॥

কূর্চ্চবীজ ( হুঁ ) উদ্ধাব করিবে । পুনবাষ ঐশ্বর্যবীজ উদ্ধাব কবিয়া বিন্দর্দ্ধ সংযুক্ত করিবে । হে মহেশানি । ইহাই শ্রামাব সেতু বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । মন্ত্ৰ যথা—ঐঁ হুঁ ঐঁ । ভুবনেশ্বরীষ সেতু—হে দেবি ! হে পবমেশানি । প্রথমে প্রণব, তাহাব পব দুইটা হ্রল্লেক্ষা ( হ্রীঁ ) ও তাহাব পব দুইটা প্রণব উদ্ধাব কবিবে । হে মহেশানি ! এই বিজ্ঞা ভুবনেশ্বরীষ সেতু কথিত হইয়াছে । মন্ত্ৰ যথা—ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ ওঁ ।

অন্নদাব সেতু—অনন্তব অন্নদাব উত্তম সেতু বলিতেছি । প্রথমে মাণাবীজ উচ্চারণ কবিয়া বহ্নিজায়া উদ্ধার কবিবে । মন্ত্ৰ যথা—হ্রীঁ স্বাহা । মহিষমৰ্দ্দিনীষ সেতু :—হে পবমেশানি । অনন্তব মহিষমৰ্দ্দিনীষ উত্তম সেতু বলিতেছি । বঞ্জিনীষ (বকাবের) উপবিভাগে সংস্থিত হংস বর্ণ (হ) উদ্ধাব কবিয়া 'জ'—এই বর্ণ ও বিন্দর্দ্ধ ( ° ) সংযুক্ত কবিবে । পবে বহ্নিজায়া উদ্ধাব কবিবে । এই ত্র্যক্ষবী বিজ্ঞা মহিষমৰ্দ্দিনীষ সেতুবিজ্ঞা উক্ত হইয়াছে । মন্ত্ৰ যথা—হ্রীঁ স্বাহা । বিষ্ণুর সেতু—প্রথমে প্রণব উদ্ধাব কবিয়া তাহাব-পব বাসবাত্ত (ব) উদ্ধাব কবিয়া যত্পূর্বক ইন্দিবা (ই) সংযুক্ত কবিবে । হে পবমেশ্ববি ! তাহাব পব 'ক্ষ' বর্ণ ও বালিবীজ (ব) উদ্ধাব কবিয়া উচ্চারণ কবিবে এবং এধিতা (এ) সংযুক্ত কবিবে ।

পুনঃ প্রণবমুক্ত্য বিষোঃ সেতুঃ শুচিস্মিতে ! ॥ মন্ত্ৰো যথা—ওঁ বিষ্ণবে ওঁ ।

ত্রীকৃষ্ণস্ত —প্রণবং পূর্ববমুক্ত্য মম্মথং তদনন্তবম্ ।

পুনঃ প্রণবমুক্ত্য সেতুমন্ত্ৰং মনোহরম্ ।

ত্রীকৃষ্ণবিষয়ে সেতুস্ত্র্যক্ষবঃ সমুদাহৃতঃ ॥ মন্ত্ৰো যথা—ওঁ ক্লীঁ ওঁ ।

বামস্ত—শৃণু কমলপত্রাক্ষি ! সেতুং রামস্ত সুন্দবম্ ।

প্রণবং পূর্ববমুক্ত্য বাজহংসং ততঃ পবম্ ॥

আচার্য্য-সংযুক্তং কৃত্বা বিন্দ্বর্দ্ধ-সংযুক্তং কুরু ।

পুনঃ প্রণবমুক্ত্য বিছোয়ং সেতুকাপিণী ।

ত্র্যক্ষবীয়ং মহাবিভা সেতুবিভা প্রকীর্তিতা ॥ মন্ত্ৰো যথা—ওঁ বাঁ ওঁ ।

শিবস্ত—হংসযুক্তং সমুদ্রকৃত্য সমুদ্ররূপিণং ততঃ ।

চন্দ্রাঙ্কসংযুক্তং দেবি ! কুরু যত্নেন পার্বতি ! ।

এষা চ দ্ব্যক্ষবী বিভা শিবস্ত সেতুকাপিণী ॥ মন্ত্ৰো যথা—হংসঃ ।

অন্তেষু দেবীদেবেষু প্রণবঃ সেতুচ্চ্যতে । ...

সর্বেষাং শূদ্রজাতীনামৌঙ্কারঃ সেতুচ্চ্যতে ॥ ৫ ॥

অথ কবচসেতুঃ

যত্র যত্র বিনির্দিষ্টঃ সেতুমন্ত্ৰঃ শুচিস্মিতে ! ।

হে শুচিস্মিতে ! পুনর্বাষ প্রণব উদ্ধাব কবিবে । উহা বিষ্ণব সেতু । মন্ত্ৰ যথা—ওঁ বিষ্ণবে ওঁ । ত্রীকৃষ্ণব সেতু—প্রথমে প্রণব উদ্ধাব কবিয়া অনন্তর মম্মথ ( ক্লীঁ ) ও পুনর্বাষ প্রণব উদ্ধাব কবিয়া মনোহর সেতু মন্ত্ৰ উদ্ধার কবিবে । ত্রীকৃষ্ণবিষয়ে এই ত্র্যক্ষব মন্ত্ৰ সেতু কথিত হইয়াছে । মন্ত্ৰ যথা—ওঁ ক্লীঁ ওঁ । বামেব সেতু—হে কমলপত্রাক্ষি ! বামেব সুন্দব সেতু শ্রবণ কব । প্রথমে প্রণব উদ্ধাব কবিয়া তাহাব পর বাজহংস ( ব ) উদ্ধার করিবে । পবে উহাতে আচার্য্য ( আ ) সংযুক্ত কবিয়া বিন্দ্বর্দ্ধ ( ° ) সংযুক্ত কবিবে এবং পুনর্বাষ প্রণব উদ্ধার কবিবে । ইহা সেতুকাপিণী বিভা । ত্র্যক্ষবী এই মহাবিভা বামেব সেতুবিভা উক্ত হইয়াছে । মন্ত্ৰ যথা—ওঁ বাঁ ওঁ । শিবাব সেতু—হে পার্বতি ! হংসযুক্তা সমুদ্ররূপিণী বর্ণকে ( হংস ) উদ্ধার কবিয়া বহুপূর্বক চন্দ্রাঙ্ক সংযুক্ত কব । এই দ্ব্যক্ষবী বিভা শিবাব সেতুকাপিণী । মন্ত্ৰ যথা—হংসঃ । প্রণব অস্ত্র দেবদেবীর সেতু বলিয়া কথিত হয় । সমস্ত শূদ্রজাতির অর্থাৎ শূদ্রাব সমান-ধর্মী বলিয়া শূদ্র এবং গ্রীগণেবও ওঙ্কার সেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

হে শুচিস্মিতে ! যেখানে যেখানে সেতুমন্ত্ৰ উক্ত হইয়াছে । হে প্রিয়ে ! সেই মন্ত্ৰকে

তন্মন্ত্ৰং ত্ৰিগুণং কৃষ্ণা সেতুমন্ত্ৰং কুব্জ প্রিয়ে ! ॥  
 কবচস্ত মহেশানি ! সেতুর্ভবতি স্তন্দবি ।।  
 সেতুং বিনা মহেশানি ! কবচং যঃ পঠেন্নবঃ ॥  
 স ভক্ষ্যো জায়তে দেবি ! যোগিনীনাং শুচিস্মিতে ।।  
 বৈষ্ণবে গাণপত্যে চ শৈবে শাক্তে শুচিস্মিতে ।।  
 আদাবস্তে মহাসেতুং দত্ত্বা তু কবচং পঠেৎ ॥ ৬ ॥

### কুল্লুকাপ্রয়োজনম্

অথ কুল্লুকাপ্রয়োজনমাহ

কদ্ৰ-বামলে—অজ্ঞাত্বা কুল্লুকাং দেবি ! মহামন্ত্ৰং জপেৎ তু যঃ ।  
 তস্ত নশুন্তি চত্বাবি আয়ুর্বিভা যশো বল(ধন)ম্ ॥  
 কুল্লুকাঞ্চ ন জানাতি মহামন্ত্ৰং জপেন্নবঃ ।  
 পঞ্চম্ জায়তে তস্ত অথবা বাতুলো ভবেৎ ॥  
 অজ্ঞাত্বা কুল্লুকামেতাং জপতে যোহধমঃ প্রিয়ে ! ।  
 পঞ্চম্ভমাশু লভতে সিদ্ধিহানিশ্চ জায়তে ॥  
 তথা জপাদিকং সর্বং নিষ্ফলং নাত্র সংশয়ঃ ।  
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন প্রজপেৎ মূচ্ছিত কুল্লুকাম্ ॥

বাবাহীতন্ত্ৰে—জপং সমাবভেৎ মন্ত্ৰী কুল্লুকাণ্ডং যথাবিধি ।

পূজাং জপং সমাপ্যৈব স্তব্ধা চ কবচং পঠেৎ ॥ ৭ ॥

ত্রিগুণ কবিত্তা সেতুমন্ত্ৰ ( কবচেব সেতুমন্ত্ৰ ) কবিবে । হে স্তন্দবি ! হে মহেশানি ! উহা  
 কবচেব সেতু হয় । যে ব্যক্তি সেতু বিনা কবচ পাঠ করে, হে দেবি ! হে শুচিস্মিতে !  
 সে যোগিনীগণেব ভক্ষ্য হয় । হে শুচিস্মিতে । বিষ্ণু কবচে, গণপতির কবচে, শিবের  
 কবচে বা শাক্তি কবচে আদিতে ও অন্তে মহাসেতু দিয়া কবচ পাঠ কবিবে ॥ ৬ ॥

অনন্তব কদ্ৰবামল তন্ত্ৰে কুল্লুকাব প্রয়োজন বলিতেছেন—“হে দেবি । যে ব্যক্তি  
 কুল্লুকা না জানিয়া মহামন্ত্ৰ ( ইষ্টমন্ত্ৰ ) জপ কবে, তাহাব আয়ুঃ, বিত্তা, যশঃ ও বল—  
 চাবিটিই নষ্ট হয় । যে মানব কুল্লুকা জানে না, অথচ মহামন্ত্ৰ জপ করে, তাহাব বিনাশ  
 হয় অথবা সে বাতুল হয় । হে প্রিয়ে । যে অধম এই কুল্লুকা না জানিয়া জপ কবে,  
 সে শীঘ্র পঞ্চম প্রাপ্ত হয়, তাহাব সিদ্ধিহানিও জন্মে এবং [ তাহার ] জপাদি সমস্ত কর্ম  
 নিষ্ফল হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই । অতএব সর্বপ্রযত্নে মন্ত্ৰকে কুল্লুকা জপ কবিবে ।”  
 বাবাহীতন্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে—“দীক্ষিত সাধক যথাবিধি আদিতে কুল্লুকা জপ করিয়া ইষ্টমন্ত্ৰ  
 জপ আরম্ভ করিবে । পূজা ও জপ সমাপ্তি কবিত্তা স্তব পাঠ করিয়া কবচ পড়িবে” ॥ ৭ ॥

## কুল্লুকানিরূপণম্

বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে—গুহাদ্ গুহাতবং দেবি । তব স্নেহেন কথ্যতে ।  
 তারায়্যাঃ কুল্লুকা দেবি ! মহানীল-সবস্বতী ॥ মন্ত্রো যথা—হ্রীঁ জ্রীঁ হুঁ ।  
 পঞ্চাঙ্কবী কালিকার্যাঃ কুল্লুকা পরিকীর্তিতা ।  
 কালী কূর্চং বধূর্গায়্যা ফডস্তা পবমেশ্ববি । ॥ মন্ত্রস্ত—ক্রীঁ হুঁ জ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ ।  
 ছিন্নায়ান্ত মহেশানি ! কুল্লুকাষ্টাঙ্করী ভবেৎ ।  
 বজ্রবৈরোচনীয়ে চ অস্ত্রে বর্ষ্ম প্রকীর্তয়েৎ ॥ মন্ত্রস্ত—বজ্রবৈবোচনীয়ে হুঁ ।  
 প্রসাদবীজং শম্ভান্ত মঞ্জুষোষে ষড়ঙ্কবী ।  
 ললাটরবচনং চৈব ধ্যায়ং চন্দ্রযুতং স্মরেৎ ॥  
 মন্ত্রস্ত শিবস্ত—হৌঁ, মঞ্জুষোষস্ত তু—অববচনধীঁ ।  
 ভুবনেশ্যাশ্চ হ্রীং বীজং বিষ্ণোর্বৈ চাষ্টবর্গিকা ।  
 নমো নারায়ণায়ৈতি প্রণবাভা চ কুল্লুকা ॥  
 ভুবনেশ্বর্যাঃ—হ্রীঁ । বিষ্ণোঃ—ওঁ নমো নারায়ণায় ।  
 বর্ষ্মবীজং তু ভৈবব্য্যাঃ কুল্লুকা পবিকীর্তিতা । মন্ত্রো যথা—হুঁ ।  
 শ্রীমৎ-ত্রিপুরসুন্দর্যাঃ কুল্লুকা দ্বাদশাঙ্কবী ।  
 বাগ্ভবং কামবীজঞ্চ লজ্জাঞ্চ ত্রিপুবে ততঃ ॥

বিশুদ্ধেশ্বর-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে দেবি ! তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ গুহ হইতেও  
 গুহাতব বিষয় কথিত হইতেছে । তাবাব কুল্লুকা মহানীলসরস্বতী অর্থাৎ মহানীলসবস্বতী  
 মন্ত্র হ্রীঁ জ্রীঁ হুঁ তারাব কুল্লুকা । কালী (ক্রীঁ) কূর্চ (হুঁ) বধু (জ্রীঁ) ও ফডস্ত মায়্যা  
 অর্থাৎ হ্রীঁ ফট্—এই পঞ্চাঙ্কবী বিত্তা কালিকাব কুল্লুকা কথিত হইয়াছে । মন্ত্র যথা—ক্রীঁ  
 হুঁ জ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ । হে মহেশানি ! অষ্টাঙ্কবী বিত্তা ছিন্নমস্তার কুল্লুকা । ‘বজ্রবৈবোচনীয়ে’  
 এবং অস্ত্রে বর্ষ্ম (হুঁ) অর্থাৎ “বজ্রবৈবোচনীয়ে হুঁ”—ইহাই ছিন্নমস্তাব অষ্টাঙ্কবী  
 কুল্লুকা বিত্তা উক্ত হইয়াছে । প্রসাদবীজ (হৌঁ) শিবাব কুল্লুকা । ললাট (অ),  
 ববচন ও ধী-এই বর্ণকে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত চিন্তা কবাবে অর্থাৎ ‘অববচনধীঁ’—ইহাই  
 মঞ্জুষোষাব ষড়ঙ্কবী কুল্লুকা বিত্তা । শিবাব মন্ত্র—হৌঁ, মঞ্জুষোষাব—অববচনধীঁ ।

ভুবনেশীব কুল্লুকা হ্রীঁ বীজ । প্রণবাভি এবং ‘নমো নারায়ণায়’—এই অষ্টবর্ণাঙ্ক  
 মন্ত্র বিষ্ণুব কুল্লুকা । বর্ষ্মবীজ (হুঁ) ভৈববীব কুল্লুকা বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে ।  
 [ প্রথমে ] বাগ্ভব বীজ (ঐঁ), কামবীজ (ক্লীঁ), লজ্জাবীজ (হ্রীঁ) ও ‘ত্রিপুবে’

ভগবতি-পদং পশ্চাদন্তে ঠদ্বয়মুদ্ববেৎ ॥

মন্ত্ৰস্ত—ঐ ক্লী হ্রী ত্রিপুবে ভগবতি স্বাহা ।

অথবা—বাগ্ভবং প্রথমং বীজং কামবাজমনন্তবম্ ।

লজ্জাবীজং ক্রোধবীজং ফডন্তক সমুদ্ববেৎ ॥ মন্ত্ৰস্ত—ঐ ক্লী হ্রী হু ফট্

অথবা কামবীজাখ্যা কুল্লুকা পবিকীৰ্ত্তিতা । মন্ত্ৰস্ত—কএঈলহ্রী ।

সবস্বত্যা বাগ্ভবঞ্চ অন্নদায়াস্তনঙ্গকম্ । সবস্বত্যাঃ—ঐ । অন্নদায়াঃ—ক্লী ।

মাতঙ্গ্যাঃ প্রথমং বীজং মাযা ধূমাবতীং প্রতি । মাতঙ্গ্যাঃ—ওঁ, ধূমাবত্যাঃ—হ্রী ।

বগলাযা বধুবীজং লক্ষ্ম্যাশ্চ নিজবীজকম্ । বগলাযাঃ—জ্রী । লক্ষ্ম্যাঃ—জ্রী ।

ধনদাযা বধুবীজং কুল্লুকা পবিকীৰ্ত্তিতা ॥ মন্ত্ৰো যথা—জ্রী ।

অপবেবাঞ্চ দেবানাং স্বমন্ত্ৰঃ পবিকীৰ্ত্তিতঃ ।

অত্মাসাং তু পবাবীজং কুল্লুকা পবমেধবি ! ॥

বামস্ত—প্রণবং পূর্ববমুদ্বত্য বাজহংসং ততঃ পবম্ ।

আচার্য্য-সংযুতং কৃত্বা বিন্দ্বক্ক-সংযুতং কুরু ॥

পুনঃ প্রণবমুদ্বত্য বিদ্যেয়ং সেতুকাপিণী ।

এতাং বিদ্যাং ববাবোহে ! মন্থথৈঃ পুটিতাং কুরু ॥

তদা ভবতি দেবেশি । বামস্ত স্বর্গচূর্মভা ॥

পদ উদ্ধার করিয়া তাহার পব 'ভগবতি' পদ উদ্ধাব কবিয়া অন্তে ঠদ্বয় ( স্বাহা ) উদ্ধাব কবিবে । ইহাই শ্রীমৎত্রিপুবস্তুন্দবীৰ দ্বাদশাক্ষবী কুল্লুকা বিদ্যা । মন্ত্ৰ যথা—ঐ ক্লী হ্রী ত্রিপুবে ভগবতি স্বাহা । [ অথবা ] প্রথমে বাগ্ভব বীজ, অনন্তব কামবাজবীজ ( ক্লী ), লজ্জাবীজ ( হ্রী ) এবং ফডন্ত ক্রোধবীজ অর্থাৎ 'হু' ফট্ উদ্ধাব কবিবে অর্থাৎ ঐ ক্লী হ্রী হু ফট্—ইহাও ত্রিপুবস্তুন্দবীৰ এক প্রকাব কুল্লুকা । অথবা কামবীজ নামক বিদ্যা অর্থাৎ ক এ ঈ ল হ্রী ত্রিপুবস্তুন্দবীৰ অন্য প্রকাব কুল্লুকা । সবস্বতীব বাগ্ভব ( ঐ ), অন্নদাব অনঙ্গবীজ ( ক্লী ), মাতঙ্গীব প্রথমবীজ ( ওঁ ); ধূমাবতীব মাযা ( হ্রী ), বগলাব বধুবীজ ( জ্রী ); লক্ষ্মীব নিজবীজ ( জ্রী ) এবং ধনদাব বধুবীজ ( জ্রী ) কুল্লুকা বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । হে পবমেধবি । অন্য দেবগণেব নিজমন্ত্ৰ এবং অন্য দেবীগণেব পবাবীজ ( হ্রী ) কুল্লুকা কথিত হইয়াছে । হে দেবেশি ! প্রথমে প্রণব উদ্ধৃত কবিয়া তাহার পব বাজহংস ( ব ) উদ্ধাব কবিয়া আচার্য্য ( আ ) সংযুক্ত কবিয়া বিন্দ্বক্ক ( ং ) সংযুক্ত কব । পুনরার প্রণব উদ্ধৃত কবিয়া এই বিদ্যাকে মন্থথবীজ ( ক্লী )



পঞ্চাঙ্করী মহাবিভা সর্বতন্ত্ৰেষু গোপিতা ॥ মন্ত্রস্ত—ক্লী' ওঁ রাং ওঁ ক্লী' ।

ইত্যেবং কথিতা দেবি ! সংক্ষেপাৎ কুল্লুকা ময়া ॥ ৮ ॥

সেতুমঙ্গলতন্ত্ৰে—বাগ্ভবং পূর্বমুক্ত্য মন্থং তদনন্তরম্ ।

ভৃগুবীজং সমুক্ত্য মন্থসর্গযুতং কুরু ॥

সুন্দরীবিষয়ে বোধ্য কুল্লুকেয়ং মহেশ্বরি ॥ মন্ত্ৰো যথা—ঐ' ক্লী' সৌঃ ।

কামধেনুং সমুক্ত্য লোকবন্ধাং ততঃ পবম্ ।

বামনীয়কবীজন্ত পুনকুক্ত্য সুন্দরি ॥

ঐতিবীজযুতং কৃৎস্না বিন্দ্বর্দ্ধ-সংযুতং কুরু ।

কুল্লুকেয়ং মহাবিভা ভৈবব্যাঃ পবিকীর্তিতা ॥ মন্ত্রস্ত—ক ল রী' ।

তায়াঃ—মায়াবীজং সমুক্ত্য ততশ্চ প্রণবদ্বয়ম্ ।

পুনর্মায়াং সমুক্ত্য কুল্লুকাজপমাচরেৎ ॥

কুল্লুকাজপমাত্রৈণ সর্বসিদ্ধীশ্ববো ভবেৎ ॥ মন্ত্ৰো যথা—হ্রী' ওঁ ওঁ হ্রী' ॥

কালিকায়াঃ—পঞ্চাঙ্করী কালিকায়াঃ কুল্লুকা পবিকীর্তিতা ।

কালী কূর্চং বধূমায়া ফড়ন্তা পবমেশ্বরি ॥ মন্ত্ৰো যথা—ক্রী' হ্রী' হ্রী' ফট্ ।

দ্বাৰা পুটিত কব । তাহা হইলে এই বিত্তা বামেব স্বর্গজলভা কুল্লুকা হইবে । পঞ্চাঙ্করী এই বিত্তা ( ক্লী' ওঁ রাং ওঁ ক্লী' ) সমস্ত তন্ত্ৰে গোপিত হইয়াছে । হে দেবি ! সংক্ষেপে আমি কর্তৃক এইরূপে কুল্লুকা কথিত হইল ॥ ৮ ॥

সেতুমঙ্গলতন্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে—“প্রথমে বাগ্ভববীজ উচ্চার করিয়া অনন্তর মন্থং-বীজ ও ভৃগুবীজ ( স ) উচ্চার করিয়া মন্থ ( ও ) এবং সর্গ (ঃ) যুক্ত কব । হে মহেশ্বরি ! সুন্দরী বিষয়ে এই বিত্তা কুল্লুকা জানিবে । মন্ত্র যথা—ঐ' ক্লী' সৌঃ । হে সুন্দরি ! কামধেনু ( ক ) উচ্চাব কবিয়া পবে লোকবন্ধা ( ল ) ও বামনীয়ক বীজ ( র ) উচ্চাব কবিয়া, ঐ—এই বীজ সংযুক্ত কবিয়া বিন্দ্বর্দ্ধ (°) সংযুক্ত কব । এই মহাবিত্তা ভৈরবীর কুল্লুকা বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । মন্ত্র যথা—কলরী' ।

তাবাব কুল্লুকা—[প্রথমে] মায়াবীজ উচ্চাব কবিয়া তাহার পব প্রণবদ্বয় ও পুনরায়া মায়া উচ্চাব কবিয়া কুল্লুকা জপ কবিবে । কুল্লুকার জপমাত্রেই সমস্ত সিদ্ধি অধিপতি হইতে পাবে । মন্ত্র যথা—হ্রী' ওঁ ওঁ হ্রী' । হে পবমেশ্বরি । কালী (ক্রী'), কূর্চ (হ্রী'), বধু (ক্রী'), মায়া (হ্রী') ও অন্তে 'ফট্'—এই পঞ্চাঙ্করী বিত্তা কালিকার কুল্লুকা কথিত হইয়াছে । মন্ত্র যথা—ক্রী' হ্রী' হ্রী' ফট্ ।

ভুবনেশ্বাঃ—কালকূট-প্রশমনী-বীজমুক্ত্য সুন্দবি ।।

বামনীয়কবীজেন সংযুতং কুৰু সুন্দবি ।।

বিন্দ্বর্কসংযুতং কৃত্বা ত্রিগুণং কুৰু সুন্দরি ।।

এষা বিদ্যা মহেশানি । কুল্লুকা বিষ্ণুপূজিতা ॥ মন্ত্ৰো যথা—হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ।

আত্মন্তে পবমেশানি । কূৰ্চবীজদ্বয়ং কুৰু ।

তদা ভবতি বিদ্যেয়ং মৰ্দ্দিন্যাঃ কুল্লুকা প্ৰিযে ।।

আদ্যন্তে ওঁ হ্রীং স্বাহা ওঁ ইতি মন্ত্ৰস্তাদ্যন্তয়োঃ হ্রীঁ ইতি—বীজং  
কৃত্তেত্যর্থঃ । তেন হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ স্বাহা ওঁ হ্রীঁ ।

পশুভাবে স্থিতা মন্ত্ৰাঃ কেবলা বর্ণকাপিণঃ ।

এবং কৃতে মহেশানি ! প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি তে ।

অন্থথা পশুবদ্ দেবি ! ন জপেৎ তু কদাচন ॥ ৯ ॥

ইতি পবিত্রাজকাচার্য্য-পবনহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দগিৰি-কৃত্যবাং

শাক্তানন্দ-ভবঙ্গিণ্যাং সেতু-মহাসেতু-কুল্লুকা-নির্ণয়ো নাম

দশমোল্লাসঃ

ভুবনেশ্ববীৰ কুল্লুকা—হে সুন্দবি ! কালকূট প্রশমনী বীজ ( ক্লী ) উদ্ধাব কবিশা  
বামনীয়ক বীজের সহিত সংযুক্ত কব। হে সুন্দবি ! [ তাহাতে ] বিন্দ্বর্ক সংযুক্ত  
কবিশা ত্রিগুণ কব। হে মহেশানি ! এই বিদ্যা ভুবনেশ্ববীৰ বিষ্ণু পূজিতা অর্থাৎ  
শ্রেষ্ঠ কুল্লুকা । মন্ত্ৰ যথা—হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ । হে পবমেশানি ! মন্ত্ৰেব আদিতে ও অন্তে  
কূৰ্চবীজ ( হ্রী ) যোজনা কব। হে প্ৰিযে ! তাহাতে এই বিদ্যা মহিষমৰ্দ্দিনীৰ কুল্লুকা  
হইবে । ‘আদ্যন্তে’ ইহাব অর্থ—‘ওঁ হ্রীঁ স্বাহা ওঁ’ এই মন্ত্ৰেব আদিতে ও অন্তে ‘হ্রীঁ  
বীজ যোজনা কবিশা । তাহাতে মন্ত্ৰ হইবে—হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ স্বাহা ওঁ হ্রীঁ । কেবল বর্ণাত্মক  
মন্ত্ৰ পশুভাবে অবস্থান কবে । হে মহেশানি ! এইরূপ কবিলে সেই সমস্ত মন্ত্ৰ প্রভুত্ব  
প্রাপ্ত হব। হে দেবি । ইহা না কবিলে মন্ত্ৰ পশুবদ্ ; কখনও তাহা জপ  
কবিবে না ॥ ৯ ॥

শাক্তানন্দ-ভবঙ্গিণীৰ দশম উল্লাসেব অন্তিমাবাদ সমাপ্ত ।

# একাদশোল্লাসঃ

## মুখশোধনম্

মুখশোধনমাহ সাবস্বততস্ত্রে—

অথ বক্ষ্যে মহেশানি । মুখশোধনমুক্তমম্ ।  
যন্ন কৃত্বা ববাবোহে ! জপপূজা বৃথা ভবেৎ ॥  
অশুদ্ধ-জিহ্বয়া দেবি ! যো জপেৎ স তু পাপভাক্ ।  
দশধা প্রজপিষ্বা বৈ মুখশোধনমাচবেৎ ॥

দেব্যাচ—দেবদেব ! মহাদেব ! শূলপাণে ! পিনাকধ্বক্ ॥

পৃথক্ পৃথক্ দেবতানাং কথয়স্ব দয়ার্ণব ! ॥

শোধনং সৰ্ববিধানাং মুখস্ত দর্শনস্ত চ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—মহাজিপুব-সুন্দর্যাঃ শৃণু মুখশোধনম্ ।

শ্রীবীজং প্রণবো লক্ষ্মীস্তারঃ শ্রীঃ প্রণবস্তথা ।

ইমং ষড়ক্ষবং মন্ত্রং সুন্দর্যা দশধা জপেৎ ॥ মন্ত্রস্ত—শ্রীঁ ওঁ শ্রীঁ ওঁ শ্রীঁ ওঁ ।

বালায়াঃ শৃণু চার্বঙ্গি ! মুখশোধনমুক্তমম্ ।

বাগ্ভবং ভুবনেশী চ বাগ্ভবং স্তববন্দিতে ।।

এষা চ ত্র্যক্ষরী বিদ্যা সদামৃতময়ী প্রিয়ে ।। মন্ত্রস্ত—ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ ।

ভৈবব্যাঃ শৃণু চার্বঙ্গি ! মুখশোধনমুক্তমম্ ।

প্রণবঞ্চ হসৌবীজং প্রণবং স্তববন্দিতে ।।

---

সাবস্বত তস্ত্রে মুখশোধন বলিতেছেন—“হে মহেশানি ! হে ববাবোহে ! যাহা না কবিলে জপ-পূজা ব্যর্থ হয়, অনন্তর উত্তম [ সেই ] মুখশোধন বিধি বলিব । হে দেবি ! অশুদ্ধ জিহ্বায় যে জপ করে, সে পাপভাগী । দশবার [ মুখশোধন মন্ত্র ] জপ কবিলেই মুখশোধন কবিবে । দেবী বলিলেন—হে দেবদেব মহাদেব ! হে শূলপাণে ! হে পিনাকধ্বক্ ! হে দয়ার্ণব ! পৃথক্ পৃথক্ দেবতার সমস্ত বিদ্যার ( শ্রীদৈবত মন্ত্রের ), মুখ ও দন্তেব শোধন বিধি বলুন । শ্রীমহাদেব বলিলেন—মহাজিপুব-সুন্দরী মুখশোধন শ্রবণ কর । শ্রীবীজ ( শ্রীঁ ), প্রণব, লক্ষ্মীবীজ ( শ্রীঁ ), তাব ( ওঁ ), শ্রীবীজ ও প্রণব—সুন্দরীর এই ষড়ক্ষব মন্ত্র দশবার জপ কবিবে । হে চার্বঙ্গি ! বালার মুখশোধন শ্রবণ কর । হে প্রিয়ে ! বাগ্ভব ( ঐঁ ), ভুবনেশী ( হ্রীঁ ) ও বাগ্ভব—এই ত্র্যক্ষরী বিদ্যা সর্বদা অমৃত-স্বরূপা । হে চার্বঙ্গি ! ভৈববী উত্তম মুখশোধন শ্রবণ কর । হে স্তববন্দিতে !

ইমং ত্র্যক্ষর-মন্ত্রং চ প্রথমং দশধা জপেৎ ॥ মন্ত্রস্ত—ওঁ হ্‌সৌঃ ওঁ ।

শৃণু স্তনদ্রি ! শ্রামায়্যাঃ মুখশোধনমুক্তমম্ ।

নিজবীজ-ত্রয়ং দেবি । প্রণব-ত্রিতয়ং ততঃ ॥

কামত্রয়ং বহি-বিন্দু-বতিচন্দ্রাঙ্ক-ভূষিতম্ ।

এষা নবাক্ষরী বিজ্ঞা মুখশোধন-কাবিণী ॥

মন্ত্রস্ত—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ওঁ ওঁ ওঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ।

তারায়্যাঃ শৃণু চার্ব্বজি ! অপূর্ব্বং মুখশোধনম্ ।

জীবনী মধ্য(মা)গা লজ্জা ভুবনেশী ততঃ পবম্ ।

ত্র্যক্ষরীয়াং মহাবিজ্ঞা জিহ্বাগ্রেহমৃতবর্ষিণী ॥ মন্ত্রস্ত—হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ।

অপূর্ব্বং শৃণু চার্ব্বজি ! ভুবনামুখশোধনম্ ।

দ্বাদশ স্ববমুক্তত্য নাদ-বিন্দুযুক্তং কুক ॥

তৎত্রিকং দশধা জপ্ত্বা ভুবনেশীং জপেৎ স্তুধীঃ ।

ত্র্যক্ষরীয়াং সমাখ্যাতা নানাস্থ-বিলাসিনী ॥ মন্ত্রস্ত—ঐঁ ঐঁ ঐঁ ॥ ১ ॥

হুর্গায়াঃ শৃণু চার্ব্বজি ! মুখশোধনমুক্তমম্ ।

দ্বাদশ স্ববমুক্তত্য বিন্দুযুক্তং তৎ ত্রিকম্ ॥ মন্ত্রস্ত—ঐঁ ঐঁ ঐঁ ।

অথ দেবি । প্রবক্ষ্যামি বগলা-মুখশোধনম্ ।

প্রণব, 'হ্‌সৌঃ' এই বীজ ও প্রণব—এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র দশবার জপ কবিবে । মন্ত্র—ওঁ হ্‌সৌঃ ওঁ । হে স্তনদ্রি । শ্রামাব উত্তম মুখশোধন শ্রবণ কব । হে দেবি । তিনটি নিজবীজ (ক্রীঁ), তিনটি প্রণব ও বহি (ব্), বিন্দু (•), বতি (জি) এবং চন্দ্রাঙ্ক- (৮) ভূষিত তিনটি কামবীজ অর্থাৎ ক্রীঁ—এই নবাক্ষরী বিজ্ঞা মুখশোধনকরী । মন্ত্র—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ওঁ ওঁ ওঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ । হে চার্ব্বজি । তাবাব মুখশোধন শ্রবণ কব । জীবনী (হ্রীঁ) মধ্যস্থা লজ্জা (হ্রীঁ) ও তাহাব পব ভুবনেশী (হ্রীঁ)—এই ত্র্যক্ষর মহাবিজ্ঞা জিহ্বার অগ্রভাগে অমৃত বর্ষণ কবে । মন্ত্র যথা—হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ । হে-চার্ব্বজি । ভুবনেশরীবা অপূর্ব্ব মুখশোধন শ্রবণ কব । দ্বাদশ স্বব উচ্চাব কবিয়া নাদ-বিন্দু যুক্ত কব । স্তুধী সাধক উহাব তিনটি দশবার জপ কবিয়া ভুবনেশরী মন্ত্র জপ কবিবে । এই ত্র্যক্ষরী বিজ্ঞা নানাবিধ স্তু-বিলাসেব জননী । মন্ত্র যথা—ঐঁ ঐঁ ঐঁ ॥ ১ ॥

হে চার্ব্বজি । হুর্গার মুখশোধন শ্রবণ কব । দ্বাদশ স্বব উচ্চাব কবিয়া বিন্দুযুক্ত কব । তৎত্রিক অর্থাৎ উহাব তিনটি হুর্গাব মুখশোধন মন্ত্র । মন্ত্র যথা—ঐঁ ঐঁ ঐঁ ।

বাগ্ভবং ভুবনেশানী বাগ্‌বীজং সুরবন্দিতে । ॥

এষা তু ত্র্যক্ষবী বিদ্যা সদাহমৃতময়ী প্রিয়ে । ॥ মন্ত্রস্ত—ঐ হ্রীং ঐ ।

মাতঙ্গ্যাঃ শোধনং দেবি ! অঙ্কুশং বাগ্‌ভবং তথা ।

বীজধ্বঙ্কশমেতদ্ধি বিজ্ঞেয়ং ত্র্যক্ষবাক্যকম্ ॥

ত্র্যক্ষবীয়াং সমাখ্যাতা মুখশোধন-তুল্লাভা ॥ মন্ত্রস্ত—ক্ৰোঁ ঐ ক্ৰোঁ ॥ ২ ॥

অপরৈকং শৃণু প্রোচে ! লক্ষ্মীশ্চ মুখশোধনম্ ।

প্রিয়াশ্চ পরমেশানি ! বীজান্তে কমলাননে ॥

পুনঃ শ্রীবীজমুদ্রত্য মুখশোধনমাচবেৎ ।

ইয়াং সপ্তাক্ষবী বিদ্যা চতুর্বর্গময়ী সদা ॥ মন্ত্রস্ত—শ্রীং কমলাননে শ্রীং ।

অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি হুর্গায়া মুখশোধনম্ ।

বাগ্‌বীজ-পুটিতা মায়া হুর্গে স্বাহা ততঃ প্রিয়ে ! ॥

ভুবনেশী পুনশ্চৈব বাগ্‌বীজদ্বয়মেব চ ।

ইয়াং দশাক্ষরী বিদ্যা সদা মম হৃদি স্থিতা ॥

মন্ত্রস্ত—ঐ হ্রীং ঐ হুর্গে স্বাহা হ্রীং ঐ ঐ ।

অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি ধনদামুখশোধনম্ ।

প্রণবং দাস্তমুদ্রত্য বামকর্ণ-বিভূষিতম্ ॥

হে দেবি ! অনন্তব বগ্‌ভব মুখশোধন বলিব । হে সুরবন্দিতে ! হে প্রিয়ে ! বাগ্‌ভব ( ঐ ), ভুবনেশ্বরী ( হ্রী ) ও বাগ্‌ভব—এই ত্র্যক্ষবী বিদ্যা সর্বদা অমৃত-স্বরূপা । মন্ত্র—ঐ হ্রীং ঐ । হে দেবি ! মাতঙ্গীব মুখশোধন হইতেছে—অঙ্কুশ বীজ, ( ক্ৰোঁ ) বাগ্‌ভব বীজ ও অঙ্কুশবীজ—এই ত্র্যক্ষবাক্যক মন্ত্র জানিবে । এই ত্র্যক্ষরী বিদ্যা মুখশোধন মন্ত্রের মধ্যে তুল্লাভা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ । মন্ত্র যথা—ক্ৰোঁ ঐ ক্ৰোঁ ॥ ২ ॥

হে প্রোচে । লক্ষ্মীব অপব এক মুখশোধন মন্ত্র শ্রবণ কর । লক্ষ্মী-বীজেব ( শ্রী ) অন্তে 'কমলাননে' এবং পুনরায় শ্রীবীজ উদ্ধার করিয়া মুখশোধন কবিবে । এই সপ্তাক্ষবী বিদ্যা সর্বদা চতুর্বর্গপ্রদা । মন্ত্র যথা—শ্রীং কমলাননে শ্রীং । অপব এক হুর্গাব মুখশোধন বলিব । হে প্রিয়ে । [ প্রথমে ] বাগ্‌বীজ-পুটিতা মায়া অর্থাৎ ঐ হ্রীং ঐ, পরে 'হুর্গে স্বাহা' ও ভুবনেশানী ( হ্রী ) এবং পুনরায় হুইটী বাগ্‌বীজ ( ঐ ঐ )—এই দশাক্ষরী বিদ্যা সর্বদা আমাব হৃদয়ে অবস্থান করে । মন্ত্র—ঐ হ্রীং ঐ হুর্গে স্বাহা হ্রীং ঐ ঐ । অপর এক ধনদাব মুখশোধন মন্ত্র বলিব । [ প্রথমে ] প্রণব

বিন্দুযুক্ত ব্রহ্মবীজং বিজ্ঞেয়ং ত্র্যক্ষবাক্যকম্ ॥ মন্ত্রস্ত—ওঁ ধূঁ ওঁ ।  
 ধূমাবত্যা মহেশানি ! শোধনৈকৈতদেব হি । মন্ত্রস্ত—ওঁ ধূঁ ওঁ ।  
 ভুবনায়াঃ স্ববীজন্ত প্রণবং বা বিশোধনম্ ॥ মন্ত্রস্ত—হ্রীঁ অথবা ওঁ ॥ ৩ ॥  
 কদ্রার্ণাদষ্টমো দেবি ! ভূ-পৃষ্ঠাক্রুব-সংযুতঃ ।  
 একাক্ষবীজং বিজ্ঞা তু চান্নদামুখশোধনে ॥ মন্ত্রস্ত—ক্লীঁ ।  
 উচ্ছিষ্টচাণ্ডালীদেব্যা ভদ্রকাল্যান্তথৈব চ ।  
 জিহ্বায়াঃ শোধনং ভদ্রে ! শৃণু বববর্ণিনি । ॥  
 ষষ্ঠ্যস্বং বিন্দুযুক্তং লজ্জাবীজমনন্তবম ।  
 পুনরাচ্ছ মহেশানি । চাণ্ডাল্যা মুখশোধনম্ ॥ মন্ত্রস্ত—উঁ হ্রীঁ উঁ ।  
 চতুর্দশস্ববেণাচ্যং বিন্দুচন্দ্রাঙ্কি-ভূষিতম্ ।  
 শিববীজং মহেশানি ! ভদ্রকাল্যা বিশোধনম্ ॥ মন্ত্রস্ত—হৌঁ ।  
 অস্ত্রাসাং দেবতানাঞ্চ তথা বিষ্ণেঃ শিবস্ত চ ।  
 অস্ত্রেবাকৈব দেবানাং প্রণবং মুখশোধনম্ ॥  
 মায়াং বা পবমেশানি ! প্রজপ্য মুখশোধনম্ ॥  
 কুর্যাদিতি শেষঃ । অস্ত্রদেবদেবীনাং মন্ত্রস্ত—ওঁ অথবা হ্রীঁ ।  
 অস্ত্রেষু সর্বদেবেষু দেবীষু চ বরাননে । ।

এবং বামকর্ণ ( উ ) ও বিন্দুযুক্ত দান্ত ( ধ ) উদ্ধাব কবিত্তা ব্রহ্মবীজ ( ওঁ ) উদ্ধাব কব ;  
 ত্র্যক্ষ এই মন্ত্র ধনদাব মুখশোধন জানিবে । মন্ত্র যথা—ওঁ ধূঁ ওঁ । হে মহেশানি !  
 ধূমাবতীৰ ইহাই অর্থ্যাৎ “ওঁ ধূঁ ওঁ” মুখশোধন মন্ত্র । মন্ত্র—ওঁ ধূঁ ওঁ । স্ববীজ ( হ্রীঁ )  
 বা প্রণব ভুবনেশ্বরীর [ অপব এক ] মুখশোধন মন্ত্র । মন্ত্র—হ্রীঁ অথবা ওঁ ॥ ৩ ॥

হে দেবি ! কদ্রবর্ণেব অষ্টমবর্ণ ( ককাব ), উহা ভূ ( ল ), পৃষ্টি ( ঙ্গ ) ও অক্রুব  
 ( ° ) সংযুক্ত হইয়া একাক্ষবী হয় । এই একাক্ষবী বিজ্ঞা অন্নদাব মুখশোধনে প্রযুক্ত  
 হয় । মন্ত্র যথা—ক্লীঁ । হে ভদ্রে ! হে বববর্ণিনি ! উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালী ও ভদ্রকালী দেবীব  
 জিহ্বাব শোধন মন্ত্র শ্রবণ কর । হে মহেশানি ! বিন্দু- ( ° ) যুক্ত ষষ্ঠ স্বব উ, অনন্তর  
 লজ্জাবীজ ( হ্রীঁ ), পুনরায় আন্তবীজ ( উঁ )—উহাই উচ্ছিষ্টচাণ্ডালী দেবীর মুখ-  
 শোধন মন্ত্র । মন্ত্র যথা—উঁ হ্রীঁ উঁ । হে মহেশানি ! চতুর্দশ স্বর-(ওঁ) যুক্ত এবং বিন্দু  
 ও অর্দ্ধচন্দ্র-( ° ) ভূষিত শিববীজাক্ষর ( হ ) ভদ্রকালীর মুখশোধন মন্ত্র । মন্ত্র—হৌঁ ।

হে মহেশানি ! অস্ত্রাস্ত্র দেবী, বিষ্ণু, শিব ও অস্ত্রাস্ত্র দেবগণেব মুখশোধন মন্ত্র প্রণব  
 বা মায়া জপ করিয়া মুখশোধন [ কবিবে । ] [ শ্লোকে ক্রিয়া পদ না থাকায় ] ‘কুর্য্যাৎ’-এই

দশধা প্রণবেনৈব মুখশোধনমাচরেৎ ॥  
 মুখশোধনমাত্রেন জিহ্বাহমৃতময়ী ভবেৎ ।  
 অনুথা বিষসংযুক্তা জিহ্বা ভবতি সর্বদা ॥  
 ভক্ষণে দূষিতা জিহ্বা মিথ্যাবাদেন দূষিতা ।  
 কলহৈর্দূষিতা জিহ্বা নানাদোষেণ দূষিতা ॥  
 তৎ কথং পামবো লোকো জিহ্বায়াং প্রজপেন্ মনুন্ম ।  
 সংশোধনমনার্চ্য ন জপেৎ পামরঃ ক্চিৎ ॥  
 শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি গাণপঃ সৌব এব বা ।  
 শৈবো বাহ্যগ্ৰন্থভক্তো বা কারয়েন্ মুখশোধনম্ ॥  
 দেবো যদি জপেন্নাম্নমকৃতা মুখশোধনম্ ।  
 সর্বং তস্ম বৃথা দেবি ! মন্ত্রসিদ্ধির্ন জায়তে ॥  
 তস্মাৎ প্রযত্নতো দেবি ! জিহ্বাশোধনমাচরেৎ ।  
 অনুথা প্রজপেন্ মন্ত্রমকৃতা মুখশোধনম্ ॥  
 পতনং তস্ম দেবেশি ! যো জপেৎ স চ পাণভাক্ ।  
 তস্মাৎ প্রযত্নতো দেবি ! জিহ্বাশোধনমাচরেৎ ॥ ৪ ॥  
 ইতি সারস্বত-তন্ত্রোক্ত-মুখশোধনবিধানম্ ।

ক্রিয়াটি শ্লোকে উক্ত কবিবে । হে বরাননে ! অন্যান্য সমস্ত দেবগণ ও দেবীগণের  
 দশধা প্রণব জপেব দ্বাবাই মুখশোধন কবিবে । মুখশোধনমাত্রেই জিহ্বা অমৃতময়ী  
 হব । তাহা না হইলে জিহ্বা সর্বদা বিষসংযুক্তা হইয়া থাকে । ভক্ষণে জিহ্বা দূষিত  
 হব, মিথ্যা কথা দ্বাৰা জিহ্বা দূষিত হব, কলহেব দ্বারা জিহ্বা দূষিত হয় এবং নানা  
 দোষেব দ্বারা জিহ্বা দূষিত হয় । অতএব পামর লোক কি প্রকারে সেই জিহ্বায়  
 মন্ত্র জপ কবে ? মুখশোধন না কবিয়া পামর ব্যক্তি কোন স্থলে মন্ত্র জপ করিবে না ।  
 শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌব (সূর্য্যোপাসক), শৈব বা অন্য দেবতাব ভক্ত —  
 [ সকলেই ] মুখশোধন কবিবে । হে দেবি ! দেবতাও যদি মুখশোধন না কবিয়া মন্ত্র  
 জপ কবেন, তাঁহার সকলই বৃথা, মন্ত্রসিদ্ধিও উৎপন্ন হয় না । অতএব হে দেবি !  
 যত্নপূর্ব্বক জিহ্বাশোধন কবিবে । অনুথা অর্থাৎ মুখশোধন না করিয়া যে মন্ত্র জপ  
 কবে, হে দেবেশি ! তাহাব পতন হয় । যে মুখশোধন না করিয়া জপ করে, সে  
 পাণভাগী হয় । হে দেবি ! অতএব যত্নপূর্ব্বক জিহ্বাশোধন করিবে ॥ ৪ ॥

ইহাই সারস্বত-তন্ত্রোক্ত মুখশোধন বিধি ।

নিদ্রাভঙ্গঃ

দেবুবাচ—পূজাকালে মহেশান ! যদি নিদ্রাতুবো মনুঃ ।  
 তৎ কথং সিধ্যতে মন্ত্রঃ কিং কৰ্ত্তব্যং তদা প্রভো ! ॥  
 প্রজপেৎ কেন বিধিনা ন জপেদ্ বা বদ প্রভো ! ।  
 নিদ্রায়ার্শৈব দেবেশ ! লক্ষণং বদ মে প্রভো ! ॥  
 ঈশ্বর উবাচ :—শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি যন্মাং হং পবিপৃচ্ছসি ।  
 ইডায়াঞ্চ গতে বায়ৌ শক্তিমন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে । ।  
 বাত্রৌ জপৈকমাত্রৈশ চণ্ডিকা ববদা ভবেৎ ॥

কল্পযামলে—পিঙ্গলায়াং গতে বায়ৌ তদা নিদ্রাতুরঃ প্রিয়ে । ।  
 ইডায়াঞ্চ গতে বায়ৌ তদা নিদ্রাতুবো মনুঃ ॥  
 এতৎ তে কথিতং দেবি । নিদ্রায়া লক্ষণং প্রিয়ে ! ।  
 প্রজপেদ্ যদি নিদ্রায়াং কিং তস্মৈ জপ-পূজনে ॥  
 সৰ্ব্বং তস্মৈ বুধা দেবি ! অবণ্যো বোদনং যথা ।  
 রহস্তানেন চার্ব্বঙ্গি ! ত্যক্তনিদ্রা সনাতনী ॥ ৫ ॥

দেবি বলিলেন—হে মহেশান ! পূজাকালে মন্ত্র যদি নিদ্রাতুব হব, তাহা হইলে  
 মন্ত্র কিরূপে সিদ্ধ হইবে ? হে প্রভো ! তখন কৰ্ত্তব্যই বা কি ? হে প্রভো ! তখন  
 কি বিধি অনুসারে জপ কবিবে অথবা জপ কবিবে 'না' ? ইহা [ আমাকে ] বলুন ।  
 হে প্রভো ! হে দেবেশ ! নিদ্রাৰ লক্ষণও বলুন ।

ঈশ্বর বলিলেন—হে দেবি ! তুমি আমাকে বাহা জিজ্ঞাসা কবিতেছ, তাহা শ্রবণ  
 কৰ । হে প্রিয়ে ! ইডা নাড়ীতে বায়ু গমন করিলে শক্তি-মন্ত্র জপ কবিবে । বাত্রিতে  
 একবার জপের দাবাই চণ্ডিকা ববদা হন । কল্পযামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে প্রিয়ে !  
 পিঙ্গলা নাড়ীতে বায়ু গমন কবিলে মন্ত্র নিদ্রাতুব হয় এবং ইডা নাড়ীতেও বায়ু গমন  
 কবিলে তখন মন্ত্র নিদ্রাতুব হয় । হে প্রিয়ে ! হে দেবি ! নিদ্রাৰ এই লক্ষণ কথিত  
 হইল । যদি নিদ্রাবস্থায় কেহ মন্ত্র জপ কবে, তবে তাহাৰ জপ-পূজার ফল কি ?  
 হে দেবি ! অবণ্যো বোদনের স্তায় তাহাৰ সমস্তই বুধা । হে চার্ব্বঙ্গি ! এই রহস্ত  
 মন্ত্রেৰ দ্বারা সনাতনী দেবী ত্যক্ত-নিদ্রা হন অর্থাৎ নিদ্রাত্যাগ কবেন ॥ ৫ ॥



## নিজাভঙ্গমন্ত্রঃ

আদৌ কামকলাবীজং স্বমন্ত্রান্তেহপি তদ্ জপেৎ ।  
 প্রায়শ্চিত্তমিদং দেবি ! কুত্বা মন্ত্রং জপেদ্ যদি ।  
 কিং তস্ম দক্ষিণো বায়ুস্তস্ম নিজাতুবোণ কিম্ ॥ ৬ ॥

## মন্ত্রবিজ্ঞানক্ষণম্

বিশ্বসাবে—মন্ত্রাঃ পুংদৈবতা জ্ঞেয়া বিজ্ঞা স্ত্রীদৈবতা স্মৃতা ।

পুংমন্ত্রা হৃৎফড়ন্তাঃ স্যুর্দ্বিষ্ঠাঃ স্যুঃ স্ত্রিয়ো মতাঃ ।

নপুংসকা নমোহন্তাঃ স্যুরিত্যুক্তা মনবস্ত্রিধা ॥ ৭ ॥

## দীপনীলক্ষণম্

দীপনীমাহ তন্ত্রে—যোনিমন্ত্রং মনোদীপ্তা চাচ্যন্তে পবমেশ্বরী ! ।

সপ্তবারং জপেৎ তং তু দীপনীয়াং প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

যোনিমন্ত্র ঈঙ্কাবঃ । তাভ্যাং পুটিতং মূলং সপ্তবারং জপেদিত্যর্থঃ । তন্ত্রে—

যোনিমন্ত্রেণাহবয়বং সকলং তু বিভাবয়েৎ ।

স্বকীরাত্মানং কামকলাং বিভাব্য জপপূজাদিকং কার্য্যম্ । তথাচোক্তম্—

ধ্যাত্বা কামকলাং দেহে বিভাজাপং সমাচরেৎ ।

প্রথমে কামকলাবীজ (ঈঁ) জপ করিবে। স্বমন্ত্রান্তেও অর্থাৎ ইষ্টমন্ত্র জপের শেষেও সেই কামকলা-বীজ জপ করিবে। হে দেবি ! এই প্রায়শ্চিত্ত কবিত্ব যদি মন্ত্র জপ কবে, তবে তাহাব দক্ষিণ বায়ুতে প্রয়োজন কি এবং সেই মন্ত্র নিজাতুব হইলেই বা ক্ষতি কি ? অর্থাৎ মন্ত্র নিজাতুব হইলেও ক্ষতি নাই ॥ ৬ ॥

বিশ্বসাবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“পুংদৈবত অর্থাৎ যে মন্ত্রের দেবতা পুরুষ, তাহা-দিগকে ‘মন্ত্র’ জানিবে। স্ত্রীদৈবত মন্ত্র ‘বিজ্ঞা’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পুংমন্ত্র হৃৎ ফড়ন্ত হইবে অর্থাৎ শেষে ‘হৃৎ ফড়’ থাকিবে। স্ত্রীমন্ত্র স্বাহান্ত হইবে। নমোহন্ত অর্থাৎ যে মন্ত্রের শেষে ‘নমঃ’ থাকে, তাহা ‘নপুংসক’। এইরূপ তিন প্রকার মন্ত্র উক্ত হইয়াছে ॥৭॥

তন্ত্রে দীপনী বলিতেছেন—“হে পবমেশ্বরী ! মন্ত্রেব আদিত্তে ও অন্তে যোনিমন্ত্র (ঈঁ) দিবা সাতবার সেই মন্ত্রকে জপ করিবে। ইহা ‘দীপনী’ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।” যোনিমন্ত্র ঈঁ কাব। সেই ঈঁ কাব দুইটা দ্বাবা পুটিত মূলমন্ত্রকে সাতবার জপ করিবে। ইহাই মূলপ্রোক্তের অর্থ। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“যোনিমন্ত্রের দ্বাবা সকল অবয়ব অর্থাৎ দেবতাব অবয়ব ও নিজের অবয়ব পবিব্যাপ্ত চিন্তা করিবে।” নিজের আত্মাকে কামকলা-স্বরূপ চিন্তা কবিত্ব জপ-পূজাদি করিবে। তাহাই [ তন্ত্রে ]

ধ্যাত্বা কামকলারূপ মাঝানং চিন্তয়েৎ সদা ॥

তন্ত্বে—উর্দ্ধবিন্দ্বাত্মকং বক্তু মধোবিন্দু স্তনদ্বয়ম্ ।

হকার্বাক্ষং কামপূবং তথাআনং বিচিন্তয়েৎ ॥

এতৎ কামকলা-ধ্যানং গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং মহৎ ।

নাহশিষ্যায় প্রবক্তব্যং নাভক্তায় কদাচন ॥

লোভান্ মোহাচ্চ দেবেশি । যত্র কুত্র প্রকাশয়েৎ ।

সোহচিবান্ মৃত্যুমাশ্নোতি শজ্ঞাঘাত-বিবাদিভিঃ ॥ ৮ ॥

### যোনিমন্ত্রঃ

যোনিমন্ত্রমাহ যামলে—তূর্য্যস্ববো বিন্দুযুতো নাদেন পবিভূষিতঃ ।

কামকলা-মহামন্ত্রো মহাকালেন কীর্তিতঃ ।

তস্মাৎ স্বকীয়মাঝানং ধ্যাসেদ্ দেব্যাঃ স্বকপকম্ ॥ ৯ ॥

ইতি পবিত্রাজকাচার্য্য-পবমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদব্রহ্মানন্দগিবি-কৃত্যবাং

শাক্তানন্দ-তবঙ্গিণ্যাং মুখশোধননির্ণয়ো নার্মৈকাদশোল্লাসঃ ।

উক্ত হইয়াছে । যথা—দেহে কামকলাকে চিন্তা কবিয়া বিভাজপেব অল্পষ্ঠান কবিবে । আত্মাকে কামকলারূপ ধ্যান কবিয়া সর্বদা চিন্তা কবিবে । তন্ত্বে উক্ত হইয়াছে—  
“বক্তুকে উর্দ্ধস্থিত বিন্দুরূপ, স্তনদ্বয়কে দুইটা অধোবিন্দুব স্বরূপ এবং নিজেব আত্মাকে কামপূব হকার্বাক্ষ-স্বরূপ চিন্তা কবিবে । এই কামকলাব ধ্যান গুহ্য হইতেও গুহ্যতম এবং মহৎ । অশিষ্য বা অভক্তকে কখনও বলিবে না । হে দেবেশি । যে ব্যক্তি লোভ বা মোহবশতঃ যেখানে সেখানে [ ইহা ] প্রকাশ কবে, সে শত্রু, আঘাত ও বিবাদি দ্বাৰা অচিবে পঞ্চস্ত্র প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥

যামলতন্ত্বে যোনিমন্ত্র বলিতেছেন—“তূর্য্য ( চতুর্থ ) স্বব বিন্দুযুক্ত এবং নাদেব দ্বাৰা বিভূষিত হইয়া কামকলাব মহামন্ত্র হয় । উহা মহাকাল কর্তৃক কীর্তিত হইয়াছে । অতএব নিজেব আত্মাকে দেবী-স্বরূপ চিন্তা কবিবে” ॥ ৯ ॥

শাক্তানন্দ-তবঙ্গিণীব একাদশ উল্লাসেব অল্পবাদ সমাপ্ত ।

# ছাদশোল্লাসঃ

## পুরশ্চরণ-লক্ষণম্

পুরশ্চরণ-লক্ষণমাহ হংসমাহেশ্বরে—

জপো হোমস্তর্পণঞ্চ সেকো ব্রাহ্মণভোজনম্ ।

পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমিষ্যতে ॥

যামলে—পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে শাক্ত-বৈষ্ণব-ভেদতঃ ।

পুবশ্চবণমিত্যুক্তং শিবেন পবমাত্মনা ॥ ১ ॥

## পুরশ্চরণ-প্রয়োজনম্

যামলে—জীবহীনো যথা দেহী সর্বকর্মানু ন ক্রমঃ ।

পুবশ্চবণ-হীনোহপি তথা মন্ত্ৰঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্যাদ্ গুণং বা কারয়েদ্ বৃধঃ ॥

কজ্জ-যামলে—পুবশ্চবণ-সম্পন্নো মন্ত্ৰো হি ফলদায়কঃ ।

ততঃ পুবক্তিয়াং কুর্যাদ্ মন্ত্রবিৎ সিদ্ধিকাজ্জয়া ॥

কিং হোমৈঃ কিং জপৈশ্চৈব কিং মন্ত্রত্নাস-বিস্তবৈঃ ।

বহুত্নানাঞ্চ মন্ত্রাণাং যদি ন ত্য়াং পুবক্তিয়া ।

পুবক্তিয়া হি মন্ত্রাণাং প্রধানো জীব ( বীজম্ ) উচ্যতে ॥ ২ ॥

পুবশ্চবণেব লক্ষণঃ—হংসমাহেশ্বর তন্মৈ পুবশ্চবণের লক্ষণ বলিতেছেন—“জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণ ভোজন—এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনা লোকে ‘পুবশ্চবণ’ বলিয়া কথিত হয়।” যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“ইহলোকে শাক্ত ও বৈষ্ণবভেদে পঞ্চাঙ্গ উপাসনা ‘পুবশ্চবণ’ বলিয়া পরমাত্মা শিব কর্তৃক কথিত হইয়াছে”। যামলতন্ত্রে পুবশ্চবণেব নিত্যত্ব বলিতেছেন—“জীব- ( আত্মা বা প্রাণ ) হীন দেহী অর্থাৎ দেহ যেমন সমস্ত কর্মে অসমর্থ, পুবশ্চবণ-বহিত মন্ত্রও সেইরূপ অর্থাৎ ফলদানে অসমর্থ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। অতএব প্রথমে স্বয়ং পুবশ্চরণ কবিবে অথবা গুরু দ্বাৰা করাইবে” ॥ ১ ॥

কদয়ামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“মন্ত্র পুবশ্চবণ-সম্পন্ন হইলেই ফলদায়ক হয়। অতএব সিদ্ধিবা আকাজ্জয়া মন্ত্রবিৎ ( দীক্ষিত ) সাধক [ মন্ত্ৰেব ] পুবশ্চরণ কবিবে। মন্ত্ৰেব যদি পুবশ্চবণ না হয়, তবে হোমে ফল কি? জপেই বা ফল কি? ‘আব মন্ত্ৰের ত্নাস বাহুল্যেই বা ফল কি? অর্থাৎ এ সকলেব কোন ফল নাই। কারণ পুবশ্চরণই মন্ত্ৰেব প্রধান জীব ( মুখ্য প্রাণ ) কথিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

পুৰুষচরণ-পূর্বদিন-কৃত্যম্

হবিষ্যেণৈব ভোক্তব্যং কৃষা দেহ-বিশোধনম্ ॥

প্রাতঃ স্নাত্ব তু সাবিত্রীং জপেৎ পঞ্চ সহস্রকম্ । \*

ত্রিসহস্রং সহস্রং বা জপেদষ্টোত্তবং শুচিঃ ॥

জ্ঞাতাজ্ঞাতস্ত পাপস্ত ক্ষয়ার্থং প্রথমং ততঃ ।

বিপ্রান্ সন্তোষয়েদন্ন-ভোজনাচ্ছাদনাসনৈঃ ॥

তত্রাদৌ ভূমিপরিগ্রহঃ কার্য্যঃ । তদুক্তং বৈশম্পায়ন-সংহিতায়াম্—

আদাবমুক-মন্ত্রস্ত পুৰুষচরণ-সিদ্ধয়ে ।

ময়েয়ং গৃহ্যতে ভূমির্মন্ত্রো মে সিধ্যতিমিতি ॥

ভূমেঃ পরিগ্রহং কুর্যাৎ পরিমাণাচ্চ সর্ববশঃ ।

গ্রামে ক্রোশ-মিতং স্থানং নত্বাদৌ স্বেচ্ছয়া মিতম্ ॥

নগবাদাবপি ক্রোশং ক্রোশ-যুগ্মমথাপি বা ।

আহাবাদি-বিহাবার্থং তাবতীং ভূমিমাশ্রয়েৎ ॥

দীপস্থানং সমাশ্রিত্য কৃতং কৰ্ম্ম ফল-প্রদম্ ॥ ৩ ॥

পুৰুষচরণেব পূর্বদিন কৃত্য :-—দেহ শুদ্ধ কবিষা হবিষ্যেব দাবাই ভোজন করিবে ।  
প্রাতঃকালে স্নান কবিয়া শুচি হইবা প্রথমে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পাপেব ক্ষয়েব জন্ত পাঁচ  
হাজাব, তিন হাজাব, এক হাজাব বা ১০৮ বাব সাবিত্রী জপ কবিবে । তাহাব পব  
অন্ন, ভোজন, আচ্ছাদন ও আসনেব দাবা বিপ্রগণকে সম্ভষ্ট কবিবে । পুৰুষচরণে  
প্রথমে স্থান গ্রহণ কর্তব্য । তাহাই বৈশম্পায়ন-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে । যথা—  
“প্রথমে অমুক মন্ত্রেব পুৰুষচরণ সিদ্ধিব জন্ত আমা কর্তৃক এই ভূমি গৃহীত হইতেছে ।  
আমার মন্ত্র সিদ্ধ হউক ।” সৰ্বদিক্ হইতে পরিমাণানুসাবে ভূমি-গ্রহণ কবিবে । গ্রামে  
ক্রোশ-পরিমিত স্থান, নদী প্রভৃতিতে স্বেচ্ছামিত অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ স্থান, নগবাদিতে  
এক ক্রোশ বা দুই ক্রোশ পরিমিত স্থান গ্রহণ কবিবে । আহাবাদি ও ভ্রমণেব জন্ত  
সেইরূপ পরিমাণ অর্থাৎ পুৰুষচরণেব জন্ত বেথানে যে পরিমিত ভূমি লইবে, সেই  
পরিমাণ ভূমি আহাব-বিহারাদিব জন্ত গ্রহণ কবিবে । দীপ স্থান আশ্রয় করিয়া  
কৰ্ম্ম ( পুৰুষচরণ ) করিলে সেই কৰ্ম্ম ফলপ্রদ হয়” ॥ ৩ ॥

\* যজ পঞ্চসহস্রাদি সংখ্যা-তারতম্যং সাবিত্রীজপস্তোক্তং, তৎ পাপস্ত গুরুলাঘব-তারতম্যপরি-  
মিতি বোধ্যম্ । অষ্টোত্তরমিতি সহস্রমিত্যনেনাবাশ্রিতং, নতু পঞ্চসহস্র-ত্রিসহস্রমোনিতি জ্ঞেয়ম্ ।

## দীপস্থানম্

দীপ্যতে পুৰুষো যত্র দীপস্থানং তদুচ্যতে ।  
 চতুরশ্রাং ভুবং ভিষ্মা কোষ্ঠানাং নবকং লিখেৎ ॥  
 পূৰ্ব্ব-কোষ্ঠাদিষু লিখেৎ সপ্ত-বৰ্গানমুক্রমাৎ ।  
 লক্ষ্মীশে লিখেন্নত্নী স্বরত্নাস-ক্রমাৎ শৃণু ॥  
 পুনবেবং মধ্যকোষ্ঠং নবধা বিভজেৎ সূধীঃ ।  
 মধ্যে পূৰ্ব্বাদি-কোষ্ঠেষু স্ববান্ যুগ্মক্রমাল্লিখেৎ ॥  
 যত্র পূৰ্ব্বাদি-কোষ্ঠেষু গ্রামাত্মাক্ষব-সংস্থিতিঃ ।  
 মুখন্ত তন্ত জানীয়াৎ হস্তাবুভয়তঃ স্থিতৌ ॥  
 কোষ্ঠে কুক্ষী উভে পাদৌ দ্বৈ শিষ্টং পুচ্ছমীরিতম্ ।  
 মুখস্থো লভতে সিদ্ধিং করস্থঃ স্বল্পজীবনঃ ॥  
 উদাসীনঃ কুক্ষি-সংস্থঃ পাদস্থো দ্রুঃখমাপ্নয়াৎ ।  
 পুচ্ছস্থঃ পীড্যতে মন্ত্রী বন্ধনোচ্চাটনাদিভিঃ ॥  
 কুৰ্মচক্রমিদং প্রোক্তং মন্ত্ৰিণাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ৪ ॥

যেখানে পুরুষ দীপ্যমান হয়, তাহাকে দীপস্থান বলে। ভূমিকে চতুষ্কোণ বিভাগ কবিয়া অর্থাৎ চতুষ্কোণ মণ্ডল কবিয়া নয়টা কোষ্ঠ (ঘব) করিবে। দীক্ষিত সাধক পূৰ্ব্বদিকের কোষ্ঠ হইতে আবস্ত কবিয়া সাতটা কোষ্ঠে বথাক্রমে সাতটি বর্গ এবং ঈশাণ কোণে ল. ও ক্ষ বর্ণ লিখিবে। স্ববর্ণ বিদ্যাদেব ক্রম শ্রবণ কর। সূধী সাধক মধ্য কোষ্ঠকে পুনর্বার নবকোষ্ঠে (নয়টি ঘবে) বিভাগ কবিবে। পূৰ্ব্বাদি কোষ্ঠ হইতে আবস্ত কবিয়া মধ্যকোষ্ঠে যুগ্মক্রমে অর্থাৎ দুইটি দুইটি কবিয়া স্ববর্ণগুলিকে লিখিবে। পূৰ্ব্বাদি কোষ্ঠেব যেখানে গ্রামেব আশ্র অক্ষর অবস্থান কবে, সেই স্থানকে তাহাব (কুৰ্মচক্রেব) মুখ বলিয়া জানিবে। উভয়তঃ অর্থাৎ মুখেব দুই পার্শ্বেব দুই কোষ্ঠে [কোষ্ঠরূপ] দুই হস্ত অবস্থান কবিতোছে। অপব [হস্তদ্বয়ের নিম্নস্থিত] দুই কোষ্ঠ [কুর্শের] দুই কুক্ষি; অপব (দুই কুক্ষি কোষ্ঠেব নিম্নস্থিত) দুইটি কোষ্ঠ দুই পদ; অবশিষ্ট [নিম্নস্থিত] কোষ্ঠ কুর্শেব পুচ্ছ বলিযা কথিত হইয়াছে। দীক্ষিত ব্যক্তি কুর্শের মুখাংশে অর্থাৎ যে দিকে কুর্শেব মুখ, সেই দিকে বসিযা [জপ করিলে] সিদ্ধি লাভ কবে, কবস্থ অর্থাৎ যে দিকে হস্ত, সেদিকে উপবিষ্ট হইয়া জপ করিলে অগ্নায়ুঃ হয়, কুক্ষিতে উপবিষ্ট হইয়া জপ কবিলে উদাসীন, পাদে উপবিষ্ট হইয়া জপ করিলে দ্রুঃখ লাভ কবে। পুচ্ছ উপবিষ্ট হইলে সাধক বন্ধন ও উচ্চাটনাদি দাবা পীড়িত হয়। দীক্ষিত সাধকগণেব সিদ্ধিপ্রদ এই কুৰ্মচক্র কথিত হইল ॥ ৪ ॥

নিৰ্ম্মায় বিধিবৎ কুৰ্যাদ্ জগং তত্র শুভে দিনে ।

চন্দ্রতাবানুকূলে চ শুক্লপক্ষে শুভেহহনি ।

আবভেত পুৰুষৰ্চ্যাং হবৌ স্তুপ্তে ন চাচবেৎ ॥

হবৌ স্তুপ্তে দক্ষিণায়নে ইত্যর্থঃ । তেন যদ্ দক্ষিণায়নং নিষিদ্ধমুক্তং,  
তদ্ বিষ্ণুবিষয়ম্ । শক্তি-বিষয়ে দক্ষিণায়নেহপি পুৰুষচৰণং কৰ্ত্তব্যম্ ।  
তথাচোক্তং যামলে—শবৎকালে মহাপূজা ক্ৰিয়তে যা চ বাৰ্ষিকী ।

তস্মিন্ পক্ষে বিশেষেণ পুৰুষচৰণমাচবেৎ ॥

অন্যত্রাপি—শরৎকালে চতুৰ্থাদি-নবম্যন্তং বিশেষতঃ ।

ভুক্তিতঃ পূজয়িত্বা তু বাত্রৌ চাষ্ট-সহস্রকম্ ॥

একাকী নিৰ্জ্জনে দেশে জপেচ্চ তিমিবালায়ে ॥

অষ্ট-সহস্রকমিতি । অষ্টাধিক-সহস্রং প্রত্যহং জপেদিত্যর্থঃ । তিমিবা-  
লায়ে অন্ধকাববদ্-গৃহে, ন আলোকযুক্তে ইত্যর্থঃ । কেচিৎ তু ‘তিমিবা-  
লায়ে’ বাত্রাবিতি বদন্তি । তদসৎ, ‘বাত্ৰৌ চাষ্ট-সহস্রকমিতি বাত্রোঃ  
পূৰ্ব্ব-প্রাপ্তত্বাদিতি দিক্ ॥ ৫ ॥

বিধিপূৰ্ব্বক কুৰ্মচক্ৰ নিৰ্ম্মাণ কৰিয়া শুভ দিনে সেইখানে জপ কৰিবে । চন্দ্র ও  
তাৰা অনুকূল (শুক্ল) হইলে শুক্ল পক্ষে শুভ দিনে পুৰুষচৰণ আবস্ত কৰিবে । ইবি শযনে  
পুৰুষচৰণ কৰিবে না । “হবৌ স্তুপ্তে” ইহাব অর্থ—দক্ষিণায়নে । স্তুতবাং ‘দক্ষিণায়ন  
[ পুৰুষচৰণে ] নিষিদ্ধ’—ইহা যে উক্ত হইবাছে, তাহা বিষ্ণুবিষয়ে জানিবে অৰ্থাৎ  
দক্ষিণায়নে বিষ্ণুমন্ত্ৰেৰ পুৰুষচৰণ হইবে না । শক্তি-বিষয়ে দক্ষিণায়নেও পুৰুষচৰণ  
কৰ্ত্তব্য । যামল তন্ত্ৰে তাহাই উক্ত হইবাছে । যথা—“শবৎকালে যে বাৰ্ষিকী মহাপূজা  
অনুষ্ঠিত হয়, সেই পক্ষে বিশেষভাবে পুৰুষচৰণ কৰিবে ।” অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—  
“শরৎকালে চতুৰ্থী প্রভৃতি তিথি হইতে নবমী পর্যন্ত বিশেষভাবে ভক্তিপূৰ্ব্বক পূজা  
কৰিয়া বাত্ৰিতে একাকী নিৰ্জ্জনে দেশে তিমিবালায়ে অৰ্থাৎ অন্ধকাব গৃহে অষ্ট সহস্র  
অৰ্থাৎ এক হাজাৰ আটবাব মন্ত্ৰ জপ কৰিবে ।” “অষ্ট সহস্রং”—এই পদের অর্থ  
১০০৮ বাব প্রত্যহ মন্ত্ৰ জপ কৰিবে । তিমিবালায়ে অর্থ—অন্ধকাব-পূৰ্ণ গৃহে ।  
কিন্তু আলোকযুক্ত গৃহে নহে । কেহ কেহ বলেন—তিমিবালায় অর্থ—বাত্ৰি ।  
তাহা ঠিক নহে । কাৰণ “বাত্ৰৌ চাষ্ট সহস্রকম্”—এই বচনে পূৰ্বেই বাত্ৰি  
প্রাপ্তি হইবাছে অৰ্থাৎ ‘বাত্ৰৌ’ কথাৰ পূৰ্বেই বাত্ৰিতে জপ বিহিত হইবাছে ,  
তিমিবালায় পদেৰ বাত্ৰি অর্থ হইলে পুনৰুক্তি হইবে ॥ ৫ ॥

## অথ পুরশ্চরণদিন-কৃত্যম্

বহুভির্বস্ত্রভূষাভিঃ সম্পূজ্য গুণমাত্মনঃ ।

আবভেত জপং পশ্চাৎ তদনুষ্ঠা-পূবঃসরম্ ॥

প্রাতঃ স্নাত্ব মহেশানি ! কীলানাদায় সাধকঃ ।

কুটীনিকটমাগত্য কুর্যাৎ তন্ত্রোদিতাং ক্রিয়াম্ ॥

ক্ষীরি-বৃক্ষোদ্ভবান্ কীলানন্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিতান্ ।

নিখনেদ্ দশদিগ্ভাগে তেষ্মন্ত্রঞ্চ প্রপূজয়েৎ ॥

ক্ষেত্রে তু কীলিতে মন্ত্রী ন বিলৈঃ পরিভূয়তে ।

অশ্বখোড়ম্বব-শ্লক্ষ-বটাস্চ ক্ষীবি-শাখিনঃ ॥

ক্ষেত্রপালান্ পূজয়িত্বা বলিং দত্ত্বাদ্ বিধানতঃ ।

‘দিক্পতিভ্যো বলিং দত্ত্বা ততঃ ক্ষেত্রং সগাশ্রয়েৎ ॥

ক্ষেত্রপালমন্ত্রমাহ তন্ত্রে—বর্ণান্ত ঔ-বিন্দুযুতঃ ক্ষেত্রপালায় হ্রস্বনমঃ ।

তারাত্তো বসুবর্ণোহয়ং ক্ষেত্রপালস্ত কীর্তিতঃ ॥

মন্ত্রঃ—ও কোঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ ।

ষড়্ দীর্ঘভাজা বীজেন ষড়ঙ্গত্ৰাসমাচবেৎ ।

নীলাঞ্জনাঙ্গি-নিভ মূৰ্দ্ধ-পিসঙ্গ-কেশং বৃত্তোত্র-লোচনমুপাত্ত-গদাকপালম্ ।

নিজেব গুণকে বহু বস্ত্র ও অলঙ্কারেব দ্বারা পূজা করিয়া পবে তাঁহার আজ্ঞানু-  
সাবে জপ ( পুৰুষচরণ ) আবস্ত কবিবে । হে মহেশানি ! সাধক প্রাতঃস্নান কবিয়া  
কীল ( গোঁজ ) সকল লইয়া কুটীবেব নিকট উপস্থিত হইয়া তন্ত্রোক্ত কৰ্ম্ম করিবে ।  
ক্ষীবিবৃক্ষ অর্থাৎ বট, অশ্বখ, উড়ম্বব প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত এবং অশ্ব মন্ত্ৰেব দ্বাৰা  
( ‘ওঁ সূদৰ্শনায অস্ত্রায় ফট্’ মন্ত্ৰে ) অভিমন্ত্রিত কীলগুলি পূৰ্ব্বাদি দশটী দিকে প্রোথিত  
কবিবে এবং সেই কীলগুলিতে ‘ওঁ সূদৰ্শনায অস্ত্রায় ফট্’ মন্ত্ৰে সূদৰ্শনকে পূজা  
কবিবে । ক্ষেত্র ( ভূমি ) কীলিত হইলে দীক্ষিত সাধক বিয়সমূহের দ্বাৰা অভিভূত হয়  
না । অশ্বখ, উড়ম্বব, শ্লক্ষ ( পাকুড় ), বট—এইগুলি ক্ষীবিবৃক্ষ । পবে বিধিপূৰ্ব্বক  
ক্ষেত্রপালেব পূজা কবিয়া বলি দিবে । দিক্পতিগণকে বলি দিবা পবে ভূমি অর্থাৎ  
জপের জন্ত স্থান গ্রহণ কবিবে । তন্ত্ৰে ক্ষেত্রপাল মন্ত্ৰ বলিতেছেন—“ওঁ এবং বিন্দু-  
( ৎ ) যুক্ত বর্ণান্ত ( ক্ষ ), তাহাব পব ‘ক্ষেত্রপালায়’, পবে হ্রস্বনম্ ( নমঃ ) । গ্রন্থবাদি  
এই আটটী বর্ণ ক্ষেত্রপালেব মন্ত্ৰ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । মন্ত্ৰ বখা—ওঁ কোঁ  
ক্ষেত্রপালায় নমঃ । ছয়টী দীর্ঘস্ববযুক্ত বীজেব দ্বারা ষড়ঙ্গত্ৰাস কবিবে । “নীলাঙ্গি

আশাস্বরং ভূজগ-ভূষণমুগ্ধদংষ্ট্রং ক্ষেত্রেশমদ্রুতমহং প্রণমামি দেবম্ ॥  
ইতি ধ্যান্তা ক্ষেত্রপালমাবাহ্য অষ্টদলপদ্মে পূজয়েৎ ॥

অনলাক্ষমগ্নিকেশং কবালং তদনন্তবম্ ॥  
ঘণ্টাববং মহা-(ক্ৰোধঃ)কোপং পিশিতাশনমপ্যথ ॥  
পিঙ্গলাক্ষমূর্দ্ধকেশং পত্রেষু পূর্ববতোহর্চয়েৎ ॥  
লোকপালাংস্তদজ্ঞানি যথাপূর্বং প্রপূজয়েৎ ॥

ততো মাষভক্ত-বলিং দত্বাৎ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রমাহ শাবদায়াম্—পূর্বমেহিদ্ধয়ং পশ্চাদ্ বিহু(দ্বি)ষি ত্রাৎ সূক্ধবম্ ॥

ভঞ্জয়-দ্বিতয়ং ভূয়ো তর্জয়-দ্বিতয়ং ততঃ ॥  
ততো বিম্বপদ-দ্বন্দ্বং মহাভৈবব তৎপবম্ ॥  
ক্ষেত্রপালবলিং গৃহ্ণয়ং পাবকসুন্দরী ॥  
বলিমন্ত্রোহয়মাখ্যাং সর্বকামফলপ্রদঃ ॥

বদ্ধাঞ্জলিঃ—ওঁ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ! মহাকা(ল)য ! কল্লান্ত-দহনোপম ! ॥

ভৈববায় নমস্তভ্যমলুজ্ঞাং দাতুমহঁসি ॥

ইত্যলুজ্ঞাং লব্ধ্বা ইন্দ্রাদি-দিকৃপালান্ পূজয়িত্বা মাষভক্তবলিং দত্বাৎ ॥

জায নীলবর্ণ, মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ কেশজাল মণ্ডিত, বৃত্তাকাব (গোল) উগ্র লোচনবিশিষ্ট, গদা ও কপালধারী, দিগম্বব, সর্পভূষিত, উগ্র দংষ্ট্রাযুক্ত, অদ্রুত দেবতা ক্ষেত্রপালকে আমি প্রণাম কবি ।” এইরূপে ধ্যান কবিষা ক্ষেত্রপালকে আবাহন কবিষা অষ্টদলপদ্মে পূজা কবিবে । তাহাব পব পূর্বদিকেব পত্র ইহিতে আবস্ত কবিষা সমস্ত পত্রে [ যথাক্রমে ] অনলাক্ষ, অগ্নিকেশ, কবাল, ঘণ্টাবব, মহাকোপ, পিশিতাশন, পিঙ্গলাক্ষ ও উর্দ্ধকেশকে অর্চনা কবিবে । ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে এবং তাহাব অন্ত-সমূহকে পূর্বাদিক্রমে পূজা কবিবে । তাহাব পব মাষভক্ত ( মাষকলাই ) বলি দিবে ॥ ৬ ॥

শাবদাতিলকে মন্ত্র বলিতেছেন—“প্রথমে দুইটা ‘এহি’ পদ, অনন্তব ‘বিহু(বি)’ পদ, তাহাব পব দুইটা ‘সূক্’ পদ, দুইটা ‘ভঞ্জয়’ পদ, পুনবায় দুইটা ‘তর্জয়’ পদ, তাহার পব দুইটা ‘বিম্ব’পদ, তাহার পব ‘মহাভৈবব’ পদ, তাহাব পব ‘ক্ষেত্রপাল বলিং’ এই পদ, তাহাব পব দুইটা ‘গৃহ্’ পদ, তাহাব পব পাবকসুন্দরী অর্থাৎ ‘স্বাহা’—ইহাই সমস্ত কাম্য ফলেব দাতা ক্ষেত্রপালেব বলিমন্ত্র কথিত ইহিবাছে । বদ্ধাঞ্জলি অর্থাৎ হাতজোড় কবিয়া—‘হে তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ! হে মহাকায । হে প্রলম্বাঘ্নি-তুল্য তেজস্বিন্ ! হে ভৈবব ! তোমার নমস্কাব । আগাকে অলুজ্ঞা দান কবন ।” এই মন্ত্রে অলুজ্ঞা গ্রহণ



শাবদায়াম্—কুটানিকটমাগত্য সামান্ভার্যং বিধায় চ ।

দ্বারপূজাং বিধায়াত্ জপস্থানং বিশোধয়েৎ ॥

বীক্ষণং মূলমন্ত্ৰেণ শবেণ প্রোক্ষণং মতম্ ।

তেনৈব তাড়নং দৰ্ভৈর্বর্ষণাহভ্যক্ষণং মতম্ ॥ ৭ ॥

পুৰুশচরণ-সঙ্কল্পঃ

সনৎকুমারসংহিতায়াম্—প্রণবং তৎসদভ্যেতি মাসপক্ষতিথীরপি ।

অমুকগোত্রোহমুকোহহং মূলমুচ্চার্য্য তৎপবম্ ॥

সিদ্ধিকামোহস্ত মন্ত্ৰস্ত ইয়ৎসংখ্যজপং ততঃ ।

দশাংশং হবনং হোমাদ্ দশাংশং তর্পণং ততঃ ॥

দশাংশং মার্জনং তস্মাদ্ দশাংশং বিপ্রভোজনম্ ।

পুৰুশচরণমেবং হি কবিশ্চে প্রাপ্তদম্বুথঃ ॥

ভূতশুদ্ধিং বিধায়াদৌ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ।

ঋষ্যাদিকং ততঃ কৃত্বা ক্লোক্তান্তাসমাচবেৎ ॥

ততঃ পূজাদিকং কৃত্বা ষথাবিধি জপং চবেৎ ।

শনৈঃ শনৈববিম্পষ্টং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্ ॥

কবিষা ইন্দ্রাদি দিক্পালগণকে পূজা কবিষা মাষভক্ত বলি দিবে। শাবদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—‘কুটীৰ্ অর্থাৎ পুরুশচরণ মণ্ডপেব নিকট আসিয়া সামান্ভার্য্য স্থাপন কবিষা দ্বাব পূজা কবিষা অনন্তর জপস্থান শোধন কবিবে। মূল মন্ত্ৰের দ্বারা বীক্ষণ (দর্শন) এবং শবমন্ত্ৰে (ফট্ মন্ত্ৰে) প্রোক্ষণ শিষ্টগণের সম্মত। দৰ্ভ-গুচ্ছেব দ্বাবা সেই ফট্ মন্ত্ৰে তাড়ন ও বর্ষ বোজ (হঁ) দ্বাবা অভ্যক্ষণ সকলের সম্মত” ॥ ৭ ॥

সনৎকুমার সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—“প্রথমে প্রণব (ওঁ), পরে ‘তৎ-সদত্ত’ এই পদ, তাহার পব [মণ্ডপী বিভক্তিবৃক্ত] মাস, পক্ষ ও তিথি এবং ‘অমুক গোত্রোহমুকোহহং’—এই পদ, তাহার পব মূলমন্ত্ৰ উচ্চারণ কবিষা [ইত্যন্ত] ‘মন্ত্ৰস্ত সিদ্ধি-কামঃ’ এই পদ ও ‘ইয়ৎসংখ্যজপং’ এই পদ, তাহার পব ‘তদ্দশাংশং হবনং’ এবং ‘হোমাদ্ দশাংশং তর্পণং’ এই পদ, তাহার পব ‘তদ্দশাংশং মার্জনং’ এবং ‘তস্মাদ্ দশাংশং বিপ্রভোজনং পুৰুশচরণমেবং কবিশ্চে’ এই পদ বলিবে। পবে পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া ভূতশুদ্ধি করিয়া প্রথমে প্রাণায়াম কবিবে। অনন্তর ঋষ্যাদিতাস কবিষা ক্লোক্তান্তাস কবিবে। তাহার পব পূজা প্রভৃতি কবিষা বিধিপূর্বক জপ করিবে। ধীবে ধীবে অবিম্পষ্টরূপে আত্ম-ক্রমানুসাবে অর্থাৎ মন্ত্ৰেব আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত

ক্রমেণোচ্চাবয়েদ্ বর্ণনাভ্যন্ত-ক্রমযোগতঃ ।  
 দেবতাং চিত্তগাং কুর্যাৎ কুর্যাচ্চ হৃদয়ং স্থিবম্ ।  
 প্রাতঃকালং সমাবভ্য জপেন্নান্দিবাবধি ॥ ৮ ॥

কুলাৰ্ণবে—যৎসংখ্যা সমাবদ্ধং তজ্জপ্তব্যং দিনে দিনে ।  
 ন্যূনাধিকং ন কৰ্ত্তব্যমাসমাপ্তং কদাচন ॥  
 ন্যূনাতিবিস্ত-কৰ্ম্মাণি ন ফলন্তি কদাচন ।  
 যথাবিধি কৃতান্যেব তৎ-কৰ্ম্মাণি ফলন্তি হি ॥  
 স্নানং ত্ৰিসবনং প্রোক্তমশক্তৌ দ্বিঃ সফলং বা ।  
 মন্ত্ৰং সাধয়মানস্তু ত্ৰিসন্ধ্যং দেবমৰ্চয়েৎ ॥  
 দ্বিকালমেককালং বা ন মন্ত্ৰং কেবলং জপেৎ ।  
 উপচাবৈ যথাশক্তি দেবতামনুহং যজ্ঞেৎ ॥ ৯ ॥  
 ন ক্ষুজ্-জৃম্ভণ-হিচ্ছাদি-বিকলীকৃতমানসঃ ।  
 মন্ত্ৰসিদ্ধিমবাপ্নোতি তস্মাদ্ যত্নপবো ভবেৎ ॥

যথাক্রমে মন্ত্ৰবর্ণগুলিকে উচ্চারণ করিবে। দেবতাকে হৃদয়বর্তিনী অর্থাৎ হৃদয়ে  
 ধ্যান করিবে এবং চিত্তকে স্থির করিবে। প্রাতঃকাল হইতে আবস্ত কবিত্তা মধ্যাহ্ন  
 কাল পর্যন্ত জপ করিবে ॥ ৮ ॥

কুলাৰ্ণব তন্নে উক্ত হইয়াছে—“যে সংখ্যায় জপ আবদ্ধ হইয়াছে, প্রতিদিন তাহাই  
 অর্থাৎ সেই সংখ্যায় জপ কর্তব্য। সমাপ্তি পর্যন্ত কখনও ন্যূন বা অধিক জপ করিবে  
 না। ন্যূনাতিবিস্ত কৰ্ম্ম অর্থাৎ প্রাত্যহিক কর্তব্য কৰ্ম্মে অধিক বা অল্প কৰ্ম্ম কখনও  
 ফল দান কবে না। সেই বৰ্ম্মসমূহ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলেই ফলদান কবে। [ পুৰ-  
 শ্চরণকাবীর ] ত্ৰিসবণ ( ত্ৰৈকালিক ) স্নান কথিত হইয়াছে। অশক্ত হইলে দুইবার  
 বা একবার স্নান কর্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মন্ত্ৰ-সাধনকাবী ব্যক্তি ত্ৰিসন্ধ্যায়  
 দেবতাকে পূজা করিবে। অশক্ত হইলে দুই কালে ( জপেব আদিতো ও অন্তে ) বা  
 এককালে ( জপের আদিতো বা অন্তে ) দেবতাকে পূজা করিবে। কেবল ( পূজা  
 ব্যতীত ) মন্ত্ৰ জপ করিবে না। যথাশক্তি উপচাবেব দ্বাবা প্রত্যহ পূজা করিবে ॥ ৯ ॥

ক্ষুধা, জৃম্ভণ ( হাইতোলা ), হিচ্ছাদি দ্বাবা চঞ্চল-চিত্ত ব্যক্তি মন্ত্ৰসিদ্ধি লাভ কবে  
 না ; স্তবং যত্ন-পন্ন ( স্থিরচিত্ত ) হইবে। যদি দৈবাৎ জৃম্ভণাদি হয়, তবে সেই

যদি দৈবদ্য জুস্তগাদিকং ভবতি, তদা আচম্য প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গশাস্ত্রং চ  
কৃত্বা শেবং জপেৎ । সূর্য্যং দৃষ্ট্বা বা জপেৎ । তথাচ যোগিনী-হৃদয়ে—

পতিতানা মন্ত্যজানাং দর্শনে ভাষণে কৃতে ।

স্মৃতেহধোবায়ুগমনে জুস্তগে জপমুৎসৃজেৎ ॥

তথাচম্য চ তৎপ্রাপ্তৌ প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গকম্ ।

কৃত্বা সম্যগ্ জপেচ্ছেষং যদ্বা সূর্য্যাদি-দর্শনম্ ॥

‘কৃত্বা জপেদি’তি পবেণাঘয়ঃ । আদিপদাদ্ দেবব্রাহ্মণাদীনাং পবিগ্রহঃ ॥১০॥

শয়ীত দর্ভশয্যায়াং বিস্তৃত্য ভুবি চান্ননঃ ।

তদ্বাসঃ কালয়েন্ নিত্যমগ্ন্যথা বিস্ত্রমা(বহেৎ)পতেৎ ।

ন দিবা শয়নং কুর্য্যাৎ কুকুবাদীন্ ন সংস্পৃশেৎ ।

ন সেবেত স্ত্রিয়ং মাংসং মধু বা সাধকোত্তমঃ ॥

এতানি সেবমানস্ত ন সিধ্যন্তি পুবক্তিয়াঃ ॥ ১১ ॥

ভক্ত্যাদি-নিয়মঃ

কুলার্ণবে—ভূজানো বা হবিষ্ঠান্ন শাকং যাবকমেব বা । \*

সমস্ত আচমন করিয়া প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গশাস্ত্র কবিতা অবশিষ্ট মন্ত্র জপ করিবে ।  
অথবা সূর্য্যকে দেখিয়া জপ করিবে । যোগিনী-হৃদয়ে তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা—  
“পতিত ও অন্ত্যজ ব্যক্তিগণের দর্শনে ও [ তাহাদেব সহিত ] আলাপ করিলে,  
হীচি হইলে, অধোবায়ু নিঃসৃত হইলে বা হাই উঠিলে জপ ত্যাগ করিবে । এই  
সমস্ত উপস্থিত হইলে গুনক্রাব আচমন করিবা যথাবিধি প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গশাস্ত্র কবিতা  
অথবা সূর্য্যাদি দর্শন করিবা অবশিষ্ট মন্ত্র জপ করিবে ।” “কৃত্বা জপেৎ” এই  
বাক্যটা পরে অর্থাৎ ‘সূর্য্যাদি দর্শনং’ এই পদের সহিত অধিত হইবে । আদি পদ  
ধাবা দেবতা বা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গৃহীত হইবে অর্থাৎ সূর্য্যের স্থায় দেবতা বা  
ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে দেখিয়াও অবশিষ্ট মন্ত্র জপ করা যায় ॥ ১০ ॥

ভূমিতে নিজেব কুশ-শয্যা পাতিবা তাহাতে শয়ন করিবে এবং নিজেব শয্যা ও  
পবিধের বস্ত্র প্রত্যহ ধৌত করিবে ; অন্তথা বিস্ত্র উপস্থিত হইবে । উত্তম সাধক  
দিবাতে শয়ন করিবে না, কুকুর প্রভৃতিকে স্পর্শ করিবে না, স্ত্রী-সঙ্গোগ করিবে না  
এবং মধু ও মাংস খাইবে না । যে এই সমস্ত কবে, তাহার পুণ্যচরণ সিদ্ধ হয় না ॥১১॥

হবিষ্ঠান্ন, বেথো প্রভৃতি বিহিত শাক, যাবক ( যাউ ), ছুঙ্ক, কন্দমূল এবং

পযো মূলং ফলং বাপি যত্র যচ্চোপলভ্যতে ॥ \*

ভিক্ষাশী বা জপেদ যদ্বা কৃচ্ছ্রাচন্দ্রায়ণাদিকৃৎ ।

আত্ম-মামলকধৈব ফলং কেশবি-সম্ভবম্ ॥

বস্ত্রফলং তিস্তিভীকং কমলা নাগবজ্রকম্ ।

ফলাগ্নেতানি ভোজ্যানি তদগ্নানি বিবর্জয়েৎ ॥

বিহিতশাকং যথা—কলায় কালশাকং বাস্তুকং হিলমোচিকা ॥ ১২ ॥

হবিষ্যান্ন-লক্ষণম্

হবিষ্যান্নং যথা—হৈমন্তিকং সিতা-স্বিন্নং ধান্ন-মুদগাস্তিলা যবাঃ ।

কলায়-কঙ্গু-নীবাবা বাস্তুকং হিলমোচিকা ॥

যষ্টিকা কালশাকং মূলকং কেমুকেতবৎ ।

লবণে সৈন্ধব-সামুদ্রে গব্যে চ দধি-সপিষী ॥

পযোহ্নুদ্রুতসাবৎ পনসাত্র-হবতকী ।

পিপ্পলী জীবকধৈব নাগবজ্রং তিস্তিভী ॥

কদলী লবলী ধাত্রী ফলাগ্নগুড়মৈক্ষবম্ ।

অতৈলপকং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে ॥

মূলং কেমুক-কেন্দুনাং বর্জয়েদ বিহিতং মূনে ! ।

যেখানে ( বস্ত্র প্রভৃতি ) যে ফল পাওয়া যায়, তাহা ভক্ষণ করিবা অথবা ভিক্ষাশী অর্থাৎ ভিক্ষালব্ধ অন্নমাত্র ভোজন করিয়া কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত করিয়া জপ ( পুণশ্চরণ ) করিবে । আম, আমলকী, কেশবিজাত ফল ( কেশব ), বস্ত্রা, তিস্তিভী ( তেঁতুল ), কমলা ও নাগবজ্র ( নাবজ লেবু )—এই ফলগুলি ভক্ষ্য ; অন্ন ফল সকল ত্যাগ করিবে । বিহিত শাক হইতেছে যথা—কলায় ( মটর ) শাক, কালশাক ; ( কালকাস্তুর ), বাস্তুক ( বেথো শাক ) ও হিলমোচিকা ॥ ১২ ॥

হবিষ্যান্ন হইতেছে যথা—অস্বিন্ন ( অসিদ্ধ ) গুরুবর্ণ হৈমন্তিক ধান্ন, মুগ, তিল, যব, কলায় ( ছোট মটর ), কঙ্গু ( কাউন বা কঙ্গুনী ), নীবাব ( উড়ি ধান ), বেথো শাক, হিলমোচিকা ( এক প্রকার ধান্ন—শাটিকা ), কালশাক, কেঁউভিন্ন মূল, সৈন্ধব ও সমুদ্রজাত লবণ, গব্য দধি ও ঘৃত, সাব ( মাখন ) তোলা নয় একপ ছন্ধ, কাঁঠাল, আম, হবীতকী, পিপ্পলী, জিবা, নাগবজ্র, তেঁতুল, কদলী, লবলী ( নোড় ফল ), ধাত্রী—এই সমস্ত ফল, গুড় ভিন্ন ইক্ষুজাত বস্ত্র এবং অতৈল পক বস্ত্রকে মুনীগণ হবিষ্যান্ন

\* কচিদ্র—কীরাহারী ফলাশী বা শাকাশী বা হবিষ্যভুক ।—ইতি পাঠঃ ২১

ধৃতং দধি ফলং বাপি নারিকেলং যথোচিতম্ ॥  
 হবিষ্যন্নং তথাহস্তীয়াচ্ছত্ৰুং যব-সমুদ্ভবম্ ।  
 নেদ্রিয়াণাং যথা বুদ্ধিস্তথা ভুঞ্জীত সাধকঃ ॥  
 গৃহস্থানাং বদান্তানাং ভিক্ষাশিনোহগ্রজন্মনাম্ ॥ ১৩ ॥  
 পুরস্চরণমধ্যে তু যদি স্তান্ মৃতসূতকম্ ॥  
 তথাপি কৃতসঙ্কল্পো জপং নৈব পরিত্যজেৎ ।  
 স্বকল্লোক্ত-ক্রমেণৈব জপং কৃৎ ববাননে ! ॥  
 হোময়েৎ তদদশাংশেন তদদশাংশেন তর্পণম্ ।  
 তর্পণস্ত দশাংশেন চাভিষেকেষ্জগন্ময়ীম্ ॥  
 অভিষেক-দশাংশেন কুর্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্ ।  
 গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা দীনান্ধ-কৃপণান্ বহুন্ ॥  
 জ্ঞাতীন্ দ্বিজান্ পরান্ ভক্ত্যা ভোজয়েচ্চ যথেষ্পিতান্ ।  
 এবং কৃতপূবশ্চর্য্যঃ সাধয়েদিষ্টসাম্মানঃ ॥ ১৪ ॥

হোমাদি-নিয়মঃ

গৌতমীয়ে—জপান্তে প্রত্যহং মন্ত্রী হোময়েৎ তদদশাংশতঃ ।

তর্পণং চাভিষেকঞ্চ তদদশাংশতো মুনৈ ! ॥

বলেন । হে মুনৈ ! কেমুক ও কেন্দুব মূল বর্জন করিয়া অন্ত বিহিত মূল ভক্ষণ করিবে । স্নত, দধি, নারিকেল, বিহিত ফল, হবিষ্যার এবং যব সমুৎপন্ন শত্ৰু ভক্ষণ করিবে । ইন্দ্রিয়গণের বাহাতে বুদ্ধি ( উত্তেজনা ) না হয়, সাধক সেইরূপ ভক্ষণ করিবে । যদি পুরস্চরণকারী ভিক্ষাভোজী হন, তবে তাঁহার বদান্ত ব্রাহ্মণ গৃহস্থগণের [ প্রদত্ত ] ভিক্ষা ভোজন করিবেন ॥ ১৩ ॥

পুরস্চরণ মধ্যে যদি মৃতসূতক হয়, তথাপি কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তি জপ পরিত্যাগ করিবে না । হে ববাননে ! স্বকল্লোক্তক্রমেই জপ করিয়া জপের দশাংশ সংখ্যায় হোম, হোমের দশাংশ সংখ্যায় তর্পণ, তর্পণের দশাংশ সংখ্যায় জগন্ময়ীকে অভিষেক করিবে । অভিষেকের দশাংশ সংখ্যায় ব্রাহ্মণ ভোজন কবাইবে । গুরবে দক্ষিণা দিয়া বহুসংখ্যক দীন, অন্ধ, কৃপণ, জ্ঞাতি, দ্বিজ ও অন্ত্যস্ত প্রিয় ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইবে । এইরূপে পূবশ্চরণ অল্পাঙ্কিত হইলে সাধক নিজের অভিলষিত লাভ কবে ॥ ১৪ ॥

গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে মুনৈ ! দীক্ষিত সাধক প্রত্যহ জপান্তে জপের দশাংশ হোম করিবে, তৎপতদশাংশ অর্থাৎ হোমের দশাংশ তর্পণ এবং তর্পণের দশাংশ

প্রত্যহং ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ ন্যূনাধিক্য-প্রশান্তয়ে ।  
অথবা সর্বসম্পূর্ণ্তো হোমাদিকমখাচরেৎ ॥  
অথবা হেমপত্রাদৌ যজ্ঞং কৃৎ৷ ততঃ পরম্ ।  
পূজয়িত্বা তত্র দেবীং পরিবাব-সমম্বিতাম্ ॥

### তর্পণ-বিধিঃ

তর্পয়েৎ তাং পবাং দেবীং তৎপ্রকাবমিহোচ্যতে ।  
তর্পয়িত্বা গুণানাদৌ মূলদেবীক তর্পয়েৎ ॥  
মূলান্তে নাম চোচ্চার্য তর্পয়ামি ততঃ পবম্ ।  
স্বাহাহন্তে তর্পয়েন্নত্ৰী যথা-সংখ্যং বিধানতঃ ॥

যোগিনী-হৃদয়ে—তর্পণক প্রকুবীত দ্বিতীয়াস্তমথোচ্চরন্ ।

একৈকমঞ্জলিং দত্ত্বা তর্পয়েদ্ বশ্মিবৃন্দকম্ ॥ ১৬ ॥

### তর্পণ দ্রব্যম্

তর্পণদ্রব্যমাহ বিষ্ণুদেব—তর্পণং চেন্দ্রুমন্তোয়ৈস্তীর্থতোয়ৈস্তথা পুনঃ ।

গুরুপদ্বিষ্ট-বিধিনা মধুনা বাথ তর্পয়েৎ ॥

তন্ত্রান্তবে—তীর্থতোয়েন ছুঙ্কেন সর্পিবা মধুনাহপি বা ।

অভিষেক কবিবে । জপের ন্যূনাধিক্য দোষ শাস্তিৰ জন্ত প্রত্যহ ত্রাঞ্জন ভোজন করাইবে । অথবা সমস্ত অঙ্গের পবিসমাশ্রিব জন্ত হোমাদি কবিবে । অথবা স্বর্গের পাত প্রভৃতিতে যত্র নির্মাণ কবিয়া তাহাব পব সেই যজ্ঞে পবিবাবগণের সহিত দেবীকে । পূজা কবিয়া সেই পরা দেবীকে ( ইষ্টদেবতাকে ) তর্পণ কবিবে । সেই তর্পণের প্রকাব এখানে কথিত হইতেছে ॥ ১৫ ॥

দীক্ষিত সাধক প্রথমে গুরুবর্গকে তর্পণ কবিবা মূলদেবীকে তর্পণ কবিবে । মূলমন্ত্রেব অন্তে [ দ্বিতীয়া বিভক্তিবৃক্ত ] দেবতাৰ নাম উচ্চারণ কবিয়া “তর্পয়ামি” এই পদ, তাহাব পব “স্বাহা” বলিয়া যথাসংখ্যা বিধানে অর্থাৎ ইষ্টদেবতার মন্ত্রের পুরশ্চবণবিধি বিহিত সংখ্যায় তর্পণ কবিবে । যোগিনী হৃদয়ে উক্ত হইয়াছে— ‘অনন্তব দ্বিতীয়া বিভক্তিবৃক্ত ইষ্ট দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া তর্পণ কবিবে । এক এক অঞ্জলি দিয়া বশ্মিবৃন্দকে ( পবিবাব দেবতাকে ) তর্পণ কবিবে’ ॥ ১৬ ॥

বিষ্ণুদেবের তন্ত্রে তর্পণ দ্রব্য বলিতেছেন—“কপূরবৃক্ত জলের দ্বারা গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট বিধি অনুসারে তর্পণ কর্তব্য । অথবা তীর্থজলের দ্বাৰা বা মধু দ্বাৰা তর্পণ

গন্ধোদকেন বা কুর্যাৎ সর্বত্র সাধকোত্তমঃ ॥  
 কালাগুরুদ্রবৈরেব বশয়েজ্জগদাদিকম্ ।  
 সচন্দনেন তোয়েন সৌভাগ্যং লভতে নবঃ ॥  
 তৌয়েঃ কুঙ্কুম-মিশ্রৈশ্চ স্তম্ভয়েদখিলং জগৎ ।  
 সিতামিশ্রিত-তোয়েন বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥  
 কর্পূরাক্ত-জলেনৈব সুরান্নাকর্ষয়েন্নবঃ ।  
 বোচনায়ুক্ত-তোয়েন সর্ববিঘ্নাৎ প্রমুচ্যতে ॥  
 ধ্যান্য দেবীং মুখে তস্ত্রাস্তর্পণঞ্চ সমাচবেৎ ।  
 সর্বশাস্ত্রেষু কথিতং তর্পণং শুভদায়কম্ ॥  
 এতৎ তু তর্পণং কুতাহভিষেকং তদদশাংশতঃ ।  
 আত্মানং দেববুদ্ধ্যা তু সম্পূজ্য তন্ময়ঃ সুধীঃ ॥  
 মূলবিভাগং সমুচ্চার্যাহমন্ত্যং চ দেবতাভিধাম্ ।  
 তদন্তে চাভিষিক্ণামি নমোহন্তেনাহভিষেচয়েৎ ॥  
 ইতি মন্ত্রী স্বকং মন্ত্রং চিন্তয়িত্বা স্বমুর্দ্ধনি ।  
 অভিষেকং স্বীয়সংখ্যং বিদধ্যাৎ তদনন্তবম্ ॥

করিবে”। তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—“সাধকশ্রেষ্ঠ তীর্থজলের দ্বাৰা, দ্রুত্বেব দ্বাৰা, স্নাত্তেব দ্বাৰা, মধু দ্বাৰা অথবা গন্ধোদকেব দ্বাৰা সর্বত্র তর্পণ কবিবে। কৃষ্ণাঙ্ক চন্দনেব দ্বাৰা তর্পণ কবিলেই জগৎ প্রভৃতিকে বশ কৰা যায়। মানব চন্দনযুক্ত জলের দ্বাৰা তর্পণ কবিলে সৌভাগ্যলাভ কবে। কুঙ্কুমমিশ্রিত জলের দ্বাৰা তর্পণ কবিলে জগৎকে স্তম্ভিত করা যায়। শর্কবামিশ্রিত জল দ্বাৰা তর্পণ করিলে বৃহস্পতির তুল্য পণ্ডিত হয়। কর্পূরমিশ্রিত জলের দ্বাৰা তর্পণ কবিলে মাহুঘ দেবতাগণকেও আকর্ষণ কবিতে পাবে। বোচনায়ুক্ত জলের দ্বাৰা তর্পণ কবিলে সমস্ত বিঘ্ন হইতে মুক্ত হয়। দেবীকে ধ্যান কবিয়া তাঁহাব মুখে তর্পণ কবিবে। সমস্ত শাস্ত্রে শুভপ্রদ তর্পণ কথিত হইয়াছে। এই তর্পণ করিয়া [ তাহাব ] দশাংশ অভিষেক করিবে। সুধী সাধক নিজের আত্মাকে দেববুদ্ধিতে অর্থাৎ দেবতার সহিত অভেদে পূজা কবিয়া তন্ময় অর্থাৎ দেবময় হইয়া মূলবিভাগ এবং অমন্ত অর্থাৎ দ্বিতীয়া বিভক্তিবৃক্ত দেবতার নাম উচ্চারণ কবিয়া, তাহার পবে ‘অভিষিক্ণামি’ ও শেষে “নমঃ” উচ্চারণ কবিয়া অভিষেক কবিবে। দীক্ষিত সাধক এইরূপে অভিষেক মন্ত্র চিন্তা কবিয়া অভিষেকেব সংখ্যানুসাবে নিজ মন্তকে অভিষেক করিবে। তাহার পর সেই সময়ে অঙ্গদেবতা ও

তত্র সঞ্চিন্তয়েদ্ দেবীং সাক্ষাববণ-দেবতাম্ ।  
 ক্ষিপেৎ তোয়ং যথাংসংখ্যং গণান্ সিক্ষেৎ সক্রুৎ সক্রুৎ ॥  
 অভিষেকং সমাপ্যবমভিষেক-দশাংশতঃ ।  
 ব্রাহ্মণান্ দেববুদ্ধ্যা চ ভোজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১৭ ॥  
 যামলে—ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ দেবি ! তথৈব চ কুমাবিকাঃ ।  
 সাধকঃ পশুতামেতি কুমাবী-ভোজনাদৃতে ॥  
 ততো মন্ত্রযুতান্ বিপ্রান্ ভোজয়েদ্ দেবতাধিষা ।  
 ততঃ সম্পূজয়েদ্ ভক্ত্যা সম্ভাবৈ বিবিধৈশ্চক্ৰম্ ॥  
 দক্ষিণাং শুববে দদ্যাদ্ যথা বিভববিস্তবৈঃ ।  
 দদ্বা চ সাধকশ্রেষ্ঠো মহাপূজাং সমাচবেৎ ॥  
 সিন্ধুমন্ত্রো ভবেন্মন্ত্রী নাত্র কার্য্যা বিচাবণা ॥ ১৮ ॥  
 তন্ত্বে—বিভবে সতি যো মোহান্ন কুর্যাদ্ বিধিবিম্ব(বৈঃ)বম্ ।  
 নৈতৎ ফলমবাপ্নোতি দেবদ্রোহী স উচ্যতে ॥ ১৯ ॥  
 অঙ্গহীনে জপবিধিঃ  
 মুণ্ডমানায়াম্—যদ্বদঙ্গবিহীনং স্ত্রাৎ তৎসংখ্যা-দ্বিগুণে জপঃ ।  
 কর্তব্যঃ সাক্ষসিদ্ধার্থং তদশক্তেন ভক্তিতঃ ॥

আববণ দেবতাব সহিত দেবীকে চিন্তা (ধ্যান) কবিবে। বিহিত সংখ্যানুসাবে জলনিক্ষেপ (তর্পণ) কবিবে এবং পরিবাবগণকে এক একবাব তর্পণ কবিবে। সাধকশ্রেষ্ঠ অভিষেক সমাপ্ত করিয়া দেববুদ্ধিতে অভিষেকেব দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ॥ ১৭ ॥

যামলতন্ত্বে উক্ত হইয়াছে—“হে দেবি ! ব্রাহ্মণগণকে ও কুমাবীগণকে ভোজন কবাইবে। সাধক কুমাবী ভোজন না কবাইলে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার পব দেব-বুদ্ধিতে দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন কবাইবে। তাহার পব বিবিধ উপচাবেব দ্বাবা ভক্তিপূর্বক শুলকে পূজা কবিবে এবং ঐশ্বৰ্য্য অনুসাবে প্রচুর ধনবত্সাদি দ্বাবা শুককে দক্ষিণা দিবা সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপূজা কবিবে। তাহাতে মন্ত্রী সিন্ধুমন্ত্র হব অর্থাৎ সাধকের মন্ত্রসিদ্ধ হইবে, ইহাতে বিচাব কর্তব্য নহে” ॥ ১৮ ॥

তন্ত্বে উক্ত হইয়াছে—“যে ব্যক্তি ঐশ্বৰ্য্য থাকিতে মোহবশতঃ বিম্বৃত বিধি দ্বারা পুর-শ্চবণ করে না, সে পুরশ্চরণেব ফল পায় না, কিন্তু দেবদ্রোহী বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৯ ॥

মুণ্ডমালা তন্ত্বে উক্ত হইয়াছে—“যে যে অঙ্গ বিহীন হইবে অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হইবেনা, সেই অদকার্য্যেব অঙ্গুষ্ঠানে অসমর্থ ব্যক্তি কর্তৃক ভক্তিপূর্বক অঙ্গকার্য্যেব সহিত প্রধান



কজ্যামলে—হোমকৰ্ম্মণ্যশক্তানাং বিপ্রাণাং দ্বিগুণো জপঃ ।

ইতবেষান্ত বর্ণানাং ত্রিগুণাদিক ঈরিতঃ ॥

যোগিনীহৃদয়ে—হোমশক্তৌ জপং কুর্যাদ্ হোমস্ত দ্বিগুণো বৃধঃ ।

ব্রাহ্মণাদি-ত্রিবর্ণানাং স্ত্রীণাং সংখ্যা বিধীয়তে ॥

যং বর্ণমাত্রিতঃ শূদ্রো দীক্ষাং কুর্যাদ্ যথেষ্মিতাম্ ।

তস্ত স্ত্রীণাস্তু যা সংখ্যা সা সংখ্যা তস্ত বিজ্ঞতে ॥

শূদ্রস্ত যাদৃশী সংখ্যা দ্বিগুণা সা স্ত্রিয়ঃ প্রিয়ে ! । \*

অন্তত্রাপি—যং বর্ণমাত্রিতঃ শূদ্রঃ স চ তস্ত বিধি চবেৎ ।

অনাত্রিতস্ত শূদ্রস্ত দিক্-সংখ্যাকঃ সমীবিতঃ ॥

শূদ্রস্ত বিপ্রভূত্যস্ত তৎপদ্ম্যাঃ সদৃশো জপঃ ।

হোমশূদ্রস্ত বিপ্রস্ত যো জপঃ স তু তৎ স্ত্রিয়ঃ ॥

ইতবেষান্ত বর্ণানাং সর্বেষাং ত্রিগুণাদিকঃ ।

ত্রিগুণাদিক ইতি হোমসংখ্যা-ত্রিগুণজপঃ ক্ষত্রিয়েণ কার্যঃ । বৈশ্ণেয় চতুগুণঃ, শূদ্রেণ চ পঞ্চগুণো বোধ্যঃ । শূদ্রস্ত দ্বিগুণঃ শক্তিবিশয়ে জ্ঞেয়ঃ ।

কৰ্ম্মেব সিদ্ধিৰ্ভবতি জন্ত সেই অঙ্গ কার্যেব সংখ্যাব দ্বিগুণ জপ কর্তব্য ।” কল্পযামল তন্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে—‘হোমকৰ্ম্মে অশক্ত ব্রাহ্মণের দ্বিগুণ জপ, অস্ত বর্ণসমূহের ত্রিগুণ, চতুগুণ প্রভৃতি জপ বিহিত হইবাছে’ । যোগিনীহৃদয়ে উক্ত হইয়াছে—‘বিদ্বান্ ব্যক্তি হোমে অশক্ত হইলে হোমেব দ্বিগুণ জপ কবিবে । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণগণেব স্ত্রীগণেব জপ-সংখ্যা বিহিত হইতেছে । বে বর্ণকে আশ্রয় কবিয়া অর্থাৎ বে বর্ণেব ভূত্যরূপে থাকিয়া শূদ্র ইচ্ছানুরূপ দীক্ষা গ্রহণ কবে ; সেই আশ্রয় বর্ণেব স্ত্রীগণেব যে সংখ্যা, সেই সংখ্যা সেই শূদ্রেব জপসংখ্যা । হে প্রিয়ে ! শূদ্রেব যেরূপ জপ-সংখ্যা, সেই সংখ্যাব দ্বিগুণ (সাধাবণ) স্ত্রীব জপ সংখ্যা ।’ অন্তত্রও উক্ত হইয়াছে—“শূদ্র বে বর্ণকে আশ্রয় কবিয়া থাকে, সেই শূদ্র সেই বর্ণেব জপ-নিয়ম পালন কবিবে । অনাত্রিত শূদ্রেব দিক্-সংখ্যা অর্থাৎ দশগুণ জপ উক্ত হইয়াছে । বিপ্রের ভূত্য শূদ্রেব বিপ্রপত্নীব সদৃশ জপ বিহিত হইবাছে । হোম-শূদ্র বিপ্রের অর্থাৎ বে বিপ্র হোম কবেন নাই, তাঁহাব যে জপসংখ্যা, উহা তাঁহাব পত্নীব জপসংখ্যা । অন্ত সমস্ত বর্ণের ত্রিগুণাদি অর্থাৎ মন্ত্রের যত সংখ্যক পূর্বশ্রবণ কর্তব্য, হোমে অশক্ত হইলে তাহাব ত্রিগুণ, চতুগুণ প্রভৃতি জপ বিহিত হইবাছে ।” “ত্রিগুণাদিক” এই পদেব অর্থ—ক্ষত্রিয় কর্তৃক

\* মুদ্রিত ‘যোগিনী হৃদয়ে’ এই সকল বচন নাই । মনে হয় এগুলি যোগিনীতন্ত্রের বচন ।

বৈষ্ণবানাং চতুর্বর্ণানাং চতুর্গ-ষড়্গুণাষ্ট-দশগুণো বোদ্ধব্যঃ । অত্রথা  
কুত্রাপি দ্বিগুণাদিক কুত্রাপি চতুর্গাদিক ইতি বিরোধাপত্তেঃ ।  
তথাচোক্তং গৌতমীয়ে—

হোমাভাবে জপঃ কার্যো হোমসংখ্যা-চতুর্গুণঃ ।

বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ বসসংখ্যাগুণঃ স্মৃতঃ ।

বৈশ্বানাং বসুসংখ্যাক এবাং জ্ঞানাময়ং বিধিঃ । ইতি ।

যামলে—যদি হোমে ন শক্তঃ স্ত্রাৎ পূজায়াং তর্পণেহপি বা ।

তাবৎসংখ্যা-জপেনৈব সর্বসিদ্ধিঃ প্রজাযতে ॥ \*

যামলে—কুত্রাপি যদি হীনং স্ত্রাদ্ দশকস্তাহঙ্কর্যাণি ।

তত্তদদশৈব কার্য্যাণি দশন্যনং ন কাব্যেৎ ॥

যামলে—লক্ষমেকং জপেদ্ বিদ্বান্ হবিষ্যাশী সদা শুচিঃ ।

ততস্ত্ব তদদশাংশেন হোময়েদ্ধবিষা প্রিয়ে ॥

হোম সংখ্যাব ত্রিগুণ জপ কর্তব্য, বৈশ্ব কর্তৃক চতুর্গুণ এবং শূদ্র কর্তৃক পঞ্চগুণ জপ কর্তব্য জানিবে । শক্তি-বিষয়ে শূদ্রেব কিন্তু দ্বিগুণ জপ জানিবে । বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্রেব যথাক্রমে চাবি গুণ, ছব গুণ, আটগুণ ও দশগুণ জানিবে । অত্রথা কোনস্থলে দ্বিগুণাদি এবং কোনস্থলে চতুর্গুণাদি জপ বিহিত হওয়াব বিবোধেব আপত্তি হয় । ( ১ ) গৌতমীয় তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা—“হোমেব অভাবে বিপ্রগণেব হোমসংখ্যাব চাবিগুণ জপ কর্তব্য, ক্ষত্রিয়গণেব ছব গুণ এবং বৈশ্বগণেব আটগুণ জপ কর্তব্য । ইহাঁদেব জ্ঞানগণেবও এই বিধি ।” যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“যদি হোমে, পূজাষ এবং তর্পণেও অসমর্থ হয়, তবে তাবৎ সংখ্যক অর্থাৎ হোমাদি সংখ্যক জপের দ্বাৰা সমস্ত সিদ্ধি জন্মে ।” যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“কোনস্থলে হোমাদি অঙ্গ কার্য্যে দশক অর্থাৎ দশগুণিত কোন কার্য্য যদি হীন হয়, তাহা হইলে সেই সেই [গুণ্য] কার্য্য দশবাব কবিবে, দশেব কম কবিবে না ।” যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“বিদ্বান্ ব্যক্তি হবিষ্যাশী হইবা সর্বদা শুচিতাবে একলক্ষ জপ কবিবে ।

\* ঐ পুস্তকে “জপেনৈব” ইত্যনন্তবং—“ব্রাহ্মণাবাধনেন চ । ভবেদঙ্গদ্বয়েনৈব পুৰশ্চরণমার্গ্যে বৈ ।” এইরূপ পাঠ আছে । তন্ত্রদ্বারে—উহা ‘অগস্ত্য সংহিতার’ বচন বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।

( ১ ) পুৰশ্চরণাঙ্গ হোমাদি কার্য্যে অশক্ত হইলে যে কোন ব্যক্তি দ্বিগুণ জপ করিলেও অঙ্গ কার্য্য সিদ্ধ হইবে । এ বিষয়ে ‘তন্ত্রসার’ দ্রুত বাশিষ্ঠ বচন যথা—

“যদ্ যদঙ্গং বিধীয়ত তৎসংখ্যা দ্বিগুণো জপঃ । কর্তব্যাক্সাঙ্গসিদ্ধার্থ্য তদঙ্গজেন ভক্তিতঃ ।”

তৰ্পয়েৎ তদদশাংশেন তীৰ্থতোয়েন পার্বতি ! ।

চাভিষিঞ্চেৎ ততস্তোযৈস্তৰ্পণস্ত দশাংশতঃ ॥

তদদশাংশং হবিষ্যান্নৈৰ্ভক্তিতো ভোজয়েদ্ দ্বিজান্ ।

গুববে দক্ষিণাং দত্বাদ্ যথা বিভববিস্তবৈঃ ॥

পাশবঃ কথিতঃ কল্পঃ শূণু বীৰমতঃ পবম্ ॥ ২০ ॥

বীরকল্পঃ

মুণ্ডমালায়াং—মৎস্ত-মাংসাননে শব্দঃ কুর্য্যান্ন-পূরক্ৰিয়াম্ ।

বাত্তৌ প্রাগাস্তঃ \* শয্যায়াং প্রজপেদ্বক্ষমানতঃ ॥

ততস্ত তদদশাংশেন হোময়েদ্বিধানলে ।

দশাংশং তৰ্পয়েদ্ দ্রব্যৈ মাংসমিত্তৈঃ স্নুসাধকঃ ॥

তৰ্পণস্ত দশাংশেন চাভিষিঞ্জেদ্বগ্নয়ীম্ ।

দশাংশং ভোজয়েদ্ দেবি । সাধকং দেবতাপ্রিয়ম্ ॥

মধুমাংসঞ্চ মৎস্তঞ্চ চৰ্ব্বণঞ্চ প্রদাপয়েৎ ।

ততস্ত তোষয়েদ্ ভক্ত্যা গুৰুং স্বর্ণাদিভিঃ প্রিয়ে ! ॥

এতৎ-কল্পদ্বয়াদ্ দেবি ! মন্ত্রঃ সিধ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ২১ ॥

হে প্রিয়ে। তাহাব পব হবিঃ দ্বারা তাহার (জপেব) দশাংশ হোম করিবে। হে পার্বতি! তীৰ্থজলেব দ্বারা তাহাব (হোমেব) দশাংশ তৰ্পণ কবিবে। জলেব দ্বাবা তৰ্পণেব দশাংশ অভিষেক কবিবে। হবিষ্যানেব দ্বাবা তাহার দশাংশ বিপ্রগণকে অৰ্ঘ্যং দীক্ষিত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। বিভবানুসারে প্রচুর ধনেব দ্বাবা গুৰুকে দক্ষিণা দিবে। পশুকল্প কথিত হইল। অনন্তব বীৰ কল্প শ্রবণ কব ॥ ২০ ॥

মুণ্ডমালাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—“মৎস্ত ও মাংস ভোজনে সমর্থ ব্যক্তি মন্ত্রের পূরশ্রবণ করিবে। রাজিতে পূৰ্বমুখ হইয়া শয্যাং লক্ষ-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পব তাহাব দশাংশ হবিঃ দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবে। শ্রেষ্ঠ সাধক মাংস মিশ্রিত দ্রব্যেব দ্বাবা তাহাব দশাংশ তৰ্পণ কবিবে। তৰ্পণেব দশাংশের দ্বারা জগন্ময়ীকে অভিষেক কবিবে। হে দেবি! [অভিষেকের] দশাংশ দেবভক্ত সাধককে ভোজন করাইবে। মধু, মাংস, মৎস্ত ও চণকাদি চৰ্ব্বণ প্রদান করিবে। হে প্রিয়ে! তাহার পব ভক্তিপূৰ্বক স্বর্ণাদি দ্বাবা গুৰুকে সজ্জষ্ট করিবে। হে

অত্র লক্ষপদং স্বস্বকল্লোক্ত-সংখ্যাপরম্ । তথাচোক্তং কুমাৰীতন্ত্ৰে—

তস্মিন্ কালে সাধকেন্দ্রঃ স্বকল্লোক্তং জপং চরেৎ ।

তস্মিন্ কালে পুৰুষচৰণকালে । যৎ তু কুমাৰীতন্ত্ৰে—

লক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্ৰং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ ।

বাত্তৌ তাংমূলপূবাস্ত্রাঃ শয্যায়াং লক্ষমানতঃ ।

এবং লক্ষদ্বয়ং জপ্ত্বা তদদশাংশেন মন্ত্ৰবিৎ ॥

ইতি বচনাদ্ বিশিষ্ট-পুৰুষচৰণে লক্ষদ্বয়জপ ইতি বদন্তি । তন্ন মনোবমম্ । যদ্ দিনে হবিষ্যাশী, তদ্দিনে মংস্তাভ্যাশনে হবিষ্যান্ন-  
ব্যাঘাতাৎ নানাচাবস্ত্র প্রসজ্জেশ্চ । তথাচোক্তং যামলে—

নানাচাবো ন কর্তব্যো নানাচাববতো যতঃ । ইতি বচনাৎ ।

তস্মাৎ কুমাৰীতন্ত্ৰোক্ত-বচনস্য পুৰুষচৰণদ্বয়ে তাৎপর্যম্ । এতৎ-  
কল্পদ্বয়ং দিব্য-বীৰয়োঃ পর্যায়েণ কর্তব্যম্ । দিব্যেন তু এতৎকল্পদ্বয়ং  
যুগপৎ বর্ত্তুমপি শক্যম্ । যতঃ স তত্ত্বজ্ঞানী সন্ মানসক্রিয়াবান্,  
অতো নাস্য মানসক্রিয়া বাহ্যক্রিয়ায়া বিবোধঃ । বীৰস্ত অতত্ত্বজ্ঞানী সন্

দেবি । এই দুইটা কল্প ( পশুকল্প ও বীৰকল্প ) হইতে নিশ্চয় মন্ত্ৰ সিদ্ধ হয় ॥ ২১ ॥

“প্রজপেৎ লক্ষমানতঃ” এই স্থলে লক্ষশব্দটী স্বস্বকল্লোক্ত-সংখ্যাপর অর্থাৎ যে  
দেবতাৰ যে মন্ত্ৰেৰ যত সংখ্যক পুৰুষচৰণ কর্তব্য, সেই সংখ্যা উক্ত লক্ষ শব্দেৰ দ্বাৰা  
বুঝাইতেছে । কুমাৰী তন্ত্ৰে তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা—“সেই কালে সাধক শ্রেষ্ঠ  
স্বকল্লোক্ত জপ কৰিবে ।” “তস্মিন্ কালে” এই বাক্যেৰ অর্থ—পুৰুষচৰণ কালে ।  
কুমাৰীতন্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে—“শুচি ব্যক্তি হবিষ্যাশী হইয়া দিবাভাগে এক লক্ষ মন্ত্ৰ জপ  
কৰিবে এবং বাত্ৰিতে তাংমূলপূৰ্ণ মুখে শয্যায়াং লক্ষসংখ্যক জপ কৰিবে । মন্ত্ৰজ্ঞ সাধক  
এইরূপে লক্ষদ্বয় জপ করিয়া তাহাব দশাংশেব দ্বাৰা [ হোম কৰিবে ]” । এই বচন  
অনুসারে বিশিষ্ট পুৰুষচৰণে লক্ষদ্বয় জপ [কর্তব্য] ইহা যে [কেহ কেহ] বলেন ; তাহা  
মনোবম নহে । কাৰণ যে দিনে সাধক হবিষ্যাশী হব, সেই দিনে মংস্তাদি ভোজন  
কৰিলে হবিষ্যাস্নেহ ব্যাঘাত হয় এবং নানা আচাবেব প্রসক্তি হয় । কাৰণ যামলতন্ত্ৰেৰ  
বচনে তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা—“নানাচাব কর্তব্য নহে, যেহেতু নানাচাববান্  
ব্যক্তি” ইত্যাদি । সুতবাং কুমাৰী তন্ত্ৰোক্ত বচনেব দুইটা পুৰুষচৰণে তাৎপর্য ।  
এই দুইটা কল্প পর্যাৱক্ৰমে দিব্য ও বীৰেব কর্তব্য । দিব্যতাবেব সাধক কিন্তু এট  
কল্পদ্বয় যুগপৎও কৰিতে পাবেন, যেহেতু তিনি তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া মানস ক্রিয়াব

বাহ্যান্তবোভয়ক্রিয়াবান্ । তস্মৈতৎকল্পদ্বয়যোগপত্তং নাস্তি, উদ্ধতমানসত্বাৎ,  
আচাব-সাক্ষর্যাপাতাচেতি সৰ্বমবদাতম্ । তথাচোক্তং তন্ত্ৰে—

দিবাস্ত দেববৎ প্রায়ো বীবশ্চোদ্ধতমানসঃ ।

যোগিনীহৃদয়ে—সৰ্বহিংসা-বিনিমুক্তঃ সৰ্বপ্রাণিহিতে বতঃ ।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-বাগ-দ্বৈষ-বিবৰ্জিতঃ ॥

পূজাপমানে সন্তুষ্টোইপাধিকাবী স এব হি ।

সোহস্মিন্ শাস্ত্রেহধিকাবী স্যাৎ তদন্যো ভ্রষ্ট-সাধকঃ ॥ ২২ ॥

পশুস্ত সংশয়-জ্ঞানী সন্ ক্রিয়াবান্ । মৎস্যাংসাদিকং ন গ্রাহম্, ন  
স্ত্রিয়ং মনসাহপি স্যবেৎ, ন তাস্মূলং ভক্ষয়েৎ, কিন্তু হবিষ্যন্নং ভক্ষয়েৎ ।  
ঋতুকালং বিনা ন স্ত্রিয়মপি গচ্ছেৎ । দক্ষিণমার্গেণ পূজা কর্তব্য্যা ।  
তথাচোক্তং যামলে—যো দাক্ষিণ্যং বিনা দেবি ! মহামায়াং সমৰ্চতি ।

স পাণঃ সৰ্বলোকেভ্যশ্চ্যুতো ভবতি নান্থথা ॥

অনেন যদ্ দিবাবিধানং, তদ্ দিব্যবীৰ-বিষয়েহপি বোদ্ধব্যম্ । তথাচোক্তং

অমুষ্ঠাতা । স্তববাং ইহাঁব মানস-ক্রিয়ার সহিত বাহ্য-ক্রিয়ার বিবোধ নাই । বীৰ-  
ভাবের সাধক কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী নহেন । তিনি বাহ্য ও আন্তর্য—উভয় ক্রিয়ার অমুষ্ঠাতা ।  
তঁাহাব এই কল্পদ্বয়ের যোগপত্ত নাই অর্থাৎ যুগপৎ দুইটা কল্পের অমুষ্ঠান কবিতে  
পাবেন না ; কারণ তিনি উদ্ধত-চিত্ত এবং বিকল্প আচাবের সাক্ষর্য উপস্থিত হয় । এই  
ভাবে সমস্ত অবদাত ( সামঞ্জস্য ) হব । তন্ত্ৰেও তাহাই উক্ত হইয়াছে । বথা—“দিব্য  
ভাবের সাধক প্রায় দেবতাব তুল্য । বীৰ সাধক উদ্ধতচিত্ত ।” যোগিনী-হৃদয়ে উক্ত  
হইয়াছে—“বিনি সমস্ত হিংসা হইতে নিবৃত্ত, সমস্ত প্রাণীৰ কল্যাণে নিযুক্ত ; কাম, ক্রোধ,  
লোভ, মোহ, বাগ ও দ্বৈষ বহিত, সম্মানে ও অপমানে সন্তুষ্ট, সেই ব্যক্তিই [ কর্মে ]  
অধিকাবী এবং সেই ব্যক্তিই এই শাস্ত্রে অধিকাবী ; তদুত্তিন্ন সকলেই ভ্রষ্ট সাধক ॥ ২২

পশুভাবের সাধক কিন্তু সংশয়জ্ঞানী ইহাঁব ক্রিয়ার অমুষ্ঠাতা । মৎস্ত ও মাংসাদি  
গ্রহণ কবিলে না, স্ত্রীকে মনেন দ্বাবাও স্রবণ কবিলে না ; তাস্মূল ভক্ষণ  
কবিলে না, কিন্তু হবিষ্যন্ন ভক্ষণ কবিলে । ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীতে উপগত  
হইবে না । দক্ষিণ মার্গে ( আচাবে ) পূজা কর্তব্য । যামল তন্ত্ৰে তাহাই উক্ত  
হইয়াছে । বথা—“হে দেবি ! যে ব্যক্তি দক্ষিণাচাব বিনা মহামাযাকে অর্চনা কবে,  
সে পাণী সমস্ত লোক হইতে ভ্রষ্ট হব । অন্থথা অর্থাৎ দক্ষিণাচারে পূজা কবিলে তাহা  
হয় না ।” পূর্বোক্ত শ্লোকব দ্বাবা দিবাভাগে যে পুশ্চবণ বিহিত হইয়াছে, তাহা

যামলে—দিবা দক্ষিণমার্গেণ বামেন চ তথা নিশি ।

যদি তুর্গং ফলাবাঞ্ছো যুস্মাকং মতমেব চ ॥ ইতি বচনাৎ ॥ ২৩ ॥

অথ গ্রহণ-পুৰুষচরণম্

শ্রীবীজার্ণবতন্ত্রে ষোড়শ-পটলে দেবীং প্রতি শিববাক্যম্—

একদা পবমেশানী কামাখ্যায়াং মহেশ্বরী ।।

দৃষ্ট্বেপবাংগং যৎ কার্য্যং তৎ পৃচ্ছতি মহেশ্বরম্ ॥

যেনৈব বিধিনা দেব । সিদ্ধো ভবতি নানুথা ।

শ্রীশিব উবাচ—কুতঃ স্নানং কুতঃ সন্ধ্যা প্রাণায়ামঃ কুতঃ প্রিয়ে !।

ভূতশুদ্ধিঃ কুতো ভদ্রে । কুতঃ পূজা ববাননে ! ॥

কালাতীত-ভয়াদ্ দেবি । সর্বং সন্ত্যজ্য † কামিনি !।

সঙ্কল্পং মানসং কৃৎস্না জপং কুর্য্যাদ্ ববাননে ! ॥

পঞ্চাঙ্গবিধিনা দেবি । সিদ্ধো ভবতি নানুথা ।

মন্ত্ৰো বিদ্যা মহেশানি ! কবচং স্তব এব বা ॥

ধ্যানং বা পবমেশানি ! ত্রাসো বা কমলেক্ষণে !।

দিবা এবং বীৰ সন্ধ্যাক্কেও জানিবে। কারণ রুদ্ধবামল তন্ত্রের বচনে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—“যদি শীঘ্র ফলপ্রাপ্তিতে তোমাদেব সন্মত ( ইচ্ছা ) হয়, তবে দিবাভাগে দক্ষিণমার্গে এবং বাজিতে বাম মার্গে [ মহামায়ার অর্চনা করিবে ” ] ॥ ২৩

গ্রহণ পুৰুষচরণ—শ্রীবীজার্ণব তন্ত্রে ষোড়শ পটলে দেবীং প্রতি শিবের বাক্য হইতেছে—“পবমেশানী মহেশ্বরী কামাখ্যা এক সময়ে উপল্লাগ ( গ্রহণ ) দেখিয়া [ সেই সময়ে ] যাহা কর্তব্য, তাহা শঙ্করকে ভিজ্ঞাসা করিলেন। হে দেব ! যে বিধি দ্বাৰা [ মন্ত্ৰ ] সিদ্ধ হয়, অন্তথা হয় না, [ সেই বিধি বলুন । ] শ্রীশিব বলিলেন—হে প্রিয়ে ! স্নান কিরূপে হইবে ? সন্ধ্যা কিরূপে হইবে ? প্রাণায়াম কিরূপে হইবে ? ভূতশুদ্ধি কিরূপে হইবে ? আব পূজাই বা কিরূপে হইবে ? হে ভদ্রে ! হে ববাননে ! হে দেবি ! হে কামিনি ! গ্রহণ কাল অতীত হইবার ভয়ে সমস্ত পবিত্যাগ করিয়া মানস সঙ্কল্প করিয়া জপ করিবে । হে ববাননে ! হে দেবি ! পঞ্চাঙ্গ বিধি দ্বাৰা সিদ্ধ হয়, অন্তথা নহে । হে মহেশানি ! হে পবমেশানি ! হে দেবেশি ! হে কমলেক্ষণে ! [ গ্রহণ কালে ] মন্ত্ৰ, বিদ্যা, কবচ, স্তব, ধ্যান বা ত্রাস

একোচ্চাবেণ দেবেশি ! ভবন্তি দশকোটয়ঃ ॥  
 অসংখ্যস্তজ্জপো দেবি ! গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ।  
 তৎ কথং পবমেশানি ! জপসংখ্যা বিধীয়তে ॥  
 অতএব মহেশানি ! হোমো নাস্তি শুচিস্মিতে ।।  
 অভিষেকশ্চ দেবেশি । তথাচ তর্পণাদিকম্ ॥  
 ভোজনং চ মহেশানি ! নাস্তি বৈ কমলাননে ।।  
 সূর্য্যচন্দ্র-গ্রহে দেবি ! পঞ্চাঙ্গং নাস্তি কামিনি ! ॥  
 পঞ্চাঙ্গেন বিহীনোহপি সিদ্ধো ভবতি নানুথা ॥ ২৪ ॥  
 সঙ্কল্পং বিদ্ধি দেবেশি ! মানসং যত্নপস্থিতম্ ।  
 তৎসঙ্কল্পং বিজানীষাদ্ গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ।  
 তস্মাৎ তু চঞ্চলাপাদ্ধি ! সঙ্কল্পং নৈব কাব্যয়েৎ ॥  
 সঙ্কল্পো মানসো দেবি ! চতুর্বর্গ-ফলপ্রদঃ ।  
 অত এব মহেশানি । সঙ্কল্পো মানসঃ স্মৃতঃ ॥  
 স্থূলো হি পবমেশানি ! সঙ্কল্পো ব্যর্থ উচ্যতে ।  
 সঙ্কল্পেন বিনা দেবি ! যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে স্মৃধীঃ ॥

—একবার মাত্র উচ্চাবেণেই দশকোট অর্থাৎ দশকোটিবার উচ্চাবেণেব মত হইয়া  
 যায়। হে দেবি! চন্দ্র ও সূর্য্যেব-গ্রহণে সেই একবার জপ অসংখ্য [জপেব স্মার] হইয়া  
 হয়। অতএব হে পবমেশানি! কিরূপে জপসংখ্যা বিহিত হইতে পারে? হে  
 মহেশানি! হে শুচিস্মিতে! হে দেবেশি! এই জন্তই অর্থাৎ গ্রহণকাল অতীত  
 হইবার ভয়েই হোম নাই, অভিষেক নাই এবং তর্পণাদিও নাই। হে কমলাননে।  
 হে মহেশানি! [ব্রাহ্মণ] ভোজনও নাই। হে দেবি! হে কামিনি! সূর্য্য ও চন্দ্রেব  
 গ্রহণে [মাত্র জপ ছাড়া] পঞ্চাঙ্গ উপাসনাও নাই। পঞ্চাঙ্গেব দ্বাৰা বিহীন  
 হইলেও মন্ত্ৰ সিদ্ধ হয়; অন্তথা নহে ॥ ২৪ ॥

হে দেবেশি! মানস অর্থাৎ মনে যাহা উপস্থিত হয়, তাহাকে মানস সঙ্কল্প  
 জানিবে। চন্দ্র ও সূর্য্যেব গ্রহণে তাহাই সঙ্কল্প জানিবে। অতএব হে চঞ্চলাপাদ্ধি!  
 বাহ্য সঙ্কল্প কবিবে না। হে দেবি! মানস সঙ্কল্প চতুর্বর্গ ফল প্রদান কবে।  
 হে মহেশানি! এইজন্ত [গ্রহণে] মানস সঙ্কল্প উক্ত হইয়াছে। হে পবমেশানি!  
 স্থূল (কুশতলাদিযোগে) সঙ্কল্প ব্যর্থ বলিয়া কথিত হয়। হে দেবি! হে দেবেশি! স্মৃধী

ব্যর্থমেব হি দেবেশি । তৎসর্বং মানসো নহি ॥ ২৫ ॥

গ্রহণে ভোজনকালঃ

প্রথম-গ্রহণে ভজে ! চন্দ্রগ্রাসো যদা ভবেৎ ।

তদৈব দিবসে ভুক্ত্য সৎস্বং নবকং ব্রজেৎ ॥

নিশীথে চ মহেশানি ! যদৈব গ্রহণং ভবেৎ ।

তদৈব দিবসে ভুক্ত্য পীতানন্দময়ো ভবেৎ ॥

চন্দ্রগ্রহণকালে তু জপ-যজ্ঞাদিকং চবেৎ ॥

দিবসে চ যদা ভজে ! ভাস্কব-গ্রহণং ভবেৎ ।

বাত্তো ভুক্ত্য চ পীত্বা চ জপ-যজ্ঞাদিকং চবেৎ ॥

সৌবেষু (সর্বেষু) বিষ্ণুমন্ত্ৰেষু শৈবে (সৌবে) গাণপত্যৌ তথা ।

শক্তিমন্ত্ৰো মহেশানি ! প্রশস্তঃ সততং জপেৎ ।

ইতি বীজার্ণবে তন্ত্ৰে শিবেনৈব প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৪ ॥

এতৎ সর্বং জ্ঞানিনামেব কর্তব্যম্ । অজ্ঞানিনামপি পশুনাং কর্তব্যমাহ  
গন্ধর্বতন্ত্ৰে—অথবাহন্তপ্রকাবেণ পুংস্চবণমিগ্ৰ্যতে ।

গ্রহণেহর্কস্ত চেন্দোর্বী শুচিঃ পূর্বমুপোষিতঃ ॥

নত্যাং সমুদ্রগামিত্যাং নাভিমাত্তোদকে স্থিতঃ ।

ব্যক্তি সঙ্কল্প ব্যতীত যাহা কিছু করে, সে সমস্ত ব্যর্থ, কিন্তু মানস সঙ্কল্প ব্যর্থ নহে ॥২৩

হে ভজে ! যে দিনে [ বাজিবে ] প্রথম গ্রহণে চন্দ্র গ্রহণ হয়, সেই দিনে দিবসে ভোজন কবিয়া সৎস্ব নবক গমন কবে । হে মহেশানি ! যে দিন বাজিতে গ্রহণ হয়, সেই দিন দিবসে ভোজন কবিয়া ও পান কবিয়া আনন্দময় হয় । চন্দ্রগ্রহণ কালে জপ, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্তব্য কবিবে । হে ভজে ! যে দিন দিবসে সূর্য্যগ্রহণ হইবে, সেদিন বাজিতে পান-ভোজন কবিয়া জপ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান কবিবে । হে মহেশানি । সৌব, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য মন্ত্র সাধকগণেবও শক্তিমন্ত্র প্রশস্ত ; সর্বদা উহা জপ কবিবে । বীজার্ণবতন্ত্ৰে ইহা শিবকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ২৫

এই সমস্ত কার্য জ্ঞানিগণেবই কর্তব্য । গন্ধর্বতন্ত্ৰে অজ্ঞানী পশুগণেবও কর্তব্য বলিতেছেন—“অথবা অন্তপ্রকাবে পুংস্চবণ বিহিত হইতেছে । সূর্য্য বা চন্দ্রেব গ্রহণে শুচি ব্যক্তি পূর্বদিন উপবাস কবিয়া [ গ্রহণ-দিনে ] সমুদ্রগামিনী নদীতে নাভিমাত্র



গ্রহণাদি-বিমোক্ষান্তং জপেন্ মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥ ২৬ ॥

সনৎকুমারতন্ত্রে—দৃষ্ট্৷। স্নাত্বা স্নসঙ্কল্পো বিমোক্ষান্তং জপং চবেৎ ।

জপস্ত চ দশাংশেন হোমং কুর্যাদ্ যথাবিধি ॥

হোমার্থং দ্বিগুণং বাপি জপেন্ মন্ত্রং সমাহিতঃ ।

হোমস্ত তু দশাংশেন তর্পণং সমুপাচবেৎ ॥

তর্পণস্ত দশাংশেন অভিষেকং সমাচবেৎ ।

অভিষেক-দশাংশেন কুর্যাদ্ ব্রাহ্মণ-ভোজনম্ ॥

তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্যাৎ সাধকসত্তমঃ ।

গুরুবে দক্ষিণাং দত্ত্বাদ্ ভক্ত্যা বিপ্রান্ প্রতর্পয়েৎ ॥

শ্রামাবিভায়াং বিশেষমাহ কালীতন্ত্রে—

অথবাহন্যপ্রকাবেণ পুবশ্চবণমিচ্ছতে ।

চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব গ্রাসাবধি-বিমুক্তিতঃ ॥

যাবৎসংখ্যং মন্ত্রং জপ্ত্৷। তাবদ্ হোমাদিকং চরেৎ ॥ ২৭ ॥

যদি নক্সাদি-দূষিতা নদী ভবতি সমুদ্রগামিনী বা ন ভবতি, তদা কিং কর্তব্যং তদাহ কদ্ৰ্যামলে—

যদ্বা শুদ্ধোদকৈঃ স্নাত্বা শুচৌ দেশে সমাহিতঃ ।

গ্রহণানুজ্ঞিপ্যন্তং জপেন্ মন্ত্রমনন্তধীঃ ॥

জলে দাঁড়াইয়া সমাহিত হইয়া গ্রহণ আবস্ত হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে” ॥ ২৬

সনৎকুমার তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—গ্রহণ দর্শন কবিয়া স্নান কবিয়া সঙ্কল্প পূর্ব্বক [ গ্রহণ আবস্ত হইতে ] মুক্তি পর্য্যন্ত জপ করিবে। যথাবিধি জপেব দশাংশ হোম কবিবে। অথবা [ হোমে অশক্ত হইলে ] হোম নির্বাহেব জন্ত সমাহিত হইয়া দ্বিগুণ মন্ত্র জপ করিবে। হোমেব দশাংশ তর্পণ কবিবে। তর্পণের দশাংশ অভিষেক কবিবে। অভিষেকেব দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। সাধকশ্রেষ্ঠ তাহাব পব মহতী ( আডম্বে ) পূজা কবিবে। গুরুকে দক্ষিণা দিবে এবং ভক্তি দ্বাবা ব্রাহ্মণ গণকে সন্তুষ্ট কবিবে। কালীতন্ত্রে শ্রামাবিভা সঘঞ্জে বিশেষ বলিতেছেন—“অথবা অন্ত প্রকাবে পুবশ্চবণ বিহিত হইতেছে। চন্দ্র গ্রহণে ও সূর্য্য গ্রহণে গ্রহণ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত যত সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। সেই সংখ্যায় হোম করিবে” ॥ ২৭

যদি নদী কুন্তীবাদি দ্বাবা পূর্ণ হয় বা সমুদ্রগামিনী না হয়, তাহা হইলে যাহা কর্তব্য, কদ্ৰ্যামলতন্ত্রে তাহা বলিতেছেন—“অথবা শুদ্ধজলে স্নান কবিয়া পবিত্র স্থানে

ইতি কৃষ্ণা ন সন্দেহো জপস্ত ফলভাগ্ ভবেৎ ॥

যে তু গ্রহণ-পূর্বদিনে উপবাসাশক্ত্যা হবিষ্যাম্ ফলং দুগ্ধং বা ভুঞ্জীতে  
তি বদন্তি । তন্ন মনোবমম্, প্রমাণাভাবাৎ, উপবাসস্যাবশ্যকত্বাচ্চ ॥ ২৮ ॥

জপপ্রাধান্যম্

যে তু বদন্তি—অত্র শ্রাদ্ধমকুর্বাণঃ পক্ষে গোবিব সীদতি ।  
ইতি নিন্দাবাদ-শ্রবণাৎ শ্রাদ্ধস্যাবশ্যকত্বং, ন জপস্যেতি । তন্ন ।  
সনৎকুমারতন্ত্রে—শ্রাদ্ধাদেবহুবোধেন যদি জাপাৎ ত্যজেন্নবঃ ।

স ভবেদ্ দেবতাদ্রোহী পিতৃনৃ সপ্ত নয়ত্যধঃ ॥  
মহিষমর্দিনীতন্ত্রে—চন্দ্রসূর্যাগ্রহে জপ্তা কৈবল্যাং প্রাপ্নুয়ান্নবঃ ।

অকৃষ্ণা মন্ত্রজাপং চ সত্ববং নবকং ব্রজেৎ ॥

শুগুদীক্ষাতন্ত্রে—চন্দ্রসূর্যাগ্রহে যন্তু সম্যগ্ জাপং ন চাচবেৎ ।

স হ্র[জ]ষ্টঃ স চ পাপিষ্ঠঃ সহসা শৃকবো ভবেৎ ॥

সমাহিত হইবা অনন্তচিত্ত হইবা গ্রহণ আবশ্য হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত মন্ত্র জপ কবিবে ।  
ইহা কবিত্তা জপের ফলভাগী হইবে, সন্দেহ নাই । যাঁহাবা বলেন—গ্রহণেব পূর্বদিন  
উপবাসে অশক্ত ব্যক্তি হবিষ্যাম্, ফল অথবা দুগ্ধ ভক্ষণ কবিত্তে পাবেন, তাঁহা সমীচীন  
নহে । কাবণ প্রমাণ নাই অর্থাৎ উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তির একপ ভোজনে কোন  
প্রমাণ নাই । আব উপবাস আবশ্যক অর্থাৎ গ্রহণ দিনে উপবাস কর্তব্য \* ॥ ২৮

যাঁহাবা বলেন—‘গ্রহণকালে শ্রাদ্ধ না কবিলে পক্ষে গাভীৰ ত্রাষ অধঃপতিত হয়’  
এই বচনে নিন্দা শ্রুত হওয়ায় [ গ্রহণকালে ] শ্রাদ্ধেব আবশ্যকতা আছে, জপেব  
নহে । তাঁহা ঠিক নহে ; কাবণ সনৎকুমারতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, “শ্রাদ্ধাদিবি  
অনুবোধে যদি কোন ব্যক্তি মন্ত্রজপ পবিত্যাগ করে, তবে সে দেবতাদ্রোহী হয়  
এবং সাত পুষ্ক যাবৎ পিতৃগণকে অধঃপাতিত কবে ।” মহিষমর্দিনীতন্ত্রে উক্ত  
হইয়াছে—“চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্যাগ্রহণে মন্ত্র জপ কবিবা মানব কৈবল্য প্রাপ্ত হয়, মন্ত্র  
জপ না কবিলে সত্বব নবকে গমন কবে ।” শুগুদীক্ষা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“যে  
ব্যক্তি চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যাগ্রহণে সম্যগ্ৰূপে মন্ত্রজপ না কবে, সে হ্রষ্ট, সে পাপিষ্ঠ সহসা

\* উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তির গ্রহণ কালে স্নান কবিত্তা সমাহিতচিত্তে মন্ত্র জপই কর্তব্য । এ  
বিষয়ে ‘পুৰাণচরণ-বোধিনী’ দ্বত প্রমাণ উদ্ধৃত হইল । যথা—“অথবাহস্তপ্রকারেণ পৌরশ্চার্যগিকে  
বিধিঃ । চন্দ্রসূর্যোগরণাং চ স্নাত্বা প্রবৃত্তমানসঃ । স্পর্শনাদিবিমোক্ষান্তঃ জপেন্নমন্ত্রঃ সমাহিতঃ ।  
অত্র উপবাসো নোক্তঃ” ইতি ।

তস্যান্নমুদকং দেবি । মূত্র-শোণিত-বিটু-সমম্ ।

জায়তে নাত্র সন্দেহো মম বাক্যাদ্ বরাননে ॥

অন্তত্ৰাপি—জপযজ্ঞং বিনা দেবি ! যঃ করোত্যন্তচিন্তনম্ ।

স ভবেদ্ রৌববে মগ্নৌ যাবদাহুত-সংশ্লবম্ ॥

বৌববাৎ পুনবাগত্য পাপযোনিষু জায়তে ।

নিষ্কৃতির্নাস্তি চার্কবজ্জি । তস্যাপি চ কদাচন ॥

তস্মাৎ সর্বং পবিত্রাজ্য চন্দ্রপর্বণি সংজপেৎ ।

সূর্য্যপর্ব যথা দেবি ! চন্দ্রপর্ব তথা প্রিয়ে ॥

সর্বং ত্যক্ত্বা মহেশানি । জপযজ্ঞং সমাচবেৎ ।

ইত্যাদি-নানাতন্ত্র-বচনেভ্যো জপং বিনা কার্য্যাস্তবস্যা নিন্দাশ্রুতে-  
র্জপস্যৈবাবশ্যকত্বম্ ॥ ২৯ ॥

বাশ্চাদিগণনায়াং দোষমাহ যামলে—

অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাদ্ বাশ্চাদি-গণনাং চবেৎ ।

বিচার্য্য চঞ্চলাপাঙ্গি ! ন শ্রেদ্ গ্রহণং যদি ॥

অর্থাৎ দেহান্তে শূকর হয় । হে দেবি ! হে বরাননে ! তাহাব অন্ন ও জল  
আমাব বাক্যে মূত্র, শোণিত বা বিষ্ঠাব তুল্য হইয়া যায় ।” অন্তত্ৰও উক্ত-হইয়াছে  
—“হে দেবি ! জপযজ্ঞ ব্যতীত যে অন্ত চিন্তা কবে, সে প্রাণঘাতক পর্য্যন্ত বোরব  
নামক নরকে মগ্ন হব । বোরব নবক হইতে উঠিয়া পুনর্বার পাপযোনিতে জন্ম  
গ্রহণ করে । হে চার্কবজ্জি ! তাহাব কখনও নিষ্কৃতি নাই । অতএব সমস্ত পরিত্যাগ  
করিয়া চন্দ্রগ্রহণে জপ কবিবে । হে মহেশানি ! সূর্য্যগ্রহণ যেমন, চন্দ্রগ্রহণও সেইরূপ ;  
উহাতে সমস্ত পবিত্রাণ কবিয়া জপযজ্ঞ করিবে ।” ইত্যাদি নানাতন্ত্র বচনে জপ ব্যতীত  
কার্য্যাস্তবের নিন্দা শ্রুত হওয়ায় জপেবই আবশ্যকতা আছে অর্থাৎ জপ কর্তব্য(১) ॥ ২৯

যামলতন্ত্রে বাশ্চাদি গণনাব দোষ বলিতেছেন—“হে চঞ্চলাপাঙ্গি । অজ্ঞান বা  
মোহবশতঃ যদি কেহ বিচার করিয়া বাশ্চাদি গণনা কবে এবং যদি গ্রহণ দর্শন না

(১) “সর্বধেনাপি কর্তব্যং শ্রাদ্ধং বৈ রাহু-দর্শনে । অকুর্বাণস্ত তচ্ছ্রাদ্ধং পঙ্কে গৌবিন সীদতি ।”  
ইত্যাদি বচনে গ্রহণ কালে শ্রাদ্ধের কর্তব্যতা বিহিত হওয়ায় পুরস্চরণ আবশ্য হইলে যদি গ্রহণ হব,  
তবে জপ পরিত্যাগ কবিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবে না । ইহাই উক্ত বচনের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে ।

বস্তুতঃ দীক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্ত ব্যক্তিব গ্রহণকালে শ্রাদ্ধ কর্তব্য এবং দীক্ষিত ব্যক্তিব জপই  
কর্তব্য । কারণ বিশেষ বিধি ও সামান্ত্রবিধি একত্র প্রাপ্ত হইলে সামান্ত্রবিধি বিশেষবিধির  
বিষয়কে পরিত্যাগ কবিয়া প্রবৃত্ত হব । তাহা হইলে আর কোন বিবোধ থাকে না ।

পূর্বজন্মার্জিতং পুণ্যং তৎক্ষণাদেব নশ্চতি ।  
কামধেনুতন্ত্রে—চন্দ্রপর্ব সূর্য্যপর্ব ন বিচার্য্যং কদাচন ।  
সূর্য্যপর্ব ববাবোহে ! ন পশ্বেদ যদি পামবঃ ।  
অন্ত তাবৎ পবো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মো বিনশ্চতি ॥  
যামলে—জন্ম-সপ্তাষ্ট-ঋপ্-ফাল্গু-দশমন্তে নিশাকবে ।  
দৃষ্টোহবিষ্টপ্রদো বাহু জগপূজাং বিনা ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

### কবচ-পুৰুষচরণম্

ভৈববতন্ত্রে—অথ বক্ষ্যে মহেশানি ! কবচানাং পুৰুষায়াম্ ।  
অষ্টোত্তবশতং জপ্ত্বা পুৰুষচর্যাং সমাচবেৎ ॥  
দশাংশতোহঙ্গকৰ্ম্মাণি হোমাদীনি পৃথক্ পৃথক্ ।  
ততশ্চ সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ ॥  
স্বয়মশক্তৌ প্রতিনিধিদ্वाবা কর্তব্যাম্ । জ্ঞানপ্রদীপে—  
বিদধীত পুৰুষচর্যাং গুণা তাদৃশেন বা ॥ ৩০ ॥

ইতি পবিত্রাজকাচার্য্য-পবমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ্রক্তানন্দগিৰি-কৃতায়াম্ ১

শাক্তানন্দ-ভরঙ্গিয়াং পুৰুষচরণনির্ণয়ো নাম দ্বাদশোল্লাসঃ ।

কবে, তাহা হইলে পূর্বজন্মার্জিত পুণ্য সেই ক্ষণেই নষ্ট হয়।” কামধেনুতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণ কখনও বিচার্য্য নহে। হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! যদি কেহ বিচার করিয়া সূর্য্য গ্রহণ না দেখে, তবে ( তাহাব ) পব ধর্ম্ম থাকুক ( দুবেব কথা )—পূর্বজন্মার্জিত পুণ্য সেইক্ষণেই নষ্ট হয়।” যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“জন্মস্থানে, লগ্নের সপ্তম, অষ্টম, বিপ্লব ( দ্বাদশ ), অঙ্গ ( নবম ) ও দশম স্থানে চন্দ্রের অবস্থান কালীন বাহু দৃষ্ট হইলে জগপূজা ব্যতীত অবিষ্টপ্রদ হব ॥ ২৯ ॥

ভৈববতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে মহেশানি ! অনন্তব কবচের পুৰুষচরণ বলিতেছি । অষ্টোত্তব শত মন্ত্র জপ কবিয়া পুৰুষচরণ কবিবে । দশ দশ ভাগে হোমাদি অঙ্গ কৰ্ম্মগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিবে । পুণ্যাত্মা ব্যক্তি তাহা হইতে সিদ্ধকবচ হইয়া মদনের ত্রায় হন । স্বয়ং পুৰুষচরণ কবিতে অসমর্থ হইলে প্রতিনিধি দ্বাৰা কবিবে । জ্ঞানপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে—“গুরু বা তৎ-তুল্য কোন ব্যক্তি দ্বাৰা পুৰুষচরণ কবিবে ॥ ৩০ ॥

শাক্তানন্দ-ভরঙ্গিনীর দ্বাদশ উল্লাসেব অনুবাদ সমাপ্ত ।

# ভ্রমোদশোভাসঃ

যন্ত্র-সংস্কারঃ

বিনা যন্ত্রেণ পূজায়াং দেবতা ন প্রসীদতি ।  
সৰ্ব্বেষামপি দেবানাং যন্ত্রে পূজা প্রশস্যতে ॥  
সুবর্ণং বজ্রতং তাম্রং শ্রেষ্ঠং মধ্যমথাধমম্ ।  
তাম্রং লক্ষগুণং প্রোক্তং রৌপ্যং কোটিগুণং ভবেৎ ॥  
স্বর্ণং ত্বনন্তফলদং ফাটিকঞ্চ তথা ভবেৎ ॥  
একতোলাং দ্বিতোলাং বা ত্রিতোলাং পঞ্চতোলাকম্ ।  
বসতোলাং চতুষ্টোলাং সপ্ততোলাং পলাং তু বা ॥  
সাধকস্য মনুং জ্ঞাত্বা বৃদ্ধা পীঠেবু সাধকঃ ।

অথবা প্রতিমাং বৃদ্ধা নিজদেবস্বকপিণীম্ ॥ পূজযেদিতি শেষঃ ॥ ১ ॥  
সম্বোধনতন্ত্রে—মূলমুচ্চাবয়ন্ সম্যগালিখেদ্ যন্ত্রমুত্তমম্ ॥  
তন্ত্রে—তন্মধ্যে বিলিখেদ্ যন্ত্রং সুবর্ণেন কুশেন বা ॥  
উদ্ধারায়তন্ত্রে—প্রাণনাথ । জগন্নাথ । ব্রহ্ম-বিষ্ণু-প্রপূজিত ! ।  
ইদানীং চক্রবাজস্য প্রতিষ্ঠা-কৰ্ম্ম মে বদ ॥  
শ্রীঈশ্বর উবাচ—যথা মন্ত্রস্য সংস্কারং তথা যন্ত্রস্য কল্পয়েৎ ।

যন্ত্র-সংস্কারঃ—যন্ত্র ব্যতীত পূজায় দেবতা প্রসন্ন হন না । সমস্ত দেবতারই যন্ত্রে পূজা প্রশস্ত । সুবর্ণ, বজ্রত ও তাম্র যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম । তাম্র লক্ষগুণ অর্থাৎ তাম্রপাত্রে যন্ত্র লক্ষগুণ ফলপ্রদ কথিত হইয়াছে । রৌপ্য কোটিগুণ ফলপ্রদ, সুবর্ণ অনন্ত ফলেব দাতা, ফাটিকপাতও সেইরূপ ফলপ্রদ হয় । [ সামর্থ্য অনুসারে ] একতোলা, দুই তোলা, তিন তোলা, চারি তোলা, পাঁচ তোলা, ছয় তোলা, সাত তোলা বা পলমাত্র সুবর্ণাদি গ্রাহ্য । সাধকের যন্ত্র জানিয়া পীঠে যন্ত্র নির্মাণ কবিয়া অথবা যন্ত্রপীঠে নিজেব দেবতার স্বরূপ প্রতিমা নির্মাণ করিয়া [পূজা কবিবে] । এই বচনে “পূজয়েৎ” ক্রিয়া না থাকায় উহা উহ কবিবে ॥১॥

সম্বোধন তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“মূলমন্ত্র উচ্চারণ কবিয়া সম্যকরূপে উত্তম যন্ত্র লিখিবে (নির্মাণ কবিবে) ।” তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“তন্মধ্যে অর্থাৎ যন্ত্রপীঠে সুবর্ণশলাকা দ্বাৰা বা কুশকণ্টকের দ্বাৰা যন্ত্র লিখিবে ।” উদ্ধারায় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে প্রাণনাথ ! হে জগন্নাথ ! হে ব্রহ্ম-বিষ্ণু পূজিত ! সম্প্রতি চক্র-(যন্ত্র) রাজ্যেব প্রতিষ্ঠাকার্য্য আমাকে বলুন ।” শ্রীঈশ্বর বলিলেন—“যন্ত্রেব সংস্কার যেমন কর্তব্য, সেইরূপ যন্ত্রের সংস্কার

অসংস্কৃতো যন্ত্র-মন্ত্রো বোগ-শোক-ভয়-প্রদো ॥  
কথিতো মন্ত্র-সংস্কারো দশধা সর্বতন্ত্রকে ।  
যন্ত্র-সংস্কারমধুনা শৃণু দেবি ! সমাহিতা ॥ ২ ॥

যন্ত্র-সংস্কার-সঙ্কল্পঃ

চক্রবাজং বিনির্মায ততঃ সংস্কারমাচবেৎ ।  
প্রতিষ্ঠা দ্বিবিধা দেবি ! মধ্যমা চোত্তমা তথা ॥  
স্নাত্বা সঙ্কল্পয়েন্ মন্ত্রী গুবোর্বাক্যেন চাদবাৎ ।  
প্রণবং তৎসদভেতি মাস-পক্ষ-তিথীবপি ॥  
অমুকোহমুকগোত্রান্তেহমুকদেব্যাস্চ প্রীত্যে ।  
চক্রেহস্মিন্মুক-দেব্যাঃ প্রাণ-জীবেন্দ্রিয়েতি চ ॥  
প্রতিষ্ঠাকর্ম্মশব্দান্তে কবিশ্চে প্রাণ্ডদঙ্ মুখঃ ।  
ততো গুণকঞ্চ বৃণুয়াদ্ বস্ত্রালঙ্কার-চন্দনৈঃ ॥  
ভূতশুদ্ধাদিকান্ ত্রাসান্ বিহসেৎ তদনন্তবন্ ।  
পঞ্চগব্যং নির্জৈর্ম স্ত্রৈঃ শিব-মন্ত্রেণ মন্ত্রিতম্ ॥  
তস্মিন্ চক্রে ক্ষিপেন্নস্ত্রী প্রণবেন বিলোকয়েৎ ।  
ততশ্চক্রে সমুদ্রত্যা স্থাপয়েচ্চক্রভাজনে ॥ ৩ ॥

কবিবে। অসংস্কৃত যন্ত্র ও মন্ত্র বোগ, শোক ও ভয়প্রদ। সমস্ত তন্ত্রে মন্ত্রেব সংস্কার দশপ্রকার কথিত হইয়াছে। হে দেবি ! স্থিতিতে সন্ততি যন্ত্রেব সংস্কার শ্রবণ কব ॥২

চক্রবাজ অর্থাৎ উত্তম চক্র নির্মাণ কবিয়া তাঁহাব পব সংস্কার কবিবে। হে দেবি ! প্রতিষ্ঠা দুই প্রকার—মধ্যম ও উত্তম। মন্ত্রী ( দীক্ষিত সাধক ) স্নান করিয়া গুণব বাক্যানুসাবে শ্রদ্ধা পূর্বক সঙ্কল্প কবিবে। সাধক পূর্বমুখ বা উত্তর মুখ হইয়া [ প্রথমে ] প্রণব ও “তৎসদভ” —এইগদ এবং [ সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত ] মাস, পক্ষ ও তিথি বলিয়া, অমুক ( গোত্রনাম ) গোত্রের অন্তে অমুক ( নিজেব নাম ) বলিয়া “অমুকদেব্যাঃ প্রীত্যে” এই বলিয়া “অস্মিন্ চক্রে অমুক-দেব্যাঃ প্রাণ-জীবেন্দ্রিয” বলিয়া “প্রতিষ্ঠাকর্ম্ম” শব্দেব শেষে “কবিশ্চে” বলিবে। অনন্তর বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দন দ্বারা গুণকে বরণ কবিবে। তাঁহাব পব ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি ত্রাস কবিবে। সাধক পঞ্চগব্য মন্ত্র ও শিবমন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্যকে মন্ত্রিত কবিবে এবং তাঁহাতে চক্র নিক্ষেপ করিবে ও প্রণব দ্বারা দেখিবে। তাঁহাব পব চক্র উত্তোলন কবিয়া চক্রস্থাপন পাত্রে স্থাপন কবিবে ॥ ৩ ॥

## যন্ত্রস্নানম্

শঙ্খতোয়েন দেবেশি ! তথা পুষ্পোদকেন চ ।  
 বাবিণা চন্দনেনাপি স্নাপয়েৎ পবমেশ্বরীম্ ॥  
 নারিকেলোদকৈশ্চৈব সর্বৌষধিজলৈরপি ।  
 পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়েৎ পবমেশ্বরীম্ ॥  
 তপ্তং শীতং জলং বর্জ্যং কিঞ্চিদ্ভুঞ্জন স্নাপয়েৎ ।  
 অত্যাধো বজ্রপাতঃ স্রাৎ তস্রাৎ তৎ পবিবর্জয়েৎ ॥  
 পঞ্চামৃতমাহ যামলে—ঘৃতং দধি তথা ক্ষীৰং শর্কবা মধুসংযুতম্ ।  
 পঞ্চামৃতমিদং স্রাতং প্রত্যেকস্ত পলং পলম্ ॥ ৪ ॥

## পঞ্চগব্যপরিমাণং

পঞ্চগব্যপরিমাণমাহ তন্ত্রে—পলমাত্রং দুগ্ধভাগং গোমূত্রং তাবদিশ্রুতে ।  
 ঘৃতঞ্চ পলমাত্রং স্রাদ্ গোময়ং তোলকদ্বয়ম্ ॥  
 দধি প্রস্তুতিমাত্রং স্রাৎ পঞ্চগব্যমিতি স্মৃতম্ ।  
 অথবা পঞ্চগব্যানাং সমানো ভাগ ইশ্রুতে ॥ ৫ ॥  
 অতিক্রান্তং তু ষড়্ভাত্রং দধি স্নানে বিবর্জয়েৎ ।  
 সংবৎসবাৎ পবং স্বাজ্যং যন্মাসান্তে চ মাস্কিকম্ ॥

হে দেবেশি ! শঙ্খস্থিত জল, পুষ্পমিশ্রিত জল অথবা চন্দনযুক্ত জলের দ্বারা পবমেশ্বরীকে স্নান করাইবে। নারিকেল জল, সর্বৌষধি জল, পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য দ্বারা পবমেশ্বরীকে স্নান করাইবে। তপ্ত ও শীতল জল ত্যাগ করিবে। কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের দ্বারা স্নান করাইবে। অত্যাধ জলে বজ্রপাত হব, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে। যামলতন্ত্রে পঞ্চামৃত বলিতেছেন—মধু সংযুক্ত ঘৃত, দধি, ক্ষীৰ, চিনি—ইহা “পঞ্চামৃত” নামে প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক দ্রব্য এক এক পল পবিমিত হইবে ॥ ৪ ॥

তন্ত্রে পঞ্চগব্যের পরিমাণ বলিতেছেন—“দুগ্ধ পলমাত্র পবিমিত হইবে, গোমূত্রও তাহাই (পলমাত্র) কথিত হইয়াছে। ঘৃত পলমাত্র হইবে, গোময় দুই তোল পবিমিত, দধি প্রস্তুতি (হাতেব এক কোষ) মাত্র হইবে। ইহা “পঞ্চগব্য” বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অথবা পঞ্চগব্যের প্রত্যেক দ্রব্য সমানভাগ উক্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

যে দধি ছয় রাত্রি অতিক্রম কবিয়াছে, তাহা স্নানে পরিত্যাগ করিবে। এক বৎসরের পব ঘৃত, ছয় মাসের পর মাস্কিক (মধু) এবং এক বৎসরের পর গুড়, শর্কবা

শুভঞ্চ শৰ্কবাং চৈব সৰ্বং ব্রীহিঞ্চ বৎসবাং ॥  
 বিবৰ্জ্জয়েদিতি পূৰ্বেণায়য়ঃ । এতানি ন দঢ়াদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥  
 দেবানাম্ প্ৰতিমা যত্র স্মৃতাভ্যঙ্গক্ষমা ভবেৎ ।  
 পলানি তত্র দেয়ানি শ্ৰদ্ধয়া সপ্তবিংশতি ॥  
 অষ্টোত্তবশতপলং স্নানে দেয়ঞ্চ সৰ্বদা ।  
 দ্বৈ সহস্ৰে পলানাস্তু মহাস্নানে তু সংখ্যয়া ॥  
 পলং তু লৌকিকৈৰ্মানৈঃ সাষ্ট-বত্তি-দ্বিমাসকম্ ।  
 তোলক-ত্ৰিতয়ং জ্ঞেয়ং জ্যোতিজ্ঞৈঃ স্মৃতিসম্মতম্ ॥  
 পলং পলং পঞ্চগব্যং নিত্যস্নানে তদৰ্দ্ধকম্ ॥ ৭ ॥  
 অশক্তানাম্ বিধিং বক্ষ্যে কৃচ্ছ্ৰাণাম্ পবমেস্থবি ।।  
 গুণতোলকহীনং চ ন দঢ়াৎ স্নানকৰ্ম্মণি ॥  
 স্নানং সমাপ্য তাং দেবীং স্থাপয়েৎ স্বৰ্ণপীঠকে ।  
 তস্মাত্তুহ্যত মতিমান্ নাভেকৰ্দ্ধং নিবেশয়েৎ ॥  
 তত্রৈব পীঠং সম্পূজ্য চৰ্ঘপাত্ৰাদিকং চবেৎ ।  
 স্পৃষ্ট্বা যন্ত্ৰং কুশাগ্ৰেণ গায়ত্ৰ্যা চাভিমন্ত্ৰয়েৎ ॥ ৮ ॥

ও সমস্ত ব্রীহি [পবিত্যাগ কবিবে]। “বিবৰ্জ্জয়েৎ”—এই ক্ৰিয়াটি পূৰ্বে অধিত হইবে। অৰ্থাৎ এই সমস্ত দ্রব্য উক্ত সময় অতিবাহিত হইলে দিবে না ॥ ৬ ॥

দেবতাব প্ৰতিমা যেখানে স্মৃতাভ্যঙ্গ (স্মৃতমৰ্দ্দন) যোগ্য হইবে, সেখানে ন্যূনপক্ষে তিন পল স্মৃত দিবে, শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক সাতাইশ পল দিতে পাবে। সকল সময়ে স্নান কার্য্যে ১০৮ পল স্মৃত দিবে। মহাস্নানে পলেৰ দুই সহস্ৰ অৰ্থাৎ দুই সহস্ৰ পল স্মৃত দিবে। লৌকিক মান ব্যবহাবে পল হইতেছে আট বতি দুই মাষা। স্মৃতি সম্মত ও জ্যোতিৰ্কিদ্ সম্মত পল হইতেছে তিনি তোলা। কাৰ্য্য স্নানে এক এক পল পবিত্ত পঞ্চগব্য দিবে। নিত্য স্নানে তাহাব অৰ্দ্ধেক দিবে ॥ ৭ ॥

হে পবমেস্থবি। দবিদ্ধ ও অশক্তগণেব স্নানবিধি বলিতেছি। গুণ (তিন) তোলা অপেক্ষা ন্যূন পঞ্চগব্য স্নানকার্য্যে দিবে না। স্নান শেষ কবিয়া স্বৰ্ণপীঠে সেই দেবীকে স্থাপন কবিবে। সেই স্বৰ্ণপীঠ হইতে দেবীকে উঠাইয়া নাভিৰ অপেক্ষা উৰ্দ্ধ দেশে [বেদীতে] স্থাপন কবিবে। সেইখানে পীঠকে পূজা কবিয়া অৰ্ঘপাত্ৰাদি স্থাপন কবিবে। কুশাগ্ৰেব দ্বাৰা যন্ত্ৰকে স্পৰ্শ কবিয়া গায়ত্ৰী দ্বাৰা অভিমন্ত্ৰিত কৰিবে” ॥ ৮ ॥



গায়ত্রীমাহ—প্রণবং যন্ত্রবাজায় বিদ্রহে তদনন্তবম্ ।

মহাযন্ত্রায় ধীমহি তন্নো যন্ত্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৯ ॥

আবাহ্য পঞ্চমুদ্রাভিঃ প্রাণস্থাপনমাচবেৎ ।

জ্ঞানার্ণবে -- অনামিকামূল-পর্ব-সংসক্তাঙ্গুষ্ঠযুগ্মকম্ ॥

উত্তানং হস্তযুগলং যোজয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ।

উর্দ্ধাঞ্জলিমধঃ কুর্যাদিয়মাবাহনী ভবেৎ ॥

ইয়ং তু বিপবীতা স্তান্ মুদ্রা স্থাপনকর্মানি ।

যুক্তোচ্চি তাস্মুষ্ঠমুষ্টি মুদ্রা স্তাৎ সন্নিধাপনী ॥

অঙ্গুষ্ঠগভিণী সৈব মুদ্রা স্তাৎ সন্নিবোধিনী ।

উত্তানমুষ্টি-যুগলা সন্মুখীকবণী মতা ॥

দেবতাজ্ঞে ষড়ঙ্গানাং ত্রাসঃ স্তাৎ সকলীকৃতিঃ ।

কবাবেকত্র সংযোজ্য অধোভূতাবিবি প্রিয়ে ॥

পবমীকবণং নাম মুদ্রেয়ন্ত ততঃ পবম্ ।

বং বীজেনামৃতীকুর্য্যান্ মুদ্রয়া ধেনুসংস্কৃত্য ॥ ১০ ॥

গায়ত্রী বলিতেছেন—“প্রথমে প্রণব, পবে “যন্ত্রবাজায় বিদ্রহে” পদ, তাহাব পর “মহাযন্ত্রায় ধীমহি তন্নো যন্ত্রঃ প্রচোদয়াৎ” [ ইহাই যন্ত্রেব গায়ত্রী । ] ॥ ৯ ॥

আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বাবা আবাহন কবিষা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কবিবে । জ্ঞানার্ণবে তন্ত্রে মুদ্রা বলিতেছেন—“সাধকশ্রেষ্ঠ অনামিকাব মূল পর্ব দুইটীতে দুইটী অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত কবিবে । উত্তান হস্ত দুইটীকে সংযুক্ত অর্থাৎ অঞ্জলি কবিবে এবং উর্দ্ধস্থিত অঞ্জলিকে নীচে অর্থাৎ সেই অঞ্জলিকে উপব-নীচ করিবে । এই মুদ্রা “আবাহনী” । এই আবাহনী মুদ্রা বিপবীতা ( উপুড ) হইলেই স্থাপন কর্ষে মুদ্রা হয় অর্থাৎ “স্থাপনী” মুদ্রা হয় । উচ্ছিত ( উন্নত ) অঙ্গুষ্ঠ বিশিষ্ট সংযুক্ত মুষ্টি দ্বয় অর্থাৎ দুইটী মুষ্টিকে সংযুক্ত কবিষা অঙ্গুষ্ঠ দুইটীকে উন্নত করিলেই “সন্নিধাপনী” মুদ্রা হয় । সেই সন্নিধাপনী মুদ্রা অঙ্গুষ্ঠ-গভিণী অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ দুইটীকে মুষ্টিব মধ্য চুকাইয়া দিলে “সন্নিবোধিনী” মুদ্রা হয় । মুষ্টি দুইটি উত্তান ( চিং ) হইলে “সন্মুখীকবণী” মুদ্রা হয় । দেবতাব অঙ্গে ষড়ঙ্গত্রাস “সকলীকবণ” নামে অভিহিত হয় । হে প্রিয়ে ! হস্তদ্বয় অধোভূতেব স্তান্ একত্র সংযুক্ত করিষ্য অর্থাৎ কবতলদ্বয় সংযুক্তভাবে উপুড কবিষা বাম অঙ্গুষ্ঠেব উপব দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ আড়াআড়ি ভাবে বাখিলেই “পবমী-করণ নামক মুদ্রা হয় । ধেনু নামক মুদ্রা দ্বাবা “বং” বীজে অমৃতীকবণ কবিবে ॥ ১০

অন্তোন্তাভিমুখে শ্লিষ্টে কনিষ্ঠানামিকে পুনঃ ।

তথৈব তর্জ্জনী-মধ্যে ধেনুমুদ্রা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

ধেনুমুদ্রা মহাদেবি । অমৃতীকবণে ভবেৎ ।

প্রতিষ্ঠাপ্যাহর্চয়েদ্ দেবীমন্ত্ৰা নিফলং ভবেৎ ॥

প্রতিষ্ঠাপ্যোতি—যন্ত্রে প্রতিমায়াং বা প্রাণপ্রতিষ্ঠাং বিধায়েতার্থঃ ॥ ১১ ॥

প্রাণমন্ত্রমাহ যামলে—উচ্চাৰ্য্য ভুবনেশানীং পাশাক্ষুশ-পুটাং ততঃ ।

যাভাঃ সপ্ত মৃগাক্ষাঢ্যা ব্যোম সত্যেন্দুসংযুতম্ ॥

ব্যোম বিন্দুসমায়ুক্তং সর্গবান্ ভৃগুবিত্যয়ম্ ।

নাম্না দেব্যাস্ততঃ প্রাণা ইহ প্রাণাস্ততঃ প্রিয়ে ! ॥

পুনর্মন্ত্রং পুৰস্কৃত্য তথৈব সাধকোত্তমঃ ।

নাম্না চ দেবতাযাস্ত ততো জীব ইহ স্থিতঃ ॥

তথৈব দেবদেবেশি ! উক্ত্বা সৰ্ব্বেন্দ্ৰিয়াণি চ ।

বাঙ্ মনশ্চক্ষুবিত্যন্তে শ্রোত্রজ্ঞানপদং ততঃ ॥

কনিষ্ঠা ও অনামিকা পবম্পব অভিযুথ ও সংযুক্ত অর্থাৎ এক হস্তেব অঙ্গুলিব ফাঁকেব মধ্যে অপর হস্তেব অঙ্গুলিশুলি ঢুকাইয়া দক্ষিণ অনামিকাব অগ্রে বামকনিষ্ঠা এবং বাম অনামিকাব অগ্রে দক্ষিণ কনিষ্ঠা সংযুক্ত কবিবে । তর্জ্জনী ও মধ্যমা পুনবায় সেইরূপ অর্থাৎ বাম মধ্যমাব অগ্রে দক্ষিণ তর্জ্জনী এবং দক্ষিণ মধ্যমাব অগ্রে বাম তর্জ্জনী সংযুক্ত কবিবে । উহা “ধেনুমুদ্রা” নামে কীৰ্ত্তিত হয় । হে মহাদেবি ! অমৃতীকবণে ধেনু মুদ্রা আবশ্যক । প্রাণপ্রতিষ্ঠা কবিয়া দেবীকে অর্চনা কবিবে । অম্ৰতা [বস্মা] নিফল হইবে । “প্রতিষ্ঠাপ্য” এই পদেব অর্থ—যন্ত্রে বা প্রতিমায়াং প্রাণ প্রতিষ্ঠা কবিয়া ॥ ১১

যামলতন্ত্রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠাব মন্ত্র বলিতেছেন—“হে প্রিয়ে । পাশবীজ ( জাঁ ) ও অক্ষবীজ ( জেঁ ) পুটিতা ভুবনেশানী বীজ ( হ্রী ) অর্থাৎ জাঁ হ্রী জেঁ উচ্চারণ কবিয়া পবে মৃগাক্ষ ( ঃ ) যুক্ত যদি সপ্তবর্ণ ( য ব ল ব শ ব স ), সত্য ( ও ) এবং ইন্দু ( ঃ ) যুক্ত ব্যোম ( হ ) অর্থাৎ হৌ, বিন্দু সংযুক্ত ব্যোম ( হ ) এবং সর্গ ( ঃ ) যুক্ত ভৃগু ( স ) অর্থাৎ হঁ সঃ—এই বর্ণ, তাহাব পব (ষষ্ঠী বিভক্তিয়ুক্ত) দেবতাৰ নামেব সহিত অর্থাৎ ‘অমুকদেবতায়াঃ’ এই পদেব পব “প্রাণা ইহ প্রাণাঃ”, তাহাব পব পুনবায় মন্ত্র অর্থাৎ জাঁ হ্রী জেঁ । য ব ল ব শ ব স হৌ হঁসঃ” অগ্রে বলিয়া সাধক-প্রবব সেইরূপই দেবতাৰ নামেব সহিত অর্থাৎ ‘অমুকদেবতায়াঃ’, পদেব পব “জীব ইহ স্থিতঃ” পদ , হে দেবদেবেশি ! পবে সেইরূপ অর্থাৎ জাঁ হ্রী প্রভৃতি হইতে “দেবতায়াঃ”

ততঃ প্রাণা ইহাগত্য সুখমুক্তা চিরং পঠেৎ ।  
 তিষ্ঠন্ত বহিজ্জায়ান্তঃ প্রাণমন্ত্র উদাহৃতঃ ॥  
 স্বশ্বনাম্না মহেশানি ! মন্ত্ৰোহয়ং সৰ্বদেবতঃ ।  
 ইতি প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য ততঃ পূজাং সমাবভেৎ ॥ ১২ ॥  
 স্বকল্লোক্তবিধানেন মুদ্রাং প্রদর্শ্য সাধকঃ ।  
 উপচারৈঃ ষোড়শভির্দেবীং প্রপূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥  
 দেব্যাজ্জয়া পরীবাবান্ পূজয়েৎ পবমেশ্বরি ! ।  
 ততো জপেৎ সহস্রং তু শতমষ্টোত্তবং প্রিয়ে ! ॥  
 বলিদানং ততঃ কৃত্বা প্রণমেচ্চক্রবাজকম্ ।  
 শতমষ্টোত্তবং হোমং কুর্য্যাক্ষ সাধকোত্তমঃ ॥  
 নিজমন্ত্ৰেণ দেবেশি ! জুহুযাক্ষত্রসিদ্ধয়ে ।  
 আহুত্যাশ্তে চক্রবাজে হুতশেষং বিনিক্ষিপেৎ ॥  
 পূর্ণান্ দত্ত্বা তু হোমাস্তে তজ্জলৈবভিষেচয়েৎ ।  
 মন্ত্ৰাভিষিক্তং চক্রং তৎ সৰ্ব্বেষাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥  
 গুরুবে দক্ষিণাং দত্ত্বাদ্ গাং চ দত্ত্বাৎ পরিশ্বিনীম্ ।

পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্র বলিয়া ‘সর্বেজিয়াণি বায়নচক্ষুঃ’ তাহাব পব ‘শ্রোত্ৰজ্ঞাণ’ পদ, তাহাব পব ‘প্রাণা ইহাগত্য সুখং’ এই বলিয়া ‘চিরং’ পদ বলিবে, তাহাব পব বহি জায়ান্ত ‘তিষ্ঠন্ত’ অর্থাৎ ‘তিষ্ঠন্ত স্বাহা’ বলিবে—উহা প্রাণমন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে । হে মহেশানি ! এই মন্ত্র স্বশ্বনামে অর্থাৎ পূজ্য দেবতাব নাম যোগে সকল দেবতার প্রাণমন্ত্র হইবে ॥ ১২ ॥

এই প্রাণমন্ত্ৰে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কবিন্না তাহার পব পূজা আবস্ত কবিবে । সাধক স্বকল্লোক্ত বিধি অনুসারে মুদ্রা দেবাইয়া যথাক্রমে ষোড়শ উপচারের দ্বারা দেবীকে পূজা করিবে । হে পবমেশ্বরি ! [ তাহার পব ] দেবীৰ অন্ত্রজ্ঞা লইয়া পরিবাব-গণকে পূজা করিবে । হে প্রিয়ে ! তাহাব পব অষ্টোত্তর শত বা সহস্র মন্ত্র জপ করিবে । তাহাব পব বলিদান কবিনা যন্ত্ররাজকে প্রণাম করিবে । সাধকপ্রবব অষ্টোত্তর শত হোম করিবে । হে দেবেশি ! মন্ত্রসিদ্ধিব জন্য নিজ মন্ত্ৰেব দ্বারা হোম করিবে । আহুতির শেষে হুতশেষ যন্ত্ররাজে নিক্ষেপ কবিবে । হোমেব শেষে পূর্ণাহুতি দিয়া সেই জলেব দ্বাৰা অভিষেক কবিবে । মন্ত্ৰাভিষিক্ত সেই চক্র সকলেবই সিদ্ধিপ্রদ । গুরুকে দক্ষিণা দিবে, হৃদ্যবতী গাভী দিবে, পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে

ভূমিং বৃত্তিকবীং দত্তাং পুত্র-পৌত্রানুযায়িনীম্ ।  
 সংহাবমুজ্জ্বা দেব্যা বিসর্জনমতঃপবম্ ॥  
 প্রতিষ্ঠয়েচ্চক্রবাজমেনে বিধিনা যদি ।  
 পুষ্পচর্যা-ফলং তস্মৈ সৰ্ব্বসিদ্ধি-যুতস্য চ ॥ ১৩ ॥  
 গুবোবাজ্ঞা-প্রমাণেন যন্ত্রং যুক্তি নিধাপয়েৎ ।  
 গৃহীতং যন্ত্রমেবেদং কাপি নৈব প্রকাশয়েৎ ।  
 যন্ত্র-মন্ত্র-প্রকাশে তু ক্রুদ্ধা ভবতি পার্বতী ॥  
 নিজমন্ত্ৰাভিযুক্তং গুবোবাপি ন দর্শয়েৎ ।  
 যন্ত্র-গ্রহণকালে চ যদি স্তান্ মেঘগর্জনম্ ॥  
 উল্লুলু-ধনিবাকস্মাদথবা শঙ্খ-নিশ্বনঃ ।  
 তদা মন্ত্ৰী বাটিতে্যেব সিদ্ধকার্যো ন সংশয়ঃ ॥  
 অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যযোঃ ।  
 গ্রহণং যন্ত্রমন্ত্ৰাণাং শুভদং তৎ প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৪ ॥

#### অথ বলিদানম্

মুণ্ডমালায়াং—নব\*ছাগস্তথা মেঘো মহিষঃ শশকস্তথা ।

শল্লকী শূকবশ্চৈব বলয়ঃ পবিকীর্তিতাঃ ॥

নববলিস্ত বাজ্ঞামেব—বাজা নববলিং দত্তান্নাত্তো হি পবমেশ্ববি । ।

বৃত্তিকবী ভূমি দিবে । অনন্তব সংহাবমুজ্জ্বা দ্বাবা দেবীং বিসর্জন কবিবে । এই বিধি দ্বাবা যদি চক্রবাজকে প্রতিষ্ঠা কবে, তবে সৰ্ববিধ সিদ্ধিপ্রাপ্ত সেই সাধকেব পুষ্পচরণেব ফল হইবে ॥ ১৩ ॥

গুবং আজ্ঞাক্রমে মন্ত্ৰকে বজ্জ স্থাপন কবিবে । এইরূপে গৃহীত এই যন্ত্রকে কোন স্থলে প্রকাশ কবিবে না । যন্ত্র ও মন্ত্ৰেব প্রকাশ হইলে পার্বতী ক্রুদ্ধা হন । নিজ (ইষ্ট) মন্ত্ৰেব দ্বাবা অভিযুক্ত যন্ত্র গুবকেও দেখাইবে না । যন্ত্র ধারণ সমবে যদি মেঘ গর্জন হয় ; অথবা অকস্মাৎ উল্লুধনি বা শঙ্খধনি হয়, তবে শীঘ্রই সাধক সিদ্ধকার্য হন ; সংশয় নাই । অয়নে, বিষুব সংক্রান্তিতে, চন্দ্র ও সূর্য্যেব গ্রহণে যন্ত্র ও মন্ত্ৰেব যে গ্রহণ, তাহা শুভপ্রদ কথিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

বলিদান :—মুণ্ডমালা তন্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে—“নব, ছাগ, মেঘ, মহিষ, শশক, শল্লকী ( শল্যক ) ও শূকব—বলি বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । নববলি কিন্তু নৃপতি-গণেবই দাতব্য । [ কাণেব বচন আছে যে, ] হে পবমেশ্ববি । বাজা নববলি দিবে, অস্ত

সিংহ-ব্যাঘ্র-নবান্ দস্তা ব্রাহ্মণো বৌববং ব্রজেৎ ॥  
 যুবানং ব্যাধিহীনং চ স্ত্রীকং লক্ষণাধিতম্ ।  
 সৰ্ববায়ব-সম্পন্নং বলিং দত্তাং স্ত্রীশোভনম্ ।  
 তকণং স্তনদ্বং কৃষ্ণং ক্ষতাদি-দোষবর্জিতম্ ॥  
 স্নাপয়িত্বা বলিং তত্র ভূষয়েৎ পুষ্পচন্দনৈঃ ।  
 ভূষয়েদ্ রক্তমাল্যেন সিন্দূরেণ বিশেষতঃ ॥  
 উত্তবাতিমুখো-ভূহা বলিং পূর্বমুখং তথা ।  
 সমানীয় স্ববামে চ মূলে প্রোক্ষণং চবেৎ ॥  
 সংপ্রোক্ষণং বিধায়ৈব বলিং সংপূজয়েদথ ।  
 ব্রহ্মবক্ষে চ ব্রহ্মাণং তন্নাসায়াঞ্চ মেদিনীম্ ॥  
 কর্ণয়োশ্চ তথাকার্ষ্যং জিহ্বায়াং সৰ্ববতোমুখম্ ।  
 জ্যোতীংষি নেত্রয়োर्वিষ্ণুং বদনে পবিপূজয়েৎ ॥  
 ললাটে পূজয়েচ্চন্দ্রং শক্রং দক্ষিণগণ্ডতঃ ।  
 বামগণ্ডে তথা বহ্নিং গ্রীবায়াং সমবর্তনম্ ॥  
 বোমকূপে ধৃতিং চৈব ভ্রুবোৰ্গধ্যে প্রচেতসম্ ।  
 নাসামূলে চ শ্বসনং স্কন্ধে চৈব মহেশ্ববম্ ॥  
 হৃদয়ে সৰ্পবাজেচ্চন্দ্রং পূজয়িত্বা পাঠেদিদম্ ॥

কেহই দিবে না। ব্রাহ্মণ সিংহ, ব্যাঘ্র ও নববলি দিয়া স্ত্রীবব নবকে গমন কবে।  
 যুবক, ব্যাধিহীন, স্ত্রী, সুলক্ষণাক্রান্ত, সমস্ত অবববৃক্ত, স্ত্রীশোভন বলি দিবে।  
 তকণ, স্তনদ্ব, কৃষ্ণবর্ণ, ক্ষতাদি-দোষবহিত বলিকে স্নান কবাইবা সেইখানে  
 পুষ্প ও চন্দনের দ্বারা বলিকে ভূষিত কবিবে। বস্ত্র মাল্যের দ্বারা, বিশেষভাবে  
 সিন্দূরের দ্বারা বলিকে ভূষিত কবিবে। স্বয়ং উত্তরাতিমুখ হইয়া পূর্বমুখ বলিকে নিজের  
 বামভাগে আনিয়া মূলমূলে প্রোক্ষণ কবিবে। অনন্তর সংপ্রোক্ষণ করিবার বলিকে  
 পূজা কবিবে। প্রথমে [সামান্য পূজা কবিয়া] বলির ব্রহ্মবক্ষে [‘ব্রহ্মণে নমঃ’ মন্ত্রে]  
 ব্রহ্মাকে, তাহার নাসিকায় [‘মেদিনী নমঃ’ মন্ত্রে] মেদিনীকে, কর্ণদ্বয়ে [‘আকাশায়  
 নমঃ’ মন্ত্রে] আকাশকে, জিহ্বায় [‘সৰ্ববতোমুখায় নমঃ’ মন্ত্রে] সৰ্ববতোমুখকে,  
 নেত্রদ্বয়ে [‘জ্যোতির্ভ্যাং নমঃ’ মন্ত্রে] জ্যোতিঃদ্বকে এবং বদনে বিষ্ণুকে পূজা কবিবে।  
 ললাটে চন্দ্রকে, দক্ষিণ গণ্ডে শক্রকে, বাম গণ্ডে বহ্নিকে, গ্রীবায়াং সমবর্তনকে, বোমকূপে  
 ধৃতিকে, ভ্রুবোৰ্গধ্যে প্রচেতাকে, নাসিকামূলে শ্বসনকে, স্কন্ধে মহেশ্ববকে, হৃদয়ে

মহাতপোভিজ্ঞানৈশ্চ যজ্ঞৈর্ধ্বং সাধ্যতে নৃভিঃ ।

তন্মে দেহি মহাভাগ ! সত্বং চাপ্নুয়াং জিযম্ ॥

শিববুদ্ধ্যা চ সম্পূজ্য উৎসৃজেচ্চ ততঃ পবম্ ।

ততো দেবীং সমুদ্दिश্য কামমুদ্दिश্য চান্ননঃ ॥

ইত্যুৎসৃজ্য বলিং পশ্চাৎ কববালং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৫ ॥

খজাগ্রে পূজয়েন্ মন্ত্রী ব্রহ্ম-বাগীশ্বরীং তথা ।

মধ্যে চ পূজয়েদ্ দেবি । লক্ষ্মী-নাভাযণাবপি ।

মূলে চ পূজয়েন্ মন্ত্রী উময়া চ মহেশ্বরম্ ॥

এবং বিধানৈঃ সম্পূজ্য নমস্কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥

খজা জং শিবকপোহসি ক্রোধধৈবব-সংজ্ঞকঃ \* ।

ভূর্গাপ্রীতিকবো নিত্যং কালীশক্তেবিবাহপবা ॥

খজায়া খবশানায় শক্তিকার্য্যার্থ-তৎপব । ।

পশুশ্ছেদন্য শীঘ্রং খজানাথ । নমোহস্ত তে ॥

এবং সম্পূজ্য তং খজামূর্ত্তোল্য সাধকোত্তমঃ ।

সর্ববাজেজ্ঞকে ( অনন্তনাগকে ) পূজা কবিয়া এই [ “মহাতপোভিজ্ঞানৈশ্চ” ইত্যাদি ] মন্ত্র পড়িবে । উক্ত মন্ত্রের অর্থ—“মহুগুগণ কর্তৃক মহাতপস্তা, জ্ঞান ও যজ্ঞ সমূহেব দ্বাৰা ঘাহা সাধিত হয়, হে মহাভাগ ! তাহা আমাকে দান করুন । সত্বং যেন ত্রী (ঐশ্বর্য্য) প্রাপ্ত হই । তাহাব পব শিববুদ্ধিতে অর্থাৎ বলিকে শিবের সহিত অভিন্ন জ্ঞানে পূজা কবিয়া পরে দেবীকে উদ্দেশ্য কবিয়া এবং নিজেব কামনা উল্লেখ কবিয়া উৎসর্গ কবিবে । এইরূপে বলি উৎসর্গ কবিয়া পবে কববালকে ( খজা ) পূজা কবিবে ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রী খজেব অগ্রভাগে ব্রহ্ম-বাগীশ্বরীকে পূজা কবিবে । হে দেবি ! খজেব মধ্যে লক্ষ্মী-নাভাযণকে পূজা কবিবে এবং খজেব মূলে উমা-মহেশ্বরকে পূজা কবিবে । এইরূপ বিধানে পূজা কবিয়া যদ্ব পূর্ব্বক [ “খজা জং শিবকপোহসি” ইত্যাদি মন্ত্রে ] নমস্কাব করিবে । উক্ত মন্ত্রের অর্থ—“হে খজা ! তুমি শিবস্বরূপ এবং তুমি ক্রোধধৈবব সংজ্ঞক অর্থাৎ তোমাব সংজ্ঞা ( নাম ) ক্রোধধৈবব । তুমি নিত্য ভূর্গাব প্রীতিকাবক এবং তুমি কালীশক্তিবই যেন এক অপবা মূর্ত্তি । খবশান খজারূপী তোমাকে নমস্কাব । হে খজানাথ । হে শক্তিব কার্য্যার্থে তৎপব । তুমি শীঘ্র পশুছেদন কব । সাধক-শ্রেষ্ঠ দাতক এইরূপে পূজা কবিয়া সেই খজাকে উত্তোলন কবিয়া পূর্ব্বমুখ হইবা উত্তব

\* ক পুস্তকে “ক্রোধধৈবব শব্দ” ইতি পাঠঃ ।

ছেত্তা পূর্বমুখো ভূত্বা বলিমুক্তববক্তৃকম্ । (১)

আং হ্ ফট্ ইতি মস্ত্রেণ ছেদয়িত্বা ততঃ পশুম্ ।

ততো বলীনাং কধিবং তোয়-সৈন্ধব-সংফলৈঃ ॥

মধুভির্গন্ধপুষ্পৈশ্চ স্বধিবাস্ত্র প্রযজ্ঞতঃ ।

গন্ধপুষ্পোক্ষিতং কৃত্বা চোৎসৃজেমূলমুচ্চবন্ ॥

প্রণবং বাগ্ভবং লক্ষ্মীং ততঃ কৌশিকীশব্দতঃ ।

কধিবেণ ততঃ পশ্চাদাপ্যায়তাং সমুচ্চবেৎ ॥

নিবেদ্য কধিবং দেবি ! শিবো দত্যাং প্রদীপকম্ ।

ততো নিবেদয়েন্নস্ত্রী তামূলং স্মনোহবম্ ॥ ১৬ ॥

কুধিব-মস্তক-স্থাপনক্রমঃ

কধিব-মস্তক-স্থাপনক্রমমাহ তন্ত্রে—

নাং সৰ্বো শিবোবজ্ঞঃ দেব্যোঃ সম্যগ্ নিয়োজয়েৎ ।

ছাগং তু বামতো দত্যান্ মাহিষং বিতবেৎ পুংঃ ॥

দক্ষিণে বামতো দত্যাংপ্রতো দেহশোণিতম্ ॥ ১৭ ॥

মুখ বলিকে “আং হ্ ফট্” এই মন্ত্র দ্বারা ছেদন কবিয়া তাহার পব পশুকে ছেদন কবিবে। তাহার পর বলি সমূহেব কধিবকে জল, সৈন্ধব ও সংফল (জাইফল) দ্বারা এবং মধু ও গন্ধপুষ্প দ্বারা যত্নপূর্বক অধিবাসিত কবিয়া গন্ধপুষ্পেব দ্বারা প্রোক্ষিত কবিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ কবিতো কবিতো উৎসর্গ কবিবে। প্রণব, বাগ্ভব (ঐ) ও লক্ষ্মী (স্ত্রী), তাহার পর “কৌশিকী” শব্দের শেষে “কধিবেণ” পদ, তাহার পব ‘আপ্যায়তাম্’ পদ উচ্চারণ কবিবে। হে দেবি! [ পূর্বোক্ত—“ওঁ, ঐ”, স্ত্রী” কৌশিকী কধিবেণ আপ্যায়তাম্” মন্ত্রে ] কধিব নিবেদন করিয়া বলিব মস্তকে প্রদীপ দিবে। তাহার পব মনোহব তামূল নিবেদন কবিবে ॥ ১৬ ॥

- তন্ত্রে কধিব ও মস্তক স্থাপনেব ক্রম বলিতেছেন—“মন্ত্রেণ শিবোবজ্ঞ দেবীং বামভাগে সম্যগ্ৰূপে স্থাপন কবিবে। ছাগ পশুর শিবোবজ্ঞ বামভাগে দিবে। মাহিষেব শিবোবজ্ঞ সম্মুখে দিবে। দক্ষিণে, বামভাগে এবং অগ্রে দেহ শোণিত-দিবে ॥ ১৭ ॥

(১) পশ্চিমাভিমুখ-বিগ্রহস্থলে পূর্বমুখ ঘাতক দক্ষিণমুখ বলিকে ছেদন করেন, ইহাই শিষ্ট-ব্যবহাৰ। নিবন্ধতন্ত্রে তৃতীয় পটলে উক্ত হইবাছে—ছেদয়েৎ তেন খড্গেন বলিং পূর্বমুখস্থিতম্। অথবোত্তববক্তৃক স্বং পূর্বাননস্তথা।

যামলে—যদা কটকটীশকো দন্তানাং জ্ঞায়তে ক্ৰটিং ।

তদা তু মবণং বিছাদ্ধানি তত্র বিনির্দ্দেশেৎ ॥

যদাশ্চ দৃশ্যতে নেত্রে তদা হানিং বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ১৮ ॥

বলিমস্তকপতন-কলম্

পূর্বোত্তরে চ দিগ্ভাগে পততে যদি মস্তকম্ ।

সর্বসম্পৎ-কবং বিছাদ্ বাজ্ঞাং বাজ্ঞাং বিনির্দ্দেশেৎ ॥

ঈশানান্ধ্যোর্মধ্যভাগে পততে যদি মস্তকম্ ।

ততঃ স্বল্পেন কালেন সর্বসিদ্ধির্ভবেদ্ ঐশ্বম্ ॥

যদি বায়ব্যদিগ্ভাগে নৈঋতে দক্ষিণেহপি বা ।

মস্তকং পততে জাতু তস্মৈ হানিং বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ১৯ ॥

বলিমস্তকে-দীপদানম্

যামলে—গ্রাহণাং কচ্ছপানাঞ্চ গোধানাঞ্চ বিশেষতঃ ।

মংস্তানাং পক্ষিণাং চৈব ন দীপং দাপয়েচ্ছিবে ॥

শীর্ষোপবি জলদদীপো যাবৎ কালং প্রবর্ততে ।

তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে তস্মাদ্ যত্নেন দাপয়েৎ ॥

কদ্দ্রযামলে—লোমদাহোন্তবং গন্ধং ভ্রাত্বা দেবী প্রসীদতি ।

যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—কোন সময়ে যদি দন্তের কটকট ( কডকড্ ) শব্দ শ্রুত হয়, তখন মরণ জানিবে এবং ইহা সেই সময়ে হানি ( ক্ষতি ) নির্দেশ ( সূচিত ) করে । যখন নেত্রদ্বয়ে অশ্রু দেখা যায়, তখন উহা হানি নির্দেশ কবে ॥ ১৮ ॥

পূর্ব বা উত্তর দিগ্ভাগে যদি বলিৰ মস্তক পতিত হয় । তবে উহা সর্বসম্পৎকর জানিবে । উহা নৃপতিগণের বাজ্ঞা প্রাপ্তি নির্দেশ অর্থাৎ সূচনা কবে । ঈশান ও অগ্নিকোণের মধ্যভাগে যদি মস্তক পতিত হয়, তবে অতি অল্পকালেই নিশ্চয় সর্বসিদ্ধি হব । যদি বায়ব্য দিগ্ভাগে, নৈঋতে বা দক্ষিণেও যদি কখন মস্তক পড়ে, তবে তাহা [ যজ্ঞমানব ] হানি নির্দেশ কবে” ॥ ১৯ ॥

কুন্তীৰ, কচ্ছপ, বিশেষতঃ গোসাপসমূহেব, মংস্ত ও পক্ষিসমূহেব মস্তকে প্রদীপ দিবে না । মস্তকেব উপবিভাগে যতকাল প্রজ্জ্বলিত দীপ বর্তমান থাকে, তাবৎকাল স্বর্গে বাস কবে । অতএব বড়পূর্বক দীপদান কবিবে । কদ্দ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে —“লোমদাহোৎপন্ন গন্ধ আভ্রাণ কবিবা দেবী প্রসন্ন হন । স্তববাং বলিমস্তকে দীপ



তস্মাৎ সমর্পয়েদ্ দীপং তস্মা পাত্ৰং বিবৰ্জ্জয়েৎ ॥  
বিধিবদ্ বলিদানেন চতুৰ্বৰ্গফলং ভবেৎ ॥ ২০ ॥

অবৈধহিংসায়ং দোষঃ

অবিধানেন হিংসায়ং দোষমাহ কুলাৰ্ণবে—

অবিধানেন যো হত্যাদাত্মার্থং প্রাণিনঃ প্রিয়ে ! ।

নিবসেন্নবকে ঘোবে যুগানি পশুলোমভিঃ ॥

স বক্তবিন্দুপাতী চ তিৰ্য্যগুযোনৌ প্রজায়তে ॥

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী ।

সংস্কৰ্ত্তা চোপহৰ্ত্তা চ খাদিতাহষ্টৌ চ যাতকঃ ॥

কদ্ৰবামলে—ধনেন ক্রয়িকো হন্তা খাদিতা চোপভোগতঃ ।

যাতকো বধতশ্চৈব ত্রিবিধো বধবান্ ক্রবন্ ॥ ২১ ॥

যামলে—পিতৃ-দৈবত-যজ্ঞেষু বৈধহিংসা বিধীয়তে ।

অন্যত্রাপি—অহিংসা পরমো ধর্মো নাস্ত্যহিংসাপবং সুখম্ ।

বিধিনা যা ভবেৎ হিংসা সা হহিংসা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

সমর্পণ কবিবে। দীপপাত্ৰ দিবে না অর্থাৎ দীপাধাবে দীপ দিবে না। বিধিপূর্বক বলিদানের দ্বারা চতুৰ্বৰ্গ ফল লাভ হয় ॥ ২০ ॥

কুলাৰ্ণব তন্ত্ৰে অবিধিপূর্বক হিংসার দোষ বলিতেছেন—“হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি আত্মার্থ অর্থাৎ কেবলমাত্র নিজেব উদবপূর্ণের জন্য অবৈধভাবে প্রাণিগণকে হত্যা কবে, সে পশুলোম পবিত্রিত যুগপর্ধ্যন্ত অর্থাৎ যতগুলি পশুলোম, তত যুগপর্ধ্যন্ত ঘোব নবকে বাস কবে। সেই বক্তবিন্দু দ্ববণকাবী ব্যক্তি পাপযোনিতে জন্ম গ্রহণ কবে। অনুমোদক (হত্যাব আজ্ঞাকাবী), বিশসিতা (হস্তাদিব ছেদক), নিহন্তা, ক্রয়ী ও বিক্রয়ী, সংস্কাবক (পাচক), উপহৰ্ত্তা (পবিবেষক) ও খাদক—এই আটজন যাতক। কদ্ৰবামল তন্ত্ৰে উক্ত হইবাছে—ক্রয়ী ধনেব দ্বারা যাতক হয়, ভোজনকাবী ভোগেব দ্বারা, যাতক বধেব দ্বারা যাতক হয়—এইরূপে বধবান্ (যাতক) নিশ্চয়ই তিন প্রকাব হইবা থাকে ॥ ২১ ॥

যামলতন্ত্ৰে উক্ত হইবাছে—“পিতৃষজ্ঞ বা দেবযজ্ঞ স্থলে বৈধ হিংসা বিহিত হইবাছে।” অন্যত্রও উক্ত হইবাছে—“অহিংসা পরম ধর্ম। অহিংসা ব্যতীত সুখ নাই। বিধিপূর্বক যে হিংসা হয়, তাহা অহিংসা বলিয়া কথিত হইবাছে।

ভূতহিংসা ন কৰ্তব্য পশুহিংসা বিশেষতঃ ।

বলিদানং বিনা দেবি । হিংসাং সৰ্ব্বত্র বর্জয়েৎ ॥

যামলে—হত্যাশ্লোকে চানেন ভূতমন্ত্ৰ্য পশুং শিবে । ।

গন্ধপুষ্পান্ধৰ্মৈঃ পূজ্য হত্যা নবকং ব্ৰজেৎ ॥

পাপোপজনিকা হিংসা তৎ কথং স্বৰ্গসাধনম্ ।

অশ্বমেধাদি-যজ্ঞেষু বাজিহত্যাং কথং চবেৎ ॥

দৃষ্টান্তমাহ যামলে—যেনৈব বিষথণ্ডেন ত্ৰিযন্তে সৰ্ব্বজন্তবঃ ।

তেনৈব বিষথণ্ডেন ভিক্ষক্ নাশযতে বিষম্ ॥

তন্মাদবিধিনা হিংসা পাপজনিকা, বিধিবোধিতা হিংসা স্বৰ্গজনিকা  
ইতি নিৰ্গলিতার্থঃ ॥ ২২ ॥

ইতি পবিত্ৰাজকাচাৰ্য্য-পবনহংসতীৰ্থাবধূত-শ্ৰীমদ্বজ্ঞানন্দগিৰি-কৃত্যং

শাক্তানন্দ-তবঙ্গিণ্যাং যজ্ঞপ্ৰতিষ্ঠাদি-নিৰ্ণয়ো নাম ত্ৰয়োদশোন্মাসঃ ।

প্ৰাণিহিংসা—বিশেষতঃ পশুহিংসা কৰ্তব্য নহে । হে দেবি । বলিদান ব্যতীত  
হিংসা সৰ্ব্বত্র পবিত্যাগ কৰিবেনি ॥” যামলতন্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে—“হে শিবে ! এই  
মন্ত্ৰেৰ দ্বাৰা পশুকে অভিমন্ত্ৰিত কৰিয়া এবং গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত দ্বাৰা পূজা কৰিয়া  
ছেদন কৰিবেনি ; অত্যা নবকে গমন কৰিবেনি । হিংসা পাপেৰ জনক ; স্ততবাং সে  
স্বৰ্গেৰ সাধন হয় কিৰূপে ? অশ্বমেধাদি যজ্ঞে কেন বা অশ্ববধ কৰে ? যামলতন্ত্ৰে  
[ উহার উক্তব প্ৰসঙ্গে ] দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—“যে বিষথণ্ডেৰ দ্বাৰা সমস্ত জন্তু  
প্ৰাণত্যাগ কৰে, সেই বিষথণ্ডেৰ দ্বাৰাই বৈষ্ণৱ দ্বিনাশ কৰে ।” স্ততবাং অবিধিপূৰ্বক  
হিংসা পাপেৰ জনক, বৈধহিংসা স্বৰ্গেৰ জনক—ইহাই তাৎপৰ্য্যার্থ ॥ ২২ ॥

শাক্তানন্দ-তবঙ্গিণীৰ ত্ৰয়োদশ উন্মাসেৰ অনুবাদ সমাপ্ত ।

# চতুর্দশোল্লাসঃ

## উপচার-বিধিঃ

উপচাৰং প্রবক্ষ্যামি শৃণু পার্বতি ! সাদরম্ ।  
বিনোপচাৰৈ যা পূজা সা পূজা ন প্রসীদতি ॥  
অষ্টাদশোপচাৰাস্ত সৰ্বেষামুক্তমাঃ প্রিয়ে ! ।  
ষোড়শেতি প্রধানাশ্চ দশধা স্তদনু স্মৃতাঃ ॥  
পঞ্চধা স্তদনুপ্রোক্তাঃ কৰ্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা ॥ ১ ॥

ফেংকারিণীতন্ত্ৰে—আসনং স্বাগতং পাণ্ডমৰ্ঘ্যমাচমনং তথা ।

স্নানং বাসশোপবীতং ভূষণানি চ সৰ্ববশঃ ॥  
গন্ধ-পুষ্পে ধূপ-দীপৌ তথ্যন্নং চাপি দৰ্পণম্ ।  
মালায়াল্পলেনং চৈব নমস্কাৰ-বিসৰ্জনম্ ।  
অষ্টাদশোপচাৰৈস্ত মন্ত্ৰী পূজাং সমাচবেৎ ॥

তন্ত্ৰে—আসনং স্বাগতং পাণ্ডমৰ্ঘ্যমাচমনীয়কম্ ।

মধুপৰ্কাচম-স্নান-বসনাভরণানি চ ॥  
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-বন্দনং তথা ।  
প্রযোজয়েদর্চনায়ামুপচাৰাস্ত যোড়শ ॥  
পাণ্ডাৰ্ঘ্যমাচমনীয়ং চ মধুপৰ্কাচমং তথা ।  
গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যস্তা উপচাৰা দশ স্মৃতাঃ ॥

উপচার বিধিঃ—হে পার্বতি ! উপচাৰ বলিতেছি, শ্রদ্ধাপূৰ্বক শ্রবণ কৰ ।  
উপচাৰহীন যে পূজা, সে পূজা কখনও প্রীতিপ্রদ হয় না । হে প্রিয়ে ! সকলের মধ্যে  
অষ্টাদশ উপচাৰ উত্তম । ষোড়শোপচাৰও প্রধান ( শ্রেষ্ঠ ), দশোপচাৰ তদপেক্ষা ন্যূন  
কথিত হইয়াছে । পঞ্চোপচাৰ তাহা অপেক্ষা ন্যূন উক্ত হইয়াছে ; [ সাধক ]  
ঐশ্বৰ্য্যকামী হইয়া [ চতুর্বিধ উপচাৰেব যে কোন উপচাৰ দ্বাৰা ] পূজা করিবে ॥ ১ ॥

ফেংকারিণী তন্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে—“আসন, স্বাগত, পাণ্ড, অৰ্ঘ্য, আচমন, স্নান,  
বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, সৰ্বপ্রকাৰ অলঙ্কাৰ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অন্ন, দৰ্পণ, মালায়াল্প-  
লেন ও নমস্কাৰ—এই অষ্টাদশ উপচাৰেব দ্বাৰা মন্ত্ৰী পূজা করিবে ।” তন্ত্ৰে উক্ত  
হইয়াছে—“আসন, স্বাগত, পাণ্ড, অৰ্ঘ্য, আচমন, মধুপৰ্ক, আচমন, স্নান, বস্ত্র, অলঙ্কাৰ,  
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দন,—এই ষোলটি উপচার পূজা কালে নিয়োগ  
( দান ) করিবে । পাণ্ড, অৰ্ঘ্য, আচমন, মধুপৰ্ক, আচমন এবং গন্ধ প্রভৃতি নৈবেদ্য পৰ্যন্ত

গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপং নৈবেদ্যমেব চ ।  
প্রদত্তাং পবমেশানি । পঞ্চ পূজোপচাবকান্ ॥

পাণ্ডাদিনিক্রপণম্

পাণ্ডার্থমুদকং পাণ্ডাং চন্দনাপ্তকসংযুতম্ ।  
এতচ্ছ্যামাকদূর্ব্বাজ-বিষুক্ৰান্তাভিবীবিতম্ ॥  
পাণ্ডাং পাণ্ড্রে প্রদাতব্যমর্ঘ্যং চৈবার্ঘ্যপাত্রকে ।  
বক্তবিবাক্ষতৈঃ পুষ্পৈর্দধিদূর্ব্বাতিলৈর্জলৈঃ ॥  
সামান্যঃ সর্ব্বদেবানামর্ঘ্যোহয়ং পবিকল্পিতঃ ।  
অভাবে দধিহুঙ্কাঠৈর্মানসং পবিকল্পয়েৎ ॥  
অন্তঃশূন্যং ত্রিপত্রাঞ্চ দূর্ব্বাং চার্ঘ্যে ন নিক্ষিপেৎ ।  
জাতী-লবঙ্গ-কক্কোলৈর্দত্তাদাচমনীয়কম্ ।  
তৎ তৈজসেন পাণ্ড্রেণ শঙ্খেন বা প্রদাপয়েৎ ॥  
উদকং দীযতে যদ্ যৎ সূগন্ধং কেনবর্জ্জিতম্ ।  
আচমনীয়কং দেবৈ্য তদাচমনমুচ্যতে ॥  
দত্তাদাচমনীয়ং তু সূগন্ধ-সলিলৈঃ শুভৈঃ ॥

মধুপর্কনিক্রপণম্

বৃহচ্ছ্রীক্রেমে—নাবিকেলোদকং স্বল্পং সিতা দধি হৃতং সমম্ ।

পাঁচটা—এই উপচাবগুলি দশোপচাব নামে কথিত হইয়াছে । গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য—পূজায় এই পাঁচটা উপচাব প্রদান কবিবে । পাণ্ডার্থ অর্থাৎ পাদপ্রক্ষালনের জন্য ঋতচন্দন ও অগুরু সংযুক্ত জলরূপ পাণ্ড দেয় । শ্রামাঘাস, দূর্ব্বা, পদ্ম ও অপবাজিতা সংযুক্ত হইলে উহা পাণ্ড বলিয়া কথিত হয় । পাণ্ডপাত্রে পাণ্ড এবং অর্ঘ্যপাত্রে অর্ঘ্য প্রদান কবিবে । বক্তচন্দন, বিষপত্র, অক্ষত, পুষ্প, দধি, দূর্ব্বা, তিল ও জল দ্বারা যে অর্ঘ্য হয়, উহা সমস্ত দেবতার সামান্য অর্থাৎ সাধারণ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । উক্ত দ্রব্যের অভাব হইলে দধি হুঙ্কাদি দ্বারা মানস অর্ঘ্য কল্পনা কবিবে । অন্তঃশূন্য ( কৌক ফেলা ) ত্রিপত্র দূর্ব্বা অর্ঘ্যে দিবে না । জাতিফল, লবঙ্গ, কক্কোলের সহিত আচমন দিবে । উহা তৈজস পাণ্ড্রে দিবে অথবা শঙ্খে দিবে । সূগন্ধ ও ফেনশূন্য আচমনীয় যে জল দেবীর উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়, তাহা আচমন বলিয়া কথিত হয় । শুভ অর্থাৎ নির্মল সূগন্ধ জলের দ্বারা আচমন দিবে ॥ ২ ॥

বৃহচ্ছ্রীক্রেমে উক্ত হইয়াছে—“স্বল্প নাবিকেল জল, শর্করা, দধি ও হৃত

সর্বেষামধিকং ক্ষৌদ্রং মধুপর্কে প্রয়োজয়েৎ ॥

আজ্যং দধি মধুনিশ্রং মধুপর্কং বিহুবুধাঃ ।

তদ্ দত্তাৎ কাংস্তপাত্রেণ শৌভনেন বিশেষতঃ ॥

ইতি বচনাৎ কাংস্তপাত্রে মধুপর্কে নাবিকেলোদকদানে দোষাভাবঃ ।

যথা তাম্রপাত্রে চকুপাকে দোষাভাবস্তত্ত্বং । তথাচোক্তম্—

ততশ্চ সংস্কৃতে বহৌ গোপ্সীবৈশ চকুং পচেৎ ।

অস্ত্রেণ ক্ষালিতে পাত্রে নবে তাম্রময়াদিকে ॥

পয়োহ্নুতসাবঞ্চ তাম্রপাত্রে ন দৃশ্যতি । ইতি বচনাৎ ।

পাত্রপরিমাণমাহ—বস্তুজলন্যূনমানং ন পাত্রং কাব্যেদ্ বুধঃ ॥ ৩ ॥

গন্ধকথনম্

সর্বেষাং গন্ধজাতীনাং প্রকৃষ্টো মলয়োন্তবঃ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন দত্তান্ মলয়জং সদা ॥

মধ্যমানামিকাগ্রাভ্যামঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ পার্বতি ।।

দত্তাচ্চ বিমলং গন্ধং মূলমস্ত্রেণ সাধকঃ ॥ ৪ ॥

পুষ্পপ্রকরণম্

সর্বেষাং পুষ্পজাতীনাং রক্তং শস্তং ববাননে ।।

সমপরিমাণ, সকল দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ক্ষৌদ্র (মধু) মধুপর্কে প্রদান করিবে। সূত, দধি ও মধু দ্বারা মিশ্রিত হইলে পণ্ডিতগণ উহাকে মধুপর্ক বলেন। উহা বিশেষভাবে সুন্দর কাংস্তপাত্রে প্রদান করিবে।” এই বচনানুসারে কাংস্ত পাত্রে মধুপর্কের সহিত নাবিকেল জল দিলে কোন দোষ হয় না। যেমন তাম্রপাত্রে চকুপাক করিলে দোষ হয় না, সেইরূপ। তাহাই উক্ত হইয়াছে—“তাহাব পর সংস্কৃত বহিতে ‘কটু’ মস্ত্রে প্রক্ষালিত নূতন তাম্রাদি ধাতুপাত্রে গোজুস্তের দ্বারা চকুপাক করিবে। কাবণ বচন আছে যে—অহ্নুতসাব (মাখন না-তোলা) জুহু তাম্র পাত্রে [পাক করিলে] জুষ্ট হব না। মধুপর্ক পাত্রেয় পরিমাণ বলিতেছেন—“পণ্ডিত ব্যক্তি মধুপর্ক পাত্র আট আঙ্গুলের ন্যূন পরিমাণ কবিবেন না ॥ ৩ ॥

সমস্ত গন্ধজাতীয়ের মধ্যে মলয়োৎপন্ন গন্ধই উৎকৃষ্ট। অতএব সর্বপ্রকার প্রযত্নে সর্বদা মলয়জাত গন্ধ প্রদান করিবে। হে পার্বতি! সাধক মধ্যমা ও অনামিকাব সহিত অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বারা মূলমস্ত্রে পাঠপূর্বক বিমল গন্ধ প্রদান করিবে ॥ ৪ ॥

হে ববাননে। সমস্ত পুষ্প জাতীয়ের মধ্যে বৃক্ক পুষ্প প্রশস্ত। হে

দেবী-প্রীতিকবং প্রাজ্ঞে । সর্বকামফলপ্রদম্ ॥  
 বক্তপুষ্পঞ্চ দেবেশি । তথা স্বর্ণাদি-নির্মিতম্ ।  
 বক্তপদ্মং চ বজ্রঞ্চ কৃষ্ণা তু চাপবাজিতা ।  
 পঞ্চদেবময়ং পুষ্পং কববীবং মনোহবম্ ॥  
 বিষ্ণুর্লম্বোদবঃ সূর্য্যো ব্রহ্মা চ কালিকা তথা ।  
 পঞ্চ দেবাঃ পঞ্চদলে সদা তিষ্ঠন্তি নানুথা ॥  
 জবাপুষ্পং মহেশানি । কববীবাপবাজিতে ।  
 মহাদেবী নিবেঠৈব কোটিপূজাফলং লভেৎ ॥  
 এষাং মধ্যে বসেদ্ ব্রহ্মা এষাং মূলে জনার্দনঃ ।  
 এষামগ্রে বসেদ্ কদ্ভঃ সর্বৈ দেবাঃ স্থিতা দলে ॥

এষাং কববীবাপবাজিতা-জবাপুষ্পাণাম্ ইত্যর্থঃ ।

বৃক্ষে বিকসিতে কালে দেবতাদিগু-বিনির্গয়ঃ ।  
 পশ্চিমমুখদলে বিষ্ণুঃ উত্তরে গণনাথকঃ ॥  
 ত্রৈশাখ্যং সূর্য্যাদেবশ্চ পূর্বে ব্রহ্মা প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।  
 দক্ষিণে কালিকা দেবী যা তু মুক্তি-প্রদায়িনী ॥  
 কববীবং যথা দেবি । জবাপুষ্পং তথৈব হি ।

প্রাজ্ঞে ! হে দেবেশি । বক্তপুষ্প, স্বর্ণাদিনির্মিত পুষ্প, বক্তপদ্ম, বজ্র ( হীরক  
 নির্মিত পুষ্প ) কৃষ্ণবর্ণ অপবাজিতা এবং মনোহব পঞ্চদেবময় কববীব পুষ্প  
 দেবীর প্রীতিকব এবং সমস্ত কাম্যফলের দাতা । বিষ্ণু, লম্বোদব, সূর্য্য, ব্রহ্মা  
 ও কালিকা—এই পাঁচজন দেবতা পাঁচটা দলে সর্বদা অবস্থান করেন, ইহা অন্তথা  
 নহে । হে মহেশানি ! জবাপুষ্প, কববীব ও অপবাজিতা—মহাদেবীকে অর্পণ  
 করিয়াই কোটি পূজাব ফল প্রাপ্ত হয় । এই পুষ্প সমূহের মধ্যভাগে ব্রহ্মা, এই  
 পুষ্প সমূহের মূলে বিষ্ণু, ইহাদিগের অগ্রে কদ্ভ বাস করেন । সমস্ত দেবতাগণ দলে  
 অবস্থিত আছেন । মূলোক্ত “এষাং” পদের অর্থ—কববীব, অপবাজিতা ও  
 জবাপুষ্পের । বৃক্ষে যথাকালে পুষ্প বিকসিত হইলে দেবতাগণের দিক্  
 অর্থাৎ কোন দেবতা কোন দিকে থাকেন, তাহার নির্ণয় হয় । পশ্চিমদিকস্থিত  
 দলে বিষ্ণু, উত্তরদিকের দলে গণনাথক, ত্রৈশাখ্যদিকের দলে সূর্য্য, পূর্বদিকের  
 দলে ব্রহ্মা কথিত হইয়াছেন । যিনি মুক্তিদায়িনী, সেই কালিকা দেবী  
 দক্ষিণদিকের দলে অবস্থিত । হে দেবি । কববীব যেমন, জবাপুষ্পও সেইরূপ, শুভ্র

যথা শুভ্রং তথা রক্তং হবিতং কৃষ্ণমেব চ ॥  
 গঙ্গাদি-সর্বতীর্থানি তিষ্ঠন্তি বিন্দুগহবরে ।  
 তন্মধ্যে শিবলিঙ্গঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্ ॥  
 গহবরং বিন্দুরূপং চ কৈবল্যপদমুত্তমম্ ।  
 শিবশক্তিময়ং পুষ্পং চতুর্বর্গফলপ্রদম্ ॥  
 সর্বপুষ্পাণি চৈকত্র জবাজ-পাবিজাতকৈঃ ।  
 ন সমানি ভবন্ত্যেব লক্ষকোটী-শতাত্তপি ॥  
 যত্রাপবাজিতা-পুষ্পং করবীবং জবাপি চ ।  
 তিষ্ঠন্তি তত্র বৈ দেবা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্ববাঃ ॥  
 গঙ্গাদি-সর্বতীর্থানি তন্মূলে নিবসন্তি বৈ ।  
 তন্মূলং সিদ্ধিতং যেন পূজিতাস্তেন দেবতাঃ ॥  
 অপবাজিতা-মাহাত্ম্যং বক্তুং ন শক্যতে ময়া ।  
 মল্লিকায়ুংগলং বম্যং শমীং পুন্নাগ-চম্পকে ॥  
 অশোকং কর্ণিকার্বঞ্চ দ্রোণপুষ্পং তথৈব চ ।  
 করবীবং জবাপুষ্পং কুঙ্কমং নাগকেশবম্ ॥  
 যঃ প্রযচ্ছতি তুর্গায়ৈ স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥  
 পুষ্পমূলে বসেদ্ ব্রহ্মা পুষ্পমধ্যে জনার্দনঃ ।

[ করবীব বা অপবাজিতা ] যেমন প্রশস্ত, রক্ত, হবিত এবং কৃষ্ণবর্ণও তেমন প্রশস্ত। গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থ বিন্দুরূপ গহবর মধ্যে অবস্থান করেন। উহাব মধ্যভাগে মহাকুণ্ডলিনীযুক্ত শিবলিঙ্গ অবস্থান করেন। বিন্দুরূপ গহবর উত্তম কৈবল্যপদ স্বরূপ। পুষ্পটি শিবশক্তি স্বরূপ এবং চতুর্বর্গফলের দাতা। লক্ষ-কোটীশত সমস্ত পুষ্প একত্র হইলেও জবা, পদ্ম ও অপবাজিতার সমান হয় না। যেখানে অপবাজিতা, করবীব ও জবাপুষ্প থাকে, সেইখানেই দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অবস্থান করেন। গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থ তাহাব মূলে বাস করেন। তাহাব মূল যে ব্যক্তি কর্তৃক সিদ্ধিত হয়, তাহাব কর্তৃক সমস্ত দেবতা পূজিত হইয়াছেন। আমি অপবাজিতার মাহাত্ম্য বলিতে পারি না। যে ব্যক্তি তুর্গাকে মল্লিকা, নোহর উংগল, শমী, পুন্নাগ, চম্পক, অশোক, কর্ণিকার, দ্রোণপুষ্প, করবীর, জবাপুষ্প, কুঙ্কম ও নাগকেশর প্রদান করে, সে পবন পদ প্রাপ্ত হয়। পুষ্পেব মূলে ব্রহ্মা, পুষ্পের মধ্যে জনার্দন, পুষ্পেব অগ্রভাগে কদ্র বাস করেন।

পুষ্পাশ্রে চ বসেজ্জঃ সৰ্ব্বৈ দেবাঃ স্থিতা দলে ॥  
 চবাচবাশচ সকলাঃ সদা পুষ্পবশাঃ স্মৃতাঃ ।  
 সৰ্ববদেবময়ং পুষ্পং তস্মাদ্ দেবো সমৰ্পয়েৎ ॥ ৫ ॥  
 পুষ্পাববণ্যসমুত্থৈঃ পত্রৈর্গিবি-সমুদ্ভবৈঃ ।  
 অপৰ্য্যুযিত-নিশ্চিদ্ৰৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জল-বৰ্জিতৈঃ ॥  
 আত্মাবামোদ্ভবৈর্বাণি পুষ্পৈঃ সংপূজযেচ্ছিবাম্ ॥  
 পৰাবোপিত-বৃক্ষেভ্যঃ পুষ্পাণ্যানীয় যোহচয়েৎ ।  
 অবিজ্ঞাপ্যৈব তস্মৈব নিষ্ফলং তস্মৈ পূজনম্ ॥

ইতি তু সাক্ষাৎস্বামিপবম্ ।

দেবার্থে কুসুমস্তেয়মস্তেয়ং মনুবত্রবীৎ । ইতি বচনাৎ ॥৬॥

পুষ্পাদীনাং পৰ্য্যুযিতকালঃ

সৰ্বং পৰ্য্যুযিতং বৰ্জ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ।  
 অবৰ্জ্যং জাহ্নবীতোযমবৰ্জ্যং তুলসীদলম্ ।  
 অবৰ্জ্যং বিম্বপত্রং শ্রাদবৰ্জ্যং জলজং তথা ।  
 পুষ্পৈঃ পৰ্য্যুযিতৈর্দেবি । নার্চয়েৎ স্বৰ্ণ জৈবপি ॥

সমস্ত দেবতা দলে অবস্থান কবেন । চবাচব সকলে সৰ্বদা পুষ্পেব বশবর্তী বলিষা কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন । পুষ্প সমস্ত দেবময়, অতএব দেবীকে প্রদান কবিবে ॥ ৫ ॥

অপৰ্য্যুযিত ( সত্যাংপ্রক্ষুটিত ), নিশ্চিদ্ৰ ( অবিকৃত ), প্রোক্ষিত অথচ জলশূন্য অবণ্যসমুত্থ পুষ্পসমূহেব দ্বাৰা, গিৰিসমুদ্ভূত পত্রসমূহেব দ্বাৰা অথবা আত্মাবামোদ্ভব অর্থাৎ আত্মরূপ আৰামে ( উপবনে ) উৎপন্ন অর্থাৎ মনঃকল্পিত পুষ্প সমূহেব দ্বাৰা শিবাকে পূজা কবিবে । যে ব্যক্তি পূবেব আৰোপিত বৃক্ষ হইতে তাহাকে না জানাইয়াই পুষ্পসমূহ আনিবা পূজা কবে, তাহাব পূজা নিষ্ফল ।” এই বচনটী সাক্ষাৎ স্বামিপব অর্থাৎ বৃক্ষেব ( স্বামী ) উপস্থিত থাকিলে তাহাকে না জানাইয়া পুষ্পচয়ন কর্তব্য নহে, ইহাই পূর্বোক্ত বচনেব তাৎপৰ্য্য । কাবণ বচন আছে—“মহু বলিষাছেন দেবতার জন্য পুষ্প অপহরণ অপহরণই নহে” ॥ ৬ ॥

পত্র, পুষ্প, ফল, জল—সমস্তই পৰ্য্যুযিত হইলে বৰ্জন কবিবে । কিন্তু গঙ্গাজল এবং তুলসীপত্র অবৰ্জনীয় । বিম্বপত্র অবৰ্জনীয় এবং জলজ পুষ্প পদ্মাদিও অবৰ্জনীয় । হে দেবি ! পৰ্য্যুযিত পুষ্পসমূহের দ্বাৰা এবং পৰ্য্যুযিত স্বর্ণনির্মিত পুষ্পের দ্বাৰাও পূজা



বিল্বপত্রং চ মাধ্যঞ্চ তমালামলকী-দলম্ ।  
 কহ্লাবং তুলসীপত্রং পদ্মঞ্চ মুনিপুষ্পকম্ ॥  
 এতৎ পর্য্যুযিতং ন স্ম্যৎ যচ্চাত্মং কলিকাস্ককম্ ।  
 তিষ্ঠেদ্ দিনত্রয়ং শুদ্ধং পদ্মামলকং তথা ॥  
 দিনৈকং কববীরাণি যোগ্যানি চ তপোধন ! ।  
 পদ্মানি সিতরক্তানি কুমুদানুতপলানি চ ॥  
 এষাং পর্য্যুযিতা শঙ্কা কার্য্যা পঞ্চদিনোদ্ধতঃ ।  
 অন্তেষাং কুসুমানাং চ যাবদ্ গন্ধ-বিপর্যায়ঃ ॥ ৭ ॥  
 পুষ্পং চ পঞ্চগব্যং চ উপচাৰ্য্য স্তথাহপবান্ ।  
 জাত্বা নিবেদ্য দেবেশি ! নবো নরকমাপ্ন য়াৎ ।  
 অঙ্গসংস্পৃষ্টে মাজ্জাতং ত্যাজ্যং পর্য্যুযিতং বৃধৈঃ ।  
 কেশকীটাপবিদ্ধানি শীর্ণ-পর্য্যুযিতানি চ ॥  
 স্বয়ং পতিতপুষ্পাণি ত্যজেদুপহতানি চ ।  
 শেফালী বকুলং চৈব স্বয়ং শীর্ণং ন দূষ্যতি ॥  
 সর্বং ভূমিগতং ত্যাজ্যং শেফালী-বকুলং বিনা ।  
 কুমিভক্ষ্যাণি ভগ্নানি বর্জ্যানি পতিতং ভূবি ॥

কবিবে না। বিল্বপত্র, মাধ্য ( কুল ), তমাল, আমলকীপত্র, কহ্লাব ( শ্বেতপদ্ম ),  
 তুলসীপত্র, পদ্ম, মুনিপুষ্প ( বক কুল )—ইহা পর্য্যুযিত হব না। আব কলিকাস্করূপ  
 অর্থাৎ কুড়ির মত যে সমস্ত ফুল, সেগুলিও পর্য্যুযিত হব না। তিনদিন পর্য্যন্ত পদ্ম  
 ও আমলক শুদ্ধ থাকে। হে তপোধন! একদিন স্থিতিযোগ্য করবীব প্রভৃতি পুষ্প  
 একদিন থাকে। শ্বেতপদ্ম ও বস্ত্রপদ্ম, কুমুদ, উৎপল—ইহাদেব পাঁচদিনেব পব  
 পর্য্যুযিত শঙ্কা কবা যাব। অত্র পুষ্পসমূহেব গন্ধ বিকৃতি পর্য্যন্ত পর্য্যুযিত শঙ্কা  
 কবিবে না ॥ ৭ ॥

হে দেবেশি! বাহুব পুষ্প, পঞ্চগব্য ও অস্ত্রাশ্র উপচার সকল আত্মাণ পূর্বক  
 নিবেদন কবিয়া নবক প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতগণ কর্তৃক অঙ্গসংস্পৃষ্ট, আত্মা ও পর্য্যুযিত  
 পুষ্প ত্যাজ্য। কেশযুক্ত, কীটদষ্ট, শীর্ণ, পর্য্যুযিত, স্বয়ংপতিত ও উপহত  
 ( ছিন্নভিন্ন ) পুষ্প-সমূহ ত্যাগ কবিবে। শেফালী ও বকুল স্বয়ং শীর্ণ হইলেও  
 দুষ্ট ( অশুদ্ধ ) হয় না। শেফালী ও বকুল ভিন্ন সমস্ত পুষ্প ভূমিতে পতিত হইলে  
 ত্যাগ কবিবে। কীটদষ্ট, ভগ্ন ( ছিন্নভিন্ন ) ও ভূমিতে পতিত পুষ্পসমূহ বর্জনীয়।

তমালস্ত্য চ পদ্মস্ত্য ছিন্নভিন্নং ন দৃশ্যতি ।  
 বিষুংক্রান্তা-জবা-নাগকেশবং নাগবল্লভম্ ॥  
 বন্ধুকং চৈব মন্দা(বহ্লা)বং সবৃত্তং শস্তমৰ্চনে ।  
 স্বয়ং বিকশিতং পুষ্পং ত্যাজ্যঞ্চ পতিতং ভূবি ॥

নাগবল্লভং নাগচম্পকমিত্যর্থঃ । স্বয়ং বিকশিতং পুৰুষেণ বিকশিত-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

মাঘমাসে তু দেবেশি । পূজ্যপুষ্পাণি দ্বাদশ ।  
 কুন্দং কুববকং ঝিণ্টীং কেতকং নিচুলং তথা ॥  
 নীলঞ্চ বিকটং গীৰ্ঘং ভৃঙ্গবাজং চ ক্ষুদ্রকম্ ।  
 বকুলং বঙ্গনং চৈব নাস্তমাসে যজ্ঞেৎ কৃচিং ॥  
 নাক্ষত্ৰৈবৰ্চযেদ্ বিষুং ন তুলস্ত্য বিনাযকম্ ।  
 ন দুৰ্ব্বয়া যজেদ্ ভূগাঁং বিলপত্রৈদিবাকবম্ ॥

দুৰ্ব্বা নিষিক্তেতি যভুক্তং, তং শ্বেতদুৰ্ব্বাপবম্ । তথাচোক্তং যামলে—  
 বক্তমায্যং শ্বেতদুৰ্ব্বাং নীলকণ্ঠং কুবকটকম্ ।  
 ন দত্তাচ্চ মহাদেবৈ যদীচ্ছেচ্ছুভমাশ্বনঃ ॥  
 পুষ্পাভাবে যজ্ঞেৎ পত্রৈঃ পত্রাভাবে তু তৎফলৈঃ ।

তমাল ও পদ্ম পুষ্প ছিন্নভিন্ন হইলে ছষ্ট হয় না । বিষুংক্রান্তা (অপবাজিতা), জবা, নাগ-  
 কেশব, নাগচম্পক, বন্ধুক ও মন্দা(বহ্লা)ব—বৃত্তবৃত্ত এই পুষ্পগুলি পূজায় প্রযুক্ত ।  
 স্বয়ং বিকশিত ও ভূমিপতিত পুষ্প ত্যাগ করিবে । ‘নাগবল্লভ’ শব্দেব অর্থ—  
 নাগচম্পক । ‘স্বয়ং বিকশিত’ শব্দেব অর্থ—পুৰুষ কর্তৃক বিকশিত ॥ ৮ ॥

হে দেবেশি । মাঘমাসে পূজ্য বোঁগ্য পুষ্প হইতেছে বাবটী । কুন্দ, কুববক  
 ( লানঝিণ্টী ), ঝিণ্টী, কেতক, নিচুল (বেতফুল), নীল (নীলঝিণ্টী), বিকট, গীৰ্ঘ  
 (কৃষ্ণাণ্ডকপুষ্প) ভৃঙ্গবাজ, ক্ষুদ্রক (কণ্টকাবি ফুল), বকুল ও বঙ্গন—মাঘ মাস ব্যতীত  
 অন্তমাসে কখনও [দেবীকে] অৰ্পণ করিবে না । অক্ষত ছাড়া বিষুকে পূজা করিবে না,  
 তুলসী ছাড়া গণেশকে, দুৰ্ব্বাছাড়া ভূগাঁকে এবং বিলপত্র ছাড়া স্বৰ্ঘ্যকে পূজা করিবে না ।  
 ভূগাঁপূজায় দুৰ্ব্বা নিষিদ্ধ বলিয়া যে উক্ত হইয়াছে, উহা শ্বেতদুৰ্ব্বাপব অর্থাৎ ভূগাঁপূজায়  
 শ্বেতদুৰ্ব্বা নিষিদ্ধ । যামল তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে—“যদি মানব নিজেব শুভ ইচ্ছা  
 কবে, তবে বক্তবর্ণ কুন্দ, শ্বেতদুৰ্ব্বা এবং নীল কুবকটক (ঝিণ্টী) মহাদেবীকে প্রদান  
 করিবে না ।” পুষ্পেব অভাবে পত্র সমূহেব ছাড়া, পত্রের অভাবে তাঁহাব ফলেব ছাড়া,

অক্ষতৈর্বা জলৈর্বাপি ন পূজাং ব্যতিলজ্জয়েৎ ॥

শিবে বিবর্জ্জয়েৎ কুন্দমুগ্ধকং হরেস্তথা ।

দেবীনার্কমন্দাবৌ সূর্য্যস্ত তগবং তথা ॥

দেবীনামিতি আত্মতরদেবীনামিত্যর্থঃ । অর্কপুষ্পৈরাত্মাপূজায়াঃ  
প্রাশস্ত্যকথনাং, “সহস্রং ত্বর্কানামিতি” কর্পূবাদিস্তবাচ । তগবং  
কাষ্ঠতগবমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

শিবপূজায়াং যামলে—বকুলং মালতীং জাতীং কুন্দং শেফালিকাং জবাম্ ।

ন দত্তাচ্চ মহাদেবে যদিচ্ছেচ্ছুভমাশ্রমঃ ॥

মালতী মল্লিকা জাতী যুথিকা মাধবী তথা ।

তগবং কর্ণিকাবচ্চ জোণশ্চোৎপল-চম্পকৌ ॥

অশোকঃ কুমুদশ্চৈব শেফালিকা-কদম্বকৌ ।

কেতকী বনমালা চ কুসুম্ভ-কিংশুকৌ তথা ॥

কল্লাব-বকুলং চৈব লবঙ্গ-নাগকেশবৌ ।

এতান্ধাপি প্রিয়াণি স্মার্য পত্রৈবচর্চয়েচ্ছিবাম্ ॥

জবাভিশ্চৈব গন্ধাটো দুর্ব্বয়া শ্রীফলচ্ছদৈঃ ।

তাঁহাব অভাবে অক্ষতৈব দ্বাবা, তাঁহাব অভাবে জলেব দ্বাবাও পূজা কবিবে, কিন্তু  
পূজা কখনও লজ্জন কবিবে না। শিবের পূজায় কুন্দ, হবিব পূজায় উন্নত ( ধুতুব ),  
দেবীব পূজায় অর্ক ও মন্দাব, হৃদ্যেব পূজায় তগব বর্জ্জন কবিবে অর্থাৎ ঐ  
সমস্ত পুষ্প দ্বাবা পূজা কবিবে না। “দেবীনাং” এই বাক্য আত্মা ভিন্ন দেবীপব  
অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন দেবী পূজায় অর্ক ও মন্দাব বর্জ্জনীয়। কাবণ অর্ক পুষ্পেব দ্বাবা  
আত্মা পূজার প্রাশস্ত্য কথিত হইয়াছে। “সহস্রং ত্বর্কানাং” ইত্যাদি কর্পূবাদি স্তবেও  
অর্কপুষ্প দ্বাবা পূজা কথিত হইয়াছে। “তগবং” এই পদেব অর্থ—কাষ্ঠতগর ॥ ৯ ॥

শিবপূজা সম্বন্ধে যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“যদি নিজেব শুভ ইচ্ছা কর, তবে  
বকুল, মালতী, জাতী, কুন্দ, শেফালিকা, জবা মহাদেবকে দিবে না”। মালতী,  
মল্লিকা, জাতী, যুথিকা, মাধবী, তগব, কর্ণিকাব, জোণপুষ্প, উৎপল, চম্পক, অশোক,  
কুমুদ, শেফালিকা, কদম্ব, কেতকী, বনমালা, কুসুম্ভ, কিংশুক, কল্লাব, বকুল, লবঙ্গ,  
নাগকেশব, এই পুষ্পগুলিও দেবীব প্রিয়। পত্র সমূহের দ্বারা শিবকে পূজা করিবে  
না, কিন্তু গন্ধযুক্ত জবাদিপুষ্প, দুর্ব্বা বা শ্রীফল পত্র ( বিষপত্র ) দ্বারা পূজা করিবে।

বিনা বৈ দুর্ব্বয়া দেবী-পূজা নাস্তি চ কহিচিৎ ।  
 তস্মাদ্ দুর্ব্বা গ্রহীতব্যা সর্ব্বপুষ্পময়ী হি সা ।  
 দেবেভ্যঃ সর্ব্বগন্ধাঢ্যমভাবে তুলসীদলম্ ॥  
 তুলস্তা পূজয়েদ্ দেবান্ নাত্র কার্য্যা বিচাষণা ।  
 বিনা তুলস্তা স্নানাদি শ্রাদ্ধাং যজ্ঞঞ্চ ন প্রিয়ে ! ॥  
 সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলং প্রোহুঃ সর্ব্বত্রৈবং বিনিশ্চিতম্ ।  
 দুর্ব্বা বা তুলসী তস্মাৎ গ্রহীতব্যা চ সাধকৈঃ ॥  
 সূন্দরী-ভৈবরী-কালী-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-বিবশ্বতাম্ ।  
 তুলসীবর্জিতা পূজা সা পূজাহবিফলা ভবেৎ ॥

তুলসীপত্রৈঃ শক্তেরচনম্

শক্তিবিশয়ে যামলে—সাবিত্রী চ ভবানীং চ দুর্গাদেবীং সবশ্বতীম্ ।

যোহর্চযেৎ তুলসীপত্রৈঃ সর্ব্বকামৈঃ সমুদ্যতে ।

যামলে—রাত্রাবাসাং তু পূজায়াং তুলসীং বর্জয়েৎ সদা ।

তুলসী-স্রাণমাত্রাণ ক্রুদ্ধা ভবতি চণ্ডিকা ॥

তুলসী ব্রহ্মকণা চ সর্ব্বদেবময়ী শুভা ।

সর্ব্বদেবময়ী সা তু গণেশস্ত প্রিয়া ন হি ॥

লক্ষ্মীদেব্যান্চাপ্রিয়া হি তাবাদেব্যাস্তথৈব চ ॥ ১০ ॥

দুর্ব্বা ব্যতীত কোন স্থলেই দেবী পূজা হয় না। অতএব [পূজায়] দুর্ব্বা গ্রহণ কবিবে। যেহেতু উহা সমস্ত পুষ্পকণা। এই সকলের অভাব হইলে সমস্ত গন্ধযুক্ত তুলসীদল দেবতাদিগকে দিবে। তুলসী দ্বাৰা দেবতাগণকে পূজা কবিবে, এ স্থলে বিচার কবিবে না। হে প্রিয়ে! তুলসী ব্যতীত স্নানাদি কার্য্য, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞ হয় না। [পণ্ডিতগণ] এ সমস্তই নিষ্ফল বলেন, সর্ব্বত্র এইরূপ নিশ্চিত হইয়াছে। অতএব সাধকগণ কর্তৃক [পূজায়] দুর্ব্বা বা তুলসীপত্র গ্রহণীয়। সূন্দরী, ভৈবরী, কালী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শ্রুয়েব তুলসী বর্জিত যে পূজা, সে পূজা সফল হয়। যামল তন্ত্রে শক্তিবিশয়ে উক্ত হইয়াছে—“যে ব্যক্তি সাবিত্রী, ভবানী, দুর্গাদেবী ও সবশ্বতীকে তুলসীপত্রের দ্বারা অর্চনা করে, সে সমস্ত কাম্য ফলের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।” যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“ব্যক্তিতে কিন্তু ইহাদেব পূজায় সর্ব্বদা তুলসী বর্জন কবিবে। তুলসীব আশ্রাণমাত্রাই চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হন। শুভদাবিনী তুলসী ব্রহ্মকল্পণা ও সর্ব্বদেবময়ী। সর্ব্বদেবময়ী হইলেও তিনি কিন্তু গণেশের প্রিয় নহেন। লক্ষ্মীদেবী এবং তাবাদেবীরও প্রিয় নহেন ॥ ১০ ॥

অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীযোগৈর্দক্ষিণে পুষ্পপাতনম্ ।

পুষ্পং বা যদি বা পত্রং ফলং নেষ্টমধোমুখম্ ॥

হুঃখদং ভৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পয়েৎ ।

পুষ্পাঞ্জলিং বিনা দেবি । যথোৎপন্নং তথার্পয়েৎ ॥ ১১ ॥

পুষ্পাদিচয়নকালঃ

যামলে—স্নানং কৃৎবা তু যে কেচিদ্ পুষ্পং গৃহুস্তি বৈ দ্বিজাঃ ।

দেবতাস্তন্ন গৃহুস্তি ন চাপি পিতরস্তথা ॥

এতৎ তু মধ্যাহ্নস্নান-পরম্ । প্রাতঃস্নানানন্তবৎ তু পুষ্পাদিচয়নং  
কর্তব্যমিতি সাম্প্রদায়িকাঃ । তস্মৈ—

স্নাত্বা মধ্যাহ্ন-সময়ে ন ছিন্দ্যাৎ কুসুমং বুধঃ ।

তৎপুষ্পৈরর্চয়ন্ দেবীং ! নিবয়ে পরিপচ্যাতে ॥

দেবীত্বপলক্ষণম্ । নান্নদেবানপি যজ্জেদिति ।

প্রাতঃস্নানাদিকং কৃৎবা পুষ্পাণ্যপি সমাহরেৎ ।

তৎপুষ্পৈবর্চয়ন্ দেবীং ! স পাপৈর্মুচ্যাতে ক্ষণাৎ ॥

দেবীত্বপলক্ষণমন্তদেবানপি অর্চয়েদिति ।

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা [দেবতার] দক্ষিণে পুষ্প দান করিবে। পুষ্প, পত্র বা ফল অধোমুখ ইষ্ট নহে অর্থাৎ অধোমুখে দিবে না ; তাহা হুঃখপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুষ্পাদি যেকপে উৎপন্ন হয়, সেইকপে অর্পণ করিবে। হে দেবি ! পুষ্পাঞ্জলি ব্যতীত পত্র পুষ্পাদি যেকপে উৎপন্ন হয়, সেইকপে অর্পণ করিবে” ॥ ১১ ॥

যামলতস্মৈ উক্ত হইয়াছে—“যে কোন দ্বিজ স্নান করিয়া যদি পুষ্প গ্রহণ (চয়ন) করেন, তবে দেবতা তাহা গ্রহণ করেন না এবং পিতৃগণও সেই পুষ্প গ্রহণ কবেন না।” এই বচনে স্নান শব্দটি মধ্যাহ্নস্নানপর অর্থাৎ মধ্যাহ্ন স্নান তাৎপর্য প্রযুক্ত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকগণ বলেন—প্রাতঃস্নানের পব কিন্তু পুষ্প চয়ন করা যায়। তস্মৈ উক্ত হইয়াছে—“পণ্ডিত ব্যক্তি মধ্যাহ্নকালে স্নান করিয়া পুষ্প চয়ন করিবে না। সেই পুষ্প অর্থাৎ মধ্যাহ্ন স্নানের পব চয়িত পুষ্পের দ্বারা দেবীকে অর্চনা করিয়া নরকে পুনঃ পুনঃ গমন করে।” ‘দেবী’ এই পদটি উপলক্ষণ অর্থাৎ অন্ত দেবতাকেও ঐ পুষ্পের দ্বারা অর্চনা করিবে না। সেই সাধক প্রাতঃস্নানাদি করিবাও যদি পুষ্পসমূহ সংগ্রহ করে এবং সেই পুষ্পের দ্বারা দেবীকে অর্চনা কবে, তবে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়। এখানে ‘দেবী’পদটি

ন পুষ্পচ্ছেদনং কুর্যাদ্ দেবার্থং বামহস্ততঃ ।  
ন দত্তাং তেন তেভ্যো বা সংস্থাপ্য বামহস্ততঃ ॥ ১২ ॥

ধূপপ্রাকরণম্

অগ্নিকশীব-গুগ্গুলু-শর্কবা-মধু-চন্দনৈঃ ।  
সামান্যঃ সর্বদেবানাং ধূপোহয়ং পবিকীৰ্ত্তিতঃ ॥  
সর্বেষামেব ধূপানাং তুর্গায়াঃ গুগ্গুলুঃ প্রিয়ঃ ।  
স্বতযুক্তো বিশেষেণ সততং প্রীতিবর্দ্ধনঃ ॥  
ধূপভাজনমস্ত্রেণ প্রোক্ষ্যাহভ্যর্চ্য হৃদাগুনা ।  
অস্ত্রেণ পূজিতাং ঘণ্টাং বাদয়ন্ গুগ্গুলুং দহেৎ ॥  
ধূপস্থানং সমভ্যর্চ্য তর্জ্ঞ্যা বাময়া স্পর্শন ।  
জয়ধ্বনিং ততো মন্ত্রমাতঃ স্বাহেত্যাদীবয়ন্ ॥  
অভ্যর্চ্য বাদয়ন্ ঘণ্টাং তৈধু পৈধু পয়েৎ ততঃ ।  
মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ মধ্যপর্কণি দৈশিকঃ ॥  
অঙ্কুষ্ঠাগ্রেণ দেবেশি ! ধূপা ধূপং নিবেদয়েৎ ॥  
উত্তোলা মুর্দ্ধি পর্য্যন্তং ঘণ্টাবাদেন ধূপকম্ ।

উপলক্ষণ অর্থাৎ অত্র দেবতাকেও সেই পুষ্পেব দ্বাৰা অর্চনা কবিবে । দেবতাব জন্তু বাম হস্তেব দ্বাৰা পুষ্প চয়ন কবিবে না এবং বাম হস্তেব দ্বাৰা তাঁহাদিগকে দিবেও না । বাম হস্তে [ পুষ্প ] বাখিবা [ দক্ষিণ হস্তেব দ্বাৰাও ] দিবে না ॥ ১২ ॥

অগ্নক, উশীব ( বেণাব মূল ), গুগ্গুলু, শর্কবা, মধু ও চন্দনেব দ্বাৰা যে [ ষডঙ্গ ] ধূপ হয়—তাহা সমস্ত দেবতার সাধাবণ ধূপ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । সমস্ত ধূপ দ্রব্যেব মধ্যে তুর্গাব গুগ্গুলু প্রিয় । বিশেষতঃ উহা স্বতযুক্ত হইলে সর্বদা প্রীতিবর্দ্ধক হইয়া থাকে । ধূপেব পাত্রকে ( ধূপদানীকে ) অস্ত্র ( ফট ) মন্ত্র দ্বাৰা প্রোক্ষণ কবিয়া ‘নমঃ’ মন্ত্রেব দ্বাৰা অর্চনা কবিয়া অস্ত্র ( ফট ) মন্ত্র দ্বাৰা পূজিত ঘণ্টাকে বাজাইতে বাজাইতে গুগ্গুলু পোড়াইবে । তাহাব পর ধূপপাত্র অর্চনা কবিয়া বাম হস্তেব তর্জনী দ্বাৰা [ ঘণ্টাকে ] স্পর্শ কবিয়া “জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা” এই মন্ত্র উচ্চাবণ কবিয়া পূজা কবিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে সেই ধূপগুলি দ্বাৰা [ দেবীকে ] ধূপিত কবিবে । হে দেবেশি ! তাহাব পব সাধক মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্কুষ্ঠাগ্রেব দ্বাৰা মধ্যপর্কে ধূপ দাবণ কবিয়া নিবেদন কবিবে । সাধক ঘণ্টাবাও সহকাৰে দেবতাব মস্তক পর্য্যন্ত

ধূপয়েদাজ্যসংমিশ্রং নীচৈর্দেবস্ত দেশিকঃ ॥  
 ন ভূমৌ বিতবেদ ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা ।  
 যথা তথাধারগতং ধূম্বা তং বিনিবেদয়েৎ ॥  
 রানীকৃতৈ ন চৈবাত্র ছেতৈধূ পৈর্বিধূপয়েৎ ।  
 তুষাগ্নিবৎ তথা কৃদ্ধা ন তৎকলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩ ॥

### দীপপ্রকরণম্

ন মিশ্রীকৃত্য দত্বাং তু দীপস্নেহ-ঘূতাদিকান্ ।  
 দত্ত্বা মিশ্রীকৃতং স্নেহং তমিস্রং নবকং ব্রজেৎ ॥  
 বর্ত্ত্য কৰ্পূবগৰ্ভিত্য সর্পিষা তিলজেন বা ।  
 আবোপ্য দর্শয়েদ্ দীপান্নুচৈঃ সৌবভ্ৰশালিনঃ ॥

উচৈবিতি দেবস্ত মন্তকপর্য্যন্তমিতার্থঃ ।

উত্তোলনং ত্রিধা কৃদ্ধা গায়ত্রীমূলযোগতঃ ।  
 ততো নীবাজনং কুর্যাদ্ দশবাবং তু দীপকৈঃ ॥  
 দাতব্যঃ পাত্রে দীপস্ত ন তু ভূমৌ কদাচন ।  
 কুর্ব্বন্তঃ পৃথিবীতাপং যো দীপমুৎসৃজেন্নবঃ ।  
 তমিস্রং নবকং ঘোবং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ ॥

স্বতযুক্ত ধূপ উত্তোলন করিয়া পুনরায় দেবতার নীচে আনিয়া ধূপিত করিবে । ভূমিতে ধূপ দিবে না কিছা আসনে বা ঘটেও ধূপ দিবে না । স্তূতবাৎ যে কোনরূপ আধারে স্থাপিত ধূপকে ধবিষা নিবেদন করিবে । দেবতার নিকট বাসীকৃত এই সমস্ত ধূপেব দ্বাৰা অর্থাৎ একসঙ্গে বহু ধূপ জ্বালিয়া ধূপিত করিবে না । সেইরূপ তুষাগ্নির স্থায় কবিষাও অর্থাৎ অতি ধীরে বাহাতে ধূপ পোড়ে এরূপ কবিষাও ধূপ দিবে না ; ইহাতে ধূপদানের কল পাওয়া যাব না ॥ ১৩ ॥

দীপ-স্নেহ ঘূত প্রভৃতি দ্রব্যকে একসঙ্গে মিশাইয়া দিবে না । তৈল প্রভৃতি স্নেহদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দান করিলে তমিস্র নামক নরকে গমন কবে । কর্পূব গৰ্ভিত বাতিতে স্তূত বা তিলতৈলেব দ্বাৰা দীপ জ্বালিয়া ঐ স্তূগন্ধ দীপগুলি উচৈ দেখাইবে । “উচৈঃ” এই পদেব অর্থ—দেবতার মন্তক পর্য্যন্ত । তাহাব পব তিন প্রকাৰে অর্থাৎ তিনবাব উত্তোলন কবিষা গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র যোগ অর্থাৎ উচ্চাৰণ কবিষা দীপমালা দ্বাৰা দশবাব নীবাজন করিবে । কোন একটি পাত্রেই দীপদান করিবে ; কিন্তু ভূমিতে কখনও দীপ দিবে না । যে মনুষ্য পৃথিবীতাপ সৃষ্টি কবিষা দীপ উৎসর্গ কবে,

সৰ্ব্বংসহা বসুমতী সহতে ন হিৎসং দ্বয়ম্ ॥  
 অকাৰ্য্যপাদযাতং চ দীপতাপং তথৈব চ ।  
 তস্মাৎ কুবৰীত পৃথিবী-তাপং নাপ্নোতি বৈ যথা ॥  
 নৈব নিৰ্ব্বাপয়েদ্ দীপং দেৱাৰ্থমূপকল্পিতম্ ।  
 দীপহৰ্ভা ভবেদন্ধঃ কাণো নিৰ্ব্বাপকো ভবেৎ ॥  
 ন তেন ব্যৱহাৰোহপি কৰ্ত্তব্যঃ সাধকোত্তমৈঃ । ১৪ ॥

### নৈবেদ্যপ্ৰকল্পণম্

নৈবেদ্যমাহ—কন্দুপকং স্নেহপকং স্নতসংযুক্ত-পাশসম্ ।  
 মনঃপ্ৰিয়ঞ্চ নৈবেদ্যং দত্তাদ্ দেৱ্যৈ পুনঃ পুনঃ ॥  
 কন্দুপকমিতি ভৃষ্টতণ্ডুল-পৃথুকাদীনি দেৱানীত্যর্থঃ ।  
 যদ্ যদ্ হি বাঞ্ছিতং বস্ত্ৰ তদ্ দত্তাৎ দেৱপূজনে ।  
 বালপ্ৰিয়ং চ নৈবেদ্যং দত্তা দেৱীং প্ৰপূজয়েৎ ॥  
 আত্মাহপ্ৰিয়ং চ নৈবেদ্যং ন দত্তাদ্ দেৱপূজনে ।  
 স্ত্ৰীণাং স্ত্ৰীতিকাৰং যচ্চ তচ্চাপি বিনিবেদয়েৎ ॥  
 তাম্বুলম্ভ প্ৰদানেন দেৱী স্ত্ৰীতিমতী ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

সে যোৰ তমিষ নবক প্ৰাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নহৈ। সৰ্ব্বংসহা বসুমতী  
 অকাৰণ পাদযাত এবং দীপতাপ—এই দুইটা সম্বন্ধ কৰিব না। স্নতবাং পৃথিবী বাহাতে  
 তাপ না পান, সেইৰূপ কৰিবে। দেৱতাৰ উদ্দেশে প্ৰদত্ত দীপকে কখনও নিৰ্ব্বাপিত  
 কৰিবে না। দীপ হবণকাৰী অন্ধ হয়, দীপনিৰ্ব্বাপক কানা হয়। তাহাৰ সহিত  
 সাধকোত্তমৰ ব্যৱহাৰও কৰ্ত্তব্য নহে ॥ ১৪ ॥

নৈবেদ্য বলিতেছেন—কন্দুপক, স্নেহপক, স্নতসংযুক্ত পাশস ও মনঃ  
 সন্তোষকৰ অন্ত নৈবেদ্য দেৱীকে পুনঃ পুনঃ দিবে। “কন্দুপকম্” এই শব্দেৰ অৰ্থ—  
 ভৃষ্টতণ্ডুল অৰ্থাৎ ভাজা চাল, চিভা প্ৰভৃতি দেৱীকে দিবে। যে যে বস্ত্ৰ বাঞ্ছিত হইবে  
 দেৱপূজাৰ তাহা দিবে।

বালকেৰ প্ৰিয় অৰ্থাৎ যে সমস্ত বস্ত্ৰ শিশুৰা ভালবাসে, তাহা নৈবেদ্য দি  
 দেৱীকে পূজা কৰিবে। যে বস্ত্ৰ নিজৰ অপ্ৰিয়, তাহা দেৱপূজাৰ নৈবেদ্য দিবে না  
 যে বস্ত্ৰ স্ত্ৰীগণেৰ স্ত্ৰীতিকাৰক, তাহাও নিবেদন কৰিবে। তাম্বুলদানেৰ দ্বাৰা দেৱী  
 সন্তুষ্ট হন ॥ ১৫ ॥



## প্রদক্ষিণবিধিঃ

শঙ্কহস্তেন সর্বত্র সকৃদ্ দ্বিবা প্রদক্ষিণম্ ।  
 বেষ্টনঞ্চ ততঃ কৃত্বা প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভুবি ॥  
 তথা ত্রিধাচবেৎ সম্যক্ দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণম্ ।  
 একং চণ্ড্যাং বর্বো সপ্ত ত্রীণি কুর্যাদ্ বিনায়কে ॥  
 চত্বাবি কেশবে কুর্য্যাচ্ছিবে চার্দ্বপ্রদক্ষিণম্ ।  
 দক্ষিণাদ্ বায়বীং গত্বা দিশস্তস্মাৎ শান্তবীম্ ।  
 ততোহপি দক্ষিণাং গত্বা নমস্কাবজ্রিকোণবৎ ॥  
 ত্রিকোণোহয়ং নমস্কাবজ্রিপুবাশ্রীতিবন্ধনঃ ।  
 নতিজ্রিকোণাকারা চ তাবাদেব্যাঃ সমীরিতা ॥  
 দর্শয়ন্ দক্ষিণং হস্তং মনসাপি চ দক্ষিণঃ ।  
 স চ প্রদক্ষিণো জ্ঞেয়ঃ সর্বদেবৌষতুষ্ঠয়ে ॥  
 পশ্চাৎ কৃত্বা তু যো দেবং ভূমিভা প্রণমেদ নবঃ ।  
 তন্ত্বেহ চ ফলং নাস্তি ন পরত্র ছবান্ননঃ ॥ ১৬ ॥

## প্রণামবিধিঃ

নমনং মানসং প্রোক্তং বাচিকং কায়িকং তথা ।

সকল স্থলেই শঙ্ক হস্তে লইয়া একবার বা দুইবার প্রদক্ষিণ করিবে ।  
 তাহার পব বেষ্টন করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে । এইরূপে দেবতাব  
 প্রদক্ষিণ সম্যগ্রূপে তিনবার কবিবে । [ ইহা সাধারণ । ] [ বিশেষ হইতেছে— ]  
 চণ্ডী নিকট একবার, হৃদ্যে নিকট সাতবার, গণেশের নিকট তিনবার, বিষ্ণু  
 নিকট চারিবার এবং শিবের নিকট অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করিবে । দক্ষিণ দেশ  
 হইতে বায়ু কোণে যাইবা, সেই বায়ু কোণ হইতে শান্তবী দিগ্ অর্থাৎ উত্তর  
 দিকে যাইয়া এবং সেখান হইতে দক্ষিণ দিকে যাইবা ত্রিকোণাকার নমস্কাব  
 ( প্রদক্ষিণ ) কর্তব্য । এই ত্রিকোণ নমস্কার ( প্রদক্ষিণ ) ত্রিপুরাব শ্রীতিবন্ধক । তাবা  
 দেবীও ত্রিকোণাকার নমস্কাব বিহিত হইয়াছে । সমস্ত দেববৃন্দেব সন্তোষেব জন্ম  
 মনে মনে দক্ষিণ অর্থাৎ উদার হইবা দক্ষিণ হস্ত দেখাইয়া বেষ্টন কবিবে । তাহাই  
 প্রদক্ষিণ বলিয়া জানিবে । যে ব্যক্তি দেবতাকে পিছন কবিয়া ভ্রমণ কবিবা প্রণাম  
 করে, সেই ছবান্না ব্যক্তিব ইহলোকে ও পরলোকে কোন ফল নাই ॥ ১৬ ॥

ত্রিবিধশ্চ নমস্কাবঃ কায়িকশ্চোত্তমঃ স্মৃতঃ ॥  
 কায়িকৈশ্চ নমস্কাবৈর্দেবাস্ত্যস্তি নিত্যশঃ ।  
 জানুভ্যামবনীং গহ্বা শিবসা স্পৃশ্য মেদিনীম্ ॥  
 ক্রিয়তে যো নমস্কাব উত্তমঃ কায়িকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭ ॥  
 পদ্যং কবাভ্যাং জানুভ্যামুবসা শিবসা দৃশা ।  
 বচসা মনসা চৈব প্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥  
 পদ্যং কবাভ্যাং জানুভ্যামুবসা শিবসাহপি চ ।  
 পঞ্চাঙ্গোহসৌ নমস্কাবঃ সর্বত্রাযং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥  
 পুটীকৃত্য কবৌ শীর্ষে দীযতে চ যথা তথা ।  
 অস্পৃষ্টা শীর্ষজানুভ্যাং ক্ষিতিং সোহপ্যধমঃ স্মৃতঃ ॥  
 কায়িকস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তো হষ্টাঙ্গাদি-বিভেদতঃ ।  
 অষ্টাঙ্গ উত্তমঃ প্রোক্তঃ পঞ্চাঙ্গো মধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥  
 অধমং কবশীর্ষাভ্যাং নমস্কাবং বিবর্জয়েৎ ।  
 অয়মেব নমস্কাবো দণ্ডবদिति নামতঃ ॥  
 প্রণাম ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স পূর্বং প্রতিমাদিতঃ ॥  
 যা স্ময়ং গচ্ছপতাভ্যাং ঘটিতাভ্যাং নমস্কৃতিঃ ।

মানস, বাচিক ও কায়িক [ত্রিবিধ] নমস্কাব উক্ত হইয়াছে। নমস্কাব ত্রিবিধ, তন্মধ্যে কায়িক নমস্কাব উত্তম। কায়িক নমস্কাবের দ্বাৰা দেবতাগণ সর্বদাই তুষ্ট হইয়া থাকেন। জানুধ্বয়ের দ্বারা ভূমি স্পর্শ কবিয়া এবং মস্তকেব দ্বাৰা পৃথিবী স্পর্শ কবিয়া যে নমস্কাব করা হয়; তাহা উত্তম কায়িক নমস্কার বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, চক্ষুঃ, বাক্য ও মনোব দ্বাৰা যে প্রণাম, উহা অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলিয়া কথিত হইয়াছে। পদদ্বয়, কবদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃ ও মস্তক দ্বাৰা যে প্রণাম, উহা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। সর্বত্র প্রণামেব এই বিধি কথিত হইয়াছে। মস্তক ও জানুদ্বয় দ্বাৰা ভূমি স্পর্শ না কবিয়া পুটিত (যুক্ত) কবদ্বয় মস্তকে যেমন তেমন রূপে ঠেকাইলে যে প্রণাম হয়, উহা অধম বলিয়া কথিত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গাদি ভেদে কায়িক প্রণাম ত্রিবিধ উক্ত হইয়াছে। [তন্মধ্যে] অষ্টাঙ্গ প্রণাম উত্তম উক্ত হইয়াছে। পঞ্চাঙ্গ প্রণাম মধ্যম। মস্তক ও হস্তেব দ্বাৰা অধম নমস্কাবকে ত্যাগ কবিবে। এই নমস্কাব 'দণ্ডবৎ' ও 'প্রণাম' এই নামে প্রসিদ্ধ জানিবে। উহা প্রতিমাদির

ক্রিয়তে ভক্তিয়ুক্তেন বাচিকী তুত্তমা স্মৃতা ॥  
 পৌৰাণিকৈ বৈদিকৈৰ্বা মন্ত্ৰৈ র্বা ক্রিয়তে নতিঃ ।  
 স মধ্যমো নমস্কারো ভবেদ্ বাচনিকঃ সদা ॥  
 যৎ তু মাত্ৰস্বাক্যেন নমনং ক্রিয়তে সদা ।  
 স বাচিকোহধমো জ্ঞেয়ো নমস্কাবস্তু পার্বৰ্হতি । ॥ ১৮ ॥

### উপচার-প্রকরণম্

অথোপচারান্ কুব্বীত তত্তোক্তানাসনাদিকান্ ।  
 আসনং কুসুমং দত্তাৎ স্বাগতং কুশলং বদেৎ ॥  
 দেবস্ত বামভাগে তু দত্তান্মুলেন চাসনম্ ॥  
 পৌষ্পং দাক্ষময়ং বাজ্রং চার্ম্ম কৌশং চ তৈজসম্ ।  
 ষড়্বিধং চাসনং প্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকাবকম্ ॥  
 নমোহন্তং পাদয়োঃ পাণ্ডু শিবোমস্ত্রেণ দেশিকঃ ।  
 অর্ঘ্যং দত্তাৎ ততো মূৰ্দ্ধি স্বধেত্যাচমনং মুখে ॥  
 স্বধেত্যাচমনীয়ঞ্চ ত্রিবারং মুখপঙ্কজে ।  
 স্বধাস্তেনৈব মনুনা মধুপর্কং মুখাস্থ জে ॥  
 স্নানং গন্ধং ছন্দা দত্তাৎ পুষ্পানি বৌধড়িতাপি ।

পূর্বে (মস্তুখে) কর্তব্য । ভক্তিভাবে গন্ত পণ্ড ঘটিত বাক্যের দ্বাৰা যে নমস্কাৰ কৰা হয়, বাচিক প্রণামেৰ মধ্যে উহা উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে । পৌৰাণিক বা বৈদিক মন্ত্ৰেৰ দ্বাৰা যে নমস্কাৰ কৰা হয়, সেই বাচনিক নতি সৰ্ব্বদা মধ্যম নমস্কাৰ । মাত্ৰস্বাক্যেৰ দ্বাৰা অর্থাৎ মন্ত্ৰস্ব বচিত স্তোত্রাদি দ্বাৰা যে নমস্কাৰ কৰা হয়, হে পার্বতি ! সেই বাচনিক নমস্কাৰ সৰ্ব্বদা অধম বলিয়া জানিবে ॥ ১৮ ॥

অনন্তৰ তত্তোক্ত আসনাদি উপচার সকল আয়োজন কৰিবে । কুসুমরূপ আসন দিবে । কুশল প্রশ্নকণ স্বাগত সম্ভাষণ কৰিবে । দেবতাব বামভাগে মূলমন্ত্ৰেৰ দ্বাৰা আসন দিবে । পুষ্পনির্মিত, কাষ্ঠনির্মিত, বস্ত্ৰনির্মিত, মৃগচৰ্ম্মাদি নির্মিত, কুশনির্মিত ও বজ্ৰাদি বাতুনির্মিত দেবতাব প্রীতিকারক এই ছয় প্রকাৰ আসন উক্ত হইয়াছে । উপাসক নমোহন্ত মন্ত্ৰে পাদদ্বয়ে পাণ্ডু নিবেদন কৰিবে । তাহাৰ পৰ শিবোমস্ত্রে অর্থাৎ স্বাহাস্ত মন্ত্ৰে মন্ত্ৰকে অর্ঘ্য দিবে । তাহাৰ পর মুখে স্বধাস্ত মন্ত্ৰে আচমন দিবে । মুখপঙ্কে স্বধাস্ত মন্ত্ৰে তিনবার আচমন দিবে । তাহাৰ পৰ স্বধাস্ত মন্ত্ৰে মুখে মধুপর্ক দিবে । স্নানীয় জল ও গন্ধ নমোহন্ত মন্ত্ৰে এবং পুষ্প সকল বৌধড়িত

স্নানার্থমুদকং দত্বাৎ সর্ব্বাঙ্গে পবমেশ্ববি ।।  
 তোয়েন প্রোক্ষণং কৃৎৱা দুকূলং বিনিবেদয়েৎ ॥  
 স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দত্বাদাচমনীয়কম্ ।  
 সর্ব্বালঙ্করণং দত্বাদ্ যত্র যৎ তু বিবাজতে ॥  
 প্রতিমাদৌ যথাযোগ্যং গাত্রে দত্বাৎ তু তত্ত্বগঃ ।  
 সর্ব্বাঙ্গে চন্দনং দত্বাৎ পুষ্পং দত্বাচ্ছিরোপবি ॥  
 নমোহস্তকৌ ধূপ-দীপৌ সব্যদক্ষ-ক্রমেণ তু ।  
 দত্বাৎ তু যোগ্যং পূবতো নৈবেদ্যং ভোজনাদিকম্ ॥  
 নৈবেদ্যঞ্চ সুধান্তং হি কল্লয়ামি নমো বদেৎ ।  
 নিবেদয়ামি নৈবেদ্যং যদ্ ভবৈঃ পবিকল্পিতম্ ॥  
 ততো নিবেদয়ামীতি সর্ব্বং দত্বান্ মহেশ্ববি ।। ১৯ ॥

### নৈবেদ্যাদীনাচ্ছাদনাবশ্যকত্বম্

গান্ধর্ব্ব—সুনৈবেদ্যাদিকং যৎ তু গন্ধপুষ্পাদিকঞ্চ যৎ ।  
 সর্ব্ববিস্তাচ্ছাদনং কার্য্যং যাবদাবাহয়েৎ পবাম্ ॥  
 বান্ধসাঃ প্রতিগৃহুন্তি নিবাচ্ছাদনকং যতঃ ।

মন্ত্রে নিবেদন করিবে। হে পবমেশ্ববি! স্নানার্থ জল সর্ব্বাঙ্গে দান করিবে  
 জলেব দ্বাবা বস্ত্র প্রোক্ষণ করিয়া নিবেদন করিবে। স্নানীয় জল, বস্ত্র ও নৈবেদ্য  
 প্রদত্ত হইলে আচমন দিবে। [ দেহের ] যেখানে যে অলঙ্কার শোভা পায়, [ সর্ব্বাঙ্গে ]  
 সেই সমস্ত অলঙ্কার দিবে। তত্ত্বদর্শী সাধক প্রতিমাদিতে যথাযোগ্য স্থানে অলঙ্কার  
 প্রদান করিবে। সর্ব্বাঙ্গে চন্দন দিবে এবং মস্তকে পুষ্প দিবে। দেবতাব বামে ও  
 দক্ষিণে নমোহস্ত মন্ত্রে যথাক্রমে ধূপ ও দীপ দিবে। দেবতাব সম্মুখে ভক্ষ্য ভোজ্যাদি  
 উপযুক্ত নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। সুধা (বৎ) মন্ত্রেব অন্তে 'নৈবেদ্যং কল্লয়ামি নমঃ  
 বলিবে। অথবা যে দ্রব্য সমূহেব দ্বাবা নৈবেদ্য পবিকল্পিত হইবে, তাহা 'নৈবেদ্য  
 নিবেদয়ামি' মন্ত্রে নিবেদন করিবে। হে মহেশ্ববি! তাহাব পব অত্র সমস্ত উপচা-  
 দ্রব্য 'নিবেদয়ামি' এই মন্ত্রে নিবেদন করিবে ॥ ১৯ ॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“উত্তম যে নৈবেদ্যাদি বা উত্তম যে গন্ধ পুষ্পাদি—  
 দেবতার আবাহন পর্য্যন্ত এ সকলেরই আচ্ছাদন কর্তব্য। যেহেতু আচ্ছাদন শূন্য বস্তুতে

দেব্যা নৈবেদ্যদানে তু যো বিধিঃ স তু কথ্যতে ।

অসংস্কৃতং ন দাতব্যং দেবতাভিনং গৃহ্যতে ॥ ২০ ॥

নৈবেদ্যদানবিধিঃ

সংস্কাবমাহ যামলে—আনীয় দেবীপুতঃ সংপ্রোক্ষ্য চাৰ্য্যাবাবিণা ।

অস্ত্রমস্ত্রেণ চাভ্যক্ষ্য ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ॥

তস্ত্রোপবি মূলমস্ত্রমষ্টবারং জপেৎ সুধীঃ ।

চক্রমুদ্রাং বিধায়ৈব চিন্তয়েৎ তৎ সুবক্ষিতম্ ॥

যং মন্ত্রেণ শোষয়েদ্ দোষং বং মন্ত্রেদাহয়েচ্চ তম্ ।

বং মন্ত্রেচ্চামৃতং ভাব্যং ঠং মন্ত্রেণ প্লাবয়েচ্চ তৎ ॥

সর্বত্র ভক্ষ্যজব্যোমু এবং সংস্কারমাচরেৎ ।

অমৃতোহপস্তরুণমসি স্বাহেতি জলমর্পয়েৎ ॥

‘অমুকীদেবৌ এতজ্জলং ওঁ অমৃতোপস্তবণমসি স্বাহা’ ইতি দদ্যাৎ ।

আপোশানং জলং দত্ত্বা মহাদেবৌ নিবেদয়েৎ ।

ইদমন্নং সোপকরণং মহাদেবৌ স্ব( সু )ধাপি চ ।

প্রণবাদ্যৈকক্ৰমমন্ত্রে দেবীবজ্রে, হ্রনেদ গুণকঃ ॥ গুণকরিত্বাপলক্ষণম্ ।

বান্ধসেবা গ্রহণ কবে। দেবতার নৈবেদ্যদানে যে বিধি, তাহা কথিত হইতেছে ।

অসংস্কৃত নৈবেদ্য [ দেবতাকে ] দিবে না, দেবতাগণ তাহা গ্রহণ কবেন না ॥ ২০ ॥

যামল তন্ত্রে নৈবেদ্যেব সংস্কার বলিতেছেন—“দেবতার সম্মুখে নৈবেদ্য আনিয়া অর্ধ্যজলের দ্বারা প্রোক্ষণ কবিয়া অন্ন (কটু) মস্ত্র দ্বারা অভ্যক্ষণ কবিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইবে। সুধী সাধক সেই নৈবেদ্যেব উপব আটবার মূলমস্ত্র জপ কবিবে। চক্রমুদ্রা দেখাইয়া সেই নৈবেদ্য সুবক্ষিত চিন্তা কবিবে। ‘যং’ মন্ত্রে দোষ শোষণ করিবে। ‘বং’ মন্ত্রের দ্বারা সেই দোষকে দধি কবিবে। ‘বং’ মন্ত্রে সেই নৈবেদ্যকে অমৃত-স্বরূপ ভাবনা কবিবে। ‘ঠং’ মন্ত্রে সেই নৈবেদ্যকে [ অমৃত ] প্লাবিত কবিবে। সমস্ত ভক্ষ্য জব্যে এইরূপ সংস্কার কবিবে। [ তাহাব পব ] ‘অমৃতোহপস্তরুণমসি স্বাহা’ এই মন্ত্রে জল দিবে। ‘অমুকীদেবৌ এতজ্জলং ওঁ অমৃতোপস্তবণমসি স্বাহা’ এই মন্ত্রে জল দিবে। আপোশান জল দিয়া মহাদেবীকে [ সেই সোপকরণ অন্ন ] নিবেদন কবিবে। ‘ইদমন্নং সোপকরণং মহাদেবৌ স্বধা’—প্রণবাদি উক্ত মন্ত্রে গুণ দেবীর মুখে আহুতি (নিবেদন) করিবেন। ‘গুণ’ এই পদটি সাধক উপাসকেব উপলক্ষণ অর্থাৎ

অগ্রে দেবস্ত হস্তাভ্যামুখ্যাপ্য মুখসন্নিধৌ ।  
 জগন্মাতর্জগদ্ধাত্র্যমুকি দেবি ততঃ পবম্ ॥  
 নিবেদয়ামি যৎকিঞ্চিদ্ জুষা(গৃহা)ণেদং হবির্মম ।  
 অনেন মনুনা দেবি ! নিবেদ্য প্রাণবাদিনা ॥  
 বামে বা দক্ষিণে বাপি পঞ্চমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ ॥  
 অঙ্গুল্যঃ কুটিলীভূতা বিবলাত্রাঃ পবম্পবম্ ।  
 গ্রাসমুদ্রা সমাখ্যাতা সব্যে পাণৌ নিযোজয়েৎ ॥ ২১ ॥

প্রাণাদিমুদ্রা

প্রাণাপান-সমানাশ্চোদান-ব্যানৌ চ বায়বঃ ।  
 সমানঃ পঞ্চমো জ্ঞেয়ঃ প্রাণাঃ পঞ্চ সমীকৃতাঃ ॥  
 প্রাণমুদ্রা সমাখ্যাতা প্রাণে হবনকর্ষণি ।  
 তর্জনী-মধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈস্ত্রিভিবেকীকৃতং যদি ॥  
 আদপানাহতো মুদ্রা তথাহনামিক-মধ্যমে ।  
 কনিষ্ঠেন সমায়ুক্তা নিযুক্তা ব্যানহোমকে ॥  
 নিষ্কনিষ্ঠেন বা মুদ্রা সোদান-হবনে স্মৃতা ।  
 সর্ববাস্তিঃ সংস্কৃতা মুদ্রা সমানাহতি-কর্ষণি ॥

শ্লোক পদটি এখানে উপাসক তাৎপর্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। হে দেবি! দেবতার অগ্রে মুখেব নিকটে হই হাতে নৈবেদ্য উত্তোলন করিয়া “জগন্মাতর্জগদ্ধাত্রি! অমুকি দেবি! নিবেদয়ামি যৎকিঞ্চিদ্ জুষাণেদং হবির্মম”—প্রাণবাদি এই মন্ত্রে বামে বা দক্ষিণে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া পঞ্চ প্রাণ মুদ্রা দেখাইবে। বজ্রাকার ও অগ্র-ভাগে পবম্পর অসংলগ্ন অঙ্গুলিগুলি গ্রাসমুদ্রা বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাম হাতে এই গ্রাসমুদ্রা দেখাইবে ॥ ২১ ॥

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচটি প্রাণবায়ু কথিত হইয়াছে। [ তন্মধ্যে ] সমান বায়ু পঞ্চম জানিবে। প্রাণ বায়ুতে আহুতি কার্যে প্রাণমুদ্রা উক্ত হইয়াছে। তর্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ—তিনটি যদি একত্র হয়, তবে প্রাণমুদ্রা হয়। অনামিকা ও মধ্যমা সেইরূপ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত হইলে অপানাহতি মুদ্রা হয় অর্থাৎ অপানাহতিতে অপান মুদ্রা দেখাইবে। অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠা সংযুক্ত হইলে ব্যানহোমে মুদ্রা হয়। কনিষ্ঠা বহিত হইলে যে মুদ্রা হয়, তাহা উদানহোমে উক্ত হইয়াছে। সমস্ত অঙ্গুলির যোগে যে মুদ্রা রচিত হয়, তাহা

কৃণং বিলম্বা দেব্যা তু স্বীকৃতং তদ্ বিভাবয়েৎ ।  
 যাবদ্ ভুক্তং হবি দেবি ! তাবন্ মূলং ভপেৎ সুধীঃ ॥  
 ততো মূলেন সলিলং দ্বাং হবীষি সাধকঃ ।  
 তস্মাৎ তেজঃ-সমুন্নতো দ্বাহপোশানমুক্তরম্ ॥

‘এতজ্জলম্ অমৃতাপিধানমসি স্বাহে’তি দদ্যাৎ ।

ততঃ আচমনং তোয়ং দদ্যাচ্চ মুখবাসনম্ ।  
 স্থানং বিশোধা তদ্বস্ত্রী তাম্বুলং চ নিবেদয়েৎ ॥  
 উক্তব্রহ্মেতেষু দ্রব্যেষু যৎ কিঞ্চিদ্ ত্বর্ণভং যদি ।  
 তৎ কল্পনীয়ং দেবেশি ! মনসা ভাবনেন তু ॥  
 সর্বত্রৈব জলং দ্রব্যমুপচারান্তরাস্তবে ॥ ২২ ॥

দ্রব্যাগাং নির্মাণ্যতাকালঃ

দ্রব্যবিশেষাগাং নির্মাণ্যতানিয়মমাহ যোগিনীহৃদয়ে—

মণিমুক্তাসুবর্ণানি দেবে দন্তানি যানি বৈ ।  
 ন নির্মাণ্যং দ্বান্দ্বাদং তাম্রপাত্রং তথৈব চ ॥  
 পটী শাটী চ ঘনাসং নৈবেদ্যং দত্তমাত্রতঃ ।  
 মোদকং কুম্বরং চৈব যামার্কেন চ সুল্লরি ! ॥

সমানাহতিতে উক্ত হইবাছে অর্থাৎ সমানাহতিতে সমানমূল্য দেখাইবে। কণকাদি বিলম্ব কবিয়া দেবী কর্তৃক সেই নৈবেদ্য গৃহীত হইরাছে, চিন্তা করিবে। হে দেবি! দেবতা বতরণ হবিঃ (নৈবেদ্য) ভোজন করেন, সুধী সাধক ততরণ পর্যন্ত মূলমাত্র ভপ কবিবে। তাহাব পব সাধক মূলমাত্র জল ও হবিঃ দিয়া তাহা হইতে তেজঃ বৃদ্ধির জন্ত [পবে] আপোশান জল দিবা ‘এতজ্জলম্ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা’ এই মন্ত্রে জল দিবে। তাহাব পব আচমনীয় জল ও মুখবাস তাধুল দিবে। দ্বাহী সেই-স্থান বিষ্ণু কবিবা তাধুল নিবেদন করিবে। হে দেবেশি! কথিত এই সমস্ত দ্রব্যাব মধ্যে যদি কোন দ্রব্য ত্বর্ণভ হয়, তবে মনেব দ্বাং ভাবনাতেই তাহা কল্পনা কবিবে। সকল হলেই উপচার দানের মধ্যে মধ্যে জল দিবে ॥ ২২ ॥

যোগিনী হৃদয়ে দ্রব্য বিশেষের নির্মাণ্যতার নিয়ম বলিতেছেন—“দেবতাকে বে সমস্ত মণি, মুক্তা ও সুবর্ণ প্রদত্ত হইরাছে, তাহা বাব বৎসর পর্যন্ত নির্মাণ্য হয় না। তাম্রপাত্রও সেইরূপ অর্থাৎ বার বৎসর পর্যন্ত নির্মাণ্য হয় না। পটী (বস্ত্র) ও শাটী হয় মাস পর্যন্ত নির্মাণ্য হয় না। নৈবেদ্য দত্তমাত্রেরই নির্মাণ্য হয়। হে সুল্লরি! মোদক

পট্টবস্ত্ৰং ত্ৰিমাচাচ্চ যজ্ঞসূত্ৰং হৃষঃ স্মৃতম্ ।  
 যাবজ্জুষ্ণং ভবেদন্নং পৰমন্নং তথৈব চ ॥  
 মন্তুকং ৰুধিৰং ঠৈব অহোবাত্ৰেণ পার্কৰতি ।।  
 মুহূৰ্ত্তং দধি জুষ্ণং চ হ্যজ্যং যামেন শঙ্কবি । ॥  
 কববীৰমহোবাত্ৰং বিশ্বপত্ৰং তথৈব চ ।  
 জবাবক্তং চ নিৰ্ম্মাণ্যং ভবেৎ সার্কৈকযামকে ॥  
 যামার্কৈনাপ ঈশানি । তান্মূলং দন্তমাত্ৰতঃ ।  
 ন নিৰ্ম্মাণ্যঞ্চ দাডিস্বং তথা বিশ্বফলং প্ৰিয়ে । ॥ ২৩ ॥

ইতি পবিত্ৰাজকাচার্য-পৰমহংসতীৰ্থাবধূত-শ্ৰীমদ্ৰক্ষানন্দগিৰি-কৃতযাং  
 শাক্তানন্দ-তবদিগ্যামুপচাবাদিনিৰ্ণয়ো নাম চতুৰ্দশোত্তাসঃ

ও কবব ( থিচুডি ) যামার্কৈই নিৰ্ম্মাণ্য হয় । পট্টবস্ত্ৰ তিন মাসেব পব নিৰ্ম্মাণ্য হয় ।  
 যজ্ঞসূত্ৰ একদিন অনিৰ্ম্মাণ্য উক্ত হইয়াছে । অন্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ  
 অনিৰ্ম্মাণ্য । পৰামন্নও সেইরূপ । হে পার্কৰতি ! মন্তুক ও ৰুধিৰ অহোবাত্ৰ পৰ্য্যন্ত  
 অনিৰ্ম্মাণ্য থাকে । হে শঙ্কবি ! এক মুহূৰ্ত্ত পৰ্য্যন্ত দধি ও জুষ্ণ এবং এক যাম  
 ( গ্ৰহব ) পৰ্য্যন্ত আজ্য ( স্নাত ) অনিৰ্ম্মাণ্য থাকে । কববীৰ ও বিশ্বপত্ৰ অহোবাত্ৰ  
 পৰ্য্যন্ত অনিৰ্ম্মাণ্য থাকে । বক্তজবা দেড গ্ৰহবে নিৰ্ম্মাণ্য হয় । হে ঈশানি !  
 অৰ্ক গ্ৰহবে জল নিৰ্ম্মাণ্য হয় । তান্মূল দান মাত্ৰেই নিৰ্ম্মাণ্য হয় । হে প্ৰিয়ে । দাডিস্ব  
 নিৰ্ম্মাণ্য হয় না । বিশ্বফলও সেইরূপ অৰ্থাৎ নিৰ্ম্মাণ্য হয় না ॥ ২৩ ॥

শাক্তানন্দতরঙ্গিনীৰ চতুৰ্দশ উত্তাসেব অনুবাদ সমাপ্ত ।



# পঞ্চদশোহাস্য

অথ শাক্তাচাৰ্য্যঃ \*

কুলচূড়ামণৌ—দেব্যাচ—শৃণু পুত্ৰ ! রহস্যং মে সময়্যচাৰ্য্যসম্ভবম্

যেন হীনা ন সিধ্যন্তি জ্ঞানকোটিশতৈবপি ॥

অনিত্যকৰ্ম্ম-সংতাগী নিত্যানুষ্ঠান-তৎপৰাঃ ।

পৰম্পৰাং দেবতায়ান্ত সৰ্বকৰ্ম্ম নিবেদয়েৎ ॥

বৃথা ন কালং গময়েদ্ দ্যুতক্ৰীড়াদিনা স্তুৰীঃ ।

নয়েৎ তু দেবতা-পূজা-জপ-যজ্ঞাদি-কৰ্ম্মভিঃ ॥

অন্তঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ ।

সৰ্বদা বিষ্ণুভাবস্ত ভবেৎ সাধকপুঞ্জবঃ ॥

যদি পশ্যেৎ কুলতৰং প্ৰণমেৎ সাধকস্তদা ॥ ১ ॥

কুলবৃক্ষাঃ

কুলবৃক্ষমাহ তস্মৈ—অশোকঃ কেশবো বিষ্ণুঃ কৰ্ণিকাবশ্চ তন্তথা ।

নমেক্ষচ পিয়ালচ সিদ্ধাব-কদম্বকৌ ॥

মকবকচ্চম্পকচ্চ বিজ্ঞচ্চ দ্বাদশ স্মৃতাঃ ।

শাক্তাচাৰ্য্যঃ—কুলচূড়ামণি তস্মৈ উক্ত হইবাছে—“দেবী বলিগেন—হে পুত্ৰ !  
আমাব নিকট সময়্যচাৰ্য্য সম্ভূত বহুশ্ৰবণ কৰ। বে সময়্যচাৰ্য্য বহিত হইলে সাধক  
শত কোটি জন্মেও সিদ্ধ হয় না। অনিত্য অৰ্থাৎ কাম্য কৰ্ম্মৰ ত্যাগী এবং নিত্য  
কৰ্ম্মৰ অনুষ্ঠানে তৎপৰ সাধক পৰদেবতাতে সমস্ত কৰ্ম্ম নিবেদন কৰিবে। স্তুৰী  
সাধক দ্যুতক্ৰীড়া দি দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট কৰিবে না। কিন্তু দেবতাব পূজা, জপ ও  
যজ্ঞাদি কৰ্ম্মৰ দ্বাৰা কাল অতিবাহিত কৰিবে। সাধকশ্ৰেষ্ঠ অন্তরে শাক্ততাবাপন্ন  
এবং বাহিৰে শৈবতাবাপন্ন, সভ্য বৈষ্ণবতাবাপন্ন বলিয়া জানিবে। সকল সময়ে  
[ অন্তরে ] বিষ্ণুভাব-পৰায়ণ হইবেন। সাধক যদি কুলবৃক্ষকে দেখে, তবে তখনই  
তাহাকে প্ৰণাম কৰিবে ॥ ১ ॥

তস্মৈ কুলবৃক্ষ বলিতেছেন—“অশোক, কেশব ( নাগকেশব ) বিষ্ণু, কৰ্ণিকার  
( সৌদাল ), আম্র, নমেক্ষ, পিয়াল, সিদ্ধাব ( নিগুণ্ডী, নীল শেফালিকা ), কদম্ব,  
মকবক ( ঝিষ্টি ) চম্পক ও বিষ্ণু—এই বাবটী কুলবৃক্ষ বলিয়া কথিত হইয়াছে ।”

\* কুলচূড়ামণিৰ চতুৰ্থ পটলে ( ২০ পৃঃ ) বিজ্ঞত সময়্যচাৰ্য্য দ্ৰষ্টব্য ।

নমেক কদ্রাক্ষঃ । পিয়ালো বৃক্ষবিশেষঃ । সিদ্ধুবাবো নিশুন্দাখ্যয়া  
খ্যাতঃ । মকবকো বিটিকা । এতে দ্বাদশ কুলবৃক্ষা জ্ঞাতব্যঃ । অন্তত্ৰাপি—

শ্লেষ্মাতকঃ কবজাখ্যো নিম্বাশ্বখ-কদম্বকাঃ ।

বিবোহশোকচ্চম্পকচ্চ ইত্যষ্টৌ কুলপাদপাঃ ॥

শ্লেষ্মাতকো বহেড়াবৃক্ষ ইতি খ্যাতঃ ।

তিষ্ঠন্তি কুলযোগিত্বঃ সর্বেষ্বেতেষু সর্বদা ।

ন স্বপ্নে কুলবৃক্ষাধো ন চোপজবমাচবেৎ ॥ ২ ॥

যামলে—আরামে পর্বতে চৈব নির্জনে শূন্যমণ্ডপে ।

চতুপ্পথে কলামধ্যে যদি দৈবাদ্ গতির্ভবেৎ ॥

ক্ষণং স্থি ( ধ্যা ) ত্বা মন্থং জপ্ত্বা নত্বা গচ্ছেদ্ যথা স্তুতম্ ॥

চতুপ্পথে দেব্যাঃ পীঠে ইত্যর্থঃ । তথাচোক্তং যামলে—

চতুপ্পথঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্র স্রাৎ তাবিণী শুভা ।

তবণকর্ভুহাৎ তাবিণীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

পীঠনিরূপণম্

পীঠমাহ গান্ধর্বৈ—কামরূপং মহাপীঠং বাবাণসীং ততঃ পবম্ ।

নেপালঞ্চ মহাপীঠং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকং তথা ॥

পুবস্থিৎ মহাদেবি । চবস্থিবমতঃপবম্ ।

নমেক—অর্থ কদ্রাক্ষ । পিয়াল—এক প্রকাব বৃক্ষ । সিদ্ধুবাব—নিশুন্দা । মকবক—  
বিটিকা । এই বাবটী কুলবৃক্ষ জানিবে । অন্তত্ৰও উক্ত হইয়াছে—“শ্লেষ্মাতক (বহেড়া),  
কবজ, নিম্ব, অশ্বখ, কদম্ব, বিব, অশোক ও চম্পক—এই আটটি কুলবৃক্ষ । শ্লেষ্মাতক  
শব্দেব অর্থ—বহেড়া বৃক্ষ । কুলযোগিনীগণ সর্বদা এই সমস্ত বৃক্ষে বাস কবেন ।  
কুলবৃক্ষের নিম্নে নিদ্রা বাইবে না, কিম্বা বৃক্ষেব কোন অনিষ্ট কবিবে না” ॥ ২ ॥

যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“আবামে ( উপবন-বাগান ), পর্বতে, নির্জনে প্রদেশে,  
শূন্যমণ্ডপে, চতুপ্পথে বা কলা ( স্ত্রীগণেব ) মধ্যে যদি দৈবাৎ গমন কবে, তবে ক্ষণকাল  
অবস্থান করিয়া মন্ত্র জপ কবিয়া প্রণাম কবিয়া যথা স্তুথে অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে স্তুথে গমন  
কবিবে ।” চতুপ্পথ-শব্দেব অর্থ—দেবীবা পীঠে । যামল তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে ।  
যথা—“যেখানে শুভপ্রদায়িনী তাবিণী অবস্থান কবেন, তাহা চতুপ্পথ বলিয়া জানিবে ।”  
তারিণী শব্দেব অর্থ—তিনি তবণ ( উদ্ধাব ) কবেন, এইজন্ত তিনি তাবিণী ॥ ৩ ॥

গান্ধর্ব তন্ত্রে পীঠ বলিতেছেন—“হে মহাদেবি ! মহাপীঠ কামরূপ, বাবাণসী,

পূর্ণশৈলং মহাপীঠং অৰ্ববুদং চ ততঃ পবম্ ॥  
 কাশ্মীরঞ্চ তথা পীঠং কাণ্ডকুজ মথো ভবেৎ ।  
 আত্মাতকেশ্বৰং পীঠমেকান্তঞ্চ তথা শিবে ! ॥  
 তিস্রোতঃ পীঠমুদ্ভিষ্টং কামকোটমতঃ পবম্ ।  
 কৈলাসং ভূতনগৰং কেদাৰং পীঠমুত্তমম্ ॥  
 ত্রীপীঠঞ্চ তথোঙ্কারং জালন্ধৰমতঃ পবম্ ।  
 মালবঞ্চ কুলাস্তঞ্চ দেবমাতৃকমেব চ ॥  
 গোকৰ্ণঞ্চ তথা দেবি । মাকতেশ্বৰমেব চ ।  
 অট্টহাসং চ বিবজ্ঞং বাজগিরিমতঃ পবম্ ॥  
 পীঠং কোষগিরিঞ্চৈব এলাপুরমতঃ পরম্ ।  
 কালেশ্বৰং মহাপীঠং প্রণবঞ্চ জয়ন্তিকাম্ ॥  
 পীঠমুজ্জয়িনীং চৈব ক্ষীৰিকাপীঠমেব চ ।  
 হস্তিনাপুৰঞ্চ পীঠং পীঠমুড্ডীশমেব চ ॥  
 প্রয়াগং চৈব বটীশং মাষাপুৰ-জলেশ্বৰো ।  
 মলয়ঞ্চ মহাপীঠং ত্রীশৈলং চ তথা প্রিয়ে ! ॥  
 মেকগিৰিং মহেন্দ্রঞ্চ বামনঞ্চ মহেশ্বৰি ! ।  
 হিবণ্যপুৰঞ্চ পীঠং মহালক্ষ্মীপুৰং তথা ॥  
 উড্ডীয়ানং মহাপীঠং ছায়াপুৰ (পীঠ) মতঃ পবম্ ।  
 ( পীঠান্তেতানি দেবেশি । শস্তানি জপকৰ্ম্মসু ) ॥ ৪ ॥

নেপাল, পৌণ্ডবৰ্দ্ধনক, পুৰাহিব, চবাহিব, তাহার পব মহাপীঠ পূর্ণশৈল, অৰ্ব্ব, তাহাব পব কাশ্মীর, অনন্তব কাণ্ডকুজ পীঠ, আত্মাতকেশ্বৰ, একান্ত—এইগুলি পীঠ হে শিবে ! তিস্রোতঃ পীঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে । হে দেবি ! তাহাব কৈলাস, ভূতনগৰ, মনোহৰ কেদার পীঠ, ত্রীপীঠ, ওঙ্কারপীঠ, অনন্তব জালন্ধৰ, মাল কুলাস্তঞ্চ ও দেবমাতৃক, গোকৰ্ণ, মাকতেশ্বৰ, অট্টহাস, বিবজ্ঞা, বাজগিৰি, তাহার কোষগিৰি, এলাপুৰ, তাহার পব মহাপীঠ কালেশ্বৰ, প্রণব, জয়ন্তিকা, উজ্জয়িনীপী ক্ষীৰিকাপীঠ, হস্তিনাপুৰপীঠ, উড্ডীশপীঠ, প্রয়াগ, বটীশ, মাষাপুৰ, জলেশ্বৰ, মহাপী মলয়, ত্রীশৈল, হে প্রিয়ে ! হে মহেশ্বৰি ! তাহার পব মেকগিৰি, মহেন্দ্র, বামন হিবণ্যপুৰ পীঠ, মহালক্ষ্মীপুৰ পীঠ, উড্ডীয়ান, ছায়াপুৰ—এইগুলিকে পীঠস্থ জানিবে । হে দেবেশি ! জপকৰ্ম্মে এই পীঠগুলি পোষণ ॥ ৪ ॥

পীঠস্থানজপফলম্

ফলমাহ যোগিনীহৃদয়ে—বাবাণস্তাং সদা পূজা সম্পূর্ণফলদায়িনী ।

ততস্তদ্বিগুণা প্রোক্তা পুঙ্খবোত্তম-সন্নিধৌ ॥

ততোহপি দ্বিগুণা প্রোক্তা দ্বাবাবত্যাং বিশেষতঃ ।

সর্বক্ষেত্রেষু তীর্থেষু পূজা দ্বাবাবতীসমা ॥

বিদ্যো শতগুণা প্রোক্তা গঙ্গায়ামপি তৎসমা ।

- আৰ্য্যাবৰ্ত্তে মধ্যদেশে ব্রহ্মাবৰ্ত্তে তথৈব চ ॥

বিদ্যাবৎ ফলদা প্রোক্তা প্রয়াগে পুঙ্খবে তথা ।

ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা কবতোয়া-নদীতটে ॥

ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা নদীকুণ্ডে চ ভৈববে ।

ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা বাল্মীকীশ্ববসন্নিধৌ ॥

তত্র সিদ্ধেশ্বরী-যোনৌ ততোহপি দ্বিগুণা স্মৃতা ।

ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা লৌহিত্য-নদকুণ্ডকে ॥

তৎসমা কামরূপে তু সর্বত্রৈব জলে স্থলে ।

দেবীপূজা তথা শস্তা কামরূপে সুবালয়ে ॥

দেবীক্ষেত্রং কামরূপং বিদ্যতেহন্তরং তৎসমম্ ।

অন্তত্র বিবলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে ॥

যোগিনীহৃদয়ে ফল বলিতেছেন—“বাবাণসী পীঠে নিত্য পূজা সম্পূর্ণ ফল দান কবে। পুঙ্খবোত্তমব নিকট পূজা তাহাব দ্বিগুণ ফলপ্রদা কথিত হইয়াছে। বিশেষতঃ দ্বাবাবতী ক্ষেত্রে তাহাবও দ্বিগুণ ফল কথিত হইয়াছে। সমস্ত তীর্থে যে পূজা, তাহা দ্বাবাবতীব সমান অর্থাৎ দ্বাবাবতী ক্ষেত্রে পূজাব সমান। বিদ্যা পর্বতে পূজা শতগুণ ফলপ্রদা, গঙ্গাতেও পূজা তৎতুল্য ফলপ্রদা। আৰ্য্যাবৰ্ত্ত, মধ্যদেশ ও ব্রহ্মাবৰ্ত্তে পূজা বিদ্যা পর্বতে পূজাব ত্রায় ফলপ্রদা কথিত হইয়াছে। প্রয়াগে ও পুঙ্খবক্ষেত্রে তাহাব চতুর্গুণ কথিত হইয়াছে। নদীকুণ্ডে ও ভৈববে তাহাব চতুর্গুণ, বাল্মীকীশ্বব নিকটে এবং তত্রত্য সিদ্ধেশ্বরী যোনিতে পূজা তাহা হইতেও দ্বিগুণ ফলপ্রদা কথিত হইয়াছে। লৌহিত্য নদেব কুণ্ডে পূজা তাহা হইতেও দ্বিগুণ ফলপ্রদা। কামরূপে পূজা তাহাব সমান। দেবভূমি কামরূপে জলে স্থলে সর্বত্রই দেবীপূজা অতি প্রশস্ত। কামরূপ দেবী বক্ষেত্র, তাহাব তুল্য অন্ত কোন ক্ষেত্র নাই। অন্ত্র দেবী বিবলা অর্থাৎ কোন কোন স্থানে থাকেন, কিন্তু কামরূপে গৃহে গৃহে থাকেন।

ততশ্চতুৰ্গুণা প্রোক্তা নদীকুণ্ডস্ত মন্তকে ।  
 ততোহপি দ্বিগুণা প্রোক্তা দারুকে শিবলিঙ্গকে ॥  
 ততোহপি দ্বিগুণা প্রোক্তা শৈলপুত্র্যাঃ স্বযোনিষু ।  
 ততঃ শতগুণং প্রোক্তং কামাখ্যা-যোনিমণ্ডলম্ ॥  
 কামাখ্যায়াং মহামায়া-পূজাং \* যদি স্কৃচ্ছবেৎ ।  
 স চেহ লভতে কামং পবত্র শিবরূপতাম্ ॥  
 এষু স্থানেষু দেবেশি ! যদি দৈবাদ্ গতির্ভবেৎ-।  
 তদা পূজাদিকং কৃৎবা নত্ৰা গচ্ছেদ্ যথা সুখম্ ॥ ৫ ॥

কলামধ্যে কলা প্রকৃতিস্ত্র্যাঃ সমূহমধ্যে গতা পূজাদিকং কৃৎবা নত্ৰা  
 সুখং গচ্ছেদিত্যর্থঃ । তথাচোক্তং সময়াতন্ত্রে—

স্ত্রীসমীপে কৃতা পূজা জপশ্চ পরমেশ্বরি ! ।

কামকর্পাচ্ছতগুণোহব্যয়শ্চ সমুদীবিভঃ ॥

কুলার্গবেহপি—একলিঙ্গং শ্মশানঞ্চ সমূহং যোষিতামপি ।

নাবীঞ্চ রক্তবসনাং দৃষ্ট্বা বন্দেত ভক্তিতঃ ॥

গৃধ্রং বীক্ষ্য মহাকালীং জম্বুকীং যমদূতিকাম্ ।

নদীকুণ্ডের মন্তকে পূজা তাহাব চতুৰ্গুণ ফলপ্রদা কথিত হইয়াছে । দারুকক্ষেত্রে  
 শিবলিঙ্গের নিকট তাহাবও দ্বিগুণ ফল কথিত হইয়াছে । শৈলপুত্রীর নিজেব  
 বোনক্ষেত্রে তাহা হইতেও দ্বিগুণ ফল কথিত হইয়াছে । কামাখ্যা বোনিমণ্ডল  
 তাহা হইতে শতগুণ ফলপ্রদ কথিত হইয়াছে । কামাখ্যায় যদি একবাব মহামায়াব  
 পূজা কবে, তবে সে ইহলোকে কাম্য ফল ও পবলোকে শিবরূপতা ( শিব-সামুজ্য )  
 প্রাপ্ত হয় । হে দেবেশি ! এই সমস্ত স্থানে যদি দৈবাৎ গমন হয়, তবে পূজাদি  
 করিয়া প্রণাম করিয়া সুখে অভিলষিত স্থানে গমন কবিবে ॥ ৫ ॥

“কলামধ্যে” এই পদেব অর্থ—কলা হইতেছে প্রকৃতি, তাহাদিগেব মধ্যে । “যদি  
 দৈবাৎ গতির্ভবেৎ” ইত্যাদি বাক্যেব অর্থ—যাইবা পূজাদি কবিয়া প্রণাম করিয়া সুখে  
 গমন কবিবে । সময়াতন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা—“হে পরমেশ্বরি ! স্ত্রীগণের নিকট  
 অনুষ্ঠিত পূজা ও জপ কামকর্প হইতে শতগুণ ফলপ্রদ ও অব্যয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।

কুলার্গবতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—“শানব একলিঙ্গ, শ্মশান, স্ত্রীবৃন্দসমূহ এবং  
 রক্তবসনা নাবীকে দেখিয়া ভক্তিব সহিত স্তুতি কবিবে । গৃধ্র, মহাকালী, জম্বুকী

\* ক পুস্তকেত্র—‘জপপূজামিতি’ পাঠো দৃশ্যতে ।

কৃষ্ণমার্জার-ভূকাকৌ শ্ৰেণং ক্লেমঙ্কবীং তথা ॥  
 কুররঞ্চ নমস্কুর্যাদিদং মন্ত্রং পঠন্নবঃ ॥  
 কৃশোদবি । মহাচণ্ডে ! মুক্তকেশি ! বলিপ্রিয়ে । ।  
 কুলাচাবপ্রসন্নাস্ত্রে নমস্তে শঙ্কবপ্রিয়ে ! ॥  
 পিতৃভূমিং ব্যস্মং দৃষ্ট্বা প্রদক্ষিণমনুভ্রজন্ ।  
 প্রণম্যাহনেন মনুনা মন্ত্রী সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥  
 ওঁ যোবদংষ্ট্রে ! কবালাস্ত্রে ! কিটিশঙ্ক-নি(প্র)নাদিনি ! ।  
 গুণকযোরববাফালে ! নমস্তে চিত্তিবাসিনি ! ॥  
 বক্তবস্ত্রং তথা পুষ্পং বিলোক্য ত্রিপুবাঙ্গিকাম্ ।  
 প্রণমেদৃ দণ্ডবদ্ ভূমাবিমং মন্ত্রং পঠন্নবঃ ॥  
 ওঁ বন্ধুক-পুষ্পসঙ্কশে ! ত্রিপুবে ! ভয়নাশিনি ! ।  
 ভাগ্যোদয়সমুৎপন্নে ! নমস্তে বববর্ণিনি ! ॥  
 কৃষ্ণবস্ত্রং তথা পুষ্পং বাজানং রাজপুত্রক(কব)ম্ ।  
 হস্তাশ্ব-রথ-শস্ত্রাণি ফলকানু বীবপুকযান্ ॥

( শৃগালী ), যমদূতীকা ( কাকী ) কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল, ভূকাক ( কৃষ্ণ কাক—দাঁড় কাক ),  
 শ্ৰেণ, ক্লেমঙ্কবী দেবী ও কুববকে ( কুবলপাখীকে ) দেখিয়া এই মন্ত্র অর্থাৎ “কৃশোদবি”  
 ইত্যাদি নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে নমস্কাব কবিবে। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—  
 হে কৃশোদবি । হে মহাচণ্ডে । হে মুক্তকেশি । হে বলিপ্রিয়ে । হে কুলাচার-  
 প্রহ্লদ-বদনে । হে শঙ্কবপ্রিয়ে । তোমায় নমস্কাব । সাধক পিতৃভূমি ( স্বর্গ )  
 ও ব্যস্মকে ( বিগতপ্রাণ—শবকে ) দেখিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া এই মন্ত্রে অর্থাৎ নিম্নোক্ত  
 “যোবদংষ্ট্রে” ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কাব কবিয়া সুখ প্রাপ্ত হয়। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—  
 হে যোবদংষ্ট্রে ! হে ভয়ঙ্কর-বদনে ! হে কিটিশঙ্কোচ্চারণকারিণি ! হে যোব-  
 শঙ্কে আশ্রয়নকারিণি ! হে চিত্তি ( চিত্ত ) বাসকারিণি ! তোমাকে নমস্কাব ।  
 সাধক নব বক্তবস্ত্র, রক্ত পুষ্প ও ত্রিপুবাদেবীকে দেখিয়া এই মন্ত্র অর্থাৎ মূলোক্ত  
 “বন্ধুক-পুষ্প-সঙ্কশে ।” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ভূমিতে দণ্ডবৎ  
 প্রণাম করিবে। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—‘হে বন্ধুক পুষ্পের স্থায় দীপ্তিবৃদ্ধে !  
 হে ত্রিপুবে ! হে ভয়নাশিনি ! হে ভাগ্যোদয় সমুৎপন্নে ! ( সৌভাগ্যবশে  
 মূর্ত্তিধারিণি ! ) হে বববর্ণিনি ! তোমাকে নমস্কাব । যে ব্যক্তি কৃষ্ণ বস্ত্র,  
 ও কৃষ্ণ পুষ্প, বাজা ও রাজপুত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ, শস্ত্র, ফলক, বীব পুকয,

মহিষ্য কুলদেবং চ দৃষ্ট্বা মহিষমর্দিনীম্ ।  
 প্রণমেদ জয়তুর্গাং চ স চ বিহ্নৈর্ন লিপ্যাতে ॥  
 ফলকে। নট ইতি খ্যাতঃ। ওঁ জয় দেবি! জগদ্ধাত্রি! ত্রিপুরাচ্ছে! ত্রিদেবতে!।  
 ভক্তেভ্যো ববদে দেবি! মহিষ্মি। নমোহস্ত তে ॥  
 মত্তভাণ্ডং সমালোক্য মৎস্তং মাংসং বরস্ত্রিয়ম্ ॥  
 দৃষ্ট্বা চ ভৈববীং দেবীং প্রণমেদ বিম্বশ্ন মনুম্ ॥  
 ওঁ যোরবিম্ব-বিনাশায় কুলাচার-সমৃদ্ধয়ে ।  
 নমামি বরদে! দেবি। মুণ্ডমালা-বিভূষিতে ॥  
 রক্তধাবা-সমাকীর্ণ-বদনে! † জ্ঞাং নমাম্যাহম্ ।  
 সর্ববিম্বহরে! দেবি। নমস্তে হরবল্লভে ॥  
 যঃ শিবাকদিতং শ্রদ্ধা শিবদূতীং শুভপ্রদাম্ ।  
 প্রণমেৎ সাধকো ভক্ত্য তস্ত কামঃ কবে স্থিতঃ ॥  
 এতেষাং দর্শনেনৈব যদি নৈবং প্রকুর্ব্বতে ।  
 শক্তিমন্ত্রং পুণ্ড্রক্য তস্ত সিদ্ধির্ন জায়তে ॥

মহিষ, কুলদেবতা ও মহিষ মর্দিনী জয়তুর্গাকে দেখিবা নিম্নোক্ত “জয়দেবি!” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে প্রণাম করে, সে বিম্বসমূহেব ঘাবা অভিভূত হয় না। “ফলক” এই শব্দটা নট অর্থে—প্রসিদ্ধ। উক্ত মন্ত্রেব অর্থ—‘হে দেবি! জয় হউক। হে জগদ্ধাত্রি! হে চণ্ড! হে ত্রিপুরাচ্ছে! হে ত্রিদেবতে! হে ভক্তগণেব প্রতি ববদে। হে দেবি মহিষ্মি! তোমাব নমস্কার। মত্তভাণ্ড, মৎস্ত, মাংস, শ্রেষ্ঠ বম্বী ও দেবী ভৈববীকে দেখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র অর্থাৎ “যোববিম্ব-বিনাশায়” ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে প্রণাম করিবে। উক্ত মন্ত্রেব অর্থ—“হে দেবি! হে ববদে! হে মুণ্ডমালাবিভূষিতে! যোর বিম্ব-বিনাশেব জন্ত এবং কুলাচারেব সমৃদ্ধির জন্ত তোমাকে নমস্কার কবি। হে বক্তধাবায় সমাকীর্ণ-বদনে! তোমাকে আমি প্রণাম করি। হে সর্ববিম্ববিনাশিনি! হে দেবি! হে বল্লভে! তোমাকে নমস্কার। যে ব্যক্তি শিবাবধনি শ্রবণ করিয়া শুভদায়িনী শিবদূতীকে ভক্তিবে সহিত প্রণাম কবে, তাহাব সমস্ত কাম্য ফল করতলস্থিত হয়। ইহাদিগের দর্শনে যদি শক্তিমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক এইরূপ প্রণামাদি না কবা হয়, তবে তাহার

\* ক পুস্তকেহত্—“গঙ্গাজলং সমালোক্য মৎস্তং মাংসং বরস্ত্রিয়ম্”মিতি পাঠো দৃষ্টতে। † ক পুস্তকেহত্—“রক্তধাবা-সমাকীর্ণং বদনে” ইতি পাঠঃ।

এতেষাং মাৰণোচ্চাট-হিংসনং বাণ্ডবাদিভিঃ ।  
কুৰুতে যদি পাণাপা স মদুভক্তঃ কথং ভবেৎ ॥  
এতং কৰ্ত্তুং প্রসক্তো যন্তুত্যাৰ্থং তমসা লিখেৎ ॥ ৬ ॥

নিত্যসংকেতঃ স্তবঃ \*

কুলচূড়ামণৌ নিত্যসঙ্কেতস্তবমাহ—শ্রীদেব্যাচ—  
ওঁ ত্রিপুরা ত্রিপুরেশী চ সুন্দরী পুৰসুন্দরী ।  
শ্রীমালিনী চ সিদ্ধাস্বা মহাত্রিপুর-সুন্দরী ॥  
প্রকটাস্তা তথা নিজা গুপ্তা গুপ্ততবা পবা ।  
সম্প্রদায়কুলা কোলবহস্তাতিবহস্তগা ॥  
পৰাপৰবহস্তা চ তথা কামেশ্বরী শুভা ।  
ভগমালা তথা ক্লিন্না ভেকগু বহিসুন্দরী ॥  
মহাবিভেশ্বরী দূতী স্ববিতা কুলসুন্দরী ।  
নিত্যা নীলপতাকা চ বিজয়া সৰ্বমঙ্গলা ॥  
জ্বালাংশুমালিনী চিত্রা বশিনী শুভগা কুলা ।  
পূৰ্ণাখ্যা চ তথা বৎস । কামেশ্বরী মোদিনী তথা ॥  
বিমলা অরুণা দেবী জয়ন্তী কুলভৈবরী ।  
সৰ্বেশ্বরী তথা কোলী বাগিশী সৰ্বকামিনী ॥  
সিদ্ধেশ্বরী তথা চোগ্রা ছুৰ্গা মহিষমর্দিনী ।  
স্বপ্নাবতী শূলিনী চ মাতঙ্গী সুবসুন্দরী ॥  
মহাকালী মহোগ্রা চ চিত্রকপা মহোদরী ।  
প্রাণবিজ্ঞা তথৈকাক্ষী চৈকপাদা মহাঙ্কুশা ॥  
বামা শিবা তথা জ্যেষ্ঠা সুকপা চাকহাসিনী ।  
ত্রিখণ্ডা ত্রিশিবা সৌরী গৌরী বিশ্বানিবাসিনী ॥

সিদ্ধি জন্মে না । বাণ্ডবাদি ঘাৰা যদি ইহাদেব বধ, উচ্চাটন বা হিংসা করে, তবে  
সে আমাব ভক্ত কিৰূপে হইবে ? যে ব্যক্তি এই সমস্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার  
অর্থ ( ফল ) অন্ধকারে লিখিতে হয় অর্থাৎ তাহাব সিদ্ধি অন্ধকারায়ত হইয়াই  
থাকে—প্রকাশিত হয় না ॥ ৬ ॥

\* নিত্যসংকেত স্তবটি অতি সবল বলিয়া উহার সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রদত্ত হইল না ।



ক্ষোভিনী নাদিনী ভদ্রা ললিতা বহুকণিকা ।  
 সর্বসম্পৎকবী তারা ভবানী বিশ্ববাসিনী ॥  
 কৃষ্ণেশ্বরী মহাবিদ্ভা কথিতা তব তৈরব ।।  
 উপাসকান্ মহাদেব । শৃণু চৈকমনাঃ স্বয়ম্ ॥  
 মনুশ্চন্দ্রঃ কুবেরশ্চ মনুথস্তদনন্তবম্ ।  
 লোপা মুদ্রাপতি- ( মুনি ) নন্দী শক্রঃ স্বন্দঃ শিবস্তথা ॥  
 ক্রোধভট্টারকশৈব শক্তির্নাম প্রকীর্তিতা ।  
 ছর্ব্বাসা ব্যাস-সুর্য্যো চ বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ ॥  
 ওর্বো বহির্ম্মশৈব নিখা তিব্বরণস্তথা ।  
 বায়ুবিষ্ণুঃ স্বয়ম্ভুশ্চ ভৈরবো গণকস্তথা ।  
 অনিকঙ্কো ভবদ্বাজো দক্ষিণামূর্ত্তিরেব চ ॥  
 গণপাঃ কুলপাশৈব লক্ষ্মীর্গঙ্গা সবস্বতী ।  
 ধাত্রী শেষঃ প্রমত্তশ্চ উন্নতঃ কুলভৈববঃ ॥  
 ক্ষেত্রপালো হনুমাংশ্চ দক্ষো গকড় এব চ ।  
 শুকদেবঃ প্রহ্লাদশ্চ রামো বাবণ এব চ ।  
 কাশ্যপঃ কোৎস-কুন্তো চ জমদগ্নিভৃৎস্তথা ॥  
 বৃহস্পতির্ঘৃশ্রেষ্ঠো দত্তাশ্রয়ো যুধিষ্ঠিবঃ ।  
 অর্জুনো ভীমসেনশ্চ দ্রোণাচার্য্যো বুধাকর্পিঃ ॥  
 দ্রুহ্যোধনস্তথা কুন্তী সীতা চ কল্লিনী তথা ।  
 সত্যভামা দ্রৌপদী চ উর্ব্বশী চ তিলোত্তমা ॥  
 পুষ্পদন্তো মহাবুদ্ধো বালঃ কালশ্চ মন্দবঃ ।  
 কৈলাসঃ ক্ষীবসিক্লুশ্চ উদয়ির্মহাবাংস্তথা ॥  
 নাবদশ্চ মহাবীবাঃ কথিতা বীরসাধকাঃ ।  
 মহাবিদ্ভা-প্রসাদেন স্বস্বকর্ম্ম-সমাহিতাঃ ॥  
 এতেষাং বৎস । নামাপি নিত্যবিভোপসেবিনাম্ ।  
 প্রাতঃকালে শুচিভূত্বা যঃ পঠেৎ প্রযত্নবান্ ॥

হে বৎস ! প্রাতঃকালে শুচি হইয়া যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে নিত্য বিজ্ঞান  
 সন্তালনকারী এই মহাপুরুষগণের নামটীও পাঠ ( উচ্চারণ ) কবে এবং পূজাকালে

পূজাকালে শুচিভূত্বা প্রপঠেৎ স্তোত্রমুক্তমম ।  
 অশুচিৰ্বা নিবালদ্ব্যামালস্য চ কুলান্তিকে ॥  
 নিত্যপূজাফলং তস্মৈ দদামি ববমীপ্সিতম্ ॥  
 চক্রে-সংকেতকং চৈব গুরু-সংকেতকং তথা ।  
 মন্ত্র-সংকেতকঞ্চৈব নাম-সংকেতকং তথা ॥  
 সময়চাব-সংকেতং ন জ্ঞাহা বোহত্র বৰ্ত্ততে ।  
 জপ-পূজার্চনা-হোমস্তুভিচাবায় কল্পতে ॥  
 ইদং স্তোত্রং পঠিহা তু ভবেৎ সংকেতবান্ ধ্রুবম্ ॥

ইতি কুলচূড়ামণৌ নিত্যসংকেতস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ।

দেহপাতেহপি মোক্ষঃ স্ত্রাৎ সময়চাবপালনাৎ ।

ইতি ফলশ্রুতেঃ কাম্যমপি ॥ ৭ ॥

অথ শিবাবলিঃ

বিশ্বসাবে—শিবাবলিং নিবেদ্যাত্ তোষয়েদ্ জগদধিকাম্ ।

ন দদাতি বলিং যন্ত শিবায়াঃ শিবতাপ্তয়ে ॥

স পাপিষ্ঠো ন সছেত কুলদেব্যাঃ প্রপূজনে । ইতি যামলবচনাৎ ।

তথাচ যামলে—পশুরূপাং শিবাং দেবীং যো নাহর্চয়তি নির্জনে ।

শিবাবাবেণ তস্মাহন্তু সর্বং নশ্রুতি নিশ্চিতম্ ॥

শুচি হইয়া এই উত্তম স্তোত্র পাঠ কবে, অশুচি হইয়াও কুলান্তিকে নিবালদ্ব্য দেবীকে অবলম্বন ( ধ্যান ) কবিয়া এই স্তোত্র পাঠ কবে, তাহাকে পূজাব ফল ও ঈক্ষিত বব দান করি । চক্রে সংকেত, গুরু সংকেত, মন্ত্র সংকেত, নাম সংকেত ও সময়চাব সংকেত না জানিয়া যে ব্যক্তি ভূমণ্ডলে অবস্থান কবে, তাহাব জপ, পূজা ( নিত্যপূজা ), অর্চনা ও হোম অভ্যাসবেব নিমিত্ত হইবা থাকে । এই স্তোত্র পাঠ কবিবা নিশ্চয়ই সংকেতবান্ হয় । “সময়চাব পাণনে দেহপাত হইলেই মোক্ষ হয়”—এইরূপ ফলশ্রুতি থাকায় উহা কাম্যও বটে ॥ ৭ ॥

শিবাবলি :—বিশ্বসাবভক্তে উক্ত হইয়াছে—“অনন্তব শিবাবলি নিবেদন কবিয়া জগদধিকাকে সন্তুষ্ট কবিবে । কাবণ যামল ভক্তের বচন আছে যে,—যে ব্যক্তি শিবদ্ব্য প্রাপ্তিব নিমিত্ত শিবাবলি প্রদান কবে না, সে পাপিষ্ঠ কুলদেবীব পূজায় সমর্থ হয় না ।” যামল ভক্তেও তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা—“যে ব্যক্তি নির্জনে দেবীস্বরূপিণী পশুরূপা শিবাকে অর্চনা কবে না, শিবাব শব্দে ( ডাকে ) তাহাব সমস্তই

জপ-পূজা-বিধানানি যৎকিঞ্চিৎ স্মৃকৃতানি চ ।

গৃহীত্বা শাপমাদায় শিবা রোদিতি নির্জনে ॥ ৮ ॥

তন্নে—কালিকালীতি বক্তব্যে তত্রোমা শিবকপিণী ।

শিবাকপধবাহহয়াতি পবিবাবগণৈঃ সহ ॥

অবশ্তমন্নদানেন নিয়তং তোষয়েচ্ছিবাম্ ॥

শিবাবলেন্নিভ্যস্তম্

নিত্যশ্রাদ্ধে যথা সন্ধ্যা-বন্দনে পিতৃতপণে ।

তথৈব বলিদানেহপি নিত্যতা কুলপূজনে ॥

যামলে—বিষমূলে নদীতীরে শ্মশানে বাপি সাধকঃ ।

মাংস-প্রধানং নৈবেদ্যং সন্ধ্যাকালে নিবেদয়েৎ ॥ ৯ ॥

শিবাবলিদানমন্ত্রঃ

বলিমন্ত্রমাহ—ওঁ গৃহ দেবি ! মহাভাগে ! শিবে ! কালাগ্নিরূপিণি ! ।

শুভাশুভকলং ব্যক্তং ক্রহি গৃহু বলিং তব ॥

এবমুচ্য্য দাতব্যো বলিঃ কুলজনৈঃ প্রিয়ে ! ।

একস্মা ভুজ্যতে যত্র সাধকানাং হিতায় চ ॥

তদৈব সর্বশক্তিীনাং প্রীতিঃ পরমতুল্লভা ।

শিষ্য নষ্ট হয়—ইহা নিশ্চিত । [ তাহাব ] জপ, পূজা ও অস্ত্রান্ত কৰ্ম্ম এবং যে কিছু স্মৃকৃত সমস্তই শিবা গ্রহণ কবিয়া শাপ প্রদান কবিয়া নির্জনে বোদন করেন ॥ ৮ ॥”

তন্নে উক্ত হইয়াছে—“কালি ! কালি !” এই বলিলে শিবকপিণী উমা শিবাকপ ধাবণ কবিয়া পবিবাবগণেব সহিত সেখানে আগমন করেন । নিত্য অন্নদান দ্বারা শিবাকে অবশ্তই সন্তুষ্ট কবিবে । নিত্যশ্রাদ্ধে, সন্ধ্যা-বন্দনে এবং পিতৃতপণে যেকপ নিত্যতা আছে, অর্থাৎ ঐ সমস্ত যেমন অবশ্ত কর্তব্য । বলিদানে এবং কুলপূজাবও সেইরূপ নিত্যতা আছে ।” যামল তন্নে উক্ত হইয়াছে—“সাধক সন্ধ্যাকালে বিষমূলে, নদীতীরে বা শ্মশানে মাংসপ্রধান নৈবেদ্য নিবেদন করিবে ॥ ৯ ॥”

বলিমন্ত্র বলিতেছেন—[ বলিমন্ত্রেব অর্থ— ] “হে মহাভাগে ! হে শিবে ! হে কালাগ্নিরূপিণি ! হে দেবি ! তোমাব বলি গ্রহণ কব এবং [ আমার ] শুভাশুভ স্পষ্ট করিয়া বল ।” হে প্রিয়ে ! কুলজন কর্তৃক এই মন্ত্র উচ্চারণ কবিয়া বলিদান কর্তব্য । সাধকের কল্যাণেব জন্ত যেখানে একটি শিবা বলি ভোজন করে, সেই

ভুক্ত। বোতি যদৈশাচ্চাং মুখমুত্তোলা স্তম্ভবম্ ॥  
 তদৈব মঙ্গলং দেবি । নাত্থা ভবতি ধ্রুবম্ ।  
 যদা ন গৃহতে ন্যূনং তদা নৈব শুভং ভবেৎ ॥  
 এবং জ্ঞাত্বা মহেশানি । শান্তি-স্বস্ত্যয়নং চবেৎ ।  
 পশুশক্তিঃ পক্ষিশক্তির্নবশক্তির্যথাক্রমাৎ ॥  
 পূজনাৎ বিশৃণুং কৰ্ম সপ্তগুণং সাধয়েদ্ যতঃ ।  
 তেন সৰ্ব্বপ্রযত্নেন কৰ্তব্যং পূজনং মহৎ ॥ ১০ ॥

### শিবাপূজাদি-ফলম্

পূজাজপাদে: ফলমাহ—দহেৎ তুং যথা বহিস্তুথা শত্রুন জয়েৎ সদা ।

স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়ং কৰ্জো ন সংশয়ঃ ॥  
 অস্তে নিবাময়ং ব্রহ্ম মন্ত্রী ভবতি নাত্থা ।  
 যা নাবী প্রজপেদ্ বিজ্ঞাং সা ভবেৎ পৰমেশ্বরী ॥  
 কাকবক্ষ্যা চ যা নাবী বক্ষ্যা বা মৃতপুঞ্জিনী ।  
 পূজয়িত্বা নভেৎ পুত্রং সত্যং সূচিবজীবিনম্ ॥  
 স্বামিনো দুর্লভা সা স্তাদ্ ধনধাত্ত-সমম্বিতা ।  
 অস্তে চ জায়তে গৌরী সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

সমগ্রই সমস্ত শক্তির পৰমদুর্লভ প্রীতি হইয়া থাকে । হে দেবি ! [ শিবা ] ভোজন কবিষা ঈশান কোণে মুখ তুলিয়া যখন স্তম্ভবে রব কবে, তখনই মঙ্গল জানিবে—অন্তথা নিশ্চয় অঙ্গল হইবে । যদি কিছুমাত্রও গ্রহণ না কবে, তবে নিশ্চয়ই শুভ হইবে না । হে মহেশানি ! এইরূপে ইহা জানিয়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিবে । পশুশক্তি ( শিবা প্রভৃতি ) পক্ষিশক্তি ( কাক প্রভৃতি ) ও নবশক্তি ( কুমারী, সধবা প্রভৃতি ) যখন পূজাব দ্বাৰা বিশৃণু কৰ্ম্মকেও সপ্তগুণ কবিতা দিতে পারেন, অতএব সৰ্ব্বপ্রযত্নে অৰ্থাৎ একান্ত যত্নের সহিত [ তাঁহাদের ] মহাপূজা কৰা কৰ্তব্য ॥ ১০ ॥

পূজাজপাদির ফল বলিতেছেন—“বহি ধ্রুবরূপ তুংকে দৃষ্ট করে, সাধক সেইরূপ [ পূজাজপাদি দ্বাৰা ] সৰ্বদা শত্রুকে জয় করে । সে স্বয়ং ব্রহ্মা, স্বয়ং বিষ্ণু ও স্বয়ং রুদ্ররূপ হইয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই । অস্তে অৰ্থাৎ দেহান্তে নিরাসম ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই । যে নারী বিজ্ঞা জপ কবে, সে পরমেশ্বরী হয় । যে নাবী কাক-বক্ষ্যা, বক্ষ্যা বা মৃতপুঞ্জিনী, সে দেবীকে পূজা কবিতা সত্য সত্যই সূচিবজীবী পুত্র লাভ করে । সে স্বামীর দুর্লভ অৰ্থাৎ ভাগ্যবশে তাহাকে স্ত্রীরূপে পাওয়া যায় এবং সে ধনধাত্ত-শালিনী হইয়া থাকে । দেহান্তে গৌরী হইয়া জন্মে—ইহা সত্য সত্য, কোন

যোগিনীহৃদয়ে—মহাবিভাং জপে নৃত্যং স্ববেদ বাপি সমাহিতঃ ।

তস্ত গৃহে বসেন্দ্রজ্যোতির্জিহ্বায়াঞ্চ সবস্বতী ॥

হৃদয়ে চ বসেদ্ দেবো নাবায়ণ ইতি শ্রুতিঃ ।

ব্রহ্মাহন্তি কণ্ঠদেশে চ অহং তিষ্ঠামি সন্মুখে ॥

একীভূয় সমস্তৈশ্চ দেবী বক্ষতি সাধকম্ ।

লক্ষ্যমেকং জপন্ মন্ত্রী মহাপাপাং প্রমুচ্যতে ।

লক্ষ্যদ্বয়েন পাপানি সপ্তজন্মকৃতান্যপি ॥

হন্তি লক্ষ্যদ্বয়েণৈব জন্ম সাহস্রিকাণ্যপি ।

চতুর্লক্ষজপান্মন্ত্রী বাগীশ্ববসমো ভবেৎ ॥

পঞ্চলক্ষাদ্ দবিদ্রোহপি সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণো ভবেৎ ।

জপ্ত্বে। ষড়্ লক্ষং দেবি । মহাবিভাং দেবো ভবেৎ ॥

প্রজপন্ সপ্তলক্ষাণি খেচরী-সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ ।

অষ্টলক্ষ-প্রমাণান্ত জপ্ত্বে। বিভাং মহেশ্বরী ! ॥

অগ্নিমাছষ্ট-সিদ্ধীশো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ।

নবলক্ষ-জপাদ্ দেবি । কদ্র-মূর্ত্তিবিবাহপৰঃ ॥

কর্ত্তা হৰ্ত্তা মহাদেবি । লোকেহপ্রতিহতঃ প্রভুঃ ।

দশলক্ষফলং দেবি ! বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥

সংশয় নাই । যোগিনী হৃদয়ে উক্ত হইয়াছে—“সমাহিত হইয়া নৃত্য মহাবিভাং জপ কবিবে অথবা স্নবণ করিবে। তাহাব গৃহে লক্ষ্মী ও জিহ্বায় সবস্বতী বাস করেন এবং হৃদয়ে দেব নারায়ণ বাস করেন—এই শ্রুতি অর্থাৎ ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা কণ্ঠদেশে থাকেন এবং আমি সন্মুখে অবস্থান কবি। সকলের সহিত মিলিত হইয়া দেবী সাধককে বক্ষা করেন। সাধক একলক্ষ জপ কবিয়া মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। ছই লক্ষ জপেব দ্বাবা সপ্ত জন্মকৃত পাপ বিনাশ করে। তিনি লক্ষ জপেব দ্বাবা সহস্র জন্মকৃত পাপ নাশ কবে। চারি লক্ষ জপেব দ্বাবা সাধক বাগীশ্বরের তুল্য হইয়া থাকে। পাঁচ লক্ষ জপেব দ্বাবা দবিদ্রোহ সাক্ষাৎ কুবেব হয়। হে দেবি ! ছয় লক্ষ জপ কবিয়া [ সাধক ] মহাবিভাং হব। সাত লক্ষ জপ কবিয়া খেচরী সিদ্ধিলাভ করে। হে মহেশ্বরী ! অষ্ট লক্ষ পবিসিত বিভা জপ কবিয়া অগ্নিমাছি অষ্ট সিদ্ধির অধিপতি হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে দেবি । হে মহাদেবি ! নয় লক্ষ জপের দ্বারা দ্বিতীয় বদ্র মূর্ত্তির ত্রায় লোকে অপ্রতিহত প্রভু এবং কর্ত্তা ও হৰ্ত্তা হয়। হে দেবি !

শ্রীক্ৰমেহপি—মন্ত্ৰপাশেন দেবেশি । দেবতামানয়েদ্ ধ্ৰুবম্ ।

সাধকস্ত কার্যসিদ্ধি কৃৎস্না দেবী গমিষ্যতি ॥ ১১ ॥

অথ দেবীপ্রণামফলম্

অষ্টোত্তবশতং কুর্য্যাৎ কালিকায়াঃ প্রদক্ষিণম্ ।

সৰ্বকামং সমাসাত্ত পশ্চাত্তোক্ষমবাগ্নুয়াৎ ॥

অত্র পূৰ্বাপবাক্কিয়োৰ্থথাক্রমং যঃ স ইতি যোজ্যম্ ।

যে নমন্তি নবা হুৰ্গাং শ্রদ্ধয়া পবষাহম্বিতাঃ ।

অশ্বমেধফলং প্রাপ্য হুৰ্গালোকং ব্রজন্তি তে ॥

শাঠ্যোনাপি নমস্কাৰং যঃ কবোতি সৰুন্নবঃ ।

ভগবতৌ তথাহভক্ত্যা স গচ্ছতি সুরালয়ম্ ॥

সৰ্বযজ্ঞোপবাসেষু সৰ্বতীৰ্থেষু যৎ ফলম্ ।

ভৎ ফলং লভতে লোকঃ প্রণম্য শিবসা সতীম্ ॥

সংপ্রসারিত-দেহো যো দণ্ডবৎ পতিতো ভূবি ।

চণ্ডিকাপূবতো ভক্ত্যা স যাতি পবমাং গতিম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে কল্পিণীবচনম্—

কাত্যায়নি । মহামায়ে । মহাযোগিশুদ্ধীশ্ববি ! ।

নন্দগোপসুতং দেবি ! পতিং মে কুকতে নমঃ ॥

দশ লক্ষ বিতাজপেব ফল আমি বলিতে পাবি না । শ্রীক্ৰম তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—  
'হে দেবেশি ! [ সাধক ] মন্ত্ৰরূপ পাশেব দ্বাৰা নিশ্চয়ই দেবতাকে আনয়ন ( আকর্ষণ )  
কবে । দেবী সাধকেব কার্যসিদ্ধি কবিয়া [ স্বস্থানে ] গমন কবেন ॥ ১১ ॥

যে সাধক একশত আটবার কালিকাব প্রদক্ষিণ কবে, সে সমস্ত কাম্যফল লাভ  
কবিয়া পবে অৰ্থাৎ দেহান্তে মোক্ষলাভ করে । শ্লোকেব পূৰ্ব্বার্কে এবং পরার্কে  
যথাক্রমে 'যঃ' ও 'সঃ' অৰ্থাৎ যে ও সে যোগ কবিতো হইবে । যে মানবগণ অত্যন্ত  
শ্রদ্ধাবিত হইয়া হুৰ্গাকে নমস্কাৰ করে, তাহাবা অশ্বমেধ যজ্ঞেব ফললাভ কবিয়া  
হুৰ্গালোকে গমন কবে । যে মন্ত্ৰায় শঠতাছলে অৰ্থাৎ তাদ্ৰিহন্যভাবে বা অভক্তিৰ সহিত  
ভগবতীর উদ্দেশ্যে একবার প্রণাম কবে, সেও সুরলোকে গমন কবে । সমস্ত যজ্ঞ,  
উপবাসে বা সমস্ত তীৰ্থে যে ফল পাওযা যায়, মানব সতীদেবীকে মন্ত্ৰকেব দ্বাৰা প্রণাম  
কবিয়া সেই ফল লাভ কবে । যে ব্যক্তি চণ্ডিকার সম্মুখে ভক্তিপূৰ্ব্বক দেহ  
প্রসারিত কবিয়া দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হয়, সে পবম গতি প্রাপ্ত হয় । শ্রীমদ্ভাগবতে

হে কাত্যায়নি ! কাত্যায়নমুনি-নিমিত্ত-প্রাহুর্ভূতে ! হে মহামায়ে !  
মহতী চান্দো মায়্যা চেতি মহামায়া ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাংমপি  
মোহহেতুত্বাং মহামায়া ।

বিষ্ণুঃ শবীৰগ্রহণমহমীশান এব চ ।

কাবিতাস্তে যতোহতস্তাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়-পুৰাণাৎ । হে মহাযোগিনি ! মহাযোগো জগৎ-  
সৃষ্টাদি-কাবণং ত্রিগুণাত্মকমায়্যা বিত্বতে যস্তাঃ সা মহাযোগিনী । হে  
অধীশ্বর ! ঈশ্ববাণাং শিব-শক্তি-ব্রহ্মণামীশ্বরী । “সৈব সৰ্বেশ্ববেশ্বরী”তি  
মার্কণ্ডেয়-বচনাৎ । নন্দগোপসুতং নন্দনন্দননোভিমতং পৰমেশ্ববাং  
শ্রীকৃষ্ণং তথৈব দেবতারূপং মে মম পতিং পাণিগ্রহীতারং কুৰু ।  
স্বপ্ৰসাদং বিনা কিমপি কার্য্যং ন সিধ্যেদতস্তে তুভ্যাং নমঃ । কাব্যিক-  
বাচনিক-মানসিকো নমস্কাৰঃ ॥ ১২ ॥

ইতি পবিত্রাজকাচার্য্য-পৰমহংসতীৰ্থাবধূত-শ্রীমদব্রহ্মানন্দগিৰি-কৃতাধাং

শান্তানন্দ-তত্ত্বজিগীয়াং জপাদিকলনির্গয়ো নাম পঞ্চদশোন্মাসঃ ।

দশমস্কন্ধে কল্পিণীৰ বাক্য হইতেছে—“হে কাত্যায়নি ! হে মহামায়ে ! হে মহাযোগিনি !  
হে অধীশ্বর ! হে দেবি ! নন্দগোপ-পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে আমাব পতি কব । তোমাব  
নমস্কাৰ ?” শ্লোকোক্ত ‘কাত্যায়নি’ শব্দেব অর্থ—কাত্যায়ন মুনিনিমিত্ত প্রাহুর্ভূতে ।  
অৰ্থাৎ যিনি কাত্যাবন মুনিব জন্তু জগতে আবির্ভূত হইবাছিলেন । ‘মহামায়ে’ শব্দেব  
অর্থ—মহতী এমন যে মায়া, তিনি মহামায়া । ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্ববেবও মোহজনক  
বলিয়া তিনি মহামায়া । কাবণ মার্কণ্ডেয় পুৰাণে উক্ত হইয়াছে—“যেহেতু [ তুমিই ]  
আমাকে অৰ্থাৎ ব্রহ্মাবে, বিষ্ণুকে এবং ঈশানকেও শবীর গ্রহণ কবাইযাহ, অতএব  
তোমাকে স্তব কবিতে কে সমর্থ হইবে ? ‘মহাযোগিনি’ শব্দেব অর্থ—মহাযোগ  
অৰ্থাৎ জগৎ সৃষ্টাদিব বাবণ ত্রিগুণাত্মক মায়্যা আছে যাহাব, তিনি মহাযোগিনী ।  
‘অধীশ্বর’ পদেব অর্থ—ঈশ্ববগণেব এবং শিব, শক্তি ও ব্রহ্মাব ঈশ্বরী ।  
কাবণ মার্কণ্ডেয় পুৰাণে আছে যে—“তিনিই সৰ্বেশ্ববেব ঈশ্বরী ( নিয়ন্ত্রী )” ।  
‘নন্দগোপসুতং’ এই পদেব অর্থ—নন্দনন্দন নামে প্রসিদ্ধ সেই দেবতারূপ  
পৰমেশ্ববাং শ্রীকৃষ্ণকে । “মে” অৰ্থাৎ আমাব । “পতি” অৰ্থাৎ পাণিগ্রহীতা ( স্বামী ) কব ।  
তোমার অল্পগ্রহ ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, অতএব ‘তে’ অৰ্থাৎ তোমাকে  
“নমঃ” অৰ্থাৎ কাব্যিক, বাচিক ও মানসিক নমস্কাৰ ॥ ১২ ॥

শান্তানন্দ-তত্ত্বজিগীয়াং পঞ্চদশ উন্মাসেব অল্পবাদ সমাপ্ত

# ষোড়শোল্লাসঃ

জপাদিফলাভাবহেতুনির্ণয়ঃ

মহিষমর্দিনীতন্ত্রে—শ্রীদেব্যাচ—

কেন বা জপ্যতে বিদ্যা কেন বা ন প্রজপ্যতে ।

ফলাভাবশ্চ নিয়তঃ কথং নাথ প্রজায়তে ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—

তবৈব বিদিতং সর্বং জগদেতচ্চবাচবম্ ।

তথাপি শৃণু চার্বকি ! বহুশ্চ পবমেশ্ববি ! ॥

সংসর্গদোষঃ

কলিকালে মহেশানি । পাষণ্ডা বহবো জনাঃ ।

সঙ্গদোষান্ মহেশানি ! তৎক্ষণাদ্ধানিতাং ব্রজেৎ ॥

তস্মাৎ প্রযত্নতো দেবি ! সংসর্গং বর্জয়েৎ সূধীঃ ।

বরং চাণ্ডালসংস্পর্শং কুর্য্যাৎ তু সাধকোত্তমঃ ॥

তথ্যপ্যসিদ্ধি-জনকং সর্বদা তং পবিত্যজেৎ ।

দুষিতাঃ কলিকালেষু ভাবতে বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥

অতএব মহেশানি ! সর্বৈ সংসর্গদুষিতাঃ ।

ঘটকং ব্রাহ্মণং দেবি । সংস্পর্শে যত্নতন্ত্যজেৎ ॥

ভাবতে বহবো দোষাঃ কলিকালে সুবার্চ্চিতো ! ।

---

মহিষমর্দিনী তন্ত্রে শ্রীদেবী বলিলেন—‘হে নাথ ! কেহ বিদ্যা জপ কবে, আবে কেহ বা বিদ্যা জপ কবে না । আবে কেনই বা সর্বদা ফলাভাব অর্থাৎ সিদ্ধিৰ হানি হয় ? ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে চার্বকি । হে মহেশ্ববি ! চবাচব জগৎ—সকলেই তোমাব বিদিত । তথাপি বহুশ্চ শ্রবণ কব । হে মহেশানি ! হে দেবি । কলিকালে বহু পাষণ্ড ব্যক্তি সঙ্গদোষে সেইক্ষণেই হানিতা অর্থাৎ অধঃপতন প্রাপ্ত হয় । অতএব সূধী সাধক বত্সপূর্বক সংসর্গ বর্জন কবিবে । সাধকশ্রেষ্ঠ বরং সাধু চণ্ডালেব সংসর্গ কবিবে, তথাপি অসিদ্ধির জনক অর্থাৎ সিদ্ধিহানিকব সেই পাপীষ সংসর্গ সর্বদা ত্যাগ কবিবে । হে মহেশানি ! কলিকালে ভাবতবর্ষে বহুবিধ প্রজা নানা দোষে দুষিত (কলুষিত) হইয়াছে । অতএব সকলেই সংসর্গদোষে দুষিত । হে দেবি । সংসর্গে ঘটক ব্রাহ্মণকে অর্থাৎ ঘটক ব্রাহ্মণেব সংসর্গ বত্সপূর্বক ত্যাগ কবিবে । হে সুবার্চ্চিতো !



ব্রাহ্মণাঃ কলিকালে তু শূদ্রগেহে ববাজনে ! ॥  
 পুবাণবাচনাসক্তা দম্ভমাৎসর্যাতংপবাঃ ।  
 পাপিষ্ঠা ব্রাহ্মণাস্তে তু চাণ্ডালসদৃশাঃ প্রিয়ে ! ॥  
 ন তূচ্চবেৎ পুবাণানি কলৌ শূদ্রগৃহে দ্বিজঃ ।  
 শূদ্রগেহে মহেশানি ! পুবাণং প্রপঠেদ্ যদি ॥  
 এতস্তু সঙ্গমাত্রেণ সর্বাবস্থা ভবন্তি হি ।  
 সংসর্গাৎ সিদ্ধি-হানিঃ স্যাৎ ন সিধ্যন্তি কদাচন ॥  
 কলৌ চ ভাবতে দেবি ! নিন্দকা বহবো জনাঃ ।  
 শিবনিন্দাপবাঃ কেচিদ্ বিষুনিন্দাপবাঃ পবে ॥  
 সর্বেষাং দৈবতানাঞ্চ দেবীনাঞ্চ তথৈব চ ।  
 সততং কুব্বতে নিন্দাং নাত্র কুর্যুর্বিচাৰণাম্ ॥  
 পবস্ত্রীসঙ্গমার্চিব পুত্রমুৎপাদয়ন্তি চ ।  
 আত্মানং বৈষ্ণবং মন্তা অধমা ভাবতে কলৌ ॥  
 কর্ণে কণ্ঠে তথা হস্তে হৃদয়ে নগনন্দিনি ! ।  
 বিধৃত্য তুলসীমালাং তিলকং হবিমন্দিবম্ ॥  
 গৃহীযু হবিণামানি স্তম্ববাণি গৃহে গৃহে ।  
 অনন্ত সঞ্চয়ং কুর্যুঃ পাষণ্ডা মানবাধমাঃ ॥

কলিকালে ভাবতবর্ষে বহু দোষ । হে ববাজনে । ব্রাহ্মণ কলিকালে দম্ভ ও মাৎসর্য-  
 পবাষণ হইয়া শূদ্র গৃহে পুবাণ পাঠে আসক্ত হইবে । হে প্রিয়ে ! সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ  
 চণ্ডালসদৃশ । [ কাবণ ] কলিকালে কিন্তু ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের গৃহে পুবাণ, উচ্চারণ  
 করিবে না । হে মহেশানি ! শূদ্রের গৃহে ব্রাহ্মণ যদি পুবাণ পাঠ করবে, তবে নিশ্চয়ই  
 তাহাব সঙ্গমাত্রেই সকলে সর্বাবস্থা অর্থাৎ হীনাবস্থা হইয়া যাব । সংসর্গের দ্বাৰা  
 সিদ্ধি হানি হব—কখনই সিদ্ধিলাভ হব না । হে দেবি ! কলিকালে ভাবতবর্ষে বহু ব্যক্তি  
 নিন্দাপবাষণ । কেহ কেহ শিবনিন্দাষ তৎপব । আব কেহ কেহ বা বিষু নিন্দায়  
 তৎপর । আব কেহ কেহ বা সমস্ত দেবতা এবং সমস্ত দেবীষই সর্বদা নিন্দা কবে—এ  
 বিষয়ে কোন বিচাবই কবে না । পবস্ত্রী সহবাসের দ্বাৰা পুত্র উৎপাদন কবে । হে নগ-  
 নন্দিনি ! কলিকালে ভাবতবর্ষে অধম ব্যক্তিগণ আপনাকে বৈষ্ণব মনে কবিয়া  
 কর্ণে, কণ্ঠে, হস্তে ও হৃদয়ে তুলসীমালা, তিলক ও হবিমন্দিব ধারণ করিয়া গৃহে গৃহে  
 স্তম্ব ( মধুব ) হবিণাম গ্রহণ অর্থাৎ গান কবে । পাষণ্ডা মানবাধমগণ হবিণাম কবিয়া

তেহাং পাপং মহেশানি ! বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ।  
 স্বধৰ্ম্মনিবতো ভূত্বা হরেন্নাম বদেদ্ যদি ॥  
 তদা পাপান্ত্রশেষাণি নাশয়ত্যেব নিশ্চিতম্ ।  
 বিহায সঙ্ক্যাং গায়ত্রীং হবিনাম শ্রবেদ্ যদি ॥  
 যান্ত্রক্ষবাণি নান্ন্যেব বসন্তি চ শুচিস্মিতে । ।  
 তাবৎসংখ্যাগ্ননেকানি পাপানি চ পদে পদে ॥  
 অন্নং জলং তথা পুষ্পং যদন্তং বিষ্ণবে প্রিয়ে । ।  
 অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্মৈ জলং মূত্রসমং স্মৃতম্ ॥ ২ ॥  
 গেহে গেহে মহেশানি । বৈষ্ণবী বৈষ্ণবা জনাঃ ।  
 সঙ্কবা বৈষ্ণবা যত্র স দেশঃ পতিতঃ সদা ॥  
 গীতমন্ত্রা বাগ্মমন্ত্রা ব্রাহ্মণা নৃত্যতৎপবাঃ ।  
 গীতেষু জায়তে ভাবো ব্রাহ্মণানাং গৃহে গৃহে ॥  
 সদ্ভাবো নহি চার্ব্বজি ! নবকস্ম পদং ধ্রুবম্ ।  
 ভাবতে ব্রাহ্মণাঃ সর্বৈ পৃথিব্যাং পাদত্যাডনম্ ॥  
 যে কবিগ্ৰাস্তি চার্ব্বজি ! বিষ্ণোবগ্রে দ্বিজাধমাঃ ।  
 পাদত্যাডন-সংখ্যাভ্যন্তঃপূর্বপূকযান্ বহুন্ ॥

অন্নব সঙ্কয অর্থাৎ ভিক্ষাদি কবে । হে মহেশানি ! তাহাদের পাপ আমি বর্ণনাও  
 কবিতে পাবি না । স্বধৰ্ম্মপবাবণ হইয়া যদি কেহ হবিনাম উচ্চাবণ কবে, তবে  
 সেই সময়ে সে নিশ্চয়ই তাহাব বহুবিধ পাপ নাশ কবে । সঙ্ক্যা ও গায়ত্রী পবিত্যাগ  
 কবিয়া যদি কেহ হবিনাম শ্রবণ কবে, হে শুচিস্মিতে । সেই নামে যতগুলি অক্ষব  
 থাকে, পদে পদে ( জন্মে জন্মে ) তাহাব তত সংখ্যক বহু পাপ হয় । হে প্রিয়ে ।  
 অন্ন, জল ও পুষ্প—যাহা বিষ্ণুকে অর্পিত হয়, তাহাব [ দত্ত ] অন্ন বিষ্ঠাতুল্য, জল  
 মূত্রাতুল্য উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

হে মহেশানি । গৃহে গৃহে বৈষ্ণবী ও বৈষ্ণব লোক বিস্তমান । যে দেশে  
 সঙ্কর বৈষ্ণব বাস কবে, সেই দেশ সর্বদা পতিত । ব্রাহ্মণগণ গীতমন্ত্র,  
 বাগ্মমন্ত্র ও নৃত্য পবাবণ । গৃহে গৃহে গীতেই ব্রাহ্মণগণের ভাব ( আসক্তি ) উৎপন্ন  
 হইতেছে । হে চার্ব্বজি ! কাহাব সদ্ভাব ( সংসঙ্গ ) নাই—[ এজন্য ] নরকেব পদ  
 ( স্থান ) নিশ্চিত আছে । হে চার্ব্বজি ! ভারতবর্ষে সকল ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে পাদ  
 ত্যাডন ( পদাঘাত ) করে । হে চার্ব্বজি ! যে যে দ্বিজাধমগণ বিষ্ণুর অগ্রে

স্বর্গাচ্চ নবকং দেবি ! পাতয়ন্তি ন চান্তথা ।  
 পূজাকালে তু চার্বঙ্গি ! ধ্যানানন্দো ভবেদ্ যদি ॥  
 তদৈব গীতং নৃত্যং চ যে কুর্বন্তি দ্বিজাতয়ঃ ।  
 বিষ্ণু-ভূগা-শিবাগ্রে তু তদা পাপং বিনশ্চতি ॥  
 গীতভাবময়ো ভূত্বা যদি নৃত্যং কবোতি হি ।  
 কোটিবংশান্ সমাদায় স দ্বিজো নরকং ব্রজেৎ ॥  
 কলিকালে ভাবতে যা ব্রাহ্মণ্যো গীততৎপবাঃ ।  
 তথা বাস্তবতা ভূত্বা নৃত্যন্তি চাধমা দ্বিজাঃ ॥  
 তাসাং সংসর্গমাত্রেন সর্বং চ হানিতামিমাং ।  
 তস্মাৎ তু যত্নতো দেবি ! সংসর্গং তৈর্ন কাবয়েৎ ॥  
 কলৌ তু ভাবতে বর্ষে সংসর্গান্ হি সিধ্যতি ।  
 যদি সিধ্যতি চার্বঙ্গি ! তদা বহুদিনে গতে ॥  
 ভাবতং কলিকালে চ সর্বদোষময়ং যতঃ ॥ ৩ ॥  
 তত্রৈকং চঞ্চলাপাঙ্গি ! বর্ততে মোক্ষসাধনম্ ।  
 মহামায়ে ! মহাবিছামেক্ষা যদি চোচ্চবেৎ ।  
 সর্বপাপ-বিনিমুক্তৌ মহামোক্ষং স গচ্ছতি ॥

[পৃথিবীতে] পদাঘাত কবে, হে দেবি । সে পদাঘাতের সমসংখ্যক তাহাব বহু পূর্ব-  
 পুণ্যগণকে স্বর্গ হইতে নবকে পাতিত করে—ইহা অন্তথা নহে । হে চার্বঙ্গি !  
 পূজাকালে কেহ যদি ধ্যানে আনন্দময় হয়, সেই সময়ে বিষ্ণু, ভূগা ও শিবের অগ্রে  
 যে যে দ্বিজাতিগণ গীত ও নৃত্য কবে, তবে তখনই [তাহাদের] পাপ বিনষ্ট হয় । গীত  
 ভাবনায় হইয়া [দেবীধ্যানে যথ্য না হইয়া] কোন দ্বিজ যদি নৃত্য কবে, তবে সেই  
 দ্বিজ কোটি বংশের পুণ্যগণকে লইয়া নবকে গমন কবে । কলিকালে ভারতবর্ষে  
 যে যে ব্রাহ্মণীগণ গীতপরায়ণা, সেইরূপ যে যে অধম দ্বিজগণ বাস্তবতাই নৃত্য কবে,  
 তাহাদের সংসর্গাজেই সমস্তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । অতএব হে দেবি ! যত্নপূর্বক  
 তাহাদের সহিত সংসর্গ কবিবে না । হে চার্বঙ্গি । কলিকালে ভারতবর্ষে সংসর্গে  
 ঘাবা সিদ্ধিলাভ হয় না । যদি হয়, তবে বহুদিন গত হইলে হয় । কাবণ ভারতবর্ষ  
 কলিকালে সমস্ত দোষের আকর স্বরূপ ॥ ৩ ॥

হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! সেই ভাবতবর্ষে একটা মোক্ষের সাধন আছে । হে মহামায়ে !  
 যদি কেহ একবার মহাবিছাকে উচ্চারণ কবে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া

বর্গসঙ্কব-জাতীনাং বৈষ্ণবানাং সহ প্রিযে ।।

শাক্তঃ শৈবো বৈষ্ণবশ্চ সংসর্গঃ যত্নতস্ত্যজ্যেৎ ॥ ৪ ॥

অথ প্রায়শ্চিত্তম্

পাপমাত্র-নাশকং কৰ্ম্ম প্রায়শ্চিত্তম্ । যথাহ তন্ত্রে—

দেহস্থ-সর্বপাপস্ত নাশনং যদি চেষ্টতি ।

কামং মাযাং তথা দেবি ! মন্থথং পবমেশ্ববি । ॥

বিজ্ঞামেতাং জপেদ্ দেবি । তৎপাপস্তাপনুত্তবে ।

অষ্টোত্তবশতং জপ্ত্বা তস্মাৎ পাপাদ্ বিমূচ্যতে ॥

যামলে চ—জাযু নদস্ত মালিষ্ঠং পবিশুদ্ধং যথাহগ্নিনা ।

অনাচাবস্ত কলুষং প্রায়শ্চিত্তাগ্নিনা তথা ॥

প্রায়শ্চিত্তং তু পাপানাং মূলমষ্টসহস্রকম্ ।

গায়ত্রীং বা জপেদ্ দেবি ! সর্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥

অষ্টসহস্রকমিতি অষ্টোত্তবসহস্রকমিত্যর্থঃ । গায়ত্রীং বৈদিকগায়ত্রীম্ ।

শূদ্রস্ত তত্রাহনধিকাবাদ্ মূলমষ্টোত্তবসহস্রং তান্ত্রিকগায়ত্রীং বা জপেৎ ।

স্ত্রীণাস্তু শূদ্রতুল্যত্বাৎ তথৈবাচাবঃ ॥ ৫ ॥

মহামোক্ষ লাভ করে। হে প্রিযে! শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব বর্গসঙ্কব জাতীয় বৈষ্ণবগণেব সহিত যত্নপূর্বক সংসর্গ ত্যাগ কবিবে ॥ ৪ ॥

প্রায়শ্চিত্ত :—পাপমাত্রেব নাশক কৰ্ম্মকে প্রায়শ্চিত্ত বলে । তন্ত্রে যেমন বলিতেছেন—“হে দেবি । হে পবমেশ্ববি । দেহস্থিত সমস্ত পাপের যদি নাশ ইচ্ছা কব, তবে সেই পাপেব নিবৃত্তিৰ জপ্ত কাম ( ক্লী ), মাযা ( হ্রী ) ও মন্থথ ( ক্লী )—এই বিজ্ঞাকে জপ কবিবে । অষ্টোত্তব শত ( ১০৮ ) বাব এই বিজ্ঞা জপ কবিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে ।” যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“অগ্নিব দ্বারা যেমন স্বর্ণেব মালিষ্ঠ পবিশুদ্ধ হব, অনাচাবেব কলুষও সেইরূপ প্রায়শ্চিত্তরূপ অগ্নিদ্বারা পরিশুদ্ধ হয় । হে দেবি ! অষ্টোত্তব শত মূলমন্ত্র অথবা অষ্টোত্তব সহস্রবাব সর্বপাপনাশিনী গায়ত্রী জপ কবিবে । ইহাতে পাপেব প্রায়শ্চিত্ত হইবে ।” “অষ্টসহস্রক” এই পদের অর্থ—অষ্টোত্তব সহস্র । গায়ত্রী শব্দেব অর্থ—বৈদিক গায়ত্রী । শূদ্রেব বৈদিক গায়ত্রী জপে অধিকার না থাকায় শূদ্রগণ অষ্টোত্তব শত মূল মন্ত্র বা তান্ত্রিক গায়ত্রী জপ কবিবে । শূদ্রতুল্য বলিয়া স্ত্রীগণেবও সেইরূপই অর্থাৎ শূদ্রেব জ্ঞান আচরণ কর্তব্য ॥ ৫ ॥

## অথ ধৃতকবচনাশ-প্রায়শ্চিত্তম্

যামলে—বিধৃতং কবচং দেবি ! যদি নশ্ণতি কহিচিং ।  
 তদুপায়ং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ কমলাননে ! ॥  
 উপবিশ্ব তথাচম্য ভূতশুদ্ধিমথাচবেৎ ।  
 ঘটক্রাণি বিচিন্ত্যাহং গুরুং শিবসি চিন্তয়েৎ ॥  
 অনুলোম-বিলোমাভ্যাং মাতৃকাবীজসংপুটম্ ।  
 কবচং তৎ পঠেৎ দেবি ! হর্ক্যবৃত্তমনুক্রমাৎ ॥  
 ততো জপেৎ মহাবিছাং সহস্রং বা শতং ক্রমাৎ ।  
 বলিখ্য কবচং দেবি । বস্ত্রহৃত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥  
 স্বর্ণেনাহপি পুনর্দেবি ! বেষ্টয়েৎ তৎ সূত্বলভম্ ।  
 বেষ্টয়িত্বা মহাদেবি । স্বর্ণৈঃ পবম-ত্বলভম্ ।  
 ধাবয়েৎ তৎ প্রতিষ্ঠাপ্য নূতনং কবচং ততঃ ॥ ৬ ॥

## নষ্টকবচ-প্রতিষ্ঠাক্রমঃ

প্রতিষ্ঠাক্রমমাহ—পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়িত্বা শুভেহহনি ।  
 প্রাণপ্রতিষ্ঠামস্ত্রেণ প্রাণাংস্তত্র নিবেশয়েৎ ॥  
 সংপূজ্য দেবতাকপং কবচং সর্বকামদম্ ।

ধৃতকবচনাশ প্রায়শ্চিত্তঃ—যামল ভস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে দেবি ! হে কমলাননে !  
 যদি কোন সময়ে ধৃত কবচ নষ্ট হয়, তবে তাহাব [ উদ্ধাবের ] উপায় বলিতেছি,  
 শ্রবণ কব । [ আসনে ] উপবেশন কবিয়া আচমন কবিয়া অনন্তর ভূতশুদ্ধি কবিবে ।  
 ঘটক্রে চিন্তা কবিয়া পবে মস্তকে গুরুকে স্মরণ কবিবে । হে দেবি ! অনুলোম ও  
 বিলোমে মাতৃকাবীজ পুটত সেই কবচকে যথাক্রমে দ্বাদশ বাব পাঠ কবিবে । তাহাব  
 পর যথাক্রমে সহস্রাব বা শতবার মহাবিছা জপ কবিবে । হে দেবি । কবচ  
 লিখিয়া বস্ত্রহৃত্রে বা বেটন করিবে । হে দেবি ! পুনর্বার সেই সূত্বলভ কবচকে  
 স্বর্ণের দ্বাৰাও বেটন কবিবে । হে মহাদেবি ! পবম সূত্বলভ নূতন কবচ স্বর্ণদ্বাৰা  
 বেটন কবিয়া তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার পরে ধাবণ কবিবে ॥ ৬ ॥

প্রতিষ্ঠা ক্রম বলিতেছেন—শুভদিনে পঞ্চগব্য ও পঞ্চমৃত দ্বারা স্নান কবাইয়া  
 প্রাণপ্রতিষ্ঠা মস্ত্রে দ্বাৰা সেই যন্ত্রে প্রাণ নিবেশ ( প্রতিষ্ঠা ) কবিবে । সমস্ত কাম্যফলের  
 দাতা দেবতাকপ সেই কবচকে পূজা কবিয়া পরে যথাক্রমে সহস্র বা শতবার মহাবিছা

ততো জপেন্মহাবিজ্ঞাং সহস্রং বা শতং ক্রমাৎ ॥

ধাবয়েৎ তন্মহাদেবি ! যথাস্থানেষু সাধকঃ ॥ ৭ ॥

ইতি কবচনাশ-প্রারম্ভিকম্

অথ যন্ত্রনাশ-প্রারম্ভিকম্

নববস্ত্রেখরে—যদি প্রতিষ্ঠিতং যন্ত্রং দৈবাদ্ দেবি ! বিনশ্চতি ।

উপোষণমহোবাত্রমাদবেণ সমাচবেৎ ॥

যেন স্বর্গাদিনা যন্ত্রং জ্যেষ্ঠ্য পবিনিম্মিতম্ ।

বিলিখ্য যন্ত্রং তৎপত্রে দেবতাং পবিপূজয়েৎ ॥

উপচারৈঃ ষোড়শভিঃ শক্তিতঃ স্মসমাহিতঃ ।

অযুতং প্রজপেন্মন্ত্রং পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥

মন্ত্রী বিলোড্য তৎ তোযং গীত্বা ভক্ষণমাচবেৎ ।

তাবৎ কালং ব্রহ্মচর্য্যং যাবদ্ যন্ত্রং ন কাবয়েৎ ॥

পুনর্যন্ত্রং নবং বস্ম্যমাহবেচ্ছু ক্রয়াহম্বিতঃ ।

আহৃত্য চ নবং যন্ত্রং প্রতিষ্ঠাং তস্মৈ কাবয়েৎ ॥

ততঃ প্রতিষ্ঠিতে তস্মিন্ পূর্ববৎ পূজনং চরেৎ ॥ ৮ ॥

অথ পূজাকালে যন্ত্রাদিপাণ্ডন-প্রারম্ভিকম্

যন্ত্রং যদি পতেদ্ দেবি । পূজাকালে কদাচন ।

লিঙ্গং বাপি শিবো বাপি তৎফলং শৃণু পার্বতি ! ॥

জপ কবিবে । হে মহাদেবি ! পরে সাধক যথাস্থানে সেই কবচকে ধারণ কবিবে ॥ ৭ ॥

যন্ত্রনাশ প্রারম্ভিকম্—নববস্ত্রেখরে উক্ত হইয়াছে—“হে দেবি । যদি প্রতিষ্ঠিত যন্ত্র দৈবাত্ বিনষ্ট হয় । তবে শ্রদ্ধাব সহিত অহোরাত্র উপবাস করিবে । যে স্বর্গাদি জ্যেষ্ঠ্য দ্বারা যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই স্বর্গাদি পত্রে (পাতে) যন্ত্র লিখিয়া সম্যগুপে সমাহিত হইয়া সামর্থ্য অনুসারে ষোড়শ উপচারেব দ্বারা দেবতাকে পূজা করিবে । যথাবিধি পূজা কবিয়া অযুত মন্ত্র জপ করিবে । সাধক সেই [নির্ম্মালা] জল আলোড়িত কবিয়া পান করিয়া পরে ভোজন কবিবে । যতকাল যন্ত্র নির্ম্মাণ না হয়, ততকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্তব্য । শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পুনরায় নূতন মনোহর যন্ত্র আহবণ ( সংগ্রহ ) কবিবে এবং নূতন যন্ত্র আহবণ কবিয়া তাহাব প্রতিষ্ঠা কবিবে । তাহাব পব প্রতিষ্ঠিত সেই যন্ত্রে পূর্ববৎ পূজা কবিবে ॥ ৮ ॥

হে দেবি ! হে পার্বতি । যদি কখনও পূজাকালে যন্ত্র পতিত হয় অথবা শিবলিঙ্গ

আয়ুর্হানি-ধনগানি-বন্ধুনাশস্তথৈব চ ।  
 ভবতীতি বিনিশ্চিত্য প্রায়শ্চিত্ত মথ্যচবেৎ ॥  
 ত্রিবাত্রমেকবাত্রং বা উপবাসং সমাচবেৎ ।  
 মূলবিভ্রাং জপেদ্ দেবি ! সহস্রং সাষ্টকং তথা ॥  
 জবাপুষ্পৈশ্চ জুহুয়াচ্ছতমষ্টোত্তরং তথা ।  
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ ভক্ত্যা যজেদ্ যন্তং সমাহিতঃ ॥  
 যন্তমিতি শিবাদেবপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ৯ ॥

### মালাপতন-প্রায়শ্চিত্তম্

মালা যদি পতেদ্ধস্তাং তথৈব চ বিনশ্চতি ।  
 সহস্রং তত্র সংজপ্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ ॥  
 ভোজনং ব্রাহ্মণানাং তু সর্বানিষ্টশ্চ নাশনম্ ।  
 গায়ত্রীং বা জপেদ্ দেবি ! শতং সাষ্টং সমাহিতঃ ॥  
 গায়ত্রীং জপেদিতি । তত্তদেবতায়্য গায়ত্রীং জপেদিত্যর্থঃ ।  
 ততঃ সম্পূজ্য তাং মালাং গৃহীয়াৎ পুনরেব হি ।  
 এবং কৃতে ববাবোহে ! ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে ॥ ১০ ॥

বা শিব পতিত হন, তবে তাহাব ফল শ্রবণ কব । [ ইহাতে ] আয়ুহানি, ধনক্ষয় ও বন্ধুনাশ হব—ঈহা নিশ্চয় জানিয়া অনন্তর অর্থাৎ যজ্ঞাদি পতিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত কবিবে । ত্রিবাত্র অথবা [ অসমর্থ পক্ষে ] একবাত্র উপবাস কবিবে । হে দেবি ! অষ্টোত্তর সহস্র মূলবিভ্রা জপ কবিবে এবং অষ্টোত্তর শত জবাপুষ্পের দ্বারা হোম কবিবে । ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন কবাইবে এবং সমাহিত হইয়া যন্তকে পূজা কবিবে । ‘যন্তঃ’—এই পদটী শিবাদি দেবতাব উপলক্ষণ অর্থাৎ যন্তপদটী এখানে যন্ত, শিব ও শিবলিঙ্গ তাৎপর্যে প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

মালা যদি হস্ত হইতে পতিত হয়, অথবা বিনষ্ট হয়, তবে সেই পতিত মালায় সহস্র ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবা পরে ব্রাহ্মণ ভোজন কবাইবে । ব্রাহ্মণগণের ভোজন সমস্ত অনিষ্টের নাশক । হে দেবি ! অথবা সমাহিত হইয়া অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ কবিবে । ‘গায়ত্রীং জপেৎ’ ইহাব অর্থ—সেই সেই দেবতাব ( ইষ্টদেবের ) গায়ত্রী জপ কবিবে । তাহার পর সেই মালাকে পূজা করিয়া পুনরায় গ্রহণ কবিবে । হে ববাবোহে ! এইকপ কবিলে আব বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত হইবে না ॥ ১০ ॥

অথ মালাবিনাশ-প্রায়শ্চিত্তম্

মালা যদি বিনষ্টা স্তাৎ পূর্ববৎ সকলং চবেৎ ।  
 ততশ্চাপ্যপবাং মালাং তজ্জাতীয়াং ববাননে ॥  
 সমাহৃত্য প্রতিষ্ঠাপ্য গৃহীয়াৎ পুনবেব হি ।  
 বামলে—মহাপাতক-মুক্তোহপি গায়ত্রীং প্রজপেদ্ যদি ।  
 সত্যং সত্যং মহাদেবি । মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥  
 অশুচিন্ স্পৃশেন্মালাং কবচষ্টাং ন কাবষেৎ ।  
 শব্দে জাতে ভবেদ্ বোগঃ কবচষ্টা বিনাশকৃৎ ॥  
 ছিন্নে সূত্রে ভবেন্মৃত্যুস্তস্মাদ্ যত্নপবো ভবেৎ ॥ ১১ ॥  
 তন্ত্রান্তরে—হস্তাৎ পততি চেন্মালা ন জপব্য তু সা বুধৈঃ ।  
 প্রায়শ্চিত্তং বিধাতব্যং জপ্ত্বা মন্ত্রং সহস্রকম্ ॥  
 সহস্রকমিতি । অষ্টাধিকসহস্রমিতার্থঃ \* ।  
 জীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রে প্রার্থয়িত্বা শতং জপেৎ ।  
 শতমিতি । মূলমন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপেদিতার্থঃ ।  
 ছিন্না ভবতি চেন্মালা পূজাং কুর্যাৎ ততোহধিকাম্ ।

মালা যদি বিনষ্ট হয়, তবে পূর্ববৎ সমস্ত অল্পষ্ঠান করিবে । হে ববাননে ! তাহাব পব তজ্জাতীয় অপব একটা মালা সংগ্রহ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবা পুনরায় গ্রহণ করিবে । বামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“মহাপাপী ব্যক্তিও যদি গায়ত্রী জপ করে, হে মহাদেবি । সত্য সভাই সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হয় । অশুচি ব্যক্তি মালাকে স্পর্শ করিবে না । শাধক মালাকে কবচষ্ট করিবে না । শব্দ হইলে বোগ হয় । কবচষ্ট মালা বিনাশকারী হইবা থাকে । সূত্র ছিন্ন হইলে মৃত্যু হয় । অতএব [ এই সমস্ত বাহাতে না হয়, তাহাতে ] যত্নপধারণ হইবে” ॥ ১১ ॥

ভজান্তবে উক্ত হইয়াছে—“হস্ত হইতে মালা যদি পতিত হয়, তবে বিধান ব্যক্তি সেই মালা জপ করিবে না । সহস্র মন্ত্র জপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে । “সহস্রকং” এই পদেব অর্থ—অষ্টাধিক সহস্র । সূত্র জীর্ণ হইলে পুনর্বাচ [ নূতন ] সূত্রে [ মালা ] গীথিয়া শত মন্ত্র জপ করিবে । ‘শত’ এই পদেব অর্থ—অষ্টোত্তর শত মূলমন্ত্র জপ করিবে । মালা যদি ছিন্ন হয়, তবে তাহা হইতেও অধিক অর্থাৎ মহতী পূজা করিবে ।

\* ক পুস্তকেহ—‘শতং সহস্রকোভবমপি শাস্তার্থঃ । সমর্ধাসমর্ধভেদেন ব্যবহে’তি পাঠঃ ।



পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাং মালাং প্রতিষ্ঠাং পূর্ববচ্চবেৎ ॥

ততস্ত্ব প্রজপেদ্যানাং ন তত্র দোষভাগ্ ভবেৎ ॥ ১২ ॥

অথ গুরুক্রোধোপশমনপ্রায়শ্চিত্তম্

শিবৈ কষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুবৌ কষ্টে ন কশ্চন ।

উপবাসং গুরুক্রোধে কৃৎস্না তং তু প্রসাদয়েৎ ॥

যাবৎ প্রসাদং নায়াতি তাবদ্ বৈ ভোজনং ত্যজেৎ ।

গুবৌ প্রসন্নৈ ভুঞ্জীত এবং দোষো ন জায়তে ॥ ১৩ ॥

অথাহনিবেদিত-ভোজন-প্রায়শ্চিত্তম্

মৎস্তস্মৃক্তে—অনিবেদিত ন ভুঞ্জীত ভক্ষ্য-ভোজ্যাদিকঞ্চ যৎ ।

অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্ বিশেষরনিবেদিতম্ ॥

বিষ্ণুপদং স্বস্বসাধ্য-দেবতাপবম্ । অন্ত্রত্ৰাপি—

অদন্তং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্ ।

পত্রং পুষ্পং ফলং মূল মনুপানৌষধং প্রিয়ে ॥

অনিবেদিত ন ভুঞ্জীত ভুঞ্জীতৈব নিবেদিতম্ ।

কালিকাপুবাণে—মহাধীবো মুনির্বাপি ব্রাহ্মণশ্চেতবোহপি বা ।

পুনর্বাষ সেই মালা প্রতিষ্ঠিত কবিষা পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠা কবিবে । তাহাব পব সেই মালা জপ কবিবে, তাহাতে দোষভাগী হইবে না ॥১২॥

শিব কষ্ট হইলে গুরু ত্রাণকর্তা কিন্তু গুরু কষ্ট হইলে কেহ ত্রাণ কবিতে পাবে না । গুরুব ক্রোধ হইলে উপবাস কবিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কবিবে । যাবৎকাল পর্যন্ত গুরুর প্রসন্নতা না আসে, তাবৎ কাল পর্যন্ত ভোজন ত্যাগ কবিবে । গুরু প্রসন্ন হইলে ভোজন কবিবে, এইরূপ কবিলে দোষ হয় না ॥ ১৩ ॥

মৎস্ত স্মৃক্তে উক্ত হইয়াছে—“অনিবেদিত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি কোন কিছু ভোজন কবিবে না । যে অন্ন বা জল বিষ্ণুব অনিবেদিত, সেই অন্ন বিষ্ঠাব তুল্য এবং জল মূত্রের তুল্য ।” এখানে বিষ্ণুপদটি নিজ নিজ উপাস্ত দেবতা তাৎপর্যে প্রযুক্ত হইয়াছে । অন্ত্রও উক্ত হইয়াছে—“অদন্ত অর্থাৎ দেবতাকে অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ কবিবে না । উহা অভক্ষ্যেব তুল্য কথিত হইয়াছে । হে প্রিয়ে ! পত্র, পুষ্প, ফল, জল, মূল, অন্ন, পানীয় ও ঔষধ দেবতাকে নিবেদন না কবিয়া ভোজন কবিবে না, নিবেদন কবিবাই ভোজন করিবে ।” কালিকা পুবাণে উক্ত হইয়াছে—“মহাধীব ব্যক্তি,

যদ্ যদ্ ভক্ষ্যং সমর্থস্ত প্রকৃষ্টং স্নাদ্ যথা তথা ॥  
 প্রদত্তাদিষ্টদেবেভ্যো গৃহীয়াচ্চ তথা স্বয়ম্ ।  
 যামলে—যদ্ যথা ভক্ষ্যতে ভক্ষ্যং তৎ তথৈব প্রদাপয়েৎ ।  
 অন্তথা তৎপ্রদানেন ন তৎফলমবাগ্নুয়াৎ ॥  
 যদ্ যদ্ দ্রব্যং যেন প্রকাৰেণ ভোক্তব্যং তদ্ দ্রব্যমন্তথা প্রকাৰেণ  
 ন দাতব্যম্ । অনিবেত্ত হবেভূজ্ঞন্ সপ্তজন্মানি নাবকী ।  
 হবেবিত্যুপলক্ষণম্ । তথাচোক্তং কালিকাপুবাণে—  
 ফলং পুষ্পং চ তাস্মূলমন্নপানাদিকঞ্চ যৎ ।  
 অদম্বা তন্মহাদেবৈ ন ভোক্তব্যং কদাচন ॥  
 অনিবেত্ত ন ভুঞ্জীত প্রায়শ্চিত্তীভবেন্নবঃ ।  
 দেব্যাশ্চাষ্টশতং মন্ত্রং জপ্ত্বা পূতো ভবেন্নবঃ ॥  
 দেব্যা ইত্যুপলক্ষণং স্বশ্বোপাসিতদেবতানাম্ । তথাচোক্তং যামলে—  
 অনিবেত্ত মহেশানি ! ভুঞ্জানঃ পাতকী ভবেৎ ।  
 ইষ্টমন্ত্রং শতং জপ্ত্বা তস্মাৎ পাপাদ্ বিমুক্ত্যতি ॥ ১৪ ॥

যুনি, ব্রাহ্মণ বা অন্ত কোন সাধক সমর্থ হইলে যে যে ভক্ষ্য দ্রব্য, যেমন যেমন উৎকৃষ্ট  
 হইবে, তাহা ইষ্টদেবতাগণকে প্রদান করিবে এবং স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিবে ।” যামল  
 তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“যে ভক্ষ্য দ্রব্য যেরূপে ভক্ষিত হব, সেই ভক্ষ্য দ্রব্য সেইরূপেই  
 দান করিবে । অন্তরূপে তাহা প্রদান করিলে তাহাব ফল পাইবে না ।” [ তাৎপর্য্য  
 এই যে— ] যে দ্রব্য যে যে প্রকাৰে ভোজন করা হয়, সেই দ্রব্য অন্ত প্রকারে দিবে  
 না । হবিকে নিবেদন না করিয়া যে ভোজন কবে, সে সাত জন্ম নাবকী হয় ।  
 ‘হবি’ এই পদটী উপলক্ষণ অর্থাৎ এখানে হবি পদটী সাধকের স্ব স্ব ইষ্টদেবতা  
 তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে । কালিকাপুবাণে তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা—  
 “ফল, পুষ্প, তাস্মূল, অন্ন ও পানীয়—যাহা কিছু, তাহা মহাদেবীকে না দিয়া কখনও  
 ভোজন করিবে না । নিবেদন না করিয়া ভোজন কবিত্তে নাই । তাহাতে মন্ত্ৰ  
 প্রায়শ্চিত্তই হয় । মানব দেবীর অষ্টোত্তব শত মন্ত্র জপ কবিয়া পবিত্র হয় । ‘দেব্যাঃ’  
 —এই পদটী স্ব স্ব উপাস্ত দেবতার উপলক্ষণ অর্থাৎ নিজ নিজ ইষ্টদেবতা তাৎপর্য্যে  
 প্রযুক্ত হইয়াছে । যামল তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা—“হে মহেশানি ! দেবতাকে  
 নিবেদন না করিয়া যে ভোজন কবে, সে পাপী হব । অষ্টোত্তব শত ইষ্টমন্ত্র জপ  
 কবিয়া সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ১৪ ॥

নচ—“যো যদ্বেদবার্চনবতঃ স তন্নৈবেদ্যভুগ্ ভবেৎ ।” ইতি বচনাদ্ দেবতাস্তব-নৈবেদ্যভক্ষণং ন কর্তব্যমিতি বাচ্যম্ । “অগ্রাহং শিবনির্ম্মালা-মি”তি বচনমজ্ঞানিনাম্, জ্ঞানিনাম্ তু প্রসাদ-ভক্ষণ মেবাবশ্যকম্ । তথাচোক্তং বামলে—

শিবদত্তং বিষ্ণুদত্তং গিবিজাদত্তমেব চ ।

প্রাপ্তিমাশ্রয়ে ভোক্তব্যমগ্নথা পাতকী ভবেৎ ।

অগ্নিপুৰাণে—শিবদত্তং বিষ্ণুদত্তং পার্শ্ববতীদত্তমেব চ ।

নৈবেদ্যমুদবে কৃষ্ণা নবঃ সামুজ্যামাপ্নুয়াৎ ॥

লিঙ্গে—লিঙ্গে ত্যক্ত্বা তু নৈবেদ্যং ভুঙ্ক্তে মোহাদ্ বিমূঢ়মীঃ ।

কুন্তীপাকে চ নবকে পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।

এতৎ তু শিবমস্তকদত্ত-নৈবেদ্যপবম্ । স্বন্দ-পুৰাণে—

বাণলিঙ্গে স্বয়ম্ভূতে ফাটিকে হৃদি সংস্থিতে ।

অতঃ শতক্রতোঃ পুণ্যং শস্তো নৈবেদ্যভক্ষণাৎ ॥

আদিত্যপুৰাণে—নির্ম্মালাং ধাবয়েদ্ যন্তু শিবসা পার্শ্ববতীপতেঃ ।

‘যে ব্যক্তি যে দেবতার অর্চনা করত, সে সেই দেবতার নৈবেদ্যভোজী হইবে’—এই বচনানুসারে ইষ্ট দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণ কর্তব্য নহে—ইহা বলিতে পার না। কাবণ ‘শিবনির্ম্মালা অগ্রাহ’—এই বচনটি অজ্ঞানিগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ বাহারা অজ্ঞানী, তাহারা ই কেবল উপাস্ত দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার নির্ম্মালা গ্রহণ করিতে না। জ্ঞানিগণের কিন্তু প্রসাদ ভক্ষণ কর্তব্য। বামলতন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—“শিবকে দত্ত ( নিবেদিত ), বিষ্ণুকে দত্ত বা গিবিজাকে ( পার্শ্ববতীকে ) দত্ত নৈবেদ্য প্রাপ্তিমাশ্রয়েই ভোজন করিবে, অগ্নি পাতকী হইবে।” অগ্নিপুৰাণে উক্ত হইয়াছে—“শিবদত্ত, বিষ্ণুদত্ত বা পার্শ্ববতী-দত্ত নৈবেদ্য উদবে ( ভোজন ) করিয়া সামুজ্য লাভ কবে।” লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে—“যে হৃদ ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত শিবলিঙ্গে দত্ত নৈবেদ্য ভোজন কবে, সে কুন্তীপাক নামক নবক ভোগ কবে—ইহাতে সন্দেহ নাই।” এই বচনটি শিবমস্তকে দত্ত নৈবেদ্য-তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ শিবমস্তকে দত্ত নৈবেদ্য ভোজনের নিষেধই উক্ত বচনের তাৎপর্য্য। স্বন্দ-পুৰাণে উক্ত হইয়াছে—বাণলিঙ্গে, স্বয়ম্ভূলিঙ্গে, ফাটিকলিঙ্গে এবং হৃদায় লিঙ্গে দত্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবে না। এতদ্বিন্ন অন্য শিবের নৈবেদ্য ভক্ষণে শতবজ্রের তুল্য পুণ্য হয়।” আদিত্যপুৰাণে উক্ত হইয়াছে—“যে ব্যক্তি

বাজসূয়স্ত্র যজ্ঞস্ত্র ফলমাপ্নোত্যল্পতমম্ ।

তথাচ লিঙ্গার্চনতন্ত্রে—ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তবান্ ব্রহ্মা যোগং চান্যে মহর্ষয়ঃ ।

বিষ্ণুত্বমপি বিষ্ণুশ্চ শিবঃ কেন ন সেব্যতে ॥

নির্ম্মাণ্যং হবতে পাপং শোকঞ্চ চবণোদকম্ ।

নৈবেদ্যং সর্বপাপানি শাস্তোহবতি নিশ্চিতম্ ॥

নিবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং ভুঞ্জীত নাত্র সংশয়ঃ ।

ন হি যে ভুঞ্জতে মূর্খা নবকং তৈঃ প্রপত্ততে ॥

নৈবেদ্যং চোপভুঞ্জীত দত্ত্বা তদ্ভক্তিশালিনে ।

অন্তথা নৈব সিদ্ধিঃ স্তাদর্চকো নবকং ব্রজেৎ ॥

ইত্যাদি-নানাতন্ত্র-পূবাণবচনৈঃ নিবেদিত-মাত্রং ভোক্তব্যং নতু  
অনিবেদিতমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৫ ॥

নৈবেদ্য-নিন্দকং দৃষ্ট্বা নৃত্যন্তি যোগিনীগণাঃ ।

বজ্রপানোচ্ছতাঃ সর্বা মাংসাস্থি-চর্বণোচ্ছতাঃ ॥

তস্মান্নিবেদিতং দেবৈষ্যে দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধা চ মানুযাঃ ।

ন নিন্দেন্ মনসা বাচা কুষ্ঠব্যাধি-পবাণ্ডমুখঃ ॥

পার্বতীপতি শিবের নির্মাণ্য মস্তকে ধারণ কবে, সে বাজসূয় যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত হয়।” লিঙ্গার্চন তন্ত্রেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—“ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতীত মহর্ষিগণ যোগ লাভ কবিয়াছেন। বিষ্ণুও বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব শিবকে কে না উপাসনা কবে? অর্থাৎ সকলেবই শিবোপাসনা কর্তব্য। শিবের নির্মাণ্য পাপ নাশ করে, চবণোদক শোক নাশ কবে। শস্ত্রব নৈবেদ্য নিশ্চিতরূপে সমস্ত পাপ নষ্ট করে। নিবেদিত নৈবেদ্য ভোজন কবিবে—এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে মূর্খেরা নিবেদিত নৈবেদ্য ভোজন কবে না, তাহারা নবক প্রাপ্ত হয়। দেবতার ভক্তিমান্ ব্যক্তিকে নৈবেদ্য দিয়া তবে ভোজন কবিবে; অন্তথা সিদ্ধ হয় না এবং পূজকও নবক গমন করে।” এইরূপ নানাতন্ত্র ও পূবাণেব বাক্যে ইহাই নিশ্চয়-রূপে জানা যায় যে, নিবেদিত দ্রব্যমাত্রই ভোক্তব্য, অনিবেদিত দ্রব্য ভোক্তব্য নহে ॥ ১৫ কাবণ কালীকুলসর্বস্ব তন্ত্রেব বচন আছে যে,—“যোগিনীগণ নৈবেদ্য-নিন্দককে দেখিয়া নৃত্য কবেন। তাঁহারা সকলে [ নৈবেদ্য নিন্দকেব ] বজ্রপানে এবং মাংস ও অস্থি-চর্বণে উত্তত হন। অতএব কুষ্ঠব্যাধি পবাণ্মুখ মানুষ দেবতাব উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্নকে দেখিয়া বা [ নিবেদনের ] কথা শুনিয়া মনেব দ্বারা বা বাক্যেব দ্বারা নিন্দা কবিবে না।”

ইতি কালীকুল-সর্বস্বচনাৎ । ( কুমাৰীতন্ত্রে \*—

দেবতানাঞ্চ নৈবেদ্যং স্ত্রীভ্যো দদ্যান্ন কুত্রচিৎ ।

তন্ত্রে—স্বশক্তিভ্যোহংশশক্তিভ্যো দত্ত্বা চ স্বয়মাহবেৎ । )

যামলে—অনেকধা পশোরন্নং ভুঞ্জতে যে চ সাধকাঃ ।

তেভ্যঃ প্রকুপ্যতে দেবী তৎসংসর্গং ন কারয়েৎ ॥ ১৬ ॥

তন্ত্রে—অনস্থিপ্রাণিসংঘাতং হৃদা চ দশকং জপেৎ ॥

হৃদা চ পক্ষিণং সর্বং ত্রিবেকাদশকং জপেৎ ।

যামলে—পৰ্বণ্যপূজ্য দেবেশীং গুণং শক্তিঞ্চ শক্তিতঃ ।

অদত্ত্বা চ বলিং তত্র মূলমষ্টশতং জপেৎ ॥

বর্ণসঙ্কব-জাতীয়ৈ বৈষ্ণবৈস্তু সহ প্রিয়ে ।।

শাক্তঃ শৈবো বৈষ্ণবশ্চ সংসর্গং যত্নতস্ত্যজেৎ ॥

তেবাং মুখং সমালোক্য সূর্য্যদর্শনমাচবেৎ ।

ইষ্টমন্ত্রং শতং জপ্ত্বা তস্মাৎ পাপাদ্ বিশুদ্ধ্যতি ॥ ইতি ॥ ১৭ ॥

বৈদিককৰ্ম্মমাত্রম্ ইষ্টদেবতাপ্রীত্যর্থং কার্য্যম্ । তন্ত্রে—

দেবতাপ্রীতিকামস্ত কৰ্ম্ম কুর্যাৎ সদাশিবে । ॥

কুমাৰীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“দেবতাগণেব নৈবেদ্য স্ত্রীগণকে কখনও দিবে না ।” তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“নিজেব শক্তি বা অস্ত্রেব শক্তিকে [ নৈবেদ্য ] দিয়া তবে নিজে গ্রহণ কবিবে।” যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“যে সাধকগণ বহুপ্রকাৰে পশুব অন্ন গ্রহণ কবে, দেবী তাহাদেব প্রতি কুপিত হন। অতএব তাহাদেব সংসর্গ কবিবে না” ॥ ১৬ ॥

তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“অস্থিগুণ প্রাণিগণকে বধ কবিয়া দশবাব [ মূলমন্ত্র ] জপ কবিবে। সমস্ত প্রকাব পক্ষিকে বধ কবিয়া ত্রিগুণিত একাদশ সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে।” যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“সামর্থ্যানুসাবে পৰ্ব দিবসে ইষ্টদেবীকে, গুরু এবং শক্তিকে পূজা না কবিলে বা বলি না দিলে সেই স্থলে অষ্টোত্তব শত মূলমন্ত্র জপ কবিবে। হে প্রিয়ে। বর্ণসঙ্কব জাতীয় বৈষ্ণবের সহিত শাক্ত, শৈব বা বৈষ্ণব যত্নপূৰ্ব্বক সংসর্গ ত্যাগ করিবে। তাহাদেব মুখ দেখিয়া সূর্য্যদর্শন কবিবে। শতবাব ইষ্টমন্ত্র জপ কবিয়া সেই পাপ হইতে বিশুদ্ধ হয়” ॥ ১৭ ॥

ইষ্টদেবতাব প্রীতিব জন্মই বৈদিক কার্য্য অমুষ্ঠান কবিবে। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে সদাশিবে। দেবতাব প্রীতিকামী হইয়া [ বৈদিক ] কৰ্ম্ম কবিবে। যদি বিধিানোহিত

অন্যকামস্ত চেৎ কৰ্ম কবোতি বিধিমোহিতঃ ।

ফলং ন জায়তে তস্ম দেবস্তস্মৈ প্রকুপ্যতি ।

অতঃ—যে স্বকামা নবাঃ সম্যগ্ কৰ্ম কুৰ্ব্বন্তি শোভনে ! ।

তেষাং দদাতি বিশ্বেশো ভগবান্ মুক্তিমীশ্বরঃ ॥

সকামানাং সাযুজ্যাদি-মুক্তিঃ, সাযুজ্যং ন পবা মুক্তিঃ শবীবসম্বন্ধাৎ ।  
অকামানাং নির্বাণমেব মুক্তিঃ, পবম-পুরুষার্থাৎ । “ন চ পুনবাবৰ্ত্ততে”  
ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৮ ॥

ননু—অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম শুভাশুভম্ ।

মাভুক্তং ক্ষীয়তে কৰ্ম কল্পকোটি-শতৈবপি ॥

ইতি বচনাৎ কৰ্মমাত্রস্ত ভোগনাশ্চে বহুজন্মার্জিতানন্তকৰ্ম্মণাং  
ভোগেন বিনিবৰ্ত্তনাসম্ভবাদ্ জীবস্ত কথং মুক্তিবিত্তি চেৎ । উচ্যতে—

দেবতা-প্রীতিকামস্ত কৰ্ম কুৰ্য্যাৎ সদাশিবে ! ।

দেবস্ত প্রীতিমাপনো ভুক্তিমুক্তি-ফলপ্রদঃ ॥

অকামঃ সাত্ত্বিকো লোকে যৎকিঞ্চিদ্ বিনিবেদয়েৎ ।

অর্থাৎ বিধির ভাৎপর্য নির্ণয়ে অনভিষ্ঠ ব্যক্তি অন্য কোন ফলকামী হইয়া কৰ্ম করে,  
তবে তাহাব কোন ফল হয় না, দেবতা তাহাব প্রতি কুপিত হন। আরও  
উক্ত হইয়াছে—“হে শোভনে। যে সকল মনুষ্য কামনাশূন্য হইয়া সম্যকরূপে কৰ্ম  
কবে, ভগবান্ বিশ্বপতি ঈশ্বর তাহাদিগকে মুক্তি দেন।” সকাম ব্যক্তিগণের সাযুজ্যাদি  
মুক্তি হয়। সাযুজ্য কিন্তু পবা মুক্তি নহে। কাবণ শবীবের সহিত সম্বন্ধ থাকে।  
নিষ্কাম ব্যক্তিগণের নির্বাণ মুক্তি হয়। কারণ উহাই পবম পুরুষার্থ এবং শ্রুতি আছে  
যে—[ ‘সে অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ ] পুনবাবর্ত্ত হয় না” ॥ ১৮ ॥

আচ্ছা—‘স্বোপার্জিত শুভ বা অশুভ কৰ্ম অবশ্যই ভোগ কবিতে হয়।  
অভুক্ত কৰ্ম শত কল্পকোটি বৎসরেও ক্ষয় হয় না”—এই বচন অনুসারে কৰ্মমাত্র  
ভোগনাশ হইলে বহুজন্মার্জিত অসংখ্য কৰ্মের ভোগেব ঘাবা ক্ষয় অসম্ভব, অতএব  
জীবের মুক্তি কিরূপে হইবে?—এই যদি বলি। তাহা হইলে [ তাহার উত্তর ]  
বলিতেছি—“হে সদাশিবে! দেবতাব প্রীতিকামী হইয়া কৰ্ম করিবে। দেবতা  
প্রীতি প্রাপ্ত হইলেই ভোগ ও মোক্ষফল প্রদান কবেন। ইহলোকে কামনাবহিত  
সাত্ত্বিক ব্যক্তি [ দেবতাকে ] ঘাধা কিছু নিবেদন কবে, [ তাহাতেই ] সে সেই

স তৎ স্থানমাপ্নোতি যত্র গহা ন শোচতি ॥

অত্যন্তদুঃখবিরহো মুক্তিরিত্যুচ্যতে বুদ্ধৈঃ ॥ ১৯ ॥

বামনে—ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাবিতি প্রোক্তো হৌ পাশৌ কর্মসংজ্ঞিতৌ ।

দেবতাপ্রীতিকর্মাণি ন বহ্যায় বিমুক্তয়ে ।

মূর্খা প্রতীচ্ছতে দেবস্তুংকামেন কৃত্ব তু যং ।

ইত্যাদি বচনাৎ বর্তমান—\* কর্মণাম্ ঈশ্বরপ্রীতিমাত্র-সাধকহেনাহৃষ্টা-  
জনকহাং প্রাবন্ধাতিরিক্তকর্মণামীশ্ব-প্রসাদনকল্পানেন নাশাৎ প্রারব্ধানাঞ্চ  
ভোগান্বে কল্যাণদেহনাশে বিমুক্তিঃ স্খাদিতি ॥ ২০ ॥

লিঙ্গদেহমাহ গাঙ্কবে—গঙ্কপ্রাণ-মনোবুদ্ধিশৈশ্রিয়-সমবহিতম্ ।

শরীবাং সপ্তদশকং সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গ মুচ্যতে ॥ †

শ্রীভাগবতে দ্বাদশে—ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশমাকাশং সাদৃ যথা পুরা ।

হান [ দেবলোক ] প্রাপ্ত হয় । বেধানে গিবা সে শোক করে না । পণ্ডিতগণ  
অত্যন্ত দুঃখেব অভাবকে নুজি বলেন” ॥ ১৯ ॥

বামনতন্ত্র উক্ত হইয়াছে—“কর্ম নামক ধর্ম ও অধর্ম এই দুইটী পাশ ( মোক্ষের  
প্রতিবন্ধক উপায় ) কথিত হইয়াছে । দেবতার প্রীতিজনক কর্মগুলি বহ্যর কাবণ  
নহে—পবিত্র নুজির হেতু । দেবতার প্রীতির কামনার বাহা অল্পকর্ত হই, দেবতা  
তাহা দত্তকর দ্বারা অর্থাৎ আদরের সহিত গ্রহণ করেন ।” এই সমস্ত বচন জানা  
বাচ যে, বর্তমান কর্মগুলি মাত্র ঈশ্বর-প্রীতির কারণ বলিয়া অনুভবে জনক না হওয়ায়,  
প্রারব্ধ ( বর্তমান দেহ ও ভোগের নির্বাহক ) কর্ম ভিন্ন অল্প কর্মগুলি ঈশ্বরদ্বারা  
গ্রহণকর জানেব দ্বারা বিনষ্ট হওয়ায় এবং প্রারব্ধ কর্মের ভোগের দ্বারা ক্ষত হওয়ায়  
লিঙ্গশরীর নাশ হইলে নুজি হয় ॥ ২০ ॥

গুরুভক্তের লিঙ্গদেহ বলিতেছেন—“গঙ্কপ্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি ও দশটী ইন্দ্রিয়বৃত্ত সপ্ত  
দশ অবয়ব বিশিষ্ট যে সূক্ষ্ম শরীর, সেই শরীরকে লিঙ্গ শরীর বলে । শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ  
স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—“যে ঘট বিনষ্ট হইলে ঘটাকাশ যেমন পূর্বের ছাত্র আকাশ হইয়া বাহ ।

\* ক পুঙ্কে ‘বচনাদি ভানন্তরঃ’ ‘স্বকীঃ-ভোগজনক-কর্মণাহাং নিবন্ধনম্ । ঈশ্বর-  
প্রীতুদেহক-কর্ম শরীরাত্মক-সূর্য্যট-বিশেষায়ক-লিঙ্গশরীরনাশক-ম্ নকলম্ । লিঙ্গ-শরীর  
কালে বিনা ন মোক্ষঃ ।’ ইতি পাঠঃ । † ক পুঙ্কেহত্রাহ্ম পাঠঃ—

‘অষ্টকরণমন্তে তু জ্যোতির্গাং প্রবর্ততে ।

লিঙ্গসহ তু তং প্রাহবৌগিনস্তত্র-বল্লিনঃ ।’

এবং দেহে মূতে জীবো ব্রহ্ম সম্পত্তিতে পুনঃ ॥

দেহে মূতে লিঙ্গদেহে ধ্বস্তে ইত্যর্থঃ । অত্রথা পুনঃ পুনর্জন্ম  
মৃত্যুৰ্ভবত্যেব । তথাচোক্তং বিষ্ণুধর্মোক্তবে—

তৎক্ষণাদেব গৃহ্নাতি শরীরমাতিবাহিকম্ ।

কেবলং তন্মুখ্যাণাং নাত্তোবাং প্রাণিনাং কচিৎ ॥

ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নবঃ ।

পূর্ণে সংবৎসবে দেহমতোহন্তঃ প্রতিপদ্যতে ॥

ততঃ স নবকে যাতি স্বর্গে বা স্নেন কর্মণা ।

তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ । প্রেতশরীরঞ্চ পূর্বদেহরূপমত্যন্তগতিমৎ ।

তদাহ মার্কণ্ডেয়-পুবাণম্—

বায়ুপ্রসারিতে দেহ মতোহন্তঃ প্রতিপদ্যতে ।

তৎপ্রমাণ-বায়োবস্তু-সংস্থানং প্রাগ্ভবং যথা ॥ ২১ ॥

ইতি পবিত্রাজকাচাৰ্য্য-পবনহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদব্রহ্মানন্দগিৰি-কৃতাত্মাং

শাক্তানন্দ-তবঙ্গিণ্যাং সংসর্গদোষাদিনির্গমো নাম বোড়শোজ্ঞাসঃ ।

এইরূপ দেহ বিনষ্ট হইলে জীবও পুনর্বার ব্রহ্ম হইয়া যায় । “দেহে মূতে” এই কথাটির  
অর্থ—লিঙ্গ দেহ বিনষ্ট হইলে । অত্রথা অর্থাৎ ইহা স্বীকার না কবিয়া স্থূলদেহ বিনষ্ট  
হয় বলিলে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হইতে থাকিবে । বিষ্ণু ধর্মোক্তবে তাহাই উক্ত  
হইয়াছে । যথা—“তৎক্ষণাৎই আতিবাহিক দেহ ধারণ করে । উহা কেবল মনুষ্যগণেব  
হয়, অত্র কোন প্রাণীও কোন সময়েই আতিবাহিক দেহ হয় না । এক বৎসব পূর্ণ  
হইলে বান্ধবগণ কর্তৃক সপিণ্ডীকরণ অনুষ্ঠিত হইলে সেই জীব এই দেহ হইতে  
ভিন্ন অত্র একটি দেহ লাভ কবে । সেই দেহ দ্বারা সে কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে  
গমন কবে ।” ‘তৎক্ষণাৎ’ এই পদেব অর্থ—মৃত্যুক্ষণ হইতে । প্রেত শরীরটা  
পূর্বদেহেব অনুরূপ এবং অত্যন্ত গতিমৎ । মার্কণ্ডেয় পুবাণ তাহাই বলিতেছেন—  
“বায়ু প্রসারিত অর্থাৎ মৃত্যু হইলে পূর্বজন্মেব দেহেব ত্রায় পবিমাণ, বয়স,  
অবস্থা ও আকৃতিবিশিষ্ট পূর্বদেহ হইতে ভিন্ন অত্র একটি দেহ প্রাপ্ত হয় ॥ ২১ ॥

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীর বোড়শ জ্ঞাসের অনুবাদ সমাপ্ত ।



# সম্পদশোভাসঃ

## অথ কুণ্ডবিধিঃ

গোবিন্দবৃন্দাবনে—ভূমেঃ পৰিগ্রহং কুর্যাদ্ যাবদাযতনং ভবেৎ ।

শুকবাচম্য বিধিবদাসনে উপবিশ্য চ ।

মাষভক্তবলিং দত্তাদ্ যথোক্তবিধিনা ততঃ ॥

ওঁ স্বৰ্গপাতালমধ্যে চ যে সন্তি বাস্তুদেবতাঃ ।

গৃহুস্তিমং বলিং দত্তং তুষ্ণা যাস্ত স্বমন্দিবম্ ॥

মাতবো ভূতবেতালা যে চান্ধে বলিকাজিহ্মণঃ ।

দেব্যাঃ পাবিষদা যে চ তে চ গৃহুস্তিমং বলিম্ ॥

এবং বলিদ্বয়ং দত্ত্বা মণ্ডপং কাবয়েদ্ বৃধঃ ॥ ১ ॥

## মণ্ডপ-নিৰ্ম্মাণম্

শাবদায়াম্—পুণ্যাহং বাচয়িত্বা তু মণ্ডপং বচয়েচ্ছুভম্ ।

পঞ্চভিঃ সপ্তভিহঁস্তৈর্নবভির্বা মিতাস্তবম্ ॥

ষোড়শস্তম্ভ-সংযুক্তং চত্বাবস্তেষু মধ্যাগাঃ ।

অষ্টহস্তসমুচ্চ্রায়াঃ সংস্থাপ্যা দ্বাদশাহতিতঃ ॥

কুণ্ডবিধিঃ—গোবিন্দ বৃন্দাবনে উক্ত হইবাছে—“যে পৰিমাণ ভূমিতে কুণ্ডক্ষেত্র হইতে পাবে, সেই পৰিমাণ ভূমি কুণ্ডেব জগ্ন গ্রহণ কৰিবে। শুক বিধি পূৰ্ব্বক [ আসনে ] উপবেশন কৰিবা ও আচমন কৰিয়া পবে যথোক্ত বিধানে মাষভক্ত বলি দিবেন। [ মাষভক্ত বলিৰ মন্ত্ৰার্থ হইতেছে— ] ‘স্বৰ্গ ও পাতালেৰ মধ্যে যে সমস্ত বাস্তুদেবতা আছেন, তাঁহাবা এই বলি গ্রহণ ককন এবং সম্ভট হইয়া নিজ মন্দিবে গমন ককন। মাতৃগণ, ভূতবেতালাগণ, অস্ত্রান্ত বলিপ্ৰার্থীগণ এবং যে সমস্ত দেবীৰ পাবিষদগণ, তাঁহাবা এই বলি গ্রহণ ককন।” এইৰূপে দুইটী বলি দিয়া সাধক মণ্ডপ নিৰ্ম্মাণ কৰিবে ॥ ১ ॥

শাবদাতিলকে উক্ত হইবাছে—“পুণ্যাহ বাচন কৰিয়া দৈৰ্ঘ্য প্রস্থে পাঁচ হাত, সাত হাত বা নব হাত, ঘোলটী স্তম্ভ যুক্ত শুভ মণ্ডপ বচনা কৰিবে। সেই ঘোলটী স্তম্ভেৰ মধ্যে অষ্ট হস্ত উচ্চ চাৰিটী স্তম্ভ মধ্যে স্থাপন কৰিবে। মধ্য স্তম্ভেব

চতুর্বিংশাঙ্গুলং হস্তং তন্ত্রবেদবিদো বিহুঃ ॥  
 গৃহাদিকুণ্ডকবর্ণে বেদিকা-মণ্ডপে তথা ।  
 মানাঙ্গুলেন কর্তব্যং নাঠৌবাপি কদাচন ॥ ২ ॥

### মানাঙ্গুলি-লক্ষণম্

মানাঙ্গুলিমাহ তন্ত্রে—কর্তৃদক্ষিণহস্তস্য মধ্যমাঙ্গুলিপর্বণঃ ।  
 মধ্যস্য দৈর্ঘ্যমানেন মানাঙ্গুলিকদাহতা ॥ ৩ ॥

### মণ্ডপস্থান-পরিমাণম্

সিদ্ধান্তশেখবে—স্থলাদর্কাঙ্গুলোচ্ছ্রায়াং মণ্ডপস্থানমীবিতম্ ।  
 নাবিকেলদলৈর্বংশৈশ্ছাদযেন মণ্ডপং ততঃ ॥  
 চতুর্দ্বারৈঃ সমায়ুক্তং কদলীস্তম্ভসংযুতৈঃ ।  
 আত্মপত্রসমায়ুক্ত-বজ্রভিঃ পবিবেষ্টিতম্ ॥  
 অষ্টদিক্ ধ্বজানঠৌ চতুর্দিকৃপালবর্ণতঃ ॥ ৪ ॥

### দিকৃপাল-বর্ণঃ

দিকৃপালবর্ণমাহ শাবদাযাম্—

পীতৌ বক্তৌ সিতৌ ধূম্রঃ শুক্লো ধূম্রঃ সিতাবুভৌ ।

চতুর্পার্শ্বে দ্বাদশটী স্তম্ভ স্থাপন করিবে। তন্ত্রবিদগণ গৃহাদি নির্মাণে বা কুণ্ডনির্মাণে বেদিকা ও মণ্ডপ বচনায় ২৪ অঙ্গুলি যুক্ত পবিমাণকে এক হস্ত বলেন। মানাঙ্গুলেব দ্বাবা এই সমস্ত কবিবে। অত্র কোন পবিমাণেব দ্বাবা কখনও কবিবে না ॥ ২ ॥

তন্ত্রে মানাঙ্গুল বলিতেছেন—“কর্তা অর্থাৎ ব্রহ্মমানেব দক্ষিণ হস্তেব মধ্যমাঙ্গুলিৰ মধ্য পর্কেব মধ্য ভাগেব দৈর্ঘ্য পবিমাণে মানাঙ্গুলি কথিত হইয়াছে অর্থাৎ মধ্যমাঙ্গুলিৰ মধ্য পর্কের মধ্যভাগেব যে দৈর্ঘ্য পবিমাণ, তাহাকে মানাঙ্গুলি বলে” ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তশেখবে উক্ত হইয়াছে—“সাধাবণ স্থলভাগ হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি উচ্চ ভূমি মণ্ডপ স্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহাব পব অর্থাৎ মণ্ডপ নির্মাণেব পব নাবিকেল পাতা ও বাঁশের দ্বাবা মণ্ডপটীকে আচ্ছাদিত কবিবে। কদলীবৃক্ষ যুক্ত চাবিটী দাবেব দ্বাবা মণ্ডপ শোভিত হইবে এবং আত্মপত্র সংযুক্ত বজ্র দ্বাবা পবিবেষ্টিত হইবে। আট দিকে আটটী ধ্বজ স্থাপন কবিবে। সেই ধ্বজগুলি দিকৃপালগণেব বর্ণেব চার বর্ণে অল্পরঞ্জিত কবিবে ॥ ৪ ॥

শাবদাতিগকে দিকৃপাল-বর্ণ বলিতেছেন—পীত, বক্ত, সিত, ধূম্র, শুক্ল, ধূম্র, হইটী

গৌবোহকণঃ ক্রমাদেতে বর্ণতঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৫ ॥

### কুণ্ডশরীরম্

নাস্তি হোমো বিনা কুণ্ডং তস্মাৎ কুণ্ডং প্রশস্ততে ।

কুণ্ডস্য কপং জানীয়াৎ পবমং প্রকৃতের্বপুঃ ॥

প্রাচ্যাং শিবঃ সমাখ্যাভঃ বাহু দক্ষিণ-সৌম্যয়োঃ ।

উদবং কুণ্ডমিত্যুক্তং যোনিঃ পাদৌ তু পশ্চিমে ॥ ৬ ॥

### চতুরশ্রকুণ্ড-লক্ষণম্

পূর্বাপবায়তং সূত্রং বিম্বসেদ্ধস্তমানতঃ ।

দক্ষিণোত্তবগং সূত্রং তথৈব চ প্রবিম্বসেৎ ॥

তদগ্রয়োঃ প্রবিম্বস্য তথা সূত্রচতুষ্টয়ম্ ।

চতুরশ্রং মহাকুণ্ডং সর্বব্যাগে প্রকীর্তিতম্ ॥

মুষ্টিমাত্রমিতং কুণ্ডং শতার্দ্ধে সংপ্রচক্ষতে ।

শতহোমেহবল্লিমাত্রং হস্তমাত্রং সহস্রকে ॥

দ্বিহস্তমযুতে লক্ষ্মে চতুর্হস্তমুদীবিতম্ ।

নিযুতে ষট্‌কবং প্রোক্তং কোট্যামষ্টকবং স্মৃতম্ ॥ ৭ ॥

সিত, গৌব ও অকণ—যথাক্রমে এইগুলি ইন্দ্রাদি লোকপালের বর্ণ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

কুণ্ড বিনা হোম হয় না, এই জন্ত [হোমে] কুণ্ড প্রশস্ত । প্রকৃতিব সূন্দর আকৃতিই কুণ্ডেব কপ জানিবে । পূর্ব দিকে শিবঃ কথিত হইয়াছে । দক্ষিণ ও সৌম্য ( উত্তর ) দিকে দুইটা বাহু কথিত হইয়াছে এবং কুণ্ড উদব বলিয়া কথিত হইয়াছে । যোনি ও পাদদ্বয় পশ্চিমে কথিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

পূর্বাপবায়ত অর্থাৎ পূর্ব হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত এক হস্ত পবিমিত একটা সূত্রপাত করিবে । উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত সেইরূপ অর্থাৎ একহস্ত পরিমিত আর একটা সূত্রপাত করিবে । দুই সূত্রেব অগ্রভাগে সূত্রপাত করিয়া সূত্র চতুষ্টয় করিবে । সমস্ত ব্যাগে উহাই মহাকুণ্ড চতুরশ্র কথিত হইয়াছে । শতার্দ্ধ হোমে মুষ্টি পবিমিত কুণ্ড, শত হোমে অবল্লি ( কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভিন্ন মুষ্টি ) মাত্র কুণ্ড, সহস্র হোমে হস্তপবিমিত কুণ্ড, অথুত হোমে দুই হস্ত পবিমিত, লক্ষ হোমে চাবিহস্ত পবিমিত কুণ্ড বিহিত হইয়াছে । নিযুত হোমে ছয় হস্ত পবিমিত এবং কোটি হোমে অষ্ট হস্ত পবিমিত কুণ্ড বিহিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

ষাভ-পরিমাণম্

যাবান্ কুণ্ডস্য বিস্তারঃ খননং তাবদৌবিতম্ ।

চতুর্বিংশত্যঙ্গুলঞ্চ যবশূণ্ডং সহস্রকে ॥

ততো দ্বিহস্তমানে তু ত্রিংশদঙ্গুলকং শূন্যতম্ ।

চতুর্হস্তে মধ্যমানমষ্টত্রিংশং প্রকল্পিতম্ ॥

অঙ্গুলং যবশূণ্ডং স্যাল্লক্ষহোমে প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

ঋতুহস্তে তথা মানং চত্বাবিংশং ত্রয়াধিকম্ ॥

অঙ্গুলং নিযুতে প্রোক্তমধিকং যবচতুষ্টিযম্ ।

চত্বাবিংশদষ্টযুতং যবসপ্তসমধিতম্ ॥

বশুহস্তে তথা মানমঙ্গুলং কথিতং বুদ্ধিঃ ॥ ৮ ॥

শোভনং কমলং কুর্য্যাৎ কুণ্ডমধ্যে সবন্ধুকম্ ॥

সর্ববাসমেব কুণ্ডানাং মেখলাস্তিস্র এব চ ।

একাজুলং বিহারাহস্তে মেখলাস্তস্য কাবয়েৎ ॥

অর্দ্ধাজুল-প্রমাণেন কণ্ঠকং বদ্ধযেৎ ত্রিমাৎ ॥

তত্তান্তবে—কোণমূত্র-প্রমাণেন দ্বিহস্তং কুণ্ডমুদ্রবেৎ ।

এবং লক্ষাদিকে জেয়ং কুণ্ডং তত্র বিধানতঃ ॥

কুণ্ডের যেরূপ বিস্তার ( মধ্য মূত্র ) হইবে, সেই পরিমাণ খনন ( খাত ) কথিত হইয়াছে । পণ্ডিতগণ কর্তৃক সহস্র হোমে [ এক হস্ত কুণ্ডেব ] মধ্যমান ( বাস ) যবশূণ্ড চবিশ মানাজুল, দ্বিহস্ত কুণ্ডেব মধ্যমান ত্রিংশৎ মানাজুল কথিত হইয়াছে । লক্ষ হোমে চতুর্হস্ত কুণ্ডেব মধ্যমান যবশূণ্ড অষ্টত্রিংশৎ মানাজুল কথিত হইয়াছে । নিযুত হোমে ছয় হস্ত কুণ্ডেব মধ্যমান ৪ যব অধিক ৪৩ মানাজুল উক্ত হইয়াছে । আট হাত কুণ্ডের মধ্যমান ৪৮ মানাজুল ৭ যব কথিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

কুণ্ডের মধ্যে ছিদ্রযুক্ত স্তম্ভব একটা পদ্ম করিবে । সকল কুণ্ডের তিনটিই মেখলা হইবে । কুণ্ডেব অন্তে একাজুল পবিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কুণ্ডের প্রান্তে চতুর্দিকে একাজুল পবিমিত কণ্ঠস্থান পবিত্যাগ কবিয়া মেখলা কবাইবে । যথাক্রমে অর্দ্ধাজুল পরিমাণে কণ্ঠ বদ্ধিত কবিবে । তত্তান্তরে উক্ত হইয়াছে—“কোণ মূত্রেন পবিমাণানুসারে দ্বিহস্ত কুণ্ড উদ্ধাব ( নির্মাণ ) কবিবে । লক্ষাদি হোমেও এইরূপ

একহস্তকুণ্ডস্য কোণসূত্রেণ ঈশানকোণসূত্রেণ পবিতো যন্মানং তদেব  
পারিত্যমিকং দ্বিহস্তাদিকুণ্ডমানং নতু প্রকৃতহস্তাদ্ দ্বৈগুণ্যাদিকমিতি ॥ ৯ ॥

### মেখলা-নিক্রপণম্

ইদানীং মেখলাদীনাম্ মানং তস্য নিগচ্চতে ।

কুণ্ডানাং যাদৃশং কণং মেখলানাঞ্চ তাদৃশম্ ॥

কুণ্ডানাং মেখলাস্তিস্রো মুষ্টিমাত্রো তু তাঃ ক্রমাৎ ।

উৎসেধায়ামতো জ্ঞেয়া দ্ব্যেকাঙ্কীজুলিসম্মিতাঃ ॥

যুগাজ্জলং যোনিমানং যোন্তগ্রমেকমঙ্গলম্ ।

যুগাজ্জলং নাভিপদ্যং শতান্দে সংপ্রচক্ষতে ॥

অবত্টিমাত্রকুণ্ডে তাস্ত্রিহ্যেকাজুলিকান্ধিকাঃ ।

কর্তব্য। মেখলা যোনিশ্চতুবঙ্গুল-সম্মিতা ॥

একাজ্জলং তু যোন্তগ্রং কুর্যাদীষদধোমুখম্ ।

অঙ্গুলিত্রিতয়ং চৈব নাভিপদ্যং সুশোভনম্ ॥

একহস্তমিতে কুণ্ডে বেদাগ্নিনয়নাজ্জলাঃ ।

কর্তব্য। মেখলা যোনিং কুর্য্যাস্টৈব বড়ঙ্গুলম্ ॥

বিধানে সেই স্থলে কুণ্ড নির্মাণ করিবে।” একহস্ত কুণ্ডের কোণ সূত্রেব অর্থাৎ [কুণ্ডেব] ঈশান কোণে সূত্রেব পবিত অর্থাৎ আন্তস্ত ভাগেব যে পবিমাণ, তাহাই পারিত্যমিক দ্বিহস্ত কুণ্ডেব পবিমাণ, প্রকৃত হস্তেব দ্বিগুণ পরিমাণ কিন্তু উহাব পবিমাণ নহে ॥ ৯ ॥

সম্প্রতি সেই কুণ্ডেব মেখলাদিব পরিমাণ কথিত হইতেছে। কুণ্ডেব যেমন রূপ অর্থাৎ আকাব হইবে, মেখলার রূপ তাদৃশ আকাব হইবে। কুণ্ডেব তিনটী মেখলা হয়। মুষ্টিমাত্র পরিমিত কুণ্ডে সেই তিনটী মেখলা উচ্চতায় ও বিস্তাবে যথাক্রমে দুই অঙ্গুলি, এক অঙ্গুলি ও অর্দ্ধ অঙ্গুলি পরিমিত জানিবে। শতান্দে হোমে কুণ্ডের যোনির পবিমাণ দুই অঙ্গুলি, যোনির অগ্রভাগ এক অঙ্গুলি এবং নাভিপদ্য দুই অঙ্গুলি উক্ত হইয়াছে। অবত্টিমাত্রকুণ্ডে সেই মেখলাগুলি [যথাক্রমে] তিন অঙ্গুলি, দুই অঙ্গুলি ও একাঙ্গুলি পবিমিত করিবে। যোনি চারি অঙ্গুলি পরিমিত করিবে। যোনিব অগ্রভাগ একাঙ্গুলি পবিমিত ও ঈষৎ অধোমুখ করিবে। সুশোভন নাভিপদ্য তিন অঙ্গুলি পবিমিত হইবে। এক হস্ত পবিমিত কুণ্ডে মেখলাগুলি [যথাক্রমে] চারি অঙ্গুলি, তিন অঙ্গুলি ও দুই অঙ্গুলি পবিমিত করিবে। যোনি ছয় অঙ্গুলি

বেদাঙ্গুলং নাভিপদ্যং যোন্ত্রগ্রৈকাঙ্গুলং শ্বতম্ ।  
 কুণ্ডে দ্বিহস্তে তা জ্জেষা বসবেদগুণাঙ্গুলাঃ ॥  
 যোনিঃ সপ্তাঙ্গুলোপেতা যোনাগ্রং চাঙ্গুলিদ্বয়ম্ ।  
 পঞ্চাঙ্গুলং নাভিপদ্যং কুর্য্যাক্ষৈব মনোহবম্ ॥  
 চতুর্হস্তমিতে কুণ্ডে বস্তুতর্কযুগাঙ্গুলাঃ ।  
 কর্তব্যং মেখলাস্ত্রিশ্রো যোন্ত্রগ্রং চাঙ্গুলিত্রয়ম্ ॥  
 যোনিবষ্টাঙ্গুলোপেতা নাভিপদ্যং ষড়ঙ্গুলম্ ।  
 কুণ্ডে রসকবে তাঃ স্যাদর্শাষ্ট্রং জ্জলাদ্বিতাঃ ॥  
 যোনির্নবাঙ্গুলোপেতা যোন্ত্রগ্রং চতুর্বঙ্গুলম্ ।  
 সপ্তাঙ্গুলং নাভিপদ্যং কুর্য্যাক্ষ শ্রমনোহবম্ ॥  
 অষ্টহস্তমিতে কুণ্ডে ভানুপঙ্ক্ত্যষ্টকাঙ্গুলাঃ ।  
 যোনির্দশাঙ্গুলোপেতা কর্তব্যাহধোমুখী তথা ॥  
 পঞ্চাঙ্গুলং তু যোন্ত্রগ্রং কুর্য্যাদষ্টাঙ্গুলং তথা ।  
 নাভিপদ্যং লক্ষহোমে তন্ত্রবিৎ-পবিকল্পিতম্ ॥  
 হোতুবগ্রে তু তাং যোনিং মেখলানাং পরি স্থিতাম্ ।

পরিমিত কবিবে । নাভিপদ্য চাবি অঙ্গুলি কবিবে । যোনিব অগ্র এক অঙ্গুলি উক্ত হইয়াছে । দ্বিহস্ত পরিমিত কুণ্ডে মেখলাগুলি [ যথাক্রমে ] ছয় অঙ্গুলি, চারি অঙ্গুলি ও তিন অঙ্গুলি পবিমিত কবিবে । যোনি সাত অঙ্গুলি পবিমিত হইবে । যোনির অগ্রভাগ দুই অঙ্গুলি পবিমিত কবিবে । মনোহর নাভিপদ্য পঞ্চাঙ্গুলি পবিমিত কবিবে । চারিহস্ত পবিমিত কুণ্ডে তিনটি মেখলা যথাক্রমে বস্তু ( আট ) অঙ্গুলি, তর্ক ( ছয় ) অঙ্গুলি এবং যুগ ( চাবি ) অঙ্গুলি পবিমিত কবিবে । অষ্টাঙ্গুলি পবিমিত যোনি, অঙ্গুলিত্রয় পবিমিত যোন্ত্রগ্র এবং ষড়ঙ্গুল পবিমিত নাভিপদ্য নির্মাণ কবিবে । ছয় হস্ত পবিমিত কুণ্ডে সেই তিনটি মেখলাকে যথাক্রমে দশ অঙ্গুলি, আট অঙ্গুলি ও ছয় অঙ্গুলি পরিমিত হইবে । নয় অঙ্গুলি পরিমিত যোনি, চারি অঙ্গুলি পবিমিত যোন্ত্রগ্র এবং সাত অঙ্গুলি পবিমিত শ্রমনোহর নাভিপদ্য নির্মাণ কবিবে । লক্ষ হোমে অষ্ট হস্ত পবিমিত কুণ্ডে মেখলাগুলি যথাক্রমে বার অঙ্গুলি ও দশ অঙ্গুলি ও আট অঙ্গুলি পবিমিত হইবে । দশ অঙ্গুলি পরিমিত অধোমুখী যোনি করিবে । সেইরূপ পঞ্চাঙ্গুলি পবিমিত যোন্ত্রগ্র এবং অষ্টাঙ্গুলি পবিমিত নাভিপদ্য করিবে । এই পবিমাণ তন্ত্রবিদগণ কর্তৃক পবিকল্পিত হইয়াছে । হোতার সম্মুখে

গজকুণ্ডবদাকাবাং কুর্যাদীষদধোমুখীম্ ॥  
 পশ্চিমাভিমুখীং যোনিং কুণ্ডকোণেষু নার্পয়েৎ ।  
 এবং সমস্ত-কুণ্ডানাং ব্যবস্থেয়ং প্রকীর্তিতা ॥ ১০ ॥

### নাল-নিরূপণম্

স্থলাদারভ্য নালং শ্রাদ্ যোত্রা মধ্যে সবন্ধু কন্ম ।  
 সবন্ধু কমিত্যুভয়ত্র সম্বধ্যতে । তথাচোক্তং রুদ্রবামলে—  
 যোত্রা মধ্যে বিলং কুর্য্যাৎ তদাজ্যগ্রাহি-সংজ্ঞকম্ ।  
 স্থলনিয়মমাহ ক্রিয়াসাবে—হোমস্থানাদ্ বহিঃস্থানং স্থলমিত্যভিধীয়তে ।  
 গোতমীয়ে—সুক্ষ্মাগ্রং স্থলমূলঞ্চ সবন্ধুং নালমিষ্যতে ।  
 সম্মোহনতন্ত্রে—মূলং মধ্যং তথা চাগ্রং ক্রমাচ্চ ষট্চতুস্ত্রিকম্ ।  
 তথা চ ত্রয়োদশাঙ্গুলী-দীর্ঘং নালমিত্যর্থঃ ।  
 নালমেখলয়োর্মধ্যে পরিধেঃ স্থাপনায় চ ।  
 বন্ধুং কুর্য্যাৎ ততো বিদ্বান্ দ্বিতীয়মেখলোপবি ॥ ১১ ॥

মেখলার উপরিভাগে গজকুণ্ডেব শ্রায় আকার বিশিষ্টা ঈষৎ অধোমুখী যোনি নির্মাণ করিবে। কুণ্ডেব কোণভাগে পশ্চিমাভিমুখী যোনি স্থাপন করিবে না। সমস্ত কুণ্ডের এইরূপ ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

স্থল হইতে আরম্ভ কবিত্তা [ যোনিব ] নাল হইবে। উহা মধ্যে বাহাতে বন্ধু বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ হইবে। ‘সরন্ধু কন্ম’ এই পদটি উক্ত স্থলে অধিত হইবে। রুদ্রবামল তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—“যোনিব মধ্যে বিল ( বন্ধ ) করিবে। উহা ‘আজ্যগ্রাহি’ নামে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ উহার মধ্য দিয়া কুণ্ডমধ্যে যতাহতি দেওয়া হয়।” ক্রিয়াসারে স্থলনিয়ম বলিতেছেন—“হোম স্থানেব বহিঃস্থান স্থল নামে অভিহিত হয়।” গোতমীর তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“নাল সুক্ষ্মাগ্র, মূলভাগ স্থল অথচ সরন্ধু—হইয়া থাকে।” সম্মোহন তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—[ নালোব ] “মূল, মধ্য ও অগ্র বথাক্রমে ছয় অঙ্গুলি, চাবি অঙ্গুলি ও তিন অঙ্গুলি দীর্ঘ হয়। সুতরাং উহার অর্থ এই—নালটি ত্রয়োদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ। তাহাব পর বিদ্বান্ ব্যক্তি নাল ও মেখলাব মধ্যভাগে পরিধি স্থাপনের জন্ত দ্বিতীয় মেখলার উপরে একটা বন্ধু করিবে ॥ ১১ ॥

কুণ্ডদোষাঃ

কুণ্ডদোষমাহ বিশ্বকর্মা—খাতাধিকে ভবেদ্ বোগী হীনে চৈব ধনক্ষয়ঃ ।

বক্রকুণ্ডে চ সস্তাপো মবণং ছিন্নমেখলে ॥

মেখলা-বহিতে শোকো হৃথিকে বিভ্রসংক্ষয়ঃ ।

ভার্য্যাবিনাশকং কুণ্ডং প্রোক্তং যোগ্যো বিনা কৃতম্ ॥

অপত্য-ধ্বংসনং প্রোক্তং কুণ্ডং যৎ কণ্ঠবর্জিতম্ ।

কুণ্ডমেবাবিধং ন স্ম্যৎ স্থণ্ডিলং বা সমাশ্রয়েৎ ॥ ১২ ॥

স্থণ্ডিললক্ষণম্

যামলে—নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং স্থণ্ডিলে বা সমাচবেৎ ।

হস্তমাত্রে তু তৎ কুর্য্যাদ্ বালুকাভিঃ স্মশোভনম্ ॥

অঙ্গুলোৎসেধ-সংযুক্তং চতুবস্রং সমস্ততঃ ।

চতুবস্রং চতুষ্কোণমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি পরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদব্রহ্মানন্দগিৰি-কৃতাসাং

শাক্তানন্দতবঙ্গিণ্যং কুণ্ডনির্ণয়ো নাম সপ্তদশোত্তাসঃ ।

বিশ্বকর্মা কুণ্ডদোষ বলিতেছেন—“খাত অধিক হইলে বোগী হয়, অল্প ( ছোট ) হইলে ধনক্ষয় হয় । কুণ্ড বক্র হইলে সস্তাপ হয়, মেখলা ছিন্ন হইলে মবণ হয় । মেখলা-হীন কুণ্ড হইলে শোক হয় । মেখলা অধিক হইলে ধন ক্ষয় হয় । যোনি-রহিত কুণ্ড ভার্য্যানাশক বলিয়া কথিত হইয়াছে । কণ্ঠ-বর্জিত যে কুণ্ড, তাহা অপত্যনাশক বলিয়া কথিত হইয়াছে । কুণ্ড যদি এইরূপ না হয়, তবে স্থণ্ডিল নির্মাণ করিবে ॥ ১২ ॥

যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“অথবা নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্য হোম স্থণ্ডিলে করিবে । মাত্র এক হস্ত পরিমিত স্থানে বালুকা দ্বারা স্মশোভন স্থণ্ডিল করিবে । এক অঙ্গুলি উৎসেধ ( উচ্চতা ) যুক্ত কুণ্ডটি চতুর্দিকে চতুবস্র ( চতুষ্কোণ ) হইবে ॥ ১৩

শাক্তানন্দ-তবঙ্গিণীর সপ্তদশ উত্তাসের অন্তিমাদ সমাপ্ত



# অষ্টাদশোল্লাসঃ

অথ হোমবিধিঃ

অথাহ্নিজননং বক্ষ্যে সৰ্ববতন্ত্ৰানুসাবতঃ ।  
গোময়েন সমালিপ্য কুণ্ডং সৰ্ববত্ৰ মন্ত্ৰবিৎ ॥  
সামান্ভার্ঘ্যং প্রকল্ল্যাহত পঞ্চগব্যৈর্বিশোধয়েৎ ।

অষ্টাদশ কুণ্ড-সংস্কারাঃ

শারদারাম্—অষ্টাদশোক্তাঃ সংস্কারাঃ কুণ্ডানাং তন্ত্ৰদেশিতাঃ ।

বীক্ষণং মূলমন্ত্ৰেণ শবেণ প্রোক্ষণং মতম্ ॥  
তেনৈব তাড়নং দৰ্ভৈর্বর্ষণাত্মাক্ষণং স্মৃতম্ ।  
অস্ত্রেণ খননোদ্ধাবৌ হ্রস্বমন্ত্ৰেণ প্রপূবণম্ ॥  
সমীকবণমন্ত্ৰেণ সেচনং বর্ষ্মণা মতম্ ।  
কুট্টনং হেতি মন্ত্ৰেণ বর্ষ্মমন্ত্ৰেণ মার্জ্জনম্ ॥  
বিলেপনং কলাকপ-কল্লনং তদনন্তবম্ ।  
ত্রিশূত্রীকবণং পশ্চাদ্ হৃদয়েনাহর্চনং মতম্ ॥  
অস্ত্রেণ বজ্রীকবণং হ্রস্বমন্ত্ৰেণ কুশৈঃ শুভৈঃ ।

হোমবিধি :—অনন্তব সমস্ত তন্ত্ৰসম্বত অগ্নি-জনন (অগ্নি প্রণয়ন ও সংস্কার) বলিব । মন্ত্ৰজ্ঞ সাধক সকল স্থানে গোময়েব দ্বাৰা কুণ্ড লেপন কবিত্তা ও সামান্ভার্ঘ্য স্থাপন কবিত্তা পবে পঞ্চগব্যেব দ্বাৰা কুণ্ড শোধন কবিত্তে । শাবদাৰ্ভিলকে উক্ত হইয়াছে—  
“কুণ্ডসমূহেব তন্ত্ৰোক্ত সংস্কার অষ্টাদশ প্রকাৰ উক্ত হইয়াছে । মূলমন্ত্ৰেব দ্বাৰা বীক্ষণ, শব (ফট্) মন্ত্ৰেব দ্বাৰা প্রোক্ষণ বিহিত হইয়াছে । সেই শর (ফট্) মন্ত্ৰে দৰ্ভেব দ্বাৰা তাড়ন ও বর্ষ্ম (হঁ) মন্ত্ৰেব দ্বাৰা অভ্যাক্ষণ কথিত হইয়াছে । অস্ত্র (ফট্) দ্বাৰা খনন ও [ খাত মৃত্তিকাব ] উদ্ধাৰ (উত্তোলন), হ্রস্ব (নমঃ) মন্ত্ৰে [ অস্ত্র মৃত্তিকা দ্বাৰা ] পূবণ, অস্ত্র (ফট্) মন্ত্ৰ দ্বাৰা সমীকবণ, (হঁ) মন্ত্ৰে সেচন (অভ্যাক্ষণ) উক্ত হইয়াছে । হেতি (ফট্) মন্ত্ৰে কুট্টন, বর্ষ্ম মন্ত্ৰে মার্জ্জন, বিলেপন, সোম, সূৰ্য্য ও অগ্নিকপ কলাক্ৰয়েব কল্লনা ও পবে ত্রিশূত্রীকবণ ; অনন্তব হৃদয় (নমঃ) মন্ত্ৰে অর্চনা বিহিত হইয়াছে । অস্ত্র মন্ত্ৰেব দ্বাৰা বজ্রীকবণ অর্থাৎ বজ্ৰেব দ্বাৰা দৃঢ় চিন্তন, পবিত্র কুশেব দ্বাৰা

চতুষ্পথং তনুত্রেণ তনুযাদক্ষপাটিনম্ ॥

‘ যাগে কুণ্ডানি সংস্কুর্যাৎ সংস্কারবৈভিরীবিভৈঃ ।

অন্ত্যর্থঃ—কুট্টনং দৃটীকরণম্ । বিলেপনং গোময়োদকেন । কলা-  
রূপকল্পনং সোম-সূর্য্যাগ্নি-কলাত্মক-চিন্তনম্ । ত্রিসূত্রীকরণং বক্তৃসুত্রেণ  
ত্রিঃপরিবেষ্টনম্ । বজ্রীকরণং বজ্রকপেণ চিন্তনম্ । চতুষ্পথং চতুবস্ত্রী-  
করণম্ । অক্ষপাটিনমিচ্ছিয়োদঘাটনম্ (১) । ইতি ॥ ১ ॥

প্রকারান্তর-সংস্কারঃ

অথবা তানি সংস্কুর্য্যাম্চতুর্ভির্বাক্ষণাদিভিঃ ।

তিস্রস্তিস্রো লিখেন্নেখা হ্রদা প্রাণদগগ্রিকাঃ ॥

প্রাণপ্রাণাং স্মৃতা দেবা মুকুন্দেশ-পুবন্দবাঃ ।

রেখাণামুদগগ্র্যাণাং ব্রহ্ম-বৈবস্বতেন্দবঃ ॥

অথবা ত্রিকোণং তদ্বহিঃ ষট্‌কোণং তদ্বহিবষ্টদলপদ্মং পবিকল্পয়েৎ ।

চতুবস্ত্রং চতুর্দ্বারমেবং বা বহ্নিমণ্ডলম্ ।

কুণ্ডস্তোত্তরভাগে চ ত্রিবেখা হস্তমানতঃ ॥

হৃদমধ্যে চতুষ্পথ ও তনুত্র ( হ ) মন্ত্রের দ্বাৰা অক্ষপাটিন কবিবে । পূৰ্ব্বোক্ত এই  
সমস্ত সংস্কারের দ্বাৰা যাগে কুণ্ডগুলিকে সংস্কার করিবে ।<sup>১</sup> ইহাব অর্থ—কুট্টন  
অর্থ—দৃটীকরণ । বিলেপন—গোময়োদকেৰ দ্বাৰা । কলারূপ কল্পন অর্থ—সোম, সূৰ্য্য  
ও অগ্নিকলা-স্বরূপ চিন্তা । ত্রিসূত্রীকরণ অর্থ—বক্তৃসুত্রেৰ দ্বাৰা তিনবাব বেষ্টন ।  
চতুষ্পথ অর্থ—চতুরস্ত্রীকরণ । অক্ষপাটিন শব্দেৰ অর্থ—ইচ্ছিয়োদঘাটন (১) ॥ ১ ॥

অথবা [ অসমর্থ ব্যক্তি ] বীক্ষণাদি চাবিটা সংস্কারেব দ্বাৰা কুণ্ডগুলিকে সংস্কার  
কবিবে । অনন্তর নমঃ মন্ত্রে প্রাণগ্র ( পূৰ্বদিকে অগ্রভাগ কবিত্তা ) তিনটা এবং  
উদগগ্র ( উত্তর দিকে অগ্রভাগ কবিত্তা ) তিনটা বেখা বিস্তাৰ কবিবে । মুকুন্দ,  
ঈশ ও পুবন্দর [ ষথাক্রমে ] প্রাণগ্র তিনটা রেখাব দেবতা বলিত্তা উক্ত  
হইয়াছেন । ব্রহ্ম, বৈবস্বত ও ইন্দু [ ষথাক্রমে ] উদগগ্র তিনটা বেখাব দেবতা ।  
স্নাত্বা ত্রিকোণ, তাহাব বহির্ভাগে ষট্‌কোণ, তাহাব বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্ম বিস্তাৰ  
করিবে । চতুবস্ত্র ও চতুর্দ্বার বিশিষ্ট এইরূপ বহ্নিমণ্ডল কবিবে । কুণ্ডেব উত্তর

(১) তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ে অক্ষপাটিন শব্দেৰ নানা অৰ্থে ব্যবহাৰ আছে । ইহা শারদাতিলক  
টীকাৰ রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন । আৰ্য্যৰ এভেলন প্রকাশিত শারদাতিলক ( ৩১৪ পৃঃ ) দ্রষ্টব্য ।

দক্ষিণোত্তবতস্তদ্বল্লিখেদ্ বেখাত্রয়ং শুভম্ ।

অধ্যাদ্বিঃ প্রোক্ষ্য সর্বং হি পঞ্চশুদ্ধিঃ সমাচরেৎ ॥

সর্বানি তাবোণাহভ্যুক্ষ্যেতি শেষঃ ॥ ২ ॥

### পঞ্চশুদ্ধিঃ

পঞ্চশুদ্ধিমাং শারদায়াম্—বীক্ষণং মূলমন্ত্রেণ শবেণ প্রোক্ষণং মতম্ ।

তাড়নং হেতিমন্ত্রেণ কবচেনাহথ লেপয়েৎ ॥

অস্ত্রেণ রক্ষণং কৃৎবা ততঃ সংস্কারমাচরেৎ ।

ততো বহুর্যোগপীঠমর্চয়েৎ কর্ণিকোপরি ॥

ধর্ম্যং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্যমগ্নিতো যজ্ঞেৎ ।

পূর্বাদিদিষ্টু চাপূর্বানথ ধর্মাদিকান্ যজ্ঞেৎ ॥ ৩ ॥

মধ্যে চ পূজয়েদ্ বহুৈর্বশস্তীর্বিধানবিৎ ।

পীতা শ্বেতাহকণা কৃষ্ণা ধূত্বা তীত্রা ফুলিঙ্গিনী ॥

কচিবা জ্বালিনী প্রোক্তা ক্রমশো নব শক্তয়ঃ ।

পূজয়েন্ মণ্ডলং তেবাং কলাভিঃ সহ মন্ত্রবিৎ ॥

অং অর্কমণ্ডলং ঙ্গেস্তং তথা উং সোমমণ্ডলম্ ।

ভাগে হস্তপ্রমাণ তিনটী বেখা কবিবে । দক্ষিণোত্তব ভাগেও সেইরূপ পবিত্র তিনটী বেখা করিবে । অর্ঘ্য জলেব দ্বাবা সমস্ত বেখা প্রোক্ষণ কবিত্তা পঞ্চশুদ্ধি কবিবে । ‘তাব অর্থাৎ প্রণব দ্বাবা সমস্ত বেখা অভ্যুক্ষণ কবিবা’—এই কথাটী পূর্ব শ্লোকে যোগ করিতে হইবে ॥ ২ ॥

শাবদাতিলকে পঞ্চশুদ্ধি বলিতেছেন—“মূলমন্ত্রেব দ্বারা বীক্ষণ, শব ( ফট্ ) মন্ত্র দ্বাবা প্রোক্ষণ বিহিত হইবাছে । হেতি ( ফট্ ) মন্ত্র দ্বাবা তাড়ন, কবচ ( হ্ ) মন্ত্র দ্বাবা লেপন ও অস্ত্র মন্ত্র দ্বাবা বক্ষা করিবা পবে সংস্কার করিবে । তাহার পব কর্ণিকার উপবে বহিব যোগপীঠ অর্চনা কবিবে । পূর্বাদি দিকে অগ্নিকোণ হইতে আবস্ত কবিবা ধর্ম, জ্ঞান, বৈবাগ্য ও ঐশ্বর্য এবং অ-পূর্ব ধর্ম প্রভৃতিকে অর্থাৎ অধর্ম, অজ্ঞান, অঐববাগ্য ও অনৈশ্বর্যকে পূজা করিবে । বিধিজ্ঞ সাধক মধ্যে বহির নয়টী শক্তিকে পূজা করিবে । পীতা, শ্বেতা, অকণা, কৃষ্ণা, ধূত্বা, তীত্রা, ফুলিঙ্গিনী, কচিরা ও জ্বালিনী—যথাক্রমে এই নয়টী বহির শক্তি । সেইরূপ ঙ্গেস্ত ( চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত ) অং অর্কমণ্ডলকে অর্থাৎ “অং অর্কমণ্ডলায় নমঃ” মন্ত্রে

মং বহ্নিমগ্নলং তদ্বদর্চয়েদ্ গন্ধপুষ্পকৈঃ ॥

বাগীশ্বরীয়তুস্নাতাং নীলেন্দীববসন্নিভাম্ ।

বাগীশ্বরেণ সহিতামুপচাৰৈঃ সমর্চয়েৎ ॥ ৩ ॥

### অগ্নি-প্রণয়নম্

বিহিতাগ্নিমাং তন্নে—সূর্য্যাকান্তাদি-সমুত্তং যদ্বা শ্রোত্রিয়গেহজম্ ॥

অগ্নিপ্রণয়নমাং—পাত্ৰান্তবেণ পিহিতে তাত্ৰপাত্ৰাদিকে শুভে ।

অগ্নিপ্রণয়নং কুর্য্যাচ্ছবাবে বাপি তাদৃশে ॥ ৪ ॥

যন্তু স্মৃতিসাবে—শবাবে ভিন্নপাত্রে বা কপালে বোন্মুকেহপি বা ।

নাগ্নিপ্রণয়নং কুর্য্যাদ্ ব্যাধি-হানি-ভয়াবহম্ ॥ ইতি ।

তন্তু—মুখ্যপাত্ৰসমুত্তবে শবাবো ন গ্রাহ ইত্যত্র তাৎপর্য্যম্ ।

আনীযাজ্জ্ঞেণ নৈঋত্যাং ক্রব্যাদাংশং পবিত্যজেৎ ।

অজ্ঞেণৈব চ তৎকার্ত্তং নৈঋত্যাং বর্জ্জয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৫ ॥

শারদাযাম্—সংস্কুর্য্যাৎ তং যথাত্মায়ং দেশিকো বীক্ষণাদিভিঃ ।

ঔদর্য্যবৈন্দবাগ্নিভ্যাং ভৌমশ্চৈক্যাং স্মবন্ বসোঃ ॥

অর্কমগ্নলকে, ‘উং সোমমগ্নলাষ নমঃ’ মন্ত্রে সোমমগ্নলকে এবং ‘মং বহ্নিমগ্নলাষ নমঃ’ মন্ত্রে বহ্নিমগ্নলকে গন্ধপুষ্পে দ্বাৰা পূজা কৰিবে । নীল ইন্দীবব ( নীলোৎপল ) তুল্যা ঋতুস্নাতা বাগীশ্বরীকে বাগীশ্বৰেব সহিত উপচাৰেব দ্বাৰা পূজা কৰিবে ॥ ৩ ॥

তন্নে বিহিত অগ্নি বলিতেছেন—“সূর্য্যাকান্ত বা অবগ্নি সমুত্ত অথবা সাগ্নিক শ্রোত্রিষ ব্রাহ্মণেব গৃহজাত অগ্নিকে বিহিত অগ্নি বলে । অগ্নি-প্রণয়ন বলিতেছেন—“পাত্ৰান্তবেব দ্বাৰা আচ্ছাদিত পবিত্ৰ [ নূতন ] তাত্ৰাদি পাত্রে অথবা তাদৃশ অর্থাৎ পাত্ৰান্তবেব দ্বাৰা আচ্ছাদিত [ নূতন ] শবাবে অগ্নি প্রণয়ন কৰিবে ॥ ৪ ॥

স্মৃতিসাবে যে উক্ত হইয়াছে—“শবাবে, ভিন্ন অর্থাৎ ভগ্ন পাত্রে, কপালে ( ভাঙ্গা খোলায় ) ও উন্মুকে ( জলন্ত কাঠখণ্ডে ) ব্যাধি, হানি ও ভয়কাবক অগ্নিপ্রণয়ন ( স্থাপনার্থ আনয়ন ) কৰিবে না । তাহাব—মুখ্য পাত্রে উপস্থিত থাকিতে শবাব অগ্নি-প্রণয়নার্থ গ্রহণীয় নহে—এই তাৎপর্য্য জানিবে । অস্ত্র মন্ত্ৰ দ্বাৰা অগ্নি আনিয়া নৈঋতকোণে ক্রব্যাদাংশ পবিত্যাগ কৰিবে । হে প্রিয়ে । অস্ত্র মন্ত্ৰ দ্বাৰা সেই কাঠখণ্ডকেও নৈঋত কোণে ত্যাগ কৰিবে ॥ ৫ ॥

শারদা-ভিলকে উক্ত হইয়াছে—“দেশিক ( দীক্ষিত সাধক ) সেই বিহিত অগ্নিকে হায়াহুসাবে অর্থাৎ বিধানানুসারে বীক্ষণাদি দ্বাৰা সংস্কাব কৰিবে । সেই সময়

যোজয়েদ্ বহ্নিবীজেন চৈতন্ত্যং পাবকে তদা ।  
 তাবেণ মঞ্জিতং কৃষ্ণা খেতুমুদ্রামৃতীকৃতম্ ॥  
 অস্ত্রেণ রক্ষিতং পশ্চাৎ তনুত্রেণাহবগুষ্ঠিতম্ ।  
 অর্চিতং ত্রিঃ পবিভ্রাম্য কুণ্ডস্তোপবি দেশিকঃ ॥  
 প্রদক্ষিণং তদা তাবমল্লোচ্চাবণ-পূর্ব্বকম্ ।  
 আত্মনোহভিমুখং বহ্নিং জাহ্নুস্পৃষ্টমহীতলঃ ॥  
 শিববীজধিয়া দেব্যা যোনাবেনং বিনিষ্কিপেৎ ॥ ৬ ॥

সময়াতন্ত্রে—কুশেনাচ্ছাত্ত তদ্যোনিং চতুষ্কোণং পটং ত্রাসেৎ ।

ততো দেবায় দেব্যা চ দত্তাদাচমনীয়কম্ ॥  
 গর্ভনাড্যা ধৃতং ধ্যানেদ্ বহ্নিরূপং হবিং গুণকঃ ।

হবিবিত্যুপলক্ষণং স্বশেষ্টদেবানাং । সময়াতন্ত্রে—

দেব্যা বামকরে দত্তাদৃ রক্ষার্থং দর্ভকঙ্কণম্ ।  
 ভূবাভিভূঁবয়েদ্ দেবীং ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতৃকাম্ ॥ ৭ ॥

জিহ্বামন্ত্রঃ

বেফবায়ু ঘাঁশৈযুক্তা নাদ-বিন্দু-বিভূষিতাঃ ।

ঐদধ্য বহ্নি ( জাঠবাগ্নি ) ও বৈন্দব বহ্নিব ( সহস্রাব পদ্মাস্থিত পবমান্বস্বরূপ বিন্দুসমুত  
 বহ্নিব ) সহিত ভৌম বহ্নিব ঐক্য চিন্তা কবিষা বহ্নিবীজ দ্বাবা ( 'বং বহ্নি-চৈতন্ত্যং  
 কল্পয়ামি' মন্ত্রে ) বহ্নিতে চৈতন্ত্য যোগ করিবে । দীক্ষিত সাধক অগ্নিকে তাবেব দ্বাবা  
 মঞ্জিত কবিষা খেতুমুদ্রা দ্বাবা অমৃতীকৃত, অস্ত্রেব দ্বারা বক্ষিত, তনুত্র ( কবচ—হ )  
 দ্বাবা অবগুষ্ঠিত ও অর্চিত কবিষা প্রদক্ষিণক্রমে দক্ষিণাবর্তে কুণ্ডের উপবে তিনবাব  
 লামিত কবিষা ( যুবাঐবা ) প্রণব উচ্চাবণ পূর্ব্বক জাহ্নুদ্বাবা ভূমিতল স্পর্শ কবিষা শিববীজ  
 জ্ঞানে আত্মাভিমুখে দেবীব যোনিতে সেই বহ্নিকে নিষ্কেপ কবিবে" ॥ ৬ ॥

সময়াতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“সেই যোনিকে কুশেব দ্বাবা আচ্ছাদন কবিষা চতুষ্কোণ  
 বস্ত্র স্থাপন করিবে । তাহাব পব দেব ও দেবীকে ( বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীকে ) আচমন  
 দিবে । গুণক বহ্নিরূপ হবিকে [ বাগীশ্বরী ] গর্ভ নাড়ী দ্বাবা ধৃত চিন্তা কবিবে ।”  
 ‘হবি’ এই পদটী স্ব স্ব ইষ্ট দেবতাব উপলক্ষণ । সময়াতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“গর্ভ  
 বক্ষার্থ দেবীব বামকরে দর্ভকঙ্কণ দিবে । ত্রৈলোক্যোৎপত্তিব মাতৃকস্বরূপ বাগীশ্বরী  
 দেবীকে বহুবিশ্ব অলঙ্কারেব দ্বাবা ভূষিত করিবে ॥ ৭ ॥

বেফ (ব), বায়ু (ঘ) ও অবীশ (উ) যুক্ত সকারাদি ষকারান্ত (-স, ষ, শ, ব, ল,

সাদি-যান্তাশ্চ জিহ্বানাং মনবঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥  
 পায়ৌ লিঙ্গে চ নাভৌ চ হৃদয়ে কণ্ঠমূলতঃ ।  
 লম্বিকায়াম্ অবোর্মধ্যে জিহ্বা জ্বালাকচো গ্রাসেৎ ॥  
 জিহ্বাস্তাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তা গুণভিন্নেষু কর্ণসু ।  
 হিবণ্যা গগনা বক্তা কৃষ্ণাঃ সূত্রতা মতা ।  
 বহুবর্ণাতিবক্তা চ সাত্ত্বিকো যোগকর্ণসু ॥  
 পদ্মবাগা সুবর্ণায়া তৃতীয়া ভদ্রলোহিতা ।  
 লোহিতাহনন্তবং শ্বেতা ধূমিনী চ কবালিকা ॥  
 রাজস্রো বসনা বহু বিহিতা কাম্যকর্ণসু ।  
 বিশ্বমূর্ত্তি-ফুলিঙ্গিন্যৌ ধূমবর্ণা মনোজবা ॥  
 লোহিতাত্মা কবালাস্যা কালী তামস্রাঈবিতাঃ ।  
 এতাঃ সপ্ত নিযুজ্যন্তে ক্রুবকর্ণসু মল্লিভিঃ ॥ ৮ ॥  
 জিহ্বাধিপতিদেবতা।  
 অমর্ত্য-পিতৃ-গন্ধর্ব্ব-বক্ষ-নাগ-শিশাচকাঃ ।  
 বাক্সাঃ সপ্ত জিহ্বানামীবিতা হৃষিদেবতাঃ ॥  
 বহুবর্ণমুখং গ্রাসেৎ তনাবুক্তেন বজ্রনা ।  
 সহস্রার্চিঃ স্তম্ভপূর্ণ উত্তীৰ্ণপূকবস্তথা ।

ব ও ষ ) বর্ণগুলি নাদ ও বিলু বিভূষিত হইয়া অর্থাৎ ক্রাৎ ইত্যাদি [ বহিব ] জিহ্বাব  
 মজ্জ হৃদ, ইহা উক্ত হইয়াছে। পায়ুতে ( গুহে ), লিঙ্গে, নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠমূলে,  
 লম্বিকায ( নাসিকায ) ও ক্রমধ্যে জ্বালাকচিব ( বহিব ) জিহ্বায়াস কবিবে ।  
 সাত্ত্বিকাদি গুণভেদে বিভিন্ন কর্ণে অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ণে  
 সেই জিহ্বা তিন প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। [ সাত্ত্বিক ] যোগকার্য্য-  
 সমূহে হিবণ্যা, গগনা, বক্তা, কৃষ্ণা, সূত্রতা, বহুবর্ণা ও অতিবক্তা [ বহিব ]  
 সাত্ত্বিক জিহ্বা বলিয়া কথিত হইয়াছে। কাম্য কর্ণসমূহে পদ্মবাগা, সুবর্ণা,  
 ভদ্রলোহিতা, লোহিতা, শ্বেতা, ধূমিনী ও কবালিকা বহিব বাজস জিহ্বা ।  
 বিশ্বমূর্ত্তি, ফুলিঙ্গিনী, ধূমবর্ণা, মনোজবা, লোহিতা, কবালাত্মা ও কালী বহিব তামস  
 জিহ্বা । সাধকগণ কর্তৃক এই সাতটা জিহ্বা ক্রুব কর্ণে প্রযুক্ত হয় ॥ ৮ ॥

অমর্ত্য ( দেবতা ), পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, নাগ, শিশাচ ও বাক্স সপ্তজিহ্বাব  
 অধিপতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুরোক্ত বীতিতে অর্থাৎ 'সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ'

ধূমব্যাপী সপ্তজিহ্বা ধনুর্ধর ইতীবিতাঃ ॥

ষড়ঙ্গমনবঃ প্রোক্তা জাতিভিঃ সহ সংযুতাঃ ॥ ৯ ॥

মূর্ত্তিভ্রাসঃ

শারদায়াম্—মূর্ত্তিবষ্টো তনৌ ত্র্যশ্চেদ্ দেশিকো জাতবেদসঃ ।

মূৰ্দ্ধি স্কন্ধে বাম-পার্শ্বে কট্যন্ধু-কটি-পার্শ্বকে ॥

তথা স্কন্ধে চ বিত্ৰস্ত্রেণ প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ তু ।

জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বা হব্যবাহনসংজ্ঞকঃ ।

অশ্বোদরজসংজ্ঞোহত্ৰাঃ পুনর্বৈশ্বানবাহবয়ঃ ॥

কৌমাবতেজাঃ স্রাদ্ বিশ্বমুখো দেবমুখঃ স্মৃতাঃ ।

তাবাগ্নয়ে পদাচ্চাঃ স্মার্নত্যস্তা বহ্নিমূর্ত্তয়ঃ ॥

এবং বিত্ৰস্তদেহঃ সন্ জ্বালয়েন্ মনুনাহমুনা ।

জ্বালয়েদিতি জ্বালিনীমুদ্রাং প্রদর্শ্যেত্যর্থঃ । তল্লক্ষণং বাঘবীয়ে—

মণিবন্ধো সমো কৃষ্ণা কবৌ তু প্রসূতাজ্বলী ।

মধ্যমে মিলিতে কৃষ্ণা অন্তবজ্জষ্ঠকৌ ক্রিপেৎ ।

এই মন্ত্রে নিজের দেহে বহ্নিব অঙ্গমন্ত্র ভ্রাস কবিবে । সহস্রাচিঃ, স্বস্তিপূর্ণ, উত্তিষ্ঠ-পুঙ্খ, ধূমব্যাপী, সপ্তজিহ্বা ও ধনুর্ধর—এইগুলি ষড়ঙ্গ দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এই ছয়টি শব্দ জাতিব অর্থাৎ নমঃ, স্বাহা, বষট্, হ্র, বৌষট্ ও কট্ মন্ত্রেব সহিত যুক্ত হইয়া ষড়ঙ্গ মন্ত্র হব বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

শাবদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—“সাধক [ হোমকালে ] স্বশবীবে অগ্নিব অষ্টমূর্ত্তি ভ্রাস কবিবে । মস্তকে, বাম স্কন্ধে, বাম পার্শ্বে, বাম কটিতে, লিঙ্গে, দক্ষিণ কটিতে, দক্ষিণ পার্শ্বে ও দক্ষিণ স্কন্ধে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে [ মূর্ত্তিব ] ভ্রাস করিবে । জাতবেদাঃ, সপ্তজিহ্বা, হব্যবাহন, অশ্বোদরজ, বৈশ্বানব, কৌমাবতেজাঃ, বিশ্বমুখ ও দেবমুখ—[ এইগুলি বহ্নিব মূর্ত্তি বলিয়া ] উক্ত হইয়াছে । এই বহ্নিমূর্ত্তিগুলি আদিতে অর্থাৎ প্রথমে তাব ( ঙ্ ) ও ‘অগ্নবে’ পদবিশিষ্ট এবং অন্তে নতি ( নমঃ ) যুক্ত [ ‘ঙ অগ্নবে জাতবেদসে নমঃ’—ইত্যাদিরূপ ] হইবে । এইরূপ বিত্ৰস্তদেহ হইয়া অর্থাৎ দেহে ভ্রাস কবিত্তা এই ( বক্ষ্যমাণ ) মন্ত্রেব দ্বাৰা [ বহ্নিকে ] প্রজালিত করিবে । ‘জ্বালয়েৎ’ এই কথার অর্থ-জ্বালিনী মূদ্রা দেখাইয়া প্রজালিত কবিবে । রাঘবভট্টকৃত শাবদাতিলকের টীকায় তাহার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে । যথা—“মণিবন্ধদ্বয় সমান কবিত্তা হস্তদ্বয়কে প্রসূতাজ্বলি অর্থাৎ হস্তদ্বয়েব অঙ্গুলিগুলি প্রসাবিত কবিবে । দুইটি মধ্যমাঙ্গুলিকে মিলিত কবিত্তা অভ্যন্তব ভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্থাপন

মুদ্রা সা জালিনী প্রোক্তা বহুজ্জালনকর্মণি ইতি ॥ ১৭ ॥

বহুপ্রজ্ঞালনমন্ত্রঃ

শাবদায়াম্—চিৎপিঙ্গলং হন-দহ-পচ-যুগ্মানুদীর্ঘ্য চ ।

সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা মন্ত্রোহয়ং পবিকীর্তিতঃ ॥

অগ্নিং প্রজ্জলিতং বন্দে জাতবেদং হতাশনম্ ।

সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্ ॥

উপতিষ্ঠেত বিধিবন্নান্নাহনেন পাবকম্ ।

শাবদায়াম্—পবিষিধেৎ ততস্তোত্রৈবিশুদ্ধৈ মেখলোপবি ।

দর্ভৈঃ কাঠৈশ্চ শুদ্ধৈশ্চ মূলমধ্যাগ্রচ্ছাদিতৈঃ ॥

সংস্তবেদ্ বিধিবন্নান্নী প্রদক্ষিণাবসন্ততঃ ।

এবং সংস্তবণং কুর্যাদ্ বর্জয়িত্বান্নো দিশম্ ॥

গণেশ্ববিশিষ্টায়াম্—প্রাগগ্রৈকদগগ্রৈশ্চ দর্ভৈর্বহিঃ পবিস্তবেৎ ।

যজ্ঞবৃক্ষোদ্ভবং তদ্বৎ কাঠৈশ্চ পবিধিত্রয়ম্ ॥

মধ্যে তু মেখলাযাস্ত সংস্তবেৎ তদ্ববিতমঃ ।

অথ চেৎ স্থণ্ডিলে মন্ত্রী ভূমৌ সর্বং পবিস্তবেৎ ॥ ১১ ॥

কবিবে । বহিঃ প্রজ্ঞালন কার্যে তাহা “জালিনী মুদ্রা” বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

‘চিৎপিঙ্গল’ পদ এবং ‘হন’ পদদ্বয়, ‘দহ’ পদদ্বয়, এবং ‘পচ’ পদদ্বয় অর্থাৎ ‘হন হন দহ দহ পচ পচ’ পদ উচ্চারণ কবিয়া ‘সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা’ বলিবে । [বহিঃ] এই মন্ত্র পূর্বাচাধ্যগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । তাহাব পব উল্লিখিত ‘অগ্নিং প্রজ্জলিতং বন্দে’ ইত্যাদি মন্ত্রেব দ্বাবা যথাবিধি অগ্নিব উপাসনা কবিবে । উক্ত মন্ত্রের অর্থ—সুবর্ণবর্ণ নির্ম্মল তেজোময় বিশ্বতোমুখ জাতবেদ প্রজ্জলিত হতাশন অগ্নিকে বন্দনা কবি । শাবদাত্তিকে উক্ত হইয়াছে—‘তাহাব পর সাধক বিশুদ্ধ জলেব দ্বাবা চতুর্দিকে সেচন কবিবে এবং মেখলাব উপবিভাগে মূল, মধ্য ও অগ্রে আচ্ছাদিত দর্ভ বা শুদ্ধ কতকগুলি কাঠেব দ্বাবা প্রদক্ষিণক্রমে পবস্পন্ন সংলগ্নভাবে যথাবিধি সংস্তবণ কবিবে । নিজেব সমুখ ভাগ বর্জন করিয়া এইরূপে সংস্তবণ কবিবে । গণেশ্ববিশিষ্টায়াম্ উক্ত হইয়াছে—‘প্রাগগ্র ও উত্তরাগ্র দর্ভেব দ্বাবা অগ্নিকে পবিস্তরণ কবিবে । তদ্ববিৎ সাধক মেখলাব মধ্যভাগে যজ্ঞবৃক্ষোৎপন্ন কতকগুলি কাঠেব দ্বাবা পবিধিত্রয়কে পবিস্তবণ কবিবে । সাধক যদি স্থণ্ডিলে হোম কবেন, তবে ভূমিতে সমস্ত পবিস্তবণ কবিবে ॥ ১১ ॥



## পরিধিলক্ষণম্

যজ্ঞকাষ্ঠসমুদ্ভূতঃ প্রাদেশপ্রমিতঃ শুভঃ । \*

পবিধিঃ কথিতঃ সর্ববর্দেদর্শিকৈস্তত্ত্ববিশ্বমৈঃ ॥

নিষ্কোপেদ্ দিম্ক্ষু পবিশীন্ প্রাচীবর্জং শুক্লভূমঃ ॥

প্রাদক্ষিণ্যেন সংপূজ্যাস্তেষু ব্রহ্মাদিমূর্তয়ঃ ।

গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্য বহির্দেবং বিভাবয়েৎ ॥ ১২ ॥

## বহির্ধ্যানং

বহির্ধ্যানং যথা—ত্ৰিনয়নমকণাভং বন্ধমৌলিং তু শুক্লাং-

শুক্লমকণমনেকাকল্পমস্তোজসংস্থম্ ।

অভিমতববশক্তিং স্বস্তিকাতীতিমূচ্চৈ-

র্নমত কমলমালালঙ্কৃতাংশং কৃশালুম্ ॥

এবং হি মনসা ধ্যায়ৈচ্ছান্তিকাদৌ শুক্লভূমঃ । .

কৃষ্ণং কৃষ্ণগতেবর্ণং ধ্যায়ৈন্মাবণকর্মণি ।

মূর্তিরষ্টৌ সমভ্যর্চ্য ষট্‌কোণে তু বড়ঙ্গকম্ ।

মধ্যে ষট্‌ষপি কোণেষু জিহ্বা জ্বালাকটো যজ্ঞেৎ ॥

কেশবেষু ত্তমার্গেণ পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ ।

যজ্ঞকাষ্ঠ সমুৎপন্ন প্রাদেশবয় পবিমিত পবিজ কাষ্ঠখণ্ড তত্ত্ববিৎ সমস্ত সাধক কর্তৃক পবিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। শুক্লশ্রেষ্ঠ পূর্বদিক পবিত্যাগ কবিয়া সমস্ত দিকে পবিধি নিষ্কোপ কবিবে। প্রাদক্ষিণ্যক্রমে সেইদিক সমূহে ব্রহ্মাদি মূর্তিব পূজা কবিবে। গন্ধাদি দ্বাৰা বহির্দেবকে অর্চনা কবিয়া ভাবনা কবিবে ॥ ১২ ॥

বহির্ ধ্যান যথা—“পদ্মাসনোপবিষ্ট শুক্লবস্ত্র-পবিহিত অনেকবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হস্তে অভিমত বব (ববমুদ্রা), শক্তি, স্বস্তিক ও অভিত্তি-(অভয় মুদ্রা) ধাবী মস্তকে জটামণ্ডিত স্বক্কে কমলমালালঙ্কৃত নয়নত্রয়ভূষিত কৃশালুম্কে (বহ্নিকে) তজনা কব।” শুক্লশ্রেষ্ঠ শান্তি প্রভৃতি কার্যে বহ্নিকে এইরূপে মনে মনে ভাবনা কবিবে। মাণক কার্যে কৃষ্ণগতিব (বহ্নির) বর্ণকে কৃষ্ণবর্ণ ধ্যান কবিবে। বহ্নিব আটটা মূর্তিব অর্চনা কবিয়া ছবটী কোণে ছবটী অঙ্গদেবতাব পূজা কবিয়া কুণ্ড মধ্যে ছবটী কোণে বহ্নিব জিহবার অর্চনা কবিবে। এই বীতিতে কেশব-সমূহে অঙ্গদেবতাদিগকে

\* শারদাতিলকের টীকায় রাধবভট্ট মহর্ষি কাত্যায়নের মতানুসারে বাহুপরিমিত বজ্রীয় কাষ্ঠকে পবিধি বলিয়াছেন। আর্থার এভেলন প্রকাশিত শারদাতিলক ৩২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দলেষু পূজয়েন্ মূর্তীঃ শক্তিস্তিকধারিণীঃ ॥  
 লোকপালাংস্ততো দিক্ষু পূজয়েদুত্তলক্ষণান্ ॥ ১৩ ॥  
 শাবদায়াম্—ধ্যাতং বহিঃ যজেন্মধ্যে গন্ধাঐত্মহুনাহুনা ।  
 বৈশ্বানব-জাতবেদ-পদে পশ্চাদিহাবহ ॥  
 লোহিতাক্ষপদস্তাহস্তে সর্বকর্মাণি সাধয় ।  
 বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তো মন্ত্রঃ পাবকবল্লভঃ ॥  
 কুলার্ণবে—ব্রহ্মাণং দক্ষিণেহভ্যর্চ্য স্মৃতস্থালীং প্রপূজয়েৎ ।  
 আজ্যস্থালীং সমানীয ক্ষালয়েদন্ত্রমন্ত্রতঃ ॥  
 কুণ্ডাজীবান্ সমুত্তোল্য হ্রসেৎ তত্রাহন্ত্রমন্ত্রতঃ ।  
 তস্ত্রামাজ্যং বিনিষ্কিপ্য জানীযাৎ তাপনং হি তৎ ।  
 শারদায়াম্—তস্ত্রামাজ্যং বিনিষ্কিপ্য সংস্কৃতং বীক্ষণাদিভিঃ ।  
 নিকছ বাযবোহঙ্গাবান্ হ্রদা তেষু নিবেশয়েৎ ॥  
 ইদং তাপনমুদ্দিষ্টং দেশিকৈস্তত্ত্ববেদিভিঃ ॥ ১৪ ॥  
 অর্ণবে—প্রজ্জাল্য কুশগুচ্ছন্ত আজ্যে ক্ষিপ্ত্বাহনলে ক্ষিপেৎ ।

পূজা করিবে। শক্তি ও স্তিক ধারিণী বহ্নিমূর্তি-সমূহকে দলে পূজা করিবে।  
 ভাহার পব পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত দিকপালগণকে দিকসমূহে পূজা করিবে ॥ ১৩ ॥

শাবদাভিলকে উক্ত হইয়াছে—এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্রে গন্ধাদি উপচাবেব দ্বাবা ধ্যাত  
 বহ্নিকে পূজা করিবে। [বহ্নিমন্ত্র—] ‘বৈশ্বানব’ পদ ও ‘জাতবেদ’ পদ, পবে ‘ইহাবহ  
 লোহিতাক্ষ’ পদেব অন্তে বহ্নিজায়াবধি ( স্বাহান্ত ) ‘সর্বকর্মাণি সাধয়’ পদ অর্থাৎ  
 ‘বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা’—ইহা পাবকবল্লভ  
 ( বহ্নি ) মন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কুলার্ণবে তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“দক্ষিণে ব্রহ্মাকে  
 অর্চনা করিয়া স্মৃতস্থালী পূজা করিবে। আজ্যস্থালী আনয়ন কবিয়া অন্ত্র মন্ত্র দ্বারা  
 ক্ষালন করিবে। কুণ্ডের অঙ্গার উত্তোলন কবিয়া সেই অঙ্গারের উপব অন্ত্র মন্ত্রে  
 [ আজ্যস্থালী ] স্থাপন করিবে। সেই আজ্যস্থালীতে স্মৃত চালিয়া দিবে। উহাই  
 তাপন জানিবে।” শাবদাভিলকে উক্ত হইয়াছে—“সেই আজ্যস্থালীতে বীক্ষণাদি দ্বারা  
 সংস্কৃত আজ্য নিক্ষেপ করিয়া বায়ুকোণে অঙ্গাবগুলিকে পৃথকভাবে বাথিয়া ‘নমঃ’  
 মন্ত্রে সেই অঙ্গাবগুলির উপব আজ্যস্থালী স্থাপন করিবে। তত্ত্ববিৎ দীক্ষিত  
 সাধক কর্তৃক ইহা ‘তাপন’ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

অর্ণবে উক্ত হইয়াছে—“কুশগুচ্ছ প্রজ্জালিত কবিয়া স্মৃতে নিক্ষেপ কবিয়া

অভিতোতনমিত্যুক্তং সর্বত্র সর্বকৰ্মসু ॥

শাবদায়াম্—দীপ্তেন দৰ্ভযুগ্মেন নীবাজ্যাজ্যং স বৰ্মণা ।

অগ্নৌ বিসর্জয়েদ্ দৰ্ভমভিতোতনমীবিতম্ ॥

পুনঃ কুশান্ সমুজ্জাল্য নিক্ষিপেদাজ্যমধ্যতঃ ।

মূলমন্ত্ৰেণ মতিমানাজ্যসংস্কাব ঈবিতঃ ॥

সন্দীপ্য দৰ্ভযুগলমাজ্যে ক্ষিপ্ত্বাহনলে ক্ষিপেৎ ।

গুৰুহৃদয়মন্ত্ৰেণ পবিত্রীকবণং ত্বিদম্ ॥

অভিমন্ত্ৰ্য চ মূলেন বক্ষয়েদম্ৰমুচচবন্ ।

প্রদর্শ্য ধেনু-বোনী চ তদাজ্যমমৃতান্নকম্ ॥ ১৫ ॥

হোমবিধিঃ

প্রাদেশমাত্রং সগ্রস্থি দৰ্ভযুগ্মং স্মৃতান্তবে ।

নিক্ষিপ্য ভাগৌ দ্বৌ কুহ্মা পক্ষৌ শুক্রেতবৌ স্মবেৎ ॥

বামে নাভীমিভাং ভাগে দক্ষিণে পিজলাং পুনঃ ।

স্বষ্মাং মধ্যতো ধ্যাহ্মা কুর্যাদ্ধোমং যথাবিধি ॥ ১৬ ॥

শ্রুকৃ-শ্রুবৌ চ সমাদায় বিধিনা নিশ্চিতৌ গুরুকঃ ।

অর্থাৎ স্মৃতং উপব স্মুবা ইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ কবিবে। সকল স্থানে সমস্ত কর্মে ইহা ‘অভিতোতন’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।” শাবদাতিগকে উক্ত হইয়াছে—“গুরু বর্ম ( হৃ ) মন্ত্রে প্রজ্জলিত দৰ্ভদ্বযেব দ্বাবা স্মৃতং চতুর্দিকে ভ্রামিত কবিষা অগ্নিতে সেই দৰ্ভদ্বয নিক্ষেপ কবিবে। ইহা ‘অভিতোতন’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।” “মতিমান্ হোতা পুনরাব কুশগুচ্ছ প্রজ্জালিত কবিষা স্মৃতং মধ্য মূলমন্ত্রে নিক্ষেপ ( ভ্রামিত ) কবিবে। উহা ‘আজ্যসংস্কাব’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।” “গুরু দৰ্ভদ্বয সন্দীপ্ত ( প্রজ্জালিত ) কবিষা নমঃ মন্ত্রে স্মৃতং নিক্ষেপ কবিষা অগ্নিতে নিক্ষেপ কবিবে। ইহা পবিত্রীকবণ।” সেই অমৃতান্নক স্মৃতকে মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কবিষা অম্রমন্ত্র ( ফট্ ) উচ্চারণ পূর্বক ধেনু ও বোনি মুদ্রা দেখাইয়া বক্ষ কবিবে ॥ ১৫ ॥

‘প্রাদেশ পবিমিত গ্রস্থিযুক্ত দৰ্ভদ্বয স্মৃত মধ্য নিক্ষেপ কবিষা দুইটা ভাগ কবিষা [ বামে ] গুরুপক্ষ ও [ দক্ষিণে ] কুরুপক্ষ ভাবনা কবিবে। [ স্মৃতং মধ্যোই ] বামে ইড়া নাভী এবং দক্ষিণে পিজলা নাভী ও মধ্য স্বষ্মা নাভী ধ্যান কবিষা যথাবিধি হোম কবিবে ॥ ১৬ ॥

‘গুরু বিধিপূর্বক নিশ্চিত [ উর্দ্ধমুখ ] শ্রুকৃ ও শ্রুব আনয়ন কবিষা পরে অর্থাৎ

পশ্চাদাদায় পাণিত্যাং অক্ষুক্ষবো তাবধোমুখৌ ॥

ত্রিশঃ প্রতাপয়েদ্ বহৌ দৰ্ভানাদায় দেশিকঃ ।

তদগ্রমধ্যমূলানি শোধয়েৎ তৈর্যথাক্রমম্ ॥

গৃহীত্বা বামহস্তেন প্রোক্ষয়েদ্ দক্ষিণেন তৌ ।

পুনঃ প্রতাপ্য তৌ মস্ত্রী দৰ্ভানগৌ বিনিষ্কিপেৎ ॥

ক্ষবমাদায় মতিমান্ ধাবয়েৎ তু ত্রিভাগতঃ ।

বেদাঙ্গুলং পবিত্র্যজ্য ধাবয়েচ্ছমুদ্রয়া ॥ ১৭ ॥

শাবদায়াম্—ক্ষবেণ দক্ষিণাদ্ ভাগাদাদয়াজ্যং হ্রদা গুণকঃ ।

জুহ্বাদয়য়ে স্বাহেত্যগ্নেদক্ষিণলোচনে ॥

বামতন্তুদ্বাদায় বামে বহিবিলোচনে ।

জুহ্বাদথ সোমায় স্বাহেতি হ্রদয়াগুনা ॥

মধ্যদাজ্যং সমাদায় বহেৰ্ভালবিলোচনে ।

জুহ্বাদগ্নীষোমাত্যাং স্বাহেতি মনুনা গুণকঃ ॥

হ্রদম্ভ্রণে ক্ষবেণাজ্যং ভাগাদাদায় দক্ষিণাৎ ।

জুহ্বাদয়য়ে স্থিষ্টকৃতে স্বাহেতি তন্মুখে ॥

নিজেব বামভাগে কুশেব উপব প্রণীতাদি স্থাপন কবিত্বা হস্তদ্বয়েব দ্বাবা সেই অক্ষু ও ক্ষবকে অধোমুখে বহিতে তিনবাব সস্তাপিত কবিবে। সাধক কতকগুলি দৰ্ভ গ্রহণ কবিত্বা সেই দৰ্ভসমূহেব দ্বাবা যথাক্রমে অর্থাৎ দৰ্ভমূলেব দ্বারা অক্ষু ক্ষবেব মূল, মধ্য দ্বারা অক্ষু ক্ষবেব মধ্য এবং অগ্র দ্বাবা অক্ষু ক্ষবেব অগ্র শোধন কবিবে। পবে বামহস্তে গ্রহণ কবিত্বা দক্ষিণ হস্তের দ্বাবা [ প্রোক্ষণী জলে ] প্রোক্ষণ কবিবে। সাধক হস্তদ্বয়েব দ্বাবা অধোমুখ অক্ষু-ক্ষবকে পুনবাব তিনবাব তাপিত কবিত্বা অগ্নিতে দৰ্ভসমূহ নিক্ষেপ কবিবে। মতিমান্ সাধক ক্ষব গ্রহণ কবিত্বা ভাগত্রেয় ধারণ কবিবে অর্থাৎ চাবি অঙ্গুলি পবিত্র্যাগ কবিত্বা শঙ্খমুদ্রায় ধাবণ কবিবে ॥ ১৭ ॥

শারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—“গুরু ক্ষবেব দ্বাবা নমঃ মস্ত্রে দক্ষিণভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ কবিত্বা অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে ‘অগ্নয়ে স্বাহা’ মস্ত্রে হোম কবিবে। সেইরূপ অর্থাৎ ক্ষবেব দ্বারা নমঃ মস্ত্রে বামভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ কবিত্বা বহিব বামনেত্রে ‘সোমায় স্বাহা’ মস্ত্রে হোম কবিবে। পরে গুরু হ্রদয় (নমঃ) মস্ত্রে মধ্যভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ কবিত্বা অগ্নিব লগাটস্থিত নেত্রে ‘অগ্নীষোমাত্যাং স্বাহা, এই মস্ত্রে হোম কবিবে। ক্ষবেব দ্বাবা নমঃ মস্ত্রে দক্ষিণভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ

ইত্যগ্নেনৈববক্ত্রাণাং কুর্য্যাচ্চোদঘাটনং গুহ্যং ।

সতাবাভির্ব্যাহ্রতিভির্বাজেন জুহুয়াং পুনঃ ॥

বৈশ্বানবেণ মন্ত্রেণ ত্রিবাং জুহুয়াদ্ গুরুঃ ॥ ১৮ ॥

সময়াতন্ত্রে—একৈকাহ্রতিভিঃ কুর্যাদ্ গৰ্ভাধানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।

ক্রমেণ দেবদেবেশি । স্বাহাস্ত-মূলবিভ্রয়া ॥

গৰ্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা ।

জাতকর্ষ্য নামকৃতিকপনিজ্জগণং তথা ॥

চূড়োপনয়নং ভূয়ো বেদাধ্যয়নমেব চ ।

গোদানং চ বিবাহশ্চ সংস্কাবাঃ শুভকর্মণি ॥

ততশ্চ পিতবৌ বহুঃ সম্পূজ্য হৃদয়ং নয়েৎ ।

বহ্নিমন্ত্রেণ বিধিবৎ কুর্যাদাহ্রতিপঞ্চকম্ ॥

জুহুয়াং সমধিঃ পঞ্চ মূল্যগ্রন্থতসংগ্ৰহাঃ ।

গুরুহৃদয়মন্ত্রেণ বিধিবৎ স্বাহয়া বিনা ॥ ১৯ ॥

শাবদায়াম্—মন্ত্রৈর্জিহ্বাঙ্গমূর্তীনাং ক্রমাদ্ বহুৈ র্থথাবিধি ।

প্রত্যেকং জুহুয়াদেকামাহ্রতিং মন্ত্রবিভ্রতমঃ ॥

অবদায় স্রবণোজ্যং চতুঃ স্রুতি পিধায় তাম্ ।

কবিতা অগ্নির মুখে ‘অগ্নয়ে ষ্ঠিক্রতে স্বাহা’ এই মন্ত্রে হোম কবিবে । গুরু এইরূপে অর্থাৎ এই চাবিটি হোমের দ্বারা অগ্নিবে নেত্রগ্রন্থ ও মুখ উদঘাটন কবিবে । গুরু তার (ওঁ) যুক্ত [ ব্যস্ত সমস্ত ] ব্যাহ্রতি মন্ত্রে যুতের দ্বারা হোম কবিবে । গুরু পুনর্বার অগ্নিমন্ত্রে দ্বারা তিনবার হোম কবিবে ॥ ১৮ ॥

সময়াতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে দেবদেবেশি ! স্বাহাস্ত মূলমন্ত্রে এক একটা আহ্রতি দ্বারা যথাক্রমে [অগ্নিবে] গৰ্ভাধানাদি সংস্কাব কবিবে । গৰ্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ষ্য, নামকরণ, উপনিজ্জগণ, চূড়াকরণ-উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন, গোদান ও বিবাহ—শুভ কর্মে এই দশটি সংস্কাব । তাহাব পব অর্থাৎ নামকরণের অনন্তব বহ্নিব জনক-জননীকে পূজা কবিতা হৃদয়ে স্থাপন কবিবে । তাহাব পব বহ্নি মন্ত্রে দ্বারা বিধিবৎ পাঁচটি আহ্রতি কবিবে । গুরু স্বাহা ব্যতীত কেবল নমঃ মন্ত্রে বিধিবৎ মূল, মধ্য ও অগ্রে যতগুণ পাঁচটি সমিধ্ হোম কবিবে ॥ ১৯ ॥

শাবদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—“মন্ত্রবিং সাধক জিহ্বাব অঙ্গমূর্তিব মন্ত্রে অর্থাৎ ‘স্র্যং হিবণ্যায়ৈ স্বাহা’ মন্ত্রে ত্রাসোক্ত ক্রমানুসারে প্রত্যেককে এক এক আহ্রতি

শ্রবণে তিষ্ঠন্নৈবাহনৌ দেশিকো যতমানসঃ ॥

জুহুযাদ্ বহ্নিমন্ত্রেণ বৌষডন্তেন সম্পদে ॥ ২০ ॥

মাধবীয়সংহিতায়াম্—পলাশস্ত্রাপবা বাপি যজ্ঞীষা দ্বাদশাঙ্গুলাঃ ।

অবক্রান্তে স্বয়ং শুক্লাঃ সত্বচো নিব্রণাঃ সমাঃ ॥

দশাঙ্গুলা বা বিহিতাঃ কনিষ্ঠাঙ্গুলিসম্মিতাঃ ।

প্রাদেশমাত্রস্ত্রাহলাভে হোতব্যাঃ সকলা অপি ॥

গৌতমীয়ে—মহাগণেশমন্ত্রেণ ছনেদেকাদশাহুতীঃ ।

সামান্তং সর্বদেবানামেতদগ্নিমুখং স্মৃতম্ ॥

বহুব্রপাখ্যজিহ্বাযামাজ্যঞ্চ পবমেশ্ববি ।।

গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্য জুহুযাৎ বোডশাহুতীঃ ॥

মূলমন্ত্রেণ বিধিবদ্ বক্তে কীকবণং হ্রিদম্ ।

শাবদায়াম্—ততঃ গীঠং সমভ্যর্চ্য দেবতাষা হুতাশনে ।

অর্চয়েদগ্নিকপাং তাং দেবতামিষ্টদায়িনীম্ ॥

তনুখে জুহুযান্নস্বী পঞ্চবিংশতি-সংখ্যয়া ।

আজ্যেন মূলমন্ত্রেণ বক্তে কীকবণং হ্রিদম্ ॥

হোম কবিবে । সংযতচিত্ত সাধক সম্পৎকব হোমে শ্রবণে দ্বাবা শ্রবণে চাবিবাব  
যত দিয়া শ্রবণে দ্বাবা শ্রবণে আচ্ছাদিত কবিষা দণ্ডাযমান হইয়া বৌষডন্ত  
বহ্নিমন্ত্রেণ দ্বাবা হোম কবিবে ॥ ২০ ॥

মাধবীয়-সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে—“পলাশ বৃক্ষেব অথবা অস্ত্রান্ত যজ্ঞীয় বৃক্ষেব  
দ্বাদশাঙ্গুলি পবিমিত বক্রতাবহিত স্বয়ং শুক্ল স্বর্গবিশিষ্ট সমান কাঠখণ্ডই সমিধ্ ।  
দশাঙ্গুলি পবিমিত বা কনিষ্ঠাঙ্গুলি পবিমিত সমিধ্ ও [ হোমে ] বিহিত হইয়াছে ।  
প্রাদেশ পবিমিত সমিধেব অভাব হইলে পূর্বোক্ত পবিমিত সকল সমিধই  
হোম কবিবে ।” গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“মহাগণেশ মন্ত্রেণ দ্বাবা একাদশ  
আহুতি হোম কবিবে । ইহাই সমস্ত দেবতাব সাধাবণ অগ্নিমুখ বলিয়া উক্ত  
হইয়াছে । হে পবমেশ্ববি । গন্ধাদি দ্বাবা অর্চনা কবিয়া বহুব্রপা নামক জিহ্বায়  
মূলমন্ত্রে বিধিপূর্বক বোডশাহুতি আজ্য হোম কবিবে । ইহাই ‘বক্তে কীকবণ’  
বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।” শাবদাত্তিক উক্ত হইয়াছে—“তাহার পব অগ্নিতে  
দেয় মন্ত্রেণ দেবতাব গীঠ অর্চনা কবিয়া ইষ্টফলদায়িনী অগ্নিকপা সেই ইষ্টদেবতাকে  
পূজা কবিবে । সাধক বহিব মুখে মূলমন্ত্রে স্মৃতেব দ্বাবা পচিশবাব আহুতি কবিবে ।

বহ্নিদেবতয়োবৈক্যমাথানা সহ ভাবয়ন্ ।  
 মূলমন্ত্ৰেণ জুহুয়াদাজ্যেনৈকাদশাহতীঃ ॥  
 নাভীসন্ধানমুদ্দিষ্টমেতদাগমবেদিভিঃ ।  
 অঙ্গাদি-পরিবাৰাণামৈকৈকামাহুতিং হনেৎ ॥  
 পুনৰ্যাহুতিভির্হোমং কৃহা যথাবিধি ।  
 তিলেনাজ্যেন জুহুয়াৎ সহস্রাদি যথাবিধি ॥  
 অনুক্তে তু হবির্দ্রব্যে তিলাজ্যং হবিৰ্ভক্ষ্যতে ॥  
 অল্পং তু জুহুয়াদ্ বহ্নেঃ পণ্ডিতঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মন্ ॥  
 তথা সম্পাতয়েদ্ ভাগেষাজ্যস্বাহাহুতিং ক্রমাৎ ॥ ২১ ॥

বিশেষমাহ তদ্রাস্তবে—অগ্নৌ স্বাহেতি তদ্ভাগে শেষমগ্নৌ বিনিঃক্ষিপেৎ ।

ওঁ ভুবগ্নয়ে পৃথিব্যে মহতে চ স্বাহা । ওঁ ভুবো বায়বে অন্তবীক্ষ্য চ  
 দিবে মহতে চ স্বাহা । ওঁ স্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্ভ্যো মহতে চ  
 স্বাহা । ওঁ ভূভূবঃস্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্ভ্যো মহতে চ স্বাহা ।

শ্রবণৈব সমাদায় ঘৃতেনাপূৰ্ণ্যতে পুনঃ ।

হোমদ্রব্য্যাণি নিক্ষিপ্য নাভৌ সংস্থাপ্যতে পুনঃ ।

ইহাই ‘বক্তে কীকরণ’ বলিবা উক্ত হইয়াছে । নিজেব আত্মাব সহিত বহ্নি ও  
 দেবতাব ঐক্য ভাবনা কবিবা মূলমন্ত্ৰে য্তেব দ্বাবা একাদশ আহুতি হোম  
 কবিবে । আগমবিৎ সাধকগণ কর্তৃক উহা ‘নাভীসন্ধান’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।  
 অঙ্গাদি পবিবাৰগণেব এক এক আহুতি হোম কবিবে । যথাবিধি পুনৰায় ব্যাহুতি  
 দ্বাবা হোম কবিয়া তিলযুক্ত য্তেব দ্বাবা যথাবিধি সহস্রাদি হোম (সঙ্কলিত  
 হোম) কবিবে । হবিঃ দ্রব্য উক্ত না হইলে তিলাজ্য হবিঃ দ্রব্য বলিবা কথিত  
 হয় । সমস্ত কৰ্ম্মে পণ্ডিত ব্যক্তি অল্পও হোম কবিবে অর্থাৎ যে কোন কৰ্ম্মেই হোম  
 কর্তব্য । সেইরূপ অহাহুতিক্রমে অর্থাৎ আহুতিব পব প্রত্যাহুতিক্রমে এক ভাগে  
 অর্থাৎ যে ভাগ হইতে আজ্যাহুতি গৃহীত হইয়াছে, সেই ভাগে য্তেব  
 সম্পাত কবিবে ॥ ২১ ॥

তদ্রাস্তবে বিশেষ উক্ত হইয়াছে—“অগ্নয়ে স্বাহা” এই মন্ত্ৰে সেই ভাগে আহুতি  
 দিবে এবং শেষ অগ্নিতে নিক্ষেপ কবিবে । তাহাব পব “ভুবগ্নয়ে” ইত্যাদি  
 চাৰিটি মন্ত্ৰে চাৰিটি হোম কবিবে । শ্রব আনয়ন কৰিয়া পুনৰায় য্তেব দ্বাবা  
 পবিপূৰ্ণ কবিবে এবং হোম দ্রব্য সকল নিক্ষেপ কবিবা পুনৰাব নাভিতে স্থাপিত

অগ্নেন্নামকৃতিং কৃৎস্না দত্তাং পূর্ণাহুতিং প্রিয়ে । ॥

ত্রক্ষার্পণেন মনুনা দত্তাং পূর্ণাহুতিং পুনঃ ।

যোজয়েদ্ হৃদয়ে ধাম্নি স্বেষ্টং সাধকসত্তমঃ ॥ ২২ ॥

### অগ্নিমুখনিরূপণম্

শাবদায়াম্—যতঃ কাষ্ঠং ততঃ শ্রোত্রং যতো ধূমোহত্র নাসিকা ।

যত্রাহ্নজ্বলনং নেত্রং যতো ভস্ম ততঃ শিবঃ ॥

যত্র প্রজ্বলিতো বহিস্তন্মুখং জাতবেদসঃ ॥ ২৩ ॥

### শ্রোত্রাদিশু হোমফলম্

ফলমাহ শাবদায়াম্—বধিবহ্নং কর্ণহোমে নেত্রে ক্ষতমবাপ্নু যাৎ ।

নাসিকায়াম্ মনঃগীড়া শিরোহোমো হি শূলদঃ ॥

মুখে সিন্দূববালার্ক-বহ্নেহোমঃ শুভাবহঃ ।

ভেবী-বাবিদ-হস্তীজ্র-ধ্বনির্বহ্নেঃ শুভপ্রদঃ ॥

চন্দ্র-চন্দন-কুন্দান্তো ধূমঃ সর্বার্থসিদ্ধিদঃ ।

খব-বায়সবচ্ছদো বহ্নিঃ সর্ববিনাশকুৎ ॥

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণগতের্বর্ণো যজমানং বিনাশয়েৎ ।

নাগ-চম্পক-পুন্নাগ-পাটলা-যুথিকানিভঃ ॥

কবিবে ।” হে প্রিয়ে ! অগ্নিব নামকবণ কবিয়া পূর্ণাহুতি দিবে । সাধকপ্রবব ত্রক্ষার্পণ মন্ত্রে পুনবায় পূর্ণাহুতি দিয়া নিজ হৃদয়ে স্বেষ্ট দেবতাকে স্থাপন কবিবে ॥ ২২ ॥

শাবদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—“যেখানে কাষ্ঠ, সেইখানে বহ্নিব শ্রোত্র ; যেখানে ধূম, সেইখানে বহ্নিব নাসিকা । যেখানে অগ্ন জ্বলন, সেইখানে বহ্নিব নেত্র ; যেখানে ভস্ম, সেইখানে বহ্নিব মস্তক ; যেখানে প্রজ্বলিত বহ্নি, তাহাই বহ্নিব মুখ” ॥ ২৩ ॥

শাবদাতিলকে [ হোমেব ] ফল বলিতেছেন—“কর্ণহোমে বধিবতা, নেত্রে হোম কবিলে ক্ষত প্রাপ্ত হয় । নাসিকায় হোম করিলে মনঃগীড়া হয় । শিবোহোম শূল ( ব্যাধি ) প্রদ । সিন্দূব বা বালসুর্ঘ্যেব ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট বহ্নির মুখে হোম শুভজনক । ভেবী, বাবিদ ও হস্তীজ্রের ধ্বনিব ত্রায় অগ্নিব ধ্বনি শুভপ্রদ । চন্দ্র, চন্দন ও কুন্দেব ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট বহ্নিব ধূম সমস্ত অর্থেব সিদ্ধিদাতা । গর্দভ বা বায়সেব শব্দেব ত্রায় শব্দবিশিষ্ট বহ্নি সমস্ত বিনাশ করে । কৃষ্ণগতিব ( বহ্নিব ) কৃষ্ণবর্ণ যজমানকে নাশ কবে । নাগকেশব, চম্পক, পুন্নাগ, পাটলী, যুথিকা তুল্য



পদ্মেন্দীবব-কহ্লাব-সর্পিণ্ড গুণ্ডলসন্নিভঃ ।  
 পাবকস্ত শুভো গন্ধ ইত্যুক্তস্তম্ভবেদিভিঃ ॥  
 পুতিগন্ধো হতভুজো হোতুর্দুঃখপ্রদো ভবেৎ ।  
 এবংবিধেষু দোষেষু প্রায়শ্চিত্তায় দেশিকঃ ।  
 মূলেনাজ্যেন জুহুয়াৎ পঞ্চবিংশতিকাহতীঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি হোমবিধিনির্ণয়ঃ

সর্বমঙ্গলাদিনামার্থঃ

সর্বমঙ্গলাদিনাম্নাং যোগার্থানাহ—

মঙ্গলাহঁসি সর্বেরবাং তেন ত্বং সর্বমঙ্গলা ।  
 ববদাহঁসি চ মর্ত্যানাং ববদা তেন কীৰ্ত্ত্যসে ॥  
 আশেষং জয়সে দুর্গং দুর্গা তেন নিগচ্ছসে ।  
 ভক্তানাং শং কবোসীতি শঙ্কবী ত্বং তু গীয়সে ॥  
 সংসারার্ণবমগ্নানাং সর্বেরবাং প্রাণিনামিহ ।  
 দুর্গেকা হি পবঃ পোতো নবাণাং মুক্তয়ে সদা ॥  
 সংসারার্ণব-মগ্নানাং দুর্গেকা পবমং পদম্ ।  
 দুর্গেকা দেবতাঃ সর্বা দুর্গেকা কৰ্ম্ম বৈদিকম্ ॥  
 দুর্গেকা পবমং জ্ঞানং দুর্গেকা পবমং বলম্ ।

এবং পদ্ম, ইন্দীবব ( নীলোৎপল ), কহ্লাব, ঘৃত ও গুণ্ডুল সদৃশ বহিঃ গন্ধ শুভ—  
 ইহা তত্ত্ববিদগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। হতভুজ বহিঃ পুতিগন্ধ হোতাঃ দুঃখপ্রদ  
 হয়। সাধক এই জাতীয় দোষে প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত মূলমন্ত্রে ঘৃত দ্বাৰা পঁচিশবার  
 আহুতি কবিবে ॥ ২৪ ॥

সর্বমঙ্গলাদি নামেব যোগার্থ বলিতেছেন—“তুমি সকলের মঙ্গল সম্পাদন কর,  
 সেইজন্ত তুমি সর্বমঙ্গলা। তুমি মর্ত্যগণেব বব দান কর, সেইজন্ত তুমি ববদা  
 বলিয়া কীৰ্ত্তিত হও। তুমি সকল দুঃখ জয় কর,এজন্ত তুমি দুর্গা বলিয়া কথিত  
 হও। তুমি ভক্তগণেব শং ( কল্যাণ ) কর, এই হেতু তুমি শঙ্করী বলিয়া কীৰ্ত্তিত  
 হও। সংসার সমুদ্র মগ্ন সকল প্রাণীগণেব এক দুর্গাই শ্রেষ্ঠ পোত ( জাহাজ ) স্বরূপ।  
 তিনি সমস্ত মাহুঘের উদ্ধাবেব জন্ত সর্বদা তৎপর আছেন। সংসার সমুদ্রমগ্ন  
 প্রাণীগণেব এক দুর্গাই পবম পদ ( আশ্রয় )। এক দুর্গাই সমস্ত দেবতা।

ন ত্বয়া বহিতং কিঞ্চিদ্ ভূতং স্থাববজ্জন্মম্ ॥  
 ছর্গৈকা পবমা দেবী ছর্গৈকা পবমং পদম্ ।  
 ছর্গৈকা পবমং জ্ঞানং ছর্গৈকা জ্ঞানমেব চ ॥  
 ছর্গৈকা পবমং সত্যং ছর্গৈকা পবমা গতিঃ ।  
 ছর্গৈকা পবমং দৈবং ছর্গৈকা পবমৌষধম্ ॥  
 ছর্গৈকা সুখমত্যন্তং ছর্গৈকা নিবৃত্তিঃ পবা ।  
 ছর্গৈকা পবমা তুষ্টি ছর্গৈকা পবমং যশঃ ॥  
 ছর্গৈকা পবমং তত্ত্বং ছর্গাভিন্নমিদং জগৎ ॥  
 প্রাণপ্রয়াণ-পাথেয়ং সংসাব-ব্যাধিভেবজ্জম্ ।  
 ছর্গাণবপবিত্রাণং ছর্গানামাক্ষবদ্বয়ম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীপবিত্রাজ্ঞাচার্য্য-পবমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদব্রহ্মানন্দগিবি-কৃতাৰাং  
 শাক্তানন্দ-তবঙ্গিণ্যাং হোমাদিনির্ঘো নাষ্টাদশোল্লাসঃ সমাপ্তঃ

বৈদিক কৰ্ম্ম এক ছর্গাবই মূর্তি । এক ছর্গাই পবম জ্ঞান ( তত্ত্বজ্ঞান ) স্বরূপ, এক ছর্গাই  
 পবম বল । তোমা কর্তৃক বহিত ইইয়া পঞ্চভূত, স্থাবব জন্ম কিছুই নাই । এক ছর্গাই  
 পবম দেবী, এক ছর্গাই পবম পদ ( স্থান ) । এক ছর্গাই পবম জ্ঞান ( ব্রহ্মজ্ঞান ) ।  
 এক ছর্গাই [ প্রমাণ জ্ঞাত বৈষয়িক ] জ্ঞানস্বরূপ । এক ছর্গাই পবম সত্য । এক  
 ছর্গাই পরম গতি ( গন্তব্য স্থান ) । এক ছর্গাই পবম দৈব । এক ছর্গাই পরম ঔষধ । এক  
 ছর্গাই অত্যন্ত সুখ । এক ছর্গাই পবা নিবৃত্তি ( ব্রহ্মানন্দ ) । এক ছর্গাই পবম তত্ত্ব  
 ( ব্রহ্ম ) । এই জগৎ ছর্গা হইতে অভিন্ন । ছর্গারূপ অক্ষবদ্বয় প্রাণ পবিত্যাগেব  
 পাথেয়, সংসাব-ব্যাধিব পবমৌষধ ও হুংখ সমুদ্রেব নিস্তাব [ নৌকা ] ॥ ২৫ ॥

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রধান দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়  
 শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের ছাত্র মেদিনীপুর  
 জিলার অন্তর্গত মালঞ্চ গ্রাম নিবাসী শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী  
 তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ কৃত শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীব  
 অষ্টাদশ উল্লাসেব অনুবাদ সমাপ্ত

সমাপ্তোহস্মৎ গ্রন্থঃ

## শুদ্ধিপত্র

প্রমাদবশতঃ কয়েক স্থানে অশুদ্ধ পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠকবর্গ অল্পগ্রহ  
পূর্বক শুদ্ধিপত্র দেখিবা। অগ্রে সেইগুলি সংশোধন কবিয়া লইবেন।

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	২৮	ত্রিলক্ষ্যং	ত্রিলক্ষং
৬৫	পৃষ্ঠাষ প্রথমে—	গবাং সপিঃ শবীবস্থং ন কবোত্যঙ্গপোষণম্। স্বকর্ম্মবচিৎ দত্তং পুনস্তামেব গোষণেৎ। এবং সর্ব্বশবীবস্থা সর্পির্ব্বং পবসেস্থবী। এই তিন লাইন যোগ হইবে।	
৬৫	২	দেবী	দেবি !
৬৫	৫	পূজকানাং	সাধকানাং
৬৫	৫	বিমুক্তিদঃ	স মুক্তিদঃ
৬১	৬	পূজাদিকং	উপাসনং
৬৬	৩	ব্রহ্মস্বকপিণী	ব্রহ্ম হিধা মতম্
৬৭	৯	জ্ঞানভক্তিযোগবতাং	জ্ঞানযোগবতাম্
৬৭	১১	উপকর্ষ	উপকর্ত্তুং
৬৭	১১	স্তদাকাবেণ	কাবঃ সাকাবোহপি
৭১	৬	বিজ্ঞেযো	হবস্তথা বজ্রো
১৬৮	১০	বর্ণানা	বর্ণাণা
১৬৮	১০	মষ্টবর্গেণ	মষ্টবর্গেন
১৯২	১৩	হস	হ'সো'
১৯২	২৭	হ'স	হ'সো'
২০১	৯	হ্রী' হ্রু'	হ্রী' হ্রী'
২০১	২০	অর্থ্যাং ক্রী'	অর্থ্যাং ককাব
২৩৩	৫	ঋপ্ ফ	বিপ্ ফ
২৩৬	২৪	গালমাত্র	গলমাত্র
২৪৭	৮	ভিষক্	ভিষগ্
২৪৮	১০	লেপনং	লেপনে
৩১২	৭	ততঃ	বহ্নেঃ
৩১২	১৪	ভেষাং	ভুত্

